Introduction To The Bengalee Language,

Adapted To Students who Know English,

In two Parts,

By

SHAMA CHURN SIRCAR

ইংরেজি সমেত ...... ৮ টাঃ

Second Edition – Revised and Improved

Calcutta

Printed and Sold By D' Rozario and Co. 8, Tank-Square

1861

বাঙ্গলা ব্যাকরণ

অর্থাৎ
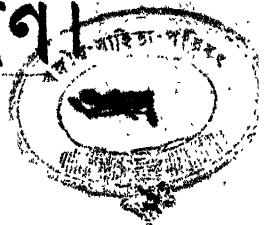
বর্ত্তমানাবস্থ বঙ্গভাষা শুদ্ধরূপে ব্য[illegible]

সূত্রাদি
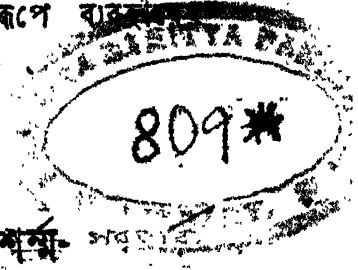
শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্ম

প্রণীত

অনেক সংশয়োচ্ছেদি, পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং, যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।।

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত পি, এস, ডি, রোজারিও সাহেবের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ও বিক্রেয়

বঙ্গাব্দ ১২৫২।

ভূমিকা।

মনুষ্যের যে পশু-শ্রেষ্ঠত্ব সে বিদ্যা-নিমিত্ত; এবং তাহার যে এত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য তাহাও এই বিদ্যা-হেতু। সঙ্ক্ষেপতঃ, বিদ্যাই মানবের লোচন ও সুখের সাধন;—অবিদ্যা দুঃখের কারণ। বিদ্যোপার্জ্জন নিমিত্তই প্রায় মনুষ্যজন্ম; বিদ্যাবিতরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। বিদ্যার প্রচার ও স্বচ্ছন্দে লোকযাত্রা ব্যাপার নির্ব্বাহ ভাষাদ্বারা ব্যতীত হয় না। পরন্তু কোন দেশে বিদ্যার সাধারণ সঞ্চালন তদ্দেশীয় ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় হইতে পারে-না। ইংরাজেরা যে দেশ হইতে যে বিদ্যা বা শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যদি সেই ভাষায় দেশে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে কি এত লোক ঐ সকল বিদ্যায় বিদ্যাবন্ত হইতে পারিতেন! পক্ষান্তরে, যদি সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়েরা ঔদার্য্যপূর্ব্বক সংস্কৃতে লিখিত শাস্ত্রসমূহ দেশে চলিত ভাষায় অনুবাদ করিতেন, তবে কি এত বাঙ্গালি অশাস্ত্রজ্ঞ থাকিত? না শাস্ত্রজ্ঞান আমাদের এত কৃচ্ছ্রসাধ্য ও এত লোকের অসাধ্য হইত? কিন্তু তাঁহারা অনুবাদ করিবেন কি স্বকীয় ভাষাকে ভাষা বলিয়াই হেয়জ্ঞান করেন। এ বিবেচনা হয় না যে অনর্থকরী ভাষাভ্যাস কেবল তাহাতে লিখিত শাস্ত্র জ্ঞান নিমিত্ত; অতএব সেই ভাষা শিখিতেই যদি বয়স গেল তবে বিষয়ি লোক তৎপরে কিপ্রকারে শাস্ত্রাভ্যাস করিতে পারে? আর যদি মাতৃভাষায় ঐ শাস্ত্রজ্ঞান হইতে পারে তবে অব্যবসায়ি বিষয়ির ভিন্ন ভাষাভ্যাসে শরীরক্ষয়ের আবশ্যক কি? আবার (আমাদের মধ্যে) যাঁহারা বিজাতীয় ভাষা পড়েন, ও তাহাতে বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাদের অনেকের দেশভাষার প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ। আমরা অনেকে অল্প শ্রমসাধ্য অথচ সর্ব্বসাধারণের উপকারি যে দেশভাষা তাহার আলোচনায় যত্ন নাকরিয়া অত্যায়াসে অন্যভাষাভ্যাস করত মহাযত্নে তাহারি আলোচনা করি, এবং কষ্টসৃষ্টে দুই এক খান গ্রন্থও রচনা করি; কিন্তু ঐ শ্রমে দেশভাষায় কোন উকারক বিষয় লিখিলে যে কত উত্তম ও তাহাতে দেশের কত উপকার হইত এ পরিদেবনা হয় না। এবং রচনাকালে ইহাও বিবেচনা হয় না যে অন্য ভাষা আমাদের স্বাভাবিক নয়, আমরা সহস্র যত্ন করিলেও সংস্কৃত মাত্র ভাষি প্রাচীনের ন্যায় সুললিত সংস্কৃত, দিল্লীবাসির ন্যায় উর্দু, মোগলের মত পারসী ও ইংরাজবৎ ইংরাজী রচিতে পারি না, তবে কে ঐ সকল ভাষায় আমাদের রচনাকে তাদৃশ আদর করিবে? প্রত্যুত, তৎপাঠে তদ্দেশীয় কত লোক উপহাস না করিয়া থাকিতে পারিবে? বিদেশীয় ভাষাভ্যাসে চিরকাল শ্রম করিলেও চিরকাল তদ্দেশীয়

লোকের অনুগামি হইতে হইবে। অন্য দেশীয় শাস্ত্র তদ্দেশীয় লোকের ন্যায় শিখা যাইতে পারে, এবং অধিক অনুশীলনে তদপেক্ষাও ভাল জানা যাইতে পারে, কিন্তু ভাষাভ্যাসে সে কথাটী বলিবার যো নাই, যেহেতু তাহা তদ্দেশীয় লোকের স্বভাবসিদ্ধ, অন্যের শুকবৎ অভ্যস্ত, সে দেশীয় লোক যাহা উত্তম বলিবে তাহাই উত্তম জানিতে হইবে, এবং যাহা মন্দ বলিবে তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অতএব আমরা যে ভাষা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি, প্রকৃতরূপে লিখিতে ও অভ্রান্ত ভাবে কহিতে পারি, যাহাতে উপমান হইতে পারি, এবং যাহাতে দেশীয় সর্ব্বসাধারণের উপকার হইতে পারে, সে এই বাঙ্গলা, যাহা আমাদের মাতৃক্রোড়ে স্তনপানাবস্থাবধি অনায়াসে অজ্ঞাতসারে অভ্যস্ত, এবং যাহা অভাবনায় স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। অন্য ভাষাভ্যাসে শরীর ক্ষয় করিয়াও পরে আলোচনা না করিলে তিনি বিস্মৃতা হইতে থাকেন, কিন্তু বাঙ্গলা আমাদের ভুলিবার নয়। ভিন্ন ভাষা অসহজতাদোষে না ভাবিলে বলা যায় না, এবং ভাবিলেও অবাধে চলেনা। কিন্তু বাঙ্গলা সহজতাগুণে না ভাবিতে বাহির হয়, অনর্গল চলে; এবং বাঙ্গলা কহিব না এমত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অপর ভাষা কহিতে গেলেও কিঞ্চিন্মাত্র অসাবধানে অমনি কহিয়া ফেলিতে হয়। আমরা যে কোন ভাষা কেন অভ্যাস করিনা মনে যে ভাব আইসে তাহা এই বাঙ্গলাতে, এবং অন্য ভাষায় যে কোন বিষয় কেন লিখিতে যাইনা তাহার ভাব অগ্রে বাঙ্গলাতেই প্রায় উদয় হয়, পরে অনুবাদের ন্যায় পরভাষায় প্রকাশ পায়। কিন্তু তথাপি আমাদের নিকট বাঙ্গলার এমত অনাদর যে আমাদের মধ্যে ভিন্ন ভাষাজ্ঞ মহাশয়েরা অনেকে পত্রাদি বাঙ্গলায় লিখিতে লজ্জা পান, ভিন্ন ভাষায় লিখিতে শ্লাঘা বোধ করেন; কিন্তু বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গলা লিখিতে অথবা প্রকৃত রূপে লিখিতে না জানার জন্যে যে এক লজ্জা তাহা হয় না। দেশীয় ভাষা শিখিতে অধিক শ্রম হওয়াদূরে থাকুক ভিন্ন ভাষা শিখিতে যে শ্রম হয় তাহার অনেক অল্প শ্রমে তাহা শিখা যায়; এবং বিদেশীয় ভাষা শিখিতে যে শ্রম ব্যয় হয় তাহাতে দেশীয় ভাষা অনেক উত্তমরূপে শিখা যাইতে পারে, এবং সে শিক্ষায় মহোপকার জন্মে। অন্য ভাষার যে অভ্যাস সে কেবল অর্থোপার্জন ও তল্লিখিত শাস্ত্রজ্ঞানার্জন নিমিত্ত, অতএব তন্নিত্তে অন্য ভাষা শিক্ষা যেপর্য্যন্ত আবশ্যক তন্মাত্রই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে; এবং ঐ শাস্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া গ্রন্থপ্রস্তুত নিমিত্তে দেশীয়ভাষায় যেমতপারদর্শি হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ হইতে যত্ন করা শ্রেয়ঃ। অপিচ, এক্ষণে দেশের যে অবস্থা তাহাতে ইংরাজিআদি লিখিয়া দেখানর সময় এ নয়, কিন্তু ইংরাজিআদি ভাষাতে বিদ্যা শিখিয়া বাঙ্গলায় তাহা সাধারণকে শিখাইবার সময় এই। যখন সহস্র২ লোক অবিদ্যাতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া উপায় দর্শনে ব্যাকুল, তখন কি আর তেমত করা সাজে; তখন

একরূপ অদ্ভুত বাঙ্গলা শুনায়, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যও হয় না; অপিচ সকল শব্দের প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না; তবে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত শব্দসকল কিরূপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গলা হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহ তুলিয়া লইলে, লাতিন ও গ্রীক শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যেদশা বাঙ্গলার ততোধিক দুর্দশা হইবে। কিন্তু ঐ সকল শব্দ ত্যাগ করার আবশ্যকই বা কি? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্তে বই নয়; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে ঐ অভিপ্রায় উত্তমরূপ প্রকাশ পায় তাহাই ব্যবহার্য্য। এবং যে কালে যে ভাষা যদবস্থ তৎকালে তদবস্থ সেই ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম প্রদর্শন ব্যাকরণের অভিধেয়; ঐ ভাষার সাধু অসাধু* পদ বিবেচনা পূর্ব্বক অসাধু ত্যাগে সাধু শব্দ কএকটীমাত্র বিষয়ক সূত্র রচনা ব্যাকরণের কার্য্য নয়, এবং তেমত ব্যাকরণে অতি অল্পকার্য্য হয়। এতাবতা, বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় যত ভাষার যত কথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গলা সম্বলিত তৎসমুদয় কথা শুদ্ধ রূপে ব্যবহার নিমিত্ত এক ব্যাকরণ করা অত্যাবশ্যক। অপর যে কএক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্ত্তমান, তাহাতেও বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অপ্রাপ্য; এবং মধ্যে২ ভ্রমও দৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজাতীয় মহাশয়েরা যে দুই এক খানি লিখিয়াছেন তাহাতে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে। ঐ প্রমাদে বিরক্ত বঙ্গভাষানুরক্ত কতিপয় মহাশয় প্রথমতঃ সাহেবদিগের পাঠের নিমিত্তে ইংরাজিতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, তাহা প্রণীত হইলে শিক্ষা সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ঐ পুস্তককে ইংরাজীপাঠক বঙ্গবালকেরও উপযোগি জানিয়া গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়সকলে পাঠ্য করেন। পরন্তু ঐ পুস্তকস্থ সূত্রাদির ব্যাখ্যা ইংরাজিতে থাকাতে এবং ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গলার অধ্যাপকেরা তাহা বুঝাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করাতে উক্ত সমাজপতি (অধুনা) মৃত মহামতি মহোদয় শুদ্ধ বাঙ্গলায় ব্যাকরণ রচনার্থ অনুরোধ করেন, যদনুসারে এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল। ইহাতে বাঙ্গলাবলিয়া খ্যাত পদমাত্রের এবং বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য্য সংস্কৃত শব্দের ও পদের শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অথচ বাঙ্গলায় চলিত অপর ভাষার শব্দ সমূহ ব্যবহারের সঙ্কেত প্রাপ্য। এবং আর২ বাঙ্গলা ব্যাকরণে যে সকল ভ্রম ও আবশ্যক বিষয়ের অভাব, বোধ করি তাহাও ইহাতে নাই। সঙ্ক্ষেপতঃ, বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালিদের বিশেষউপকারি হইবে এই বাঞ্ছায় এই পুস্তক প্রস্তুত করিলাম। এখন পরমেশ্বর সমীপে বাঞ্ছা এই যে ইহা

---

* ইংরাজী ও পারসী পাঠকেরা তত্তদ্ভাষার অনেক শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহার করেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা তদ্রূপ বাঙ্গলাকে অসাধুবাদে সংস্কৃত শব্দ বা পদপূর্ণ বাঙ্গলা বাক্যকে সাধু ভাষা কহেন॥

কি বিদ্যোপদেশে ঐ নিরুপায় নিরাশ্রয় লোকের মনে বিজ্ঞানালোক সঞ্চার দ্বারা উপায় প্রদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য হয় না! অনেকে বিবেচনা করেন "বাঙ্গলা ভাষা এমত সমৃদ্ধা নয় যে তাহাতে নানা দেশীয় শাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করা যাইতে পারে"। এ তাঁহাদের ভ্রম। কিন্তু যদ্যপি বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র বলিয়াই মানায়ায়; তথাপি কি ইহা প্রবৃদ্ধ হইতে পারে না?—যৎকালে ইংরাজদের ভাষা অতি ক্ষুদ্র ও অনেক বিষয়ে অকর্ম্মণ্য ছিল, তখন যদি তাঁহারা এইরূপ বিবেচনায় ভরসাহীন হইতেন, তবে কি তাঁহাদের ভাষা এমত প্রবৃদ্ধ ও তাহাতে লক্ষাতীত গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিত? না তাহাতে নানা দেশীয় এত শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার হইয়া তদ্দেশে এত বিদ্যাবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইত? কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহারা যেমত অকর্ম্মণ্য বোধ করেন তেমত নয়, এবং ইংরাজদের আদি ভাষাবৎ ক্ষুদ্রও নয়? ইহাতে যে কোন অভিপ্রায় যথা যোগ্যরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; দুই বা অধিক পদ যেমত সংস্কৃতে তেমনি বাঙ্গলাতে সন্ধি সমাসদ্বারা সংযুক্ত করা যাইতে পারে, এবং যে কোন শাস্ত্রীয় পদ-বিশেষ যথার্থতঃ অনুবাদ করা যাইতে পারে*। বাঙ্গলার ন্যায় রচনাসুগমতা ইউরোপীয় অতি অল্প ভাষায় আছে। অধিকন্তু, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক, ও সমুচ্চযার্থকাদি শব্দ বাঙ্গলায় বিস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় তাবতই চলিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, বহু কাল পর্য্যন্ত এদেশ মুসলমানদের অধীন থাকাতে, এবং অধুনা ইংরাজ-রাজ্য এবং ইহাতে নানা দেশীয় লোকের আগমন হওয়াতে তত্তদ্ভাষার অনেক কথা বাঙ্গলায় চলিত হইয়া বঙ্গভাষা আরো অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে। এতাবতা, আমাদের ভাষা ক্ষুদ্র নয়, কেবল ইহাতে পুস্তক অল্প, বিশেষতঃ শাস্ত্রবোধক হিতোপদেশক গ্রন্থ অতি অল্প, কিন্তু সে দোষ আমাদের, ভাষার নয়। অতএব-এক্ষণে আমাদের যে অবস্থা তাহাতে পূর্ব্বাবস্থ ইংরাজদের মত বিবিধ উপকারক শাস্ত্রবোধক ও বুদ্ধিবর্দ্ধক গ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রস্তুত করিয়া তদুপদেশদ্বারা সাধারণের মনকে বিজ্ঞানরূপ কিরণে প্রদীপ্ত ও অবিদ্যাজন্য দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা শ্রেয়ঃ কর্ম্ম। এবং অগ্রে একখান ব্যাকরণ রচনা অত্যাবশ্যক। কারণ ব্যাকরণ সকলের মূল, ব্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি যাহা লিখুন সে অসিদ্ধ। পরন্তু ঐ ব্যাকরণ শুদ্ধবাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত কএকটী কথার হইলে মহামহোপাধ্যায় ৺ রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই এক প্রকার কর্ম্ম চলিতে পারিত; কিন্তু যেহেতু বাঙ্গলার অধিকাংশ সংস্কৃত; এবং হিন্দী, পারসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে এমত চলিত যে এক্ষণে তত্তৎপদ, বোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গলাপদদ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে সে

---

* ইহা পাদ্রি কেরি সাহেব প্রভৃতি মহাশয়গণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

অমার বাঞ্ছানুসারে দেশীয় লোকের উপকারি হয়, তাহা হইলেই চরিতার্থ হই। কিন্তু ইহা যথার্থতঃ আমার বাঞ্ছানুরূপ হইয়াছে কি না, তাহার যে নির্ণয় সে কেবল বঙ্গভাষাবিশারদ যথার্থ বিচারকের মুখে। পরন্তু অপক্ষপাতি সদ্বিবেচক পাঠক মহাশয়সমীপে সবিনয় নিবেদন এই যে অল্পকালের মধ্যে রচনা ও মুদ্রাঙ্কণ জন্য যদি কিছু ভ্রম দৃষ্ট হয়, তবে ভ্রমকে মনুজের সহজ দোষ বিবেচনায় দোষমাত্র গ্রাহি বিদ্রুপির ন্যায় ঘোষণামাত্র না করিয়া বরং ঐ দোষ ও তৎসংশোধন যাহাতে হয় তাহা লিপিদ্বারা দর্শাইলে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কণকালে পুস্তক আরো শুদ্ধ হইবে ও তাহাতে সাধারণের উকার হইতে পারিবে। এবং এরূপ উকারে আমিও উপকৃত হইব ও কৃতজ্ঞ রহিব।

আপাতত যে সকল বিষয় জানা অত্যাবশ্যক তদ্বোধক সূত্রসমূহ বড় অক্ষরে প্রকটিত করা গেল। এবং যাহা অপেক্ষাকৃত গূঢ় অথচ না জানিলেও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ জ্ঞান হয় না, কিন্তু পরে শিখিলেও চলে, তাহা এবং বড় অক্ষরে প্রকটিত স্থূল বিষয়ের বিস্তার ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইল,—এই অভিপ্রায়ে যে নব শিক্ষক প্রথমে বড় অক্ষরে মুদ্রিত সূত্রসমূহ জ্ঞানে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন হইয়া পরে ঐ গূঢ় ও সূক্ষ্ম বিষয়সকল অভ্যাস করিলে তাঁহার বুদ্ধি এককালে অভিভূত না হইয়া ক্রমে ব্যাকরণ কিরণে উজ্জ্বল হইবে, অভ্যাসেও তাদৃশ্ কষ্ট হইবে না।

শ্রী শ্যামাচরণ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বাঙ্গলা-ব্যাকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ণাদি-বর্ণনা।

যে শাস্ত্রজ্ঞানে শুদ্ধরূপ লিখন ও কথনের জ্ঞান জন্মে তাহার নাম ব্যাকরণ।

বঙ্গভাষায় ঊনপঞ্চাশৎ অসংযুক্ত অক্ষর আছে, তন্মধ্যে ষোড়শ স্বর ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যঞ্জন, যথা—

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং* অঃ।

ব্যঞ্জন বা হল† অথবা হস বর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ।

অক্ষর সকল পাঁচ স্থান হইতে উচ্চারিত হওয়াতে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এবং ঐ প্রত্যেক ভাগের অক্ষর আপন উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে নামিত হইয়াছে। আবার হল বর্ণের মধ্যে প্রথম পঞ্চবিংশতি বর্ণ একস্থানত্ব অনুসারে বিন্যস্ত হওয়াতে পাঁচ শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ হইয়াছে; ঐ শ্রেণির নাম

---

* অং অঃ ব্যতিরিক্ত অন্য সকল অক্ষরের প্রত্যেকের উত্তর "কার" যোগ করিলে ঐ অক্ষরের নাম সিদ্ধ হয়, যথা—অ-কার, ই-কার, ক-কার, চ-কার ইত্যাদি॥

† হকারের পর আর এক ল-কার থাকা কথিত আছে, এনিমিত্তে ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহকে হ-ল শব্দেও প্রকাশ করা যায়। ককারাদি হকারান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহকে হস বলার মূল এই যে কোনং সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধি আদির নিমিত্তে ব্যঞ্জন সকল হ-কারাদি স-কারান্তে বিন্যস্ত হইয়াছে:—ইহা এই ব্যাকরণে সন্ধি প্রকরণের প্রথম পৃষ্ঠা দৃষ্টেই প্রকাশ পাইবে॥

বর্গ; এবং ঐ পঞ্চ বর্গ-নামতঃ পরস্পরের বিশেষার্থে স্ব ২ বর্গীয় প্রথম অক্ষরের উত্তর আখ্যাত হয়, যথা—

১ অ আ, এ, ঐ, ও, ঔ, হ, এবং ক—বর্গ অর্থাৎ ক খ গ ঘ ঙ কণ্ঠ্য—বা কণ্ঠ হইতে উচ্চার্য্য।

২ ই, ঈ, এ, ঐ, য, শ এবং চ—বর্গ অর্থাৎ চ ছ জ ঝ ঞ তালব্য—বা তালু হইতে উচ্চার্য্য।

৩ ঋ, ৠ, র, ষ, এবং ট—বর্গ অর্থাৎ, ট ঠ ড ঢ ণ মূর্দ্ধন্য —বা মূর্দ্ধাহইতে উচ্চার্য্য।

৪ ঌ, ৡ, ল, স, ব এবং ত—বর্গ অর্থাৎ ত থ দ ধ ন দন্ত্য—বা দন্ত হইতে উচ্চার্য্য।

৫ উ, ঊ, ও, ঔ, ব এবং প—বর্গ অর্থাৎ প ফ ব ভ ম ওষ্ঠ্য— বা ওষ্ঠ হইতে উচ্চার্য্য।

স্বর বর্ণের মধ্যে প্রথম দশ দুইং করিয়া এক জাতীয় বর্ণ। এবং ঐ দুয়ের মধ্যে প্রথম হ্রস্ব দ্বিতীয় দীর্ঘ, যথা—

অ, আ,	একজাতীয়	অ	হ্রস্ব	আ	দীর্ঘ
ই, ঈ,	,,	ই	,,	ঈ	,,
উ, ঊ,	,,	উ	,,	ঊ	,,
ঋ, ৠ,	,,	ঋ	,,	ৠ	,,
ঌ, ৡ,	,,	ঌ	,,	ৡ	,,

অবশিষ্ঠ স্বর বর্ণ হ্রস্ব নয়।

অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ এই কএক বর্ণের উচ্চারণ যখন অধিক কাল স্থায়ি হয়—যথা দূরাহ্বানে ও গানে—তখন এই সকল বর্ণকে প্লুত বলাযায়। বঙ্গ ভাষায় প্লুতের উচ্চারণ ব্যবহার আছে, কিন্তু নাম ব্যবহার নাই।

এক স্থানীয় অথচ এক জাতীয় স্বর পরস্পর, এবং এক স্থানীয় বর্গীয় বর্ণ পরস্পর সবর্ণ অর্থাৎ সমানবর্ণ, যথা, অ আ পরস্পর সবর্ণ, ক খ গ ঘ ঙ পরস্পর সমান বর্ণ, এইরূপ ই ঈ, এবং চ ছ জ ঝ ঞ ইত্যাদি।

প্রথম পঞ্চবিংশতি হল বর্ণ বর্গান্তর্গত হওয়াতে বর্গীয় বলা যায়।

নাসিকা হইতে, অথবা প্রধানতঃ নাসিকা হইতে উচ্চারিত বর্ণ

বা চিহ্ন অনুনাসিক, ও তৎসংযুক্ত বর্ণ সানুনাসিক বলা যায়; অতএব ঞ ণ ন ঙ ম পূর্ব্বদর্শিত কণ্ঠাদি হইতে উচ্চারিত হইয়াও প্রধানতঃ নাসিকা হইতে উচ্চারিত হওয়াতে অনুনাসিক বলা যায়।

য র ল ব অন্তস্থ আখ্যাত।

শ ষ স হ এই চারি বর্ণ উষ্ম কথিত হইয়াছে।

বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ, আর য র ল এই আঠার অক্ষর অল্প প্রাণ, এতদ্ব্যতিরিক্ত অক্ষর সকল মহাপ্রাণ বলা যায়।

বর্গের প্রথম ও তৃতীয় অক্ষরের উচ্চারণ হইতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষরের উচ্চারণে কেবল হকারের যোগ অধিক,—অর্থাৎ বর্গের প্রথম বর্ণের পর ও তদীয় অকারের পূর্ব্বে অকারহীন হকার ব্যবহৃত হইলে দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ এক প্রকার সিদ্ধ হয়; এই রূপ তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণে।

হল বর্ণ কোন স্বরের সহযোগ ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না; এই নিমিত্তে হলবর্ণের সহিত আর কোন স্বর সংযুক্ত নাথাকিলে তাহা অ-কারের যোগে উচ্চারিত হয়।

অকার যখন হলে সংযুক্ত হয়(—অর্থাৎ হলের অব্যবধান পরেই ব্যবহৃত এবং ঐ হলের সহিত জিহ্বার এক অভিঘাতে উচ্চারিত হয়), তখন তাহার অবয়ব থাকে না।

কিন্তু অ (কিম্বা অন্য স্বর) যখন কোন হলে সংযুক্ত না থাকে, তখন ঐ হলের নীচে ্ এই (হসন্ত নামক) চিহ্ন দেওয়া যায়, এবং ঐ চিহ্ন বিশিষ্ট হল সামান্যতঃ হসন্ত বর্ণ বলাযায়; অতএব ্ এই চিহ্নকে অকারের বিচ্ছেদসূচক, ও ইহার অভাবকে অকারের যোগসূচক বোধ করিতে হইবে।

ঋ, ৠ, ঌ, ৡ,।

যদিও এই সংস্কৃত বর্ণ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকে বঙ্গাদি ভষায় দুই অক্ষরের তুল্য,—অর্থাৎ ঋ এই অক্ষরে তুল্য রি, ৠ-র তুল্য রী, ঌ বর্ণের তুল্য লি, এবং ৡ বর্ণের তুল্য লী, তথাপি তত্তবর্ণযুক্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকল ও শুদ্ধ লিখিবার নিমিত্তে বঙ্গভাষায় ঐ অক্ষর চতুষ্টয়ের ব্যবহার আছে, যথা—

ঋ-রূপা ৠ-পদ দাত্রী ৯কার স্বরূপা। ৡ-সুত ঘাতিনী একার্ণবে এক রূপা। যদি ঋরূপা, ৠপদ, ৯কার এবং ৡসুত সংস্কৃতে উক্ত রূপে লিখিত না হইত, তবে প্রকারান্তরে এ রূপেও লিখা যাইতে পারিত,—যথা রিরূপা, রীপদ, ৯কার, ৡসুত।

পণ্ডিতেরা ঋ ৠ ৯ ৡ-কে স্বর ও হল উভয় ধর্ম্মি বিবেচনা করিয়া বর্ণাবলির মধ্যে স্বরের সঙ্গে বিন্যাস করাতে স্বর স্বীকার করিয়াছেন, এবং ফলার মধ্যে ধরাতে হল রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঋকাদির সহিত রেফের যোগ হওয়াতে যথা "প্রজাপতির্ঋষি," এবং ঋকারাদি যুক্ত বর্ণ বিকল্পে গুরু গণ্য হওয়াতে ঋকারাদির হল-ধর্ম্মিত্ব ও পক্ষান্তরে স্বর-ধর্ম্মিত্ব দেখা যাইতেছে।

(অ)ং (অ)ঃ।

° এইরূপ বিন্দু অথবা ং এইপরূ চিহ্নকে অনুস্বার বলা যায়, ইহার উচ্চারণ কঠিন অনুনাসিক, যথা বংশ। ঃ এই রূপ দ্বিবিন্দু মাত্র বর্ণের নাম বিসর্গ, এবং কোন স্বরের পর অকারহীন হকারের ঝটিতি উচ্চারণের ন্যায় ইহার উচ্চারণ, যথা রজঃ রজহ্ বং। বিসর্গ যদি কোন শব্দের মধ্যবর্ত্তি হয় তবে তাহার অব্যবধান পরবর্ত্তি অক্ষর সামন্যতঃ (স্বজাতীয়) দুই অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় ও বিসর্গ তাহাতে লীন হয়,—যথা দুঃখ দুক্‌খ* বং উচ্চারিত। ং এবং ঃ শব্দের মধ্য বর্ত্তিই হউক বা শেষ বর্ত্তিই হউক, (কি লিখনে কি উচ্চারণে) কোন স্বরের পর ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না। এই নিমিত্তেই কেবল বর্ণাবলির মধ্যে ং ও ঃ অ-কারের পর প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুস্বার ও বিসর্গ স্বর বর্ণের সহিত বিন্যস্ত হওনাদি কারণে সামান্যতঃ স্বর রূপে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ স্বর নহে;—কেহ২ স্বর ধর্ম্মি বলিয়া থাকেন।

ক্ষ।

ক্ আর ষ সংযুক্ত হইলে বঙ্গ ভাষায় স্বং উচ্চারণ ত্যাগ পূর্ব্বক খ্য বৎ উচ্চারিত হয়, যথা ক্ষতি, খ্যতি বৎ। উক্ত অক্ষরদ্বয় সংযুক্তা-বস্থায় ক্ষ এই রূপ লিখিত হয়। বর্ণমালাতে এই যুক্ত বর্ণ ক্ষ অসংযুক্ত বর্ণ সমূহের শেষে সামান্যতঃ অসংযুক্ত বর্ণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

ক্ষ যখন শব্দের প্রথম অক্ষর নাহয়, এবং তাহার সহিত অন্য কোন হল বর্ণ অথবা (অ)ং (অ)ঃ, অ, আ, ও, ঔ, ভিন্ন অন্য কোন স্বর বর্ণ

---

* ১০ পৃষ্ঠা দেখ।

সংযুক্ত হয়, তখন তাহার উচ্চারণ সামান্যতঃ কৃখ* বৎ হয়, যথা—লক্ষ্মী—লক্‌খ্মী বৎ। পক্ষী—পকৃখী বৎ। চক্ষুঃ—চকৃখুঃ বৎ।

ঙ।

বর্ণাবলির মধ্যে এই বর্ণের উচ্চারণ সামান্যতঃ উঁঅ এই দুই অক্ষরের ন্যায়। কিন্তু শব্দের আদিতে অসংযুক্তাবস্থায় এই বর্ণের উচ্চারণ সামান্যতঃ অনুনাসিক উঁ বৎ।

ঙ যখন সংযোগের প্রথম বর্ণ হয় তখন ইহার উচ্চারণ অনুস্বারের ন্যায় হয়, যথা অঙ্ক—অংক বৎ। মঙ্গল—মংগল বৎ।

ঞ বর্ণাবলিতে ইঁঅ এই রূপ সামান্যতঃ উচ্চারিত হয়, কিন্তু অসংযুক্তাবস্থায় শব্দের আদিতে ইহার উচ্চারণ সামান্যতঃ সানুনাসিক ইঁ বৎ।

ঞ যখন স্ববর্গীয় বর্ণের সহিত তৎ পূর্ব্বে সংযুক্ত হয় তখন তাহার উচ্চারণ ন-কারবৎ, যথা, চঞ্চল। বাঞ্ছা। পিঞ্জর। ঝঞ্ঝাট।

ঞ, জকারের সহিত (পরে) সংযুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ সানুনাসিক য় বৎ, এবং জকারের উচ্চারণ গকার বৎ হয়, যথা—যজ্ঞ জগ্যঁ বৎ। আজ্ঞা আগ্যা বৎ।

ড ঢ।

শব্দের আদিতে ব্যবহৃত, অথবা কোন হল বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে স্ব২ স্বাভাবিক উচ্চারণ ত্যাগ করেনা, যেমন ডাল, ঢাল, উপ-ঢৌকন, গড্ডলিকা, চণ্ডাল, দার্ঢ্য। কিন্তু আর২ অবস্থায় ঢ ড ক্রমে কঠিন র ও হকার সংযুক্ত কঠিন র বৎ উচ্চারিত হয়, এবং যখন ডকার ও ঢকারের এই রূপ উচ্চারণ হয় তখন ঐ বিশেষ উচ্চারণ সূচনার্থে ঐ বর্ণ দ্বয়ের নিম্নে এক২ বিন্দু সংযুক্ত হয়, যথা, বড়, গাঢ়, বড়াই অঢ়াইদিন

ণ ন।

বঙ্গভাষায় ণ-কার ও ন-কারের মধ্যে উচ্চারণে ভেদ নাই, কিন্তু লিখনে সংস্কৃতানুরূপ ভেদ আছে।

বঙ্গভাষায় ণ-কার ষ-কারের সহিত (পরে) সংযুক্ত হইলে, ণ-কারের উচ্চারণ সানুনাসিক ট বৎ হয়, যথা, কৃষ্ণ-কৃষ্ট বৎ, বিষ্ণু বিষ্টু বৎ।

---

* হিন্দী ভাষায় ষ-কারের উচ্চারণ খ-কারের ন্যায়। অতএব বোধ হয় বঙ্গ ভাষাতে ষ-কারের ঐ উচ্চারণ ক-কারের সহিত সংযুক্তাবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

য-কার সংযোগে ণ সামান্যতঃ ঞ-কারের ন্যায় লিখিত হয়, যথা, কৃষ্ণ কৃষ্ঞ বৎ। বিষ্ণু বিষ্ঞু বৎ।

ম।

কোন হল বর্ণের পরে তৎসঙ্গে সংযুক্ত হইলে ম আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া ঐ সম্পূর্ণ যুক্ত বর্ণকে সানুনাসিক উচ্চারণ করায়, যেমন স্মরণ সঁরণ বৎ, লক্ষ্মী লক্ষীঁ বৎ, এবং যখন কোন পদের মধ্যে বা শেষে হল বর্ণের সহিত (তাহার পরে) সংযুক্ত হয় তখন মকারের উচ্চারণ ঐ হলে লীনহয় এবং ঐ হল সানুনাসিক ও দুই বর্ণবৎ উচ্চারিত হয়, যথা, বিস্মরণ বিস্সঁরণ বৎ। পদ্ম পদ্দঁ বৎ।

য।

য, জ-কার হইতে নামতঃ অন্তস্থ বিশেষণে বিভিন্ন হইয়াছে। য পদ মাত্রের প্রথমে জ বৎ উচ্চারিত হয়, যথা, যথার্থ জথার্থ বৎ, যোগ্য জোগ্য বৎ।

যকারাদি অসংযুক্ত শব্দের পূর্ব্বে উপসর্গ অথবা অন্য কোনশব্দ সংযুক্ত হইলে তদবস্থাতেও (নিয়োগ, বিয়োগ, প্রয়োগ, ভিন্ন অন্যান্য শব্দে) য-কারের উচ্চারণ জ-কার বৎ হয়, যথা, নি-যুক্ত নি-জুক্ত বৎ। অ-যোগ্য অ-জোগ্য বৎ। মনো-যোগ মনো-জোগ বৎ।

য-কার দ্বির্ভাবে এবং রেফের সহিত (তৎ পরে) সংযোগে জ-কার বৎ উচ্চারিত হয়, যথা ন্যায্য ন্যাজ্য বৎ, ধৈর্য্য ধৈর্জ্য বৎ।

এতদ্ভিন্ন সকল অবস্থায় য হিন্দি ভাষায় যেমত উচ্চারিত বঙ্গ ভাষাতেও সেই রূপ। এবং য যখন এই প্রকার উচ্চারিত হয়, তখন তাহার নিম্নে এক বিন্দু সংযুক্ত হয়, যেমন জয়, হয়, ভয়ানক, করিয়া।

পদের মধ্যে বা শেষে য-কার কোন হল বর্ণের সহিত (তৎ পরে) সংযুক্ত হইলে ঐ হল সামান্যতঃ স্বজাতীয় দুই বর্ণ বৎ উচ্চারিত হয়, যথা, যোগ্যতা যোগগ্যতা বৎ, বাক্য বাক্ক্য বৎ।

ব, ব।

বঙ্গভাষায় বর্গীয় ব আর অন্তস্থ ব অদ্যাপি একাকারে লিখিত এবং প্রায় সর্ব্বত্র এক রূপে (ওষ্ঠ্য) উচ্চারিত হয়, যথা বল-বান্, বিদ্যা-বান্, বিবেচনা;—এস্থলে বল-বান্ শব্দের দ্বিতীয় ব, এবং অন্য শব্দদ্বয়ের সকল ব দন্ত্য-ওষ্ঠ্য, কিন্তু সামান্যতঃ ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়।

অন্তস্থ অথবা দন্ত্য—ওষ্ঠ্য ব কোন অসংযুক্ত শব্দে (গ ম র ভিন্ন) হলের সহিত (তৎ পরে) সংযুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ দন্ত হইতে হয়, যথা দ্বার, ঈশ্বর* ; কিন্তু গ ম র বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, যথা পূর্ব্ব, অগ্বী, কিম্বা।

তদ্বৎ এবং তদ্রূপ আরং শব্দের ব প্রায় দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

শ, ষ, স।

এই তিন বর্ণকে ক্রমে তালু, মূর্দ্ধা ও দন্ত হইতে উচ্চারণ করা উচিত। কিন্তু বঙ্গভাষায় সামান্যতঃ অবিশেষ রূপে তালু হইতেই উচ্চারিত হয়, যথা শব্দ, ষষ্ঠ, সেবক—অর্থাৎ ষষ্ঠ শষ্ঠ বৎ, ও সেবক শেবক বৎ উচ্চারিত হয়।

শ-কারের সহিত র (অর্থাৎ ্র) ঋ, ৠ, কিম্বা ন (পরে) সংযুক্ত হইলে শ-কারের উচ্চারণ স-কারের ন্যায় হয়, যথা, শ্রবণ স্রবণ বৎ, শৃগাল সৃগাল বৎ, প্রশ্ন† প্রস্ন বৎ।

স-কারের সহিত ত, থ, ন, র, কিম্বা ঋ ৠ (পরে) সংযুক্ত হইলে স-কারের উচ্চারণ দন্ত হইতেই হয়, যথা, স্তব, স্থল, স্নান, স্রক্, সৃষ্টি।

স-কার প-কারের সহিত (পরে) সংযুক্ত হইলে সকারের উচ্চারণ দন্ত হইতে হয়, যথা, লিপ্সা।

অক্ষরের সংযোগ বিধান।

হলের সহিত স্বরের সংযোগ বিধান।

সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় হল বর্ণের সংযোগ হল বর্ণ বা স্বর বর্ণের সহিত হয় ও হইতে পারে, কিন্তু স্বর বর্ণের সহিত স্বর বর্ণের সংযোগ হয় না।

---

* পদের মধ্যে বা শেষে যে অক্ষরের সহিত ব সংযুক্ত হয় সেই অক্ষরের উচ্চারণ সামান্যতঃ দুই বর্ণের ন্যায় হয়, যথা, ঈশ্বর ঈশ্‌শর বৎ বিশ্ব বিশ্‌শ বৎ, স্বত্ব স্বত্ত বৎ

† প্রশ্ন শব্দ সামান্যতঃ প্রস্তঁ বৎ উচ্চারিত হয়, এবং স্ন-কে অনেকে সামান্যতঃ স্তঁ উচ্চারণ করিয়াথাকেন, যথা স্নেহ-কে স্তেঁহ কহেন, স্নান আদিকে স্তাঁন আদি বলেন.

শব্দের প্রথমে বা মধ্যে যখন কোন সংযুক্ত* বা অংসযুক্ত হল বর্ণ স্বরহীন দৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে (উচ্চারণ নিমিত্তে) অকার যুক্ত স্বীকার করিতে হইবে, যথা জগত্ শব্দে জ্ অ গ্ অ ত্ † এই পাঁচ অক্ষর আছে বোধ করিতে হইবে, এবং বিশ্বকর্ত্তা শব্দে ব্ই শ্ ব্ অ ক্ অ র্ ত্ ত্ আ এই দ্বাদশ বর্ণ মানিতে ও গণিতে হইবে।

অ-কার যখন কোন শব্দের আদি বর্ণ হয় তখন অবয়বের দ্বারা প্রকাশ পায়, যখন মধ্য বর্ণ হয় তখন কেবল উচ্চারণদ্বারা প্রকাশ পায়, আর যখন অন্ত্য বর্ণ হয় তখন উচ্চারণের দ্বারাও সকল শব্দের অন্তে প্রকাশিত হয় না, যথা, অসংযুক্ত ও অবশ শব্দের আদিস্থিত অকার অবয়বদ্বারা প্রকাশিত হইল, এবং প্রথম শব্দে স আর ক্ত এই উভয় অক্ষরের পরস্থিত অ কেবল উচ্চারণের দ্বারা প্রকাশ পাইল, দ্বিতীয় অর্থাৎ অবশ শব্দের ব-কারে উহ্য অকার উচ্চারণদ্বারা প্রকাশিত হইল, কিন্তু শ-কারে উহ্য অকার সুশ্রাব্যতার নিমিত্তে অনুচ্চারিত থাকিল। যে সকল শব্দের অন্ত্য (বা শেষ হল বর্ণে উহ্য) অ সুশ্রাব্যতার নিমিত্তে অনুচ্চারিত থাকে, ও যে সকল শব্দের ঐ অ উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহার জ্ঞান বঙ্গদেশীয় লোকের স্বভাব সিদ্ধ, তন্নিমিত্তে লক্ষণ রচনার প্রয়োজন নাই—

• অর্থাৎ—শব্দের শেষে যুক্ত বর্ণ থাকিলে ঐ যুক্ত বর্ণের পর স্থিত অ-কার উচ্চারিত হইয়া থাকে, যেমন, শব্দ, ভদ্র, বাক্য, ভগ্ন, অম্ল, মত্ত, পক্ষ, বয়স্ক। ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের অন্ত্য অ উচ্চারিত, যথা, কৃত, গলিত‡ মূঢ়,। অনুস্বার বা বিসর্গ পূর্ব্বক হলে উহ্য অ উচ্চারিত, যথা, বংশ, দুঃখ। বাঙ্গালা বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত, যথা, বড়, ছোট। (সংস্কৃত) তর ও তম প্রত্যয়ের অন্ত্য অ প্রায় সকল স্থানে উচ্চারিত, যথা, প্রিয়-তর, প্রিয়-তম। হকারান্ত শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত, যথা দেহ, মোহ, লৌহ, বিরহ। সংস্কৃত পদের অন্তে ই, ঈ, উ, ঊ, বা এ-কার পূর্ব্বক

---

* স্বরে ও হলে সংযুক্ত যে বর্ণ সে যদ্যপি সংযুক্ত হউক, তথাচ ব্যাকরণ শাস্ত্রে সংযুক্ত রূপে গণ্য নয়; কিন্তু সংযুক্ত যে হল দ্বয় বা তদধিক তাহাই সংযুক্ত রূপে স্বীকৃত।

† ৪ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ সংস্কৃ ইত ভাগান্ত পদের অন্ত্য অ সামান্যতঃ কখন উচ্চারিত হয়, কখন অনুচ্চারিত থাকে যথা, চলিত পদ চলিত ও চলিত্ উভয়তঃ উচ্চারিত॥

য়-কারের পরস্থিত অ উচ্চারিত, যথা, প্রিয়, করণীয়, ভূয় ভূয়। ঋবর্ণ সংযুক্ত হলের পরবর্ত্তি হলে উহ্য অ উচ্চারিত, যথা, কৃশ, বৃষ, দৃঢ়। (সংস্কৃত) প্র, অপ, অব, এবং উপ উপসর্গের অন্ত্য অ উচ্চারিত। সংস্কৃত ধাতু এক হলে ও অ-কারে সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তি শব্দ বা উপসর্গের সহিত সংযুক্ত হইলে ঐ অ উচ্চারিত হয়, যথা, নৃ-প (নৃ, ও পা ধাতু সংযোগে নিষ্পন্ন), অগ্র-জ (অগ্র ও জন্ ধাতু সংযোগে নিষ্পন্ন), উরোগ (উরস্ ও গম্ ধাতু সংযোগে)। রক্ষাদি নিমিত্তে দেবতাদিগকে আহ্বানে বা স্মরণে তাঁহাদের নামের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়, যথা, শিব শিব! নারায়ণ হে!। এবং বাঙ্গালা ধাতুর দ্বিতীয় পুরুষ অনুজ্ঞা, যথা, কর, চল, ধরিয়া থাক। শুদ্ধ ভূত কাল, তৃতীয় পুরুষ, অসংযুক্ত পদ, যথা, করিল, হইল, ধরাইল,। ভবিষ্যৎ কাল প্রথম পরুষ, যথা, করিব, হইব, ধরাইব। ইত বিভক্ত্যন্ত্য ধাতু পদ, যথা, করিত, যাইত। এবং সম, নম, তম, অসীম, মহামহিম, গাঢ়, রক্ত, নব, যুব, বিধ,(অভিপ্রয়ার্থক) মত শব্দ প্রভৃতি কতিপয় শব্দরে ওপদের অন্ত্য অ যে উচ্চারিত হয় এবং তদ্ভিন্ন শব্দ ওপদ সকলের অন্ত্য অ যে অনুচ্চারিত থাকে, ইহা বাঙ্গালিরা অজ্ঞান হইলেও স্বভাবতঃ জানে, এবং ঐ রূপ অকারের প্রকাশ ও অপ্রকাশ বিনাভ্রমে যথা স্থানেই করিয়া থাকে; ইহা তাহার-দিগকে ব্যাকরণসূত্রদ্বারা জানাইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহা জানা ও জানান আবশ্যক যে, যে সকল সংস্কৃত শব্দের অন্তস্থ অকার বঙ্গভাষায় উচ্চারণে প্রকাশিত হয় না, তাহা উচ্চারণের সহজতার্থে লিখনে (্) হসন্ত চিহ্নের দ্বারা এক কালে দূরীকৃত হয় না। ইহার এক কারণ এই যে অকারান্ত শব্দের সহিত তৎ পরবর্ত্তি শব্দের সন্ধি করণ সময়ে ঐ অকারের আবশ্যকতা হয়, যথা, রাম-অরি রামারি, পরম-ঈশ্বর পরমেশ্বর। আর এক কারণ এই যে ঐরূপ শব্দের উত্তর প্রত্যয়ের যোগ হইলে অথবা ঐ শব্দের সহিত তৎ পরবর্ত্তি শব্দের সমাস হইলে ঐ অ-কারের আবার উচ্চারণ হইয়া থাকে, যথা, বল-বান্, গুণ-ধাম; এবং কারণান্তর এই যে পদ্যেতে ঐ অ-কারের উচ্চারণ আবশ্যক মতে হইয়া থাকে, যথা—

তাই বলি জীব শুন, হও সদা এক মন*, দ্বিমনেতে নহে সিদ্ধ কর্ম্ম।
দ্বিমন হইলে জীব*, বিফল হইবে সব*, বৃথা হবে এ দুর্লভ জন্ম॥

---

* প্রথম চরণের মন, ও দ্বিতীয় চরণের জীব ও সব শব্দ সাধারণ রূপে হসন্ত উচ্চারিত হয়, কিন্তু এস্থলে মন শব্দ শুন শব্দের সহিত মিলের নিমিত্তে, আর জীব ও সব শব্দ পরস্পর মিলের নিমিত্তে অকারান্ত উচ্চারিত হইল॥

বঙ্গ ভাষায় এক শব্দের মধ্যে অকার ও (ং) অনুস্বার ও (ঃ) বিসর্গের পর স্বরবর্ণের ব্যবহার নাই.

এক শব্দের মধ্যে, আ-কার স্বরের পর ঘটিলে ঐ বর্ণদ্বয়ের মধ্যে উচ্চারণের কোমলতা নিমিত্তে প্রায়, য়-কারের আগম হয়. যেমন গোয়ালা, ওয়াসিল, তল্ওয়ার।

. আকারাদি স্বর যখন কোন হলের সহিত সংযুক্ত (অর্থাৎ ঐ হলে উহ্য অকারের স্থান গ্রহণ করে, এবং ঐ হলের সহিত একত্রে এবং জিহ্বার এক অভিঘাতে উচ্চারিত) হয়, তখন ং, ঃ, ঌ, ৠ ব্যতিরেকে, স্বর সকল নিম্ন লিখিত সাঙ্কেতিক অবয়বে ব্যবহৃত হয়, * যথা—

অক্ষর	সাঙ্কেতিক আকার	সংযোগ, যথা—
আ	া	খ্+আ=খা
ই	ি	গ্+ই=গি
ঈ	ী	ঘ্+ঈ=ঘী
উ	ু	চ্+উ=চু
ঊ	ূ	ছ্+ঊ=ছূ
ঋ	ৃ	জ্+ঋ=জৃ
ৠ	ৄ	ঝ্+ৠ=ঝৄ
এ	ে	ট্+এ=টে
ঐ	ৈ	ঠ্+ঐ=ঠৈ
ও	ো	ড্+ও=ডো
ঔ	ৌ	ঢ্+ঔ=ঢৌ

এই রূপে সকল হলের সহিত সকল স্বর সংযুক্ত হয় ও হইতে পারে, যদিও হলের সহিত স্বর সকল কেবল উপর উক্ত রূপে মাত্র সংযুক্ত হইতে পারে, তথাপি ঐ রূপ যুক্তস্বর সকল সংযোগের শেষ ভাগ অর্থাৎ যে হলের সহিত সংযুক্ত তাহার পর বর্ত্তি রূপে গণ্য।

যখন কোন হসন্ত বা অকারান্ত শব্দের পর (অ-কার ভিন্ন) স্বরাদি

* স্বর বর্ণ সকল আরং অবস্থায়—(অর্থাৎ অকার যুক্ত ১, বা অকার হীন হল বর্ণের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে ২, অথবা হল বর্ণের পরে ব্যবহৃত হইয়াও ঐ হলে উহ্য অকারের স্থান ব্যাপি না হইয়া ঐ হলের সহিত রসনার এক অভিঘাতে উচ্চারিত হইলে ৩, বা না হইলে ৪)—অবয়ব পরিবর্ত্ত করে না, যথা, ঈশ (১), উৎ (২), কই (৩), হউক(৪),—শী, তু, কি, হুক, লিখা যায় না।

বিভক্তি বা প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, তখন ঐ বিভক্তির বা প্রত্যয়ের আদি স্বর উপরি প্রদর্শিত অবয়বে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় যথা, সন্তান্-এর সন্তানের, দ্রব্য-এতে দ্রব্যেতে, কর্-ইলাম করিলাম।

অনুস্বার ও বিসর্গের অবয়ব কোন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয় না, যথা, হংস, হিংস্রা, হরঃ, দুঃখ।

ঌ.ৠ এই দুই বর্ণের সাঙ্কেতিক অবয়ব না থাকাতে ঐ অকারেই হলের সহিত-সংযুক্ত হয়, যথা, সক্, ক্ৢ।

সন্ধি ও সমাসেতে, পূর্ব্ব পদ হসন্ত ও পর পদ স্বরাদি ঘটিলে ঐ স্বর আপন আদি অবয়ব পরিবর্ত্ত করিয়া পূর্ব্ব হল বর্ণে যুক্ত হয়, যথা, হস্-অন্ত হসন্ত। (´) রেফের যোগে ঋ বর্ণ হল ধর্ম্মি, অতএব তদবস্থায় তাহার আদি অবয়ব পরিবর্ত্তিত হয় না, যেমন, প্রজপতির্ঋষ।

স্বর হলে সংযুক্ত কতক গুলি বর্ণ আছে যাহা সংযোগার্থে পূর্ব্ব প্রদর্শিত নিয়মিত আকারে তাদৃক ব্যবহৃত নহে যাদৃক নিম্ন লিখিত অনিয়মিত আকারে প্রচলিত, যথা—

নিয়মিত আকার	অনিয়মিত আকার	নিয়মিত আকার	অনিয়মিত আকার
ক্ু	হ্ন	ভ্ু	ভ্রু*
গ্ু	গু*	ভ্ূ	ভূ
ত্ু	তু*	ল্ৃ	হৃ
ম্ু	ম্ন	শ্ু	শু*
র্ু	রু*	হ্ৃ	হৃ
র্ূ	রূ	‖	‖

হল বর্ণের সহিত হল বর্ণের সংযোগ-বিধান।

দুই বা তদধিক হল (শেষ বর্ণ ভিন্ন) বর্ণের পর বর্ত্তি অকারের লোপ দ্বারা একত্রিত হইয়া থাকে, হল বর্ণের এই রূপ একত্র-তাকেই সংযোগ, এবং এইরূপে একত্রিত অক্ষর সমূহকেই যুক্তাক্ষর বলা যায়।

যখন পূর্ব্ববর্ত্তি হলের সহিত য, র, ল, ব, ম, ঋ, ঋৃ, ঌ, ৠ সংযুক্ত হয়, তখন এই সকল অক্ষর অথবা তত্তৎ সংযোগকে ফলা বলা যায়, যথা :—

ক-কারাদি বর্ণে য়-কার সংযুক্ত হইলে য়-কারের যোগ অথবা তদবস্থ য়কারকে য়-ফলা বলা যায়।

---

* প্রনিধান দ্বারা বোধ হইতেছে যে গু তু রু ভু শু এই পাঁচ যুক্ত বর্ণ দেব-নাগর (উ) উকারের সাঙ্কেতিক অবয়ব (ু) সংযোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বর্ণমালাপুস্তকে যে ক-কারাদি বর্ণের সহিত অনুনাসিক বর্ণ পঞ্চের, ও স-কারাদি বর্ণের সংযোগ দর্শিত হইয়াছে, ঐ সকল সংযোগ বা কখন২ ঐ সকল যুক্ত বর্ণ, ঐ দুই যুক্ত বর্ণ শ্রেণিদ্বয়ের প্রথম যুক্ত বর্ণের নামানুসারে (আ)ঙ্ক-ফলা ও (আ)স্ক-ফলা বলা যায়।

এস্থলে বিশেষ রূপে জ্ঞাতব্য এই যে ঙ-কারাদি অনুনাসিক পঞ্চ বর্ণের সংযোগ তত্তৎ বর্গীয় বর্ণ ভিন্ন (প্রায়) অন্যের সহিত হয় না। যদিও বর্ণ মালাতে য, ল, ব, শ, ষ, স, এই কএক বর্ণের সহিত ঙ কারের সংযোগ দর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এমত সংযোগের ব্যবহার নাই।

যখন (অকারহীন) অনুনাসিক বর্ণ অন্য বর্ণের কোন বর্ণের অব্যবধান রূপে পূর্ব্ববর্ত্তি হয়, তখন ঐ অনুনাসিক বর্ণ ঐ হলের সবর্ণ সানুনাসিক বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়; যথা স্তন্+ভ=স্তম্ভ, ঝন্+কার=ঝঙ্কার, (সম্) সাম্+ত=সান্ত (সন্ধির ১১ সূত্র দেখ)।

হলবর্ণের সহিত শ ষ স এই তিন বর্ণ সংযোগের নিয়ম এই যে ঐ বর্ণ ত্রয় যে২ স্থান হইতে উচ্চারিত, ক্রমে তত্তৎ স্থান হইতে উচ্চারিত বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়,—অর্থাৎ তালব্য শ তালব্য বর্ণের সহিত, মূর্দ্ধন্য ষ মূর্দ্ধণ্য বর্ণের সহিত, ও দন্ত্য স দন্ত্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়। দন্ত্য স কণ্ঠ্য ও ওষ্ঠ্য বর্ণের সঙ্গেও সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তদবস্থায় কখন২ মূর্দ্ধন্য ষ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, পশ্চাৎ নিশ্চয়, বেষ্টণ, অনুষ্ঠান, স্তব নিস্তার, তস্কর, স্ফূর্ত্তি, দুষ্কর, নিষ্ফর্তি,—(সন্ধির ১৫ ও ২০ সূত্র দেখ)।

(´) রেফ যুক্ত হসের ইচ্ছাক্রমে দ্বিভাব হয়*, ব্যাকরণের এই সূত্র অনুসারে যদিও রেফ যুক্ত হস্ বর্ণ ইচ্ছাক্রমে এক বা দুই লিখিলেও লিখা যাইতে পারে যথা,—দুর্গা বা দুর্গ্গা, ধর্ম্ম বা ধর্ম, তথাপি এমত ইচ্ছার ব্যহার নাই; কিন্তু রেফ্ যুক্ত যে অক্ষর কে দুই লিখা পূর্ব্বাপর ব্যবহার আছে তাহাই দুই লিখা যায় ও লিখিতে হইবে, যথা, ধর্ম্ম শব্দে দুই ম লিখা ব্যবহার আছে দুই লিখিতে হইবে, এবং দুর্গা শব্দে এক গ, ব্যবহারানুসারে লিখিতে হইবে,

যখন কোন বর্গের দ্বিতীয় বা চতুর্থ অক্ষরের দ্বির্ভাব হয়, তখন ঐ অক্ষর দ্বয়ের প্রথম অক্ষর ক্রমে তদ্বর্গের প্রথম ও তৃতীয় অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয় যথা, ছ্+ছ=চ্ছ, থ্+থ=ত্থ, ধ+ধ=দ্ধ; পৃচ্ছ, উত্থান, সিদ্ধ।

* রেফাক্রান্ত হসোদ্বির্ব্বা।

যুক্ত অক্ষর লিখনের নিয়ম।

দুই বা তদধিক হল সংযুক্ত করিতে হইলে তন্মধ্যে যে অক্ষর প্রথম উচ্চার্য্য তাহা প্রথমে, ও যে অক্ষর তৎপরে উচ্চার্য্য তাহা তৎ পরেই লিখিত হয়, এই রূপ উচ্চারণের ক্রমে লিখার ক্রম।

যুক্ত অক্ষর লিখিবার দুই সাধারণ রীতি আছে। এক এই যে যুক্ত বর্ণের প্রথম ও মধ্য বর্ণ (যদি থাকে) হসন্ত চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ও শেষ বর্ণ যে স্বরান্ত তাহাই সমসূত্রে বা সমান মাত্রাতে লিখা যায়, যথা বাক্স। অন্য নিয়ম (যাহা সচরাচর প্রচলিত) এই যে যে অক্ষর অগ্রে উচ্চার্য্য তাহা সর্ব্বোপরি লিখিয়া আর২ অক্ষর উচ্চারণের ক্রম অনুসারে তাহার নীচে২ লিখা যায়, যথা, স্ত, ন্ন। পংক্তির মধ্যে যুক্ত অক্ষর লিখিতে হইলে ঐ পংক্তির অসংযুক্ত অক্ষরের সহিত সমপরিমাণ ও সমসূত্র করণানুরোধে ঐ যুক্ত বর্ণের এক২ বর্ণ কিছু ক্ষুদ্র লিখাযায়, এবং কোন২ স্থলে ঐ সকলের আকারে কিছু বা সমুদয় পরিবর্ত্ত হয়, যথা. স্+ক=স্ক ন্+ন=ন্ন. স্+ত্+র=স্ত্র।

কিন্তু যদি কোন যুক্ত অক্ষরের প্রথম বর্ণের দক্ষিণ ভাগে ও তৎ পরবর্ত্তি অক্ষরের বাম ভাগে ঋজু দাঁড়ি থাকে, তবে ঐ দুই দাঁড়ি এক দাড়িতে সংক্ষিপ্ত হইয়া ঐ দুই অক্ষর পাশাপাশি লিখা যায়, যথা, শ্+চ=শ্চ, ব্+দ=ব্দ* ইত্যাদি।

ন, ষ, স যুক্ত অক্ষরের প্রথম বর্ণ হইলে প্রায় এই রূপে ন্, ষ্, স্ লখিত হয়, যথা, ন্প, ষ্প, স্প.*

যুক্ত অক্ষরের প্রথম অক্ষর ভিন্ন প্রায় অন্য অক্ষর মাত্রের মাত্রার লোপ হয়, যথা প+ন=প্ন, ফ+ল ফ্ল, দ+ব=দ্ব, স্+ত=স্ত*।

সংযোগের প্রথম বর্ণ না হইলে—

য, ্য এই অবয়ব ধারণ করে—যথা, ত্+য়=ত্য

ম, ্ম „ „ দ্+ম=দ্ম

র, ্র „ „ প+র=প্র

র, সংযোগের প্রথমাক্ষর হইলে

(র্) এই আকার গ্রহণ করে র্+প=র্প*

---

* কোন যুক্ত অক্ষরের পূর্ব্বে স্বর বর্ণ না থাকিলে এবং পূর্ব্বে স্বর বর্ণের সহায়তা বিনা তাহার উচ্চারণ দুষ্কর হইলে তৎপূর্ব্বে আকারের উচ্চারণ যোগ করা সামান্যতঃ রীতি আছে, যথা ব্দ আব্দ বৎ, র্ক আর্ক বৎ, স্ক আস্ক বৎ, স্ত আস্ত বৎ উচ্চারিত হয়।

† র (বা ্র), ন, ল, ম এই কএক বর্ণের এক বর্ণ যে সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণ হয়, ঐ যুক্ত বর্ণের উচ্চারণকালে বস্তুতঃ লুপ্ত হইয়াছে যে তাহার মধ্যস্থ অ তাহা সামান্যতঃ উচ্চারিত হয়, যেমন ক্ন—কন বৎ, ক্ল—কল বৎ, দ্ম—দম বৎ, প্র—পর বৎ উচ্চারিত হয়।

র-কারের ্ এই চিহ্ন হল বর্ণের নিম্নে স্থাপিত রূপে পরে যুক্ত এবং উচ্চারিত হয়; আর (´) এই চিহ্ন হল্ বর্ণের উপরে স্থাপিত রূপে পূর্ব্বে যুক্ত এবং উচ্চারিত হয়; এবং উভয় চিহ্নই ফলাবলা যায়, ইহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে জানা কর্ত্তব্য যে ্ এই চিহ্নিকে সচরাচর কেবল র-ফলা বলা যায়, আর (´) এই চিহ্নকে রেফ এবং কখন২ র-ফলা বলা যায়, কিন্তু সংস্কৃতে উভয় চিহ্নই রেফ বলিয়া খ্যাত, যথা নিম্ন লিখিত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট প্রকাশ :—

"সম্মুখবর্ত্তী পিশুনঃ, প্রপততি পাদয়োর্নিয়তং, স পুনরসম্মুখবর্ত্তী রেফ ইবাযং শিরোবর্ত্তীঃ"

"পরৈর্গতো যঃ শিরসা বিধার্য্যতে, পরৈর্গতে সদ্মনি যাতি নম্রতাং। নিজাশ্রিতস্য দ্বিগুণত্বমীহতে, রেফেণ তুল্যা প্রকৃতির্মহাত্মনাং ॥

কতক গুলি যুক্ত অক্ষর লিখনের সুগমতা ও সত্বরতা জন্য এমত অভাবনীয় আকারের এবং প্রাগুক্ত নিয়মের অন্যথা রূপে লিখিত হয় যে অন্য বৈয়াকরণেরা ঐ সকল কিক্রমে কিপ্রকারে ঐ আকার প্রাপ্ত হইল তাহা স্থির করিতে নাপারিয়া এক কালে নিয়ম বহির্ভূত যুক্তাক্ষর কহিয়াছেন;— ঐ সকল যুক্তাক্ষর যথা—

হ্ম*	হ্ আর ম		সংযোগে নিষ্পন্ন
হ্র*	হ্ ,,	র	,,
হ্ন*	হ্ ,,	ন	,,
হ্ণ*	হ্ ,,	ণ	,,
ক্ষ	ক্ ,,	ষ	,,
ক্ত	ক্ ,,	ত	,,
ক্র	ক্ ,,	র	,,
ক্ষ	ক্ ,,	ষ	,,
ত্র	ত্ ,,	র	,,
ত্য	ত্ ,,	য়	,,
ভ্র	ভ্ ,,	র	,,
ঙ্ক	ঙ্ ,,	ক	,,
ঙ্গ	ঙ্ ,,	গ	,,
ঞ্চ	ঞ্ ,,	চ	,,

* হ্ম, হ্র, হ্ন, হ্ণ, এবং এই রূপ সংযুক্ত অক্ষরের হ-কার সংযোগের প্রথম ভাগ হইলেও প্রথমতঃ উচ্চারিত না হইয়া পর বর্ণের উচ্চারণে লীন রূপে উচ্চারিতহয়।

জ্ঞ	জ্ আর ঞ	সংযোগে নিষ্পন্ন।
ট্ট	ট্ ,, ট	,,
ণ্ড	ণ্ ,, ড	,,
ত্ত	ত্ ,, ত	,,
ত্থ	ত্ ,, থ	,,
ত্র	ত্ ,, ত্ আর র	,,
ৎ	ত ,, ্	,,
গ্ধ	গ্ ,, ধ	,,
দ্ধ	দ্ ,, ধ	,,
ন্ধ	ন্ ,, ধ	,,
ন্থ	ন্ ,, থ	,,
স্থ	স্ ,, থ	,,

কিন্তু ঐ সকল যুক্তাক্ষরের যে২ অঙ্গ যে প্রকারে ও যে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইআছে তাহা এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা জানাগিয়াছে এবং পাঠকবর্গও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, উপরোক্ত যুক্ত বর্ণ সকল ১৪ পৃষ্ঠায় দর্শিত নিয়মিত আকারেও লিখিত হইতে পারে, কিন্তু প্রদর্শিত আকারেই প্রায় চলিত।

কোন কথাকে দুই বা অধিক বার একত্রে অবিকল রূপে লিখিতে হইলে ঐ কথা ঐ কয়েক বার লিখনাপেক্ষা একবার লিখিয়া ঐ বারের সংখ্যাসূচক অংক্ক তদুত্তরে লিখার রীতি গদ্যেতে অধিক প্রচলিত,—যথা একে একে বা একে২। বারে বারে বা বারে২। ধক-ধ্বক্-ধক-ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্ ববম্বম্ মহা শব্দ গালে॥ অথবা, ধক-ধ্বক্২ জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্২ মহা শব্দ গালে। ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতীদে। সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে। অথবা সতীদে৪॥

পাঠোপদেশ।

কোন গ্রন্থ বা লিখন পড়িতে হইলে, সকল কথা যথা লিখিত রূপে বা সম্পূর্ণ রূপে পড়াযায়; সামান্য কথোপকথনে অনেক পদকে যেমন সঙ্ক্ষিপ্ত করা যায়, পঠনে সে রূপ হয় না।

প্রত্যুত কোন পদ যদি সঙ্ক্ষিপ্ত রূপে লিখিত থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে পঠিত হয়, যথা, পুনঃ২—পুনঃপুনঃ, পড়াযায়।
সাং সাকিন্ „
তাং তারীখ „
দং দস্তখত „

কেবল অন্ত্য অ অনেক স্থানে অসুশ্রাব্যতাদোষে অনুচ্চারিত থাকে। ঐ অ যেং স্থানে উচ্চারিত হয় ও হয় না তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

বাক্যের মধ্যে যে কথার অর্থ বিশেষরূপে প্রকাশ আবশ্যক, তাহার উচ্চারণ দৃঢ়রূপে অথবা মনের ভাবানুসারে করাগিয়া-থাকে।

চিহ্নের উল্লেখ।

প্রাগ্-বর্ণিত সংযুক্ত ও অসংযুক্ত অক্ষরের অতিরিক্ত কতক গুলি চিহ্ন আছে, যথা, ৭ শুণ্ডাকৃতি, ্ হসন্তচিহ্ন, ঁ চন্দ্রবিন্দু, ৺ ঈশ্বর, ৶ শ্রীমুখ, এবং। দাঁড়ি বা বিরাম চিহ্ন।

ইদানীন্তন রোমীয় চিহ্ন সমূহ, যথা,—, কামা। ; সিমি-কোলন। : কোলন। ? প্রশ্নসূচক। ! আশ্চর্য্যাদি বোধক। ( ) পারেন্থিসিস্। { } ব্রেস্। “ ” কোটেষণ। - হাইফেন্। — ড্যাশ্। * ষ্টার বা তারা। এবং + ধন, —— ঋণ, = সম, ইত্যাদি নামক চিহ্ন ইংরাজির অনুরূপে ব্যহহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। এস্থলে ঐ সকলের সবিশেষ বর্ণনা শিশু পাঠকের পক্ষে কঠিন ও ক্লেশ জনক হওনাশঙ্কায় কারকের পর লিখা গেল। ইচ্ছাক্রমে সেই স্থলে দৃষ্টি করিলেই ঐ সকলের প্রয়োগ ও প্রয়োজন জানাযাইবে।

টা-আদি প্রত্যয়।

টা, টী; খান, খানি, খানা; খেনি বা খানি; টুকি; থান; গাছ, গাছা, গাছি; গুল, গুলা, গুলি, গুলিন্; খানেক, খানিক; টাইক; গোটা, গুটি; গণ, বর্গ; তো, এবং ই, প্রত্যয় বিভক্তি হীন সংজ্ঞার, অধিকাংশ সর্ব্বনামের, ক্রিয়াবাচক শব্দের এবং বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত বিশেষণের অন্তে সংযুক্ত হয়।

কিন্তু ঐ তাবৎ প্রত্যয় উক্ত রূপ তাবৎ পদে প্রযুক্ত না হইয়া বিশেষ২ প্রত্যয় বিশেষ২ পদে যুক্ত হয়, এবং তন্মধ্যে কোন প্রত্যয় কোন ভাবের আভাস দেয় বা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং কোন প্রত্যয় কোন অর্থই প্রকাশ করে না।

এই সকলের সবিশেষ বর্ণনা কারকের পূর্ব্বে লিখা গেল।

দ্বিতীয় বিচ্ছেদ।

সন্ধি।

সংস্কৃত ভাষায় সংযোগশীল শব্দ সকলকে সংযুক্ত না করিলে ঐ সকলের যে উচ্চারণকর্কশতা ও অসুশ্রাব্যতা দোষ ঘটে, অথবা ঐ সকলের উচ্চারণে যে কঠিনতা বোধ হয়, তাহা নিবারণ নিমিত্তে দুই(কিম্বা অধিক)শব্দকে পূর্ব্ব শব্দের শেষাক্ষরের অথবা পর শব্দের প্রথমাক্ষরের অথবা উভয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা সংযুক্ত করাযায়। এই রূপ সংযোগকে ব্যাকরণে সন্ধি কহে। সন্ধির ব্যবহার তিন স্থানে হয়, অর্থাৎ শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয়ের যোগে, সমাস বিনা শব্দ বা পদদ্বয়ের যোগে, এবং সমাসে দুই বা অধিক শব্দের যোগে।

বঙ্গভাষাতেও সংস্কৃত শব্দ বা পদ সমূহের উক্ত কারণে উক্ত রূপ সন্ধি করাযায়।

বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত পদ বা শব্দ সকলের সন্ধি নিমিত্ত যে২ সূত্র আবশ্যক তাহাই নিম্নে লিখিত হইল। এবং ঐ সকল সূত্র সঙ্ক্ষেপে বর্ণন ও অল্পায়াসে স্মরণ নিমিত্ত বোপদেবের মতে সঙ্ক্ষিপ্তরূপে লিখা গেল। পরন্তু ঐ সূত্রসকল বুঝিবার নিমিত্তে নিম্ন লিখিত সঙ্কেতত্রয় কণ্ঠস্থ করা আবশ্যক।

১ অ ই উ ঋ ঌ ক, এ ও ঙ, ঐ ঔ চ*।

হ য ব র ল, ঞ ণ ন ঙ ম, ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড দ গ ব, খ ফ ছ ঠ থ, চ ট ত ক প, শ ষ স।

ক, ঙ, চ এই তিন হল বর্ণ সংজ্ঞার্থ অথবা স্বর সংগ্রহের অনায়াসে উচ্চারণার্থ স্বরের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব ঐ অক্ষর ত্রয় এস্থলে অক্ষর বলিয়া গণিত নহে।

অক্ষর সকলের এমত কৌশলক্রমে বিন্যাস করার তাৎপর্য্য এই যে সূত্রের মধ্যে উল্লেখ্য সমুদয় অক্ষর লিখিলে ঐ সূত্র (বাহুল্য হেতু) অভ্যাস করা ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়, এই নিমিত্ত উল্লেখ্য অক্ষর সমূহের প্রত্যেককে না লিখিয়া উক্ত বর্ণ বিন্যাসানুসারে কেবল ঐ সকলের আদ্যন্ত বর্ণ লিখিত হয়, তাহাতেই মধ্যকার সকল বর্ণ উল্লেখিত হইল বোধ করিতে হইবে। (এবং ঐ আদ্যন্ত বর্ণ সমাহার হইয়া উভয়ের উল্লেখপূর্ব্বক সংজ্ঞা আখ্যাত হয়, যথা—

অ-চ—বলিলে—অ হইতে চ† পর্য্যন্ত সকল বর্ণ বুঝায়

ই-চ	,,	ই	,,	চ†	,,
ই-ক	,,	ই	,,	ক†	,,
অ-ব	,,	অ	,,	ব	,,
হ-স্	,,	হ	,,	স	,,
অ-ম	,,	অ	,,	ম	,,
ঞ-ম	,,	ঞ	,,	ম	,,
ঞ-প	,,	ঞ	,,	প	,,

ইত্যাদি।

---

* অ-কার হইতে চ-কার পর্য্যন্ত প্রথম পংক্তি, কেবল স্বর বর্ণের মাত্র সংগ্রহ, অতএব আ ঈ ঊ ঋ ৠ এই কএক দীর্ঘ স্বর অপ্রকাশ থাকাতেও ঐ সংগ্রেহের অন্তর্গত বোধ করিতে হইবে।

† এবং অ হইতে চ পর্য্যন্ত্য অক্ষরকে অচ সংজ্ঞা বলা যায়।

ই	,,	চ	,,	ইচ	,,
ই	,,	ক	,,	ইক	,,

ইত্যাদি।

২	ই (বা)	ঈ	বর্ণস্থানে	এ	
	উ (বা)	ঊ	,,	ও	
	ঋ (বা)	ৠ	,,	অর্	
	৯ (ব)	ৡ	,,	অল্	
		এ	,,	এ	
		ও	,,	ও	

আদিষ্ট হইলে ঐ স্থানি বর্ণের গুণ বলা যায়।

৩	অ কিম্বা	আ	বর্ণস্থানে	আ	
	ই ,,	ঈ	,,	ঐ	
	উ ,,	ঊ	,,	ঔ	
	ঋ ,,	ৠ	,,	আর্	
	৯ ,,	ৡ	,,	আল্	
	ঐ ,,	ঐ	,,	ঐ	
	ও ,,	ঔ	,,	ঔ	

আদিষ্ট হইলে ঐ স্থানি বর্ণের বৃদ্ধি বলা যায়।

১ সূত্র। দুই সবর্ণ একত্র হইলে এক (স্বজাতীয়) দীর্ঘ হয় বা থাকে।—

অর্থাৎ যখন পূর্ব্ব শব্দের শেষে ও পর শব্দের প্রথমে এক জাতীয় দুই স্বর উপস্থিত হয় (তন্মধ্যে দুই হ্রস্ব ১, বা দুই দীর্ঘ ২ হউক, কিম্বা প্রথম হ্রস্ব দ্বিতীয় দীর্ঘ ৩, অথবা তদ্বিপরীত ৪ হউক) উভয়ে এক হইয়া তজ্জাতীয় এক দীর্ঘ স্বর হয় বা থাকে—

যথা, মুর+অরি=মুরারি* ১। ক্ষুধা+আর্ত্ত=ক্ষুধার্ত্ত ২। রাম+আগমন=রামাগমন ৩। বার্ত্তা+অবগত=বার্ত্তাবগত ৪। গিরি+ঈশ=গিরীশ। ভানু+উদয়=ভানূদয় ১। নৃ+ঋষি=নৄষি।

২ পূর্ব্ব অ-কার বা আ-কারের সহিত ইকের† গুণ ও এচের‡ বৃদ্ধি হয়, যথা, পরম+ঈশ্বর=পরমেশ্বর। দাম+উদর=দামউদোর*। মহা+ঋষি=মহর্ষি। উত্তম+৯কার=উত্তমল্কার।

---

† অর্থাৎ ই উ ঋ ৯। ‡ এ ও ঐ ঔ॥

* + এই চিহ্ন সংযোগার্থক,—এই চিহ্ন ইৎ সূচক; এবং = এই চিহ্ন নিষ্পন্ন বোধক। সঙ্ক্ষেপার্থে সন্ধিতে আর, ইৎ, নিষ্পন্ন এই তিন শব্দের পরিবর্ত্তে ক্রমে ঐ তিন চিহ্ন ব্যবহার করা গেল, অর্থাৎ যে দুই শব্দে সন্ধি করিতে হইবে, অথবা যে শব্দ ও বিভক্তি বা প্রত্যয়, কিম্বা যে ধাতু ও বিভক্তি বা প্রত্যয় সংযুক্ত

ব্রহ্ম+এক=ব্রহ্মৈক। তব+ঐশর্য্য=তবৈশর্য্য। অল্প+ওষধী=অল্পৌষধী। মন্দ+ঔষধ=মন্দৌষধ ॥

৩ অ-সবর্ণ স্বরের পূর্ব্ববর্ত্তি

ই (বা) ঈ	স্থানে	য্	হয় যথা,	অতি+অন্ত=অত্যন্ত
উ (বা) ঊ	,,	ব্	,,	মধু+আদি=মধ্বাদি বধূ+আনন=বধ্বানন
ঋ (বা) ৠ	,,	র্	,,	পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়
ঌ (বা) ৡ	,,	ল্	,,	ঌ+আদি=লাদি
এ	,,	অয়্	,,	হরে+এ=হরয়ে
ঐ	,,	আয়্	,,	নৈ+অক=নায়ক
ও	,,	অব্	,,	শম্ভো+এ=শম্ভবে
ঔ	,,	আব্	,,	পৌ+অক=পাবক

কিন্তু গো+ঈশ এই দুই শব্দের সন্ধিতে গবেশ ও গবীশ হয়। আর গো+ইন্দ্র কেবল গবেন্দ্র হয়। এবং গো+অক্ষ কেবল গবাক্ষ হয়।

৪ স আর ত থ দ ধ ন চবর্গের যোগে বা পরবর্ত্তি শ-কারের যোগে ক্রমে শ আর চ ছ জ ঝ ঞ হয়, যথা, সৎ+চিৎ=সচ্চিত্। শার্ঙ্গিন্+জয়=শার্ঙ্গিঞ্জয়, তৎ+জন্য=তজ্জন্য ॥

৫ স আর ত থ দ ধ ন টবর্গের* যোগে বা ষ পূর্ব্বে থাকিলে ক্রমে ষ আর ট ঠ ড ঢ ণ হয়, যথা, তৎ+টীকা=তট্টীকা, ষষ্+থ=ষষ্ঠ ॥

করিতে হইবে তদুভয়ের মধ্যে আর, এবং বা ও না লিখিয়া + এই ধন নামক যোগচিহ্ন স্থাপিত হয়। এবং তদুভয়ের সন্ধিতে বা সংযোগে নিষ্পন্ন যে পদ, অথবা কোন শব্দের কোন ভাগ ইৎ গিয়া হয় যে পদ তাহার পূর্ব্বে এই = সম নামক নিষ্পন্ন চিহ্ন (ঐ পদের নিষ্পন্নতা জ্ঞাপনার্থে) ব্যবহৃত হইল। এবং কোন শব্দের, ধাতুর, বিভক্তি-র, বা প্রত্যয়ের যে ভাগ ইৎ যায় বা বর্জ্জিত হয় তাহার পূর্ব্বে — এই ঋণ-নামক ইৎ চিহ্ন (তদ্বর্জ্জনার্থ) স্থাপিত হয়, যথা, মুর+অরি=মুরারি, কারিন্—ন্=কারি, দামন্—ন্+উদর=দামোদর। ইহার অর্থ এই যে মুর এবং অরি শব্দ সন্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুরারিপদ সিদ্ধ হইল, কারিন্ শব্দের ন্ ইৎ গিয়া কারি পদ হইল, এবং দামন্ শব্দের ন্ ইৎ গিয়া দাম ভাগ অবশিষ্ট রহিল, পরে ঐ দাম ভাগে এবং উদর শব্দে সন্ধি ও সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় সূত্রানুসারে দামোদর পদ নিষ্পন্ন হইল।

* কিন্তু পদের অন্তস্থিত টবর্গ পূর্ব্বে থাকিলে এরূপ সন্ধি হইবে না, যথা, ষট্+তরণী=ষট্ তরণী।

৬ তবর্গ স্থানে ল হয় ল পরে থাকিলে, যথা, তত্+লেখনী =তল্লেখনী। বিদ্বান্+লেখক=বিদ্বাল্লেঁখক* ॥

৭ অরের পূর্ব্ববর্ত্তি† চ ট ত ক প ক্রমে জ ড দ গ ব হয়, যথা, বাক্+ঈশ্বর=বাগীশ্বর। তত্+বিষয়=তদ্বিষয়।

৮ পদের অন্তস্থিত চ ট ত ক প স্থানে নিত্য ঞ ণ ন ঙ ম হয় প্রত্যয়ের ম পরে থাকিলে যথা, চিত্+ময়=চিন্ময়, বাক্+ময়= বাঙ্ময়।

৯ ঞমের পূর্ব্ববর্ত্তি‡ চ ট ত ক প স্ব২ বর্গীয় অনুনাসিক অক্ষরে বিকল্পে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, তত্+নিমিত্তে=তন্নিমিত্তে অথবা তদ্নিমিত্তে§।

১০ চপের|| পরবর্ত্তি এবং অমের¶ পূর্ব্ববর্ত্তি শ-কারের স্থানে ছ, ও হ-কারের স্থানে তৎ পূর্ব্বস্থিত অক্ষর যে বর্গীয় তদ্বর্গের চতুর্থ অক্ষর বিকল্পে হয়; যথা, তৎ+শাস্ত্র=তচ্ছাস্ত্র বা তচ্শাস্ত্র**, তৎ+হেতু=তদ্ধেতু বা তদ্†† হেতু।

১১ পদের মধ্যস্থিত ম্ ন্ অথবা ং অনুস্বার কোন বর্গীয় বর্ণের পূর্ব্বে ঘটিলে তদ্বর্গীয় অনুনাসিক বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা, শম্ বা শং+কর=শঙ্কর। অন্+কিত=অঙ্কিত। শাম্+ত=শান্ত।

১২ স্বর বর্ণের পর বর্ত্তি ছকারের দ্বির্ভাব হয়, যথা, বৃক্ষ+ ছায়া=বৃক্ষচ্ছায়া (১৩ পৃষ্ঠার শেষ ভাগ দেখ)।

১৩ স্-কার ও র্-কারের পর হল বর্ণ থাকিলে বা কোন বর্ণ না থাকিলে স্ আর র্ঃ বিসর্গে পরবর্ত্তিত হয়, যথা, মনস্+পূত =মনঃপূত, অন্তর+পুর=অন্তঃপুর।

---

* য ব র ল নিরনুনাসিক ও সানুনাসিক দুই প্রকারে উচ্চারিত হয়, এস্থানে ল অনুনাসিক (ন) বর্ণের স্থানে হওয়াতে সানুনাসিক হইল।

† অব অর্থাৎ অ ই উ ঋ ৯ ক এ ও ঔ ঐ ঔ চ হ য ব র ল ঞ ণ ন ঙ ম ঝ ঢ ধ ঘ ভ জ ড় দ গ ব এই অক্ষর সমূহের যে কোন অক্ষরের পূর্ব্বস্থিত।

‡ অর্থাৎ ঞ, ণ, ন, ঙ, ম এই বর্ণের এক বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি।

§ ৭ সূত্র দেখ।

|| চ ট ত ক প।

¶ অ ই ঋ ৯ ক এ ও ঙ ঐ ঔ চ হ য ব র ল ঞ ণ ন ঙ ম।

** ৪ লক্ষণ দেখ ॥

†† ৭ লক্ষণ দেখ।

১৪ পদান্ত ম্ ইচ্ছাক্রমে ং অনুস্বার হয়, যথা, শরণম্ বা শরণং।

১৫ ঃ বিসর্গের স্থানে স্ হয় শ ষ স অন্তে নাই এমত ছত পরে থাকিলে, যথা, বিষ্ণুঃ+ত্রাতা=বিষ্ণুস্ত্রাতা। (দুর্=) দুঃ+প্রাপ্য=(দুস্‌প্রপ্য=) দুষ্প্রাপ্য*

১৬ অ আ ভিন্ন স্বরের পরবর্ত্তি এবং অবের পূর্ব্ববর্ত্তি ঃ বিসর্গ স্থানে র্ হয়, যথা চতুঃ+ভুজ=চতুর্ভুজ।

১৭ অকারের পরবর্ত্তি এবং অ বা হবের পূর্ব্ববর্ত্তি ঃ বিসর্গ স্থানে উ হয়, যথা, ততঃ+অধিক (তত+উ+অধিক)=ততোধিক†। মনঃ+যোগ (মন+উ+যোগ) মনো=যোগ।

১৮ স্বরের পর রেফ জাত ঃ বিসর্গ অবের পূর্ব্ববর্ত্তি হইলে রেফ হয়, যথা (মাতর্=) মাতঃ+গঙ্গে=মাতর্গঙ্গে।

কিন্তু ঐ স্বরপূর্ব্বকরেফ জাত বিসর্গ খপের পূর্ব্ববর্ত্তি হইলে বিকল্পে রেফ হয়, যথা, (গীর্=) গীঃ+পতি=গীর্পতি, গীস্পতি অথবা গীঃপতি।

১৯ সংযুক্ত বা অসংযুক্ত পদের মধ্যে র্ ষ্ ঋ বা ৠ বর্ণের পরস্থিত ন, ণ হয়। এবং ঐ র ষ ঋ বা ৠ ও ন-কারের মধ্যে অব ক-বর্গ প-র্গের কোন অক্ষর বব্যধান থাকিলেও এরূপ সন্ধির বারণ হইবেনা, যথা, প্র+নতি=প্রণতি।

২০ কবর্গ ও ইলের‡ পরবর্ত্তি পদের মধ্যস্থ কৃত স (ং ও ঃ ব্যবহিত থাকিলেও) ষ হয়, যথা, শ্রীচরণ+সুপ্=(শ্রীচরণে+সু—প্)=শ্রীচরণেষু। (দুর্=) দুস্+প্রাপ্য=দুষ্প্রাপ্য।

---

* ২০ সূত্র দেখ।

† ২ সূত্র দেখ। পদের অন্তস্থিত এ-কারের এবং ও-কারের পর অ-কার ঘটিলে লুপ্ত হয়।

‡ ক-বর্গ অর্থাৎ কখগঘঙ,—ইল্ অর্থৎ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ হ য ব র ল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শব্দ।

যে সকল চিহ্নদ্বারা কোন অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করাযায় তাহার নাম অক্ষর বা বর্ণ।

দুই বা অধিক অক্ষর যথা ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া কোন বস্তু বা অর্থ বোধক হইলে ঐ বিন্যস্ত অক্ষর সমূহকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দ কহে,* যেমন মধু, বারি। ঐ শব্দ যখন প্রয়োগ করাযায় তখন তাহাকে পদ কহে, সংস্কৃত ভাষায় শব্দ মাত্রের আদ্যবস্থায় প্রয়োগ হইতে না পারাতে, শব্দ সকল বিভক্তির যোগ, বা (যোগান্তে) লোপ বিনা পদ বাচ্য হয় না। কিন্তু বঙ্গভাষায় প্রায় তাবৎ শব্দ বিভক্তি যুক্ত (যথা ব্রাহ্মণেরা†) ও বিভক্তি লুপ্ত (যথা ব্রহ্মণ‡ ডাক)। বা বিভক্তি-হীন (যথা ব্রাহ্মণ§) তিন অবস্থাতেই এক রূপে প্রয়োগশীল হওয়াতে, প্রয়োগ করা শব্দ মাত্রকে যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত কেন হউক না পদ বলা যাইতে পারে।

দুই বা অধিক পদ যথাক্রমে বিন্যস্ত হইয়া কোন অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিলে ঐ বিন্যস্ত পদ সমূহকে বাক্য বলা যায়। এবং অসম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিলে বাক্যাংশ বা অসম্পূর্ণ বাক্য বলা যায়।

শব্দ মাত্র আদৌ দুই ভাগে বিভক্ত, অব্যয় ও স-ব্যয়। অব্যয় তাহার নাম যাহার রূপ হয় না, যথা, হইতে, দিয়া, এবং, আহা ইত্যাদি‖। স-ব্যয় তাহাকে বলে যাহা বিভক্তি আদির যোগে রূপ করা যায়।

---

* অতএব শব্দের বা পদের অল্প তম ভাগ অক্ষর।

† এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দে সম্বন্ধ সূচক এর বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

‡ এস্থানে কর্ম্মকারকীয় কে বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

§ এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ এক বচনান্ত কর্ত্তৃ পদ—এবং ভাষায় ঐ পদ সম্বন্ধীয় কোন বিভক্তি নাই, প্রায় তাবৎ শব্দ আদ্যবস্থায় ঐ পদ রূপে গৃহীত ও ব্যবহৃত।

‖ অব্যয়ের পর **শব্দ** যোগ করিয়া অথবা শব্দ যোগ বিনা কোন স্থলে

অব্যয় দ্বিবিধ,—ধাতু ও শব্দ। ধাতুর বর্ণনা যথাস্থলে হইবে। শব্দ তাহাকে বলে যাহা কোন বস্তুর বোধক হয়, অথবা যাহা কোন বস্তুর দোষ গুণাদি বর্ণনা বা (কথনং) ক্রিয়ার কোন বিশেষ বর্ণনা করে। অতএব শব্দও দুই প্রকার,—বিশেষ্য-শব্দ ও বিশেষণ। বিশেষণ তাহার নাম, যাহা কোন বস্তুর দোষ গুণাদি বর্ণনা করে, অথবা ক্রিয়ায় বিশেষ বর্ণনা করে, যথা, মন্দ দ্রব্য, তিনি শীঘ্র লিখেন। * বিশেষণের বিশেষ বর্ণনা যথাস্থলে হইবে। বিশেষ্য শব্দ সেই যদ্বোধ্য বস্তুর গুণ বা দোষ বর্ণনা হয় ও হইতে পারে।—এস্থলে শুদ্ধ বিশেষ্য না বলিয়া বিশেষ্য-শব্দ বলার কারণ এই যে ক্রিয়াও বিশেষ্য হয় যেহেতু ক্রিয়ারও বিশেষণ আছে, অতএব কেবল বিশেষ্য বলিলে শব্দ এবং ক্রিয়া উভয় বুঝাইবার সম্ভাবনাশঙ্কায় বিশেষ্য শব্দ বলিয়া শব্দকে বিশেষ করা গেল।

বিশেষ্য শব্দ প্রধানতঃ তিন প্রকার,—সংজ্ঞা, ভাববাচক, ও সর্ব্বনাম। ভাববাচক ও সর্ব্বনামের বর্ণনা যথাস্থলে করাগেল। সংজ্ঞা প্রধানতঃ দুই প্রকার,—বিশেষসংজ্ঞা, ও সাধারণসংজ্ঞা। বিশেষসংজ্ঞা তাহার নাম যাহা একজাতীয় বস্তু সমূহের এক বিশেষ বস্তুর নামকে বুঝায়,—যথা, রামচন্দ্র, দময়ন্তী; বুধিগাই, হিমালয় পর্ব্বত, পাটকিলা আম্রের গাছ। সাধারণসংজ্ঞা তিন প্রকার,—প্রথম অল্পসাধারণ, যাহা একজাতীয় বস্তু সমূহকে বুঝায়, যথা, নর, নারী, আঁড়িয়া, গাই, আম্রবৃক্ষ, মল্লিকা পুষ্প। দ্বিতীয় বহুসাধারণ যাহা অনেক জাতীয় বস্তুকে বুঝায়, যথা, প্রাণী, পশু, অপ্রাণী, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, মনুষ্য, পক্ষী, সর্প, চতুষ্পদ, দ্বিপদ, জলচর, ভূচর, খেচর, ফুল, ফল, বৃক্ষ, ইত্যাদি। তৃতীয়, সর্ব্বসাধারণ, যাহাতে তাবৎ বুঝায়, যথা, ব্রহ্ম, পদার্থ।—বিশেষ সংজ্ঞা আবার কোন বিশেষরূপে রূপান্তরিত হইলে

---

* আবশ্যক মতে অব্যয়েরও রূপ হয়, যথা, বঙ্গভাষায় কর্ত্তৃক, করণক, দ্বারা, ও দিয়া-শব্দের যোগে করণ পদ নিষ্পন্ন হয়। কর্ত্তৃক, করণক, দ্বারা ও দিয়া-র মধ্যে যে বিশেষ তাহা পরে লিখা যাইবে। কিন্তু অব্যয়ের এমত রূপ এইরূপ স্থলবিশেষে কদাচিৎ হইয়াথাকে, অতএব তাহা হইলেও ধর্ত্তব্য নয়।

তদ্বাচ্য ব্যক্তির প্রতি আদর বা অনাদর প্রকাশ করে, যথা, যাদব, যাদু, যেদো। ইহার সবিশেষ বর্ণনা পরে করা যাইবে।

বিশেষ্য-শব্দ।

শব্দসকল লিঙ্গ, সংখ্যা ও কারক বিশেষে রূপান্তর হয়, যথা, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণেরা, ব্রাহ্মণীরা, ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণীতে।

লিঙ্গ

লিঙ্গ তিন,—পুং-লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, ও ক্লীব-লিঙ্গ।

১ যথার্থতঃ বা অনুভবে পুরুষ জাতি বোধক শব্দ পুংলিঙ্গ এবং বস্তুতঃ বা অনুমানে স্ত্রীজাতিসূচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুরুষ	স্ত্রী	ভূত	পেত্নী
কাক	কাকী	নদ	নদী
বাঘ	বাঘিণী		

২ যে সকল বস্তু (সজীব হউক বা নির্জীব) স্ত্রী কি পুংজাতীয় তাহার বিশেষ হয় না, ঐ রূপ বস্তুবোধক শব্দসকল এবং আ-কারান্ত (সংস্কৃত) ভিন্ন ভাব-বাচক শব্দ সকল ক্লীব লিঙ্গ-বাচ্য, যথা, পোকা, গাছ, কাপড়, কাগজ, ঘাট, মাঠ, কাঠ, ইত্যাদি।

এক্ষণে জানা কর্ত্তব্য যে বঙ্গভাষায় অধিকাংশ কথা সংস্কৃত হইতে নীত হইয়াছে এবং এখনো অনেক লওয়া যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন অনেক শব্দ পারসী, আরবী, ও হিন্দী ইত্যাদি ভাষা হইতে চলিত হইয়াছে, এবং অধুনা ইংরাজি হইতে চলিত হইতেছে।

ঐ সকল শব্দের অধিকাংশ প্রথমে একবচন প্রথমান্ত রূপে নীত এবং অবশিষ্ট কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়; তাহার সবিশেষ বর্ণনা পুস্তকের শেষে লিখাগেল।

হিন্দী ও উর্দু ভাষায় ক্লীব লিঙ্গ নাই;—তাহাতে যথার্থতঃ পুংজাতি বোধক শব্দ প্রায় পুংলিঙ্গ, এবং স্ত্রীজাতিবোধক শব্দ প্রায় স্ত্রী লিঙ্গ, অবশিষ্ট শব্দ স্ত্রী, পুং, ক্লীব যে কোন জাতিবোধক কেন হউক না শেষ

বর্ণানুসারে স্ত্রী বা পুংলিঙ্গ বাচ্য হয়, যথা, হিন্দীতে ও উর্দুতে অবিকল সংস্কৃত নয় এমত আকারান্ত শব্দ (১), এবং হিন্দীতে আকারান্ত উর্দুতে এই ৪ হকারান্ত শব্দ (২) পুংলিঙ্গ, যথা, আখড়া আখাড়া। اکھاڑا।, নালা নালা نالہ, এবং ত্, শ্ বা ষ্, অথবা ঈ অন্তে আছে এমত শব্দ (সংস্কৃত মূলক অত্যল্প ভিন্ন) স্ত্রীলিঙ্গ, যথা, বনাত্ বনাত্ بنات, রসী রস্সী رسّی, সুপারিশ سفارش.

পারসী ভাষায় শব্দের তাদৃক্ লিঙ্গভেদ নাই।

কিন্তু ঐ সকল ভাষা, এবং ইংরাজিআদি ভাষা হইতে বাঙ্গলায় চলিত শব্দ তত্তৎ ভাষায় যে কোন লিঙ্গবাচক কেন হউক না, বাঙ্গলায় তাহার লিঙ্গভেদ বাঙ্গলারীত্যনুসারে, অর্থাৎ উপরিদর্শিত ১, ২, লক্ষণানুসারে হইয়াথাকে।

পরন্তু যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকলরূপে বঙ্গভাষায় গৃহীত ও ব্যবহৃত, ঐ সকল শব্দ যদিও বাঙ্গলায় সংস্কৃত একবচন দ্বিবচন বহুবচন ও প্রথমাদি কারকসম্বন্ধীয় বিভক্তি ত্যাগ করে, তথাপি সংস্কৃতে যে লিঙ্গ বঙ্গভাষাতেও প্রায় ঐ লিঙ্গবাচ্য হয়।

তাবৎ সংস্কৃত শব্দের লিঙ্গ জ্ঞান অভিধান ব্যতীত ব্যাকরণে হইতে পারে না, তথাপি তদ্বিষয়ে ব্যাকরণে যে সকল অনুসন্ধান ও সূত্র হইয়াছে তদ্দ্বারা শিক্ষকের অনেক সাহায্য হইবে, যথা—

পুংজাতীয় জন্তুর নাম (প্রায়) পুংলিঙ্গ, যেমন, নর, ব্যাঘ্র, হংস, বালক; এবং স্ত্রীজাতীয় প্রাণির নাম (প্রায়) স্ত্রী লিঙ্গ, যেমত, নারী, ব্যাঘ্রী, হংসী, বালিকা।

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত শব্দ সকলের অনেক ক্লীব লিঙ্গ, কতক পুংলিঙ্গ, কতক স্ত্রীলিঙ্গ, কতক বা দ্বিলিঙ্গ, কতক ত্রি-লিঙ্গ, যথা—

ক্লীব লিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মানস	বিধি	জনতা
কুল	আদি	শক্তি
দ্বার	পট	হানি
খনিত্র	অঙ্কুর	মতি
স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ	**পুং ও ক্লীব লিঙ্গ**	**স্ত্রী পুং ও ক্লীব লিঙ্গ।**
বর্ণক	গৃহ	পাত্র
যষ্টি	ধর্ম্ম	বাট
শাটী	দিবস	দাড়িম

সাধরণ সুত্র।

আ-কারান্ত ও ঈ কারান্ত সংস্কৃত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

বিশেষ সূত্র।

১ অন্ ভাগান্ত ও অস্ ভাগান্ত শব্দের ঐ অন্ আ এবং অস্ আঃ হয়। এ রূপ শব্দসকল আ-কারান্ত হইলেও প্রায় পুংলিঙ্গ, যথা, (রাজন্=) রাজা (বেধস্=) বেধা। বাঙ্গলায় অন্ত্য ং ও ঃ লুপ্ত হয়।

২ যে সকল শব্দের অন্ত্য ঈ ইন্ ভাগের স্থলে আদিষ্ট হইয়াছে, ঐ রূপ শব্দসকল পুংলিঙ্গ, যথা, (হস্তিন্—ইন্+ঈ=)হস্তী।

৩ একস্বরবিশিষ্ট ঈ-কারান্ত বা ঊ-কান্ত শব্দ মাত্রে স্ত্রীলিঙ্গ,—যথা, ভী, ভ্রূ।

৪ বিদ্যুৎ, লতা, নিশা, বীণা, দিক্, পৃথিবী, লজ্জা, এবং নদী বোধক শব্দসকল প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ।

সংস্কৃত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করণের নিয়ম।

সাধারণ সূত্র।

অ কারান্ত বা হসন্ত পুংলিঙ্গ শব্দ অ-কারস্থলে আ-কার বা ঈ-কারের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়, এবং এ প্রকারে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তররিত কতিপয় শব্দের প্রথম ভাগের স্বর দীর্ঘ হইয়া থাকে,—যথা, শিব, শিবা, পুত্র, পুত্রী, নর, নারী।

বিশেষ লক্ষণ।

যেসকল শব্দ আদৌ ইন্ ভাগান্ত ছিল, এবং পুংলিঙ্গে ঐ ইন্ ঈ-কারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ঐ রূপ শব্দসকল ঐ ইন্ ভাগে ঈ-কারের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়, যথা—

আদি	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ
হস্তিন্	হস্তিনী	হস্তী
পক্ষিন্	পক্ষিণী	পক্ষী

অ-কারান্ত জাতিবাচক শব্দ অ-কারকে ঈ-কারে পরিবর্ত্ত করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

এস্থলে জাতি বাচক শব্দে—যে বস্তু সমূহ এমত একাকৃতি যে তাহার একেকে দেখিলে তদ্রূপ অন্যান্যকে চিনা যায় তাহা, এবং ব্রাহ্মণাদি জাতি, কৌলিক বা পৈতৃক উপাধি এবং বেদের শাখা বুঝায়, যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মৃগ	মৃগী	ছাগ	ছাগী
হরিণ	হরিণী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
বিড়াল	বিড়ালী	গোপ	গোপী
মার্জার	মার্জারী	দেব	দেবী
কাক	কাকী	যবন	যবনী
সিংহ	সিংহী	বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী
শৃগাল	শৃগালী	রাক্ষস	রাক্ষসী
হংস	হংসী		

নিম্ন লিখিত শব্দ সকল আনী প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়, যথা,—

ব্রহ্মা	(তাঁহার পত্নী)	ব্রহ্মাণী	মাতুল	(তাঁহার স্ত্রী)	মাতুলানী
রুদ্র	,,	রুদ্রাণী	উপাধ্যায়	,,	উপাধ্যায়ানী
ভব	,,	ভবানী	ক্ষত্রিয়	,,	ক্ষত্রিয়াণী
সর্ব্ব	,,	সর্ব্বাণী	আচার্য্য	,,	আচার্য্যানী
মৃড়	,,	মৃড়ানী	সূর্য্য	,,	সূর্য্যাণী
ইন্দ্র	,,	ইন্দ্রাণী	আর্য্য	,,	আর্য্যাণী
বরুণ	,,	বরুণানী			

শেষের ছয় শব্দ ঈ-কারের যোগে, এবং কেষাঞ্চিন্মতে আকারের যোগেও স্ত্রীলিঙ্গ হয়, যথা—

মাতুলী এবং মাতুলা	আচার্য্যী এবং আচার্য্যা
উপাধ্যায়ী এবং উপাধ্যায়া	সূর্য্যী এবং সূর্য্যা
ক্ষত্রিয়ী এবং ক্ষত্রিয়া	আর্য্যী এবং আর্য্যা

অপ্রাণিবাচক অনেক সংস্কৃত শব্দ আকারে পুংলিঙ্গ, তন্মধ্যে কতিপয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরও হয়, কিন্তু উভয় রূপে কেবল এক বস্তুই বুঝায়, যথা—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তট	তটী	মণ্ডল	মণ্ডলী

আরং সংস্কৃত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করণের কোন সাধারণ লক্ষণ নাই,—অতএব শিক্ষককে অভিধান অভ্যাসের দ্বারা তাহা শিখিতে হইবে।

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করণের বাঙ্গলা নিয়ম।

উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অকারের পরিবর্ত্তে ইনী আদেশ হয়, যথা, কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তিনী।

অনুচ্চারিত অকারান্ত অথবা অন্য বর্ণান্ত শব্দ নী প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়, যথা—

কামার	কামারনী	চাঁড়াল	চাঁড়ালনী
নাপিত	নাপিতনী বা নাপ্তিনী	ধোবা	ধোবানী
হাতি	হাতিনী বা হাত্নী	হাড়ি	হাড়িনী
কলু	কলুনী	মুসলমান্	মুসলমাননী বা মুসলমানী
মোগল্	মোগল্নী বা মোগলানী		

উক্ত প্রকার শব্দসকলের পরে স্ত্রীবাচক কোন শব্দ ব্যবহৃত হইলে পুর্ব্ব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় ইচ্ছাক্রমে ত্যাগ করা যাইতে পারে, যথা—

ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী বা ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী।
সেকরা ছুঁড়ি বা সেকরাণী ছুঁড়ি।
হাড়ি মাগী বা হাড়িনী মাগী।
কামার বুড়ি বা কামারণী বুড়ি।

আকারান্ত সম্পর্কবাচক কতিপয় শব্দ, ও মনুষ্য ভিন্ন প্রাণিবাচক কতিপয় শব্দ, এবং বুড়া, ছোঁড়া ইত্যাদি কতিপয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্য আকারকে ঈ-কারে পরিবর্ত্ত করে, যথা—

খুড়া	খুড়ী	ঘোড়া	ঘুড়ী বা ঘোড়ী
মামা	মামী	বুড়া	বুড়ী
জেঠা	জেঠী বা জেঠাই	ছোঁড়া	ছুঁড়ী
ভেড়া	ভেড়ী	ছোকরা	ছুকরী
পাঁঠা	পাঁঠী।		

ক্ষুদ্র প্রাণিবাচক অনেক শব্দ স্ত্রী শব্দের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়, যথা—

চিল স্ত্রী-চিল। শশারু স্ত্রী-শশারু।

কখনং পারসী শব্দ مرد (পুরুষ) ও ماده (স্ত্রী) মর্দা ও মাদি বা মেদিরূপে উক্তরূপ শব্দসকলের পূর্ব্বে স্ত্রী পুং লিঙ্গ ভেদার্থ ব্যবহৃত হয়, যথা—

মর্দা-চিল মাদি-চিল। মর্দা-চড়াই মেদি-চড়াই

কতিপয় স্ত্রী-বাচক শব্দ তত্তজ্জাতীয় পুংবাচক শব্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নাকার, যথা:—

পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
আজা	আই	ছেলে	মেয়ে
পুরুষ	প্রকৃতি	পুত্র	বধূ
পুরুষ	মেয়ে	আঁড়িয়া	গাই
বর	কন্যা	হোলা	মেচী
শুক	শারী	ইত্যাদি।	

সংখ্যা।

সংস্কৃতে এক-বচন, দ্বিবচন ও বহু-বচন শব্দে শব্দসকলের বোধ্য বস্তুর সংখ্যানির্ণয় হয়। অর্থাৎ এক বচনে বস্তুর সংখ্যা এক বুঝায়, দ্বিবচনে দুই, এবং বহু বচনে দুয়ের অধিক।

বঙ্গ ভাষায় দ্বিবচনের ব্যবহার না থাকাতে বহু বচনদ্বারা দুই হইতে সকল সংখ্যাই বুঝায়।

বঙ্গ ভাষায় একবচন বহুবচন-বোধক চিহ্ন (বা বিভক্তি) সংস্কৃত হইতে ভিন্ন।

শব্দসকল স্বভাবতঃ প্রথমার এক বচনান্ত।

প্রথম শ্রেণিস্থ মনুষ্য বাচক শব্দ রা বা এরা বিভক্তির যোগে (১), এবং সর্ব্ব শ্রেণিস্থ শব্দসকল রা বিভক্তির যোগে বহুবচন হয়, যথা, (বালক) বালকেরা (১); বালক-রা, রাজা-রা, স্ত্রী রা।

কখন২ গণ, বর্গ, সকল,* সমস্ত, সব, সমূহ, ও গুল ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দের যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়।

মনুষ্য ভিন্ন প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক শব্দ গণ ও বর্গ ব্যতিরিক্ত উপরোক্ত আর২ বহুত্ববোধক শব্দের যোগে বহু-বচন হয়।

পারসী ভাষায় মনুষ্যবাচক পারসী ও আরবী শব্দের বহুবচন আন্

---

* **সকল** কোন শব্দের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে আপনার সমুদয় অর্থ রক্ষা করিয়া ঐ শব্দকে অর্থতঃ বহুবচন করে, কিন্তু পরে যুক্ত হইলে প্রায় ঐ শব্দকেই বহু বচন করে মাত্র।

ان। যোগদ্বারা হয়, এবং আরবী বহুবচনান্ত পদও অবিকলরূপে ব্যবহার করাগিয়াথাকে।

বঙ্গভাষায় চলিত মনুষ্যবাচক পারসী এবং আরবী শব্দের বহুবচন বহুবচনীয় বাঙ্গলা বিভক্তি যোগেরদ্বারাই প্রায় হইয়া থাকে, যথা, চৌকীদারেরা, হাকিমেরা, এবং কখন২ ان। যোগের দ্বারা করাগিয়া থাকে, যথা,চৌকিদারান্ چوکیدار ان। হাকিমান্ حاکمان

আর২ ভাষা হইতে চলিত শব্দের বহুবচনও বাঙ্গলা বিভক্তি যোগ দ্বারা হয়।

কিন্তু জানা কর্তব্য যে যেসকল শব্দ অবিকল সংস্কৃত নহে, অথবা সংস্কৃত হইয়াও সংস্কৃতের পূর্ব্ববর্ত্তি নহে, এমত শব্দের সহিত (অসুশ্রাব্যতা দোষ জন্য) গণ, বর্গ, ও সমূহের যোগ প্রায় হয় না, যথা, কামার-গণ, ঘোড়া-সমূহ, ব্রাহ্মণ-বর্গ খাইতেছেন, সুশ্রাব্য নহে, কিন্তু কর্ম্মকারগণ, ঘোটক সমূহ, ব্রাহ্মণ-বর্গ ভোজন করিতেছেন সুশ্রাব্য বটে।

যখন মনুষ্য পরাক্রম, স্থূলতা, স্থূল-বুদ্ধিতা, আলস্য ইত্যাদি নিমিত্ত তত্তৎ গুণবিশিষ্ট পশুবাচক শব্দে উক্ত হয়,—যথা, নরসিংহ, নর-ব্যাঘ্র, বাঘ, নৃ-কুঞ্জর; হস্তী, হাতি, মহিষ, ষাঁড়; পশু, গরু, বলদ, ভেড়া, গাধা—তখন ঐ শব্দ সকলের বহুবচন ব্যক্তিবাচক শব্দের ন্যায় হয়।

যখন একাধিক কোন সংখ্যাবাচক শব্দ কোন বিশেষ্য শব্দের বিশেষণ হয়, তখন ঐ বিশেষ্যের বহুবচনত্ব নিমিত্তে বহুত্ববোধক চিহ্ন যোগের প্রয়োজন নাই (এবং করিলেও শুদ্ধ ও সুশ্রাব্য হয় না), যেহেতু ঐ সংখ্যাসূচক বিশেষণই তাহার বহুত্ববাচক, যথা, দ্বাদশ ব্রাহ্মণ, পাঁচদোকান, দশজন ভদ্রলোক বলিলেই যথেষ্ট হইল, দ্বাদশ ব্রাহ্মণেরা, পাচ দোকানসকল, দশজন ভদ্র লোকেরা লিখা অনাবশ্যক, অসুশ্রাব্য, এবং অশুদ্ধ।

কারক।

ক্রিয়াদির যোগে বা অনুরোধে শব্দের যে রূপান্তরতা তাহার নাম কারক।

সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে বঙ্গ ভাষায় আট কারক হইয়াছে,—যথা, ১ কর্ত্তৃ-কারক; ২ কর্ম্ম, ৩ করণ; ৪ সম্প্রদান; ৫ অপাদান; ৬ সম্বন্ধ*; ৭ অধিকরণ; ও ৮ সম্বোধন।

* সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্বন্ধ ও সম্বোধন কারকমধ্যে পরিগণিত নহে। কিন্তু বিবেচনা করিলে পাকতঃ কারকরূপে ব্যবহার করাগিয়াছে; অতএব তাহা বাঙ্গলায় স্পষ্টতঃ কারক বলিয়া উল্লেখ ও ব্যবহার করা গেল।

উপরোক্ত রূপান্তরতা বিভক্তিযোগে হওয়াতে (সম্বোধন ভিন্ন) উক্ত কারকসমূহ স্ব২ ক্রমানুসারে পূরণ বিশেষণ শব্দে কথিত হয়; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিভক্তিশব্দ ঐ সকলের পরে উহ্য থাকাতে তদনুরোধে ঐ সকল বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—১ প্রথমা (বিভক্তি) অর্থাৎ কর্ত্তৃ-কারক,—২ দ্বিতীয়া (বিভক্তি) অর্থাৎ কর্ম্ম-কারক,—এই রূপ তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, ও সপ্তমী।

শব্দের রূপ।

সম্বন্ধ ও অধিকরণ কারকীয় রূপ তাবৎশব্দের এক রূপ না হওয়াতে ঐ বৈলক্ষণ্য অনুসারে শব্দ সকল তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়।—অকারান্ত ও হসন্ত শব্দসমূহের ঐ রূপ এক প্রকার হওয়াতে ঐ শব্দ সমূহ প্রথম শ্রেণিস্থ। আকারান্ত শব্দের রূপ প্রকারান্তর হওয়াতে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ। এবং অন্য স্বরান্ত শব্দ সকল উক্ত কারণে তৃতীয় শ্রেণিস্থ।

সাধারণ সূত্র।

১ বৃহৎ পশু বাচকশব্দের কর্ম্মকারকীয় রূপ অনেক স্থলে কর্ত্তৃপদের ন্যায় হয়,—ক্ষুদ্র পশুবাচক শব্দের কর্ম্মকারকের রূপ প্রায় সর্ব্বত্র কর্ত্তৃপদের মত,—এবং অপ্রাণি-বাচক শব্দের কর্ম্ম কারকীয় রূপ কর্ত্তৃপদের ন্যায়।

২ অপ্রাণি-বাচক শব্দের সম্প্রদানকারকীয় পদ অধিকরণ কারকীয়পদের ন্যায়।

৩ যখন পশু ও নির্জীব বস্তুকে ব্যক্তি কল্পনা করাযায়। বা কেবল ব্যক্তি প্রতি ব্যবহার্য্য পদ তাহার প্রতি ব্যবহার করাযায়, তখন তদ্বোধক শব্দের রূপ মনুষ্য বাচক শব্দের ন্যায় হয়।

ভিন্নভাষা হইতে বাঙ্গলায় চলিত শব্দের রূপ তাহার শেষ বর্ণ দৃষ্টে বাঙ্গলাবিভক্তি যোগদ্বারা করাযায়, যথা, মাষ্টর, মাষ্টর-কে, মাষ্টরের, মাষ্টরে বা মাষ্টরেতে।

প্রত্যেক কারকীয় রূপ সাধনের সাধারণ নিয়ম।

কর্ত্তৃ-কারক।

৪ বঙ্গভাষায় এক বচনান্ত কর্ত্তৃকারকীয় পদের কোন বিভক্তি

নাই, প্রত্যেক শব্দই প্রথমাবস্থায় অথবা কোন বিভক্তি যুক্ত নাহইলে কর্ত্তৃকারীয় রূপবিশিষ্ট, যথা, পুরুষ, স্ত্রী, রাজা, গরু, । এবং স্বভাবতঃ বহুবচনশব্দেরও কর্ত্তৃকারকীয় কোন চিহ্ন নাই।

করণ ও অপাদন-কারক,—একবচন।

৫ (এক বচন) শব্দের পরে কর্ত্তৃক, করণ, দ্বারা শব্দের বা দিয়া চিহ্নের যোগে করণকারকীয়, এবং হইতে শব্দের যোগে অপাদান কারকীয়রূপ হয়, যথা বালক-কর্ত্তৃক করণক, দ্বারা বা দিয়া, বালক-হইতে।

আর২ কারকীয় রূপ বিশেষ২ বিভক্তি বা চিহ্ন যোগদ্বারা সাধ্য, যথা—

৬ কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকীয়া বিভক্তি কে*।

৭ সম্বন্ধ কারকের চিহ্ন র এবং এর,—

৮ এবং অধিকরণ কারকের চিহ্ন এ, এতে, য় এবং তে।

তন্মধ্যে এর, এবং এ, বা এতে প্রথম শ্রেণিস্থ অর্থাৎ হসন্ত এবং অকারান্ত শব্দে যুক্ত হয়। র এবং য় বা তে আকারান্ত শব্দের উত্তর ব্যবহৃত হয়, র এবং তে অন্য অক্ষরান্ত শব্দে যুক্ত হয়।

সম্বোধন।

শব্দের কর্ত্তৃকারকীয় রূপের পূর্ব্বে ও, হে, ওহে, ওগো, ওরে, আরে, হারে, যোগ করিলে, কিম্বা হে, গো, রে ইত্যাদি তৎ পরে যোগ করিলে কর্ত্তৃপদের বচনানুসারে এক ও বহু বচনীয় সম্বোধন পদের রূপ হয়, যথা, ও বালক, ও বালকরা। ভাই হে, ওহে ভাইরা ইত্যাদি।

বহু বচনীয় রূপ সাধন।

৯ যে সকল (মনুষ্য বাচক) শব্দের বহুবচন কর্ত্তৃ পদ রা কিম্বা এরা† বিভক্তির যোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, সে সকলের এক বচন প্রথমান্ত বা

---

* এই কে অনেক স্থানে প্রকাশ হয় না;—৩৩ পৃষ্ঠার প্রথম সূত্র দেখ।

† ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

ষষ্ঠ্যন্ত রূপের পর দের বা দিগের* বিভক্তির যোগে বহুবচনান্ত সম্বন্ধের রূপ, এবং দিগকে বিভক্তির যোগে কর্ম্ম ও সম্প্রদানের রূপ, ও দিগেতে চিহ্নের প্রয়োগে অধিকরণের রূপ নিষ্পন্ন হয়।

১০ এবং উক্ত রূপ বহুবচনান্ত সম্বন্ধ কারকীয় রূপের পর কর্ত্তৃক, করণক, দ্বারা বা দিয়া যোগ করিলে বহুবচনীয় করণ পদ, ও হইতে যোগ করিলে (বহুবচনীয়) অপাদান পদ নিষ্পন্ন হয়।

১১ কিন্তু যে সকল শব্দের বহুবচন প্রথমা পদ কোন বহুত্ব-বাচক শব্দ (পৃষ্ঠা দেখ) যোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, সে সকলের বহুবচনার্থে ঐ বহুত্ব-বাচক শব্দের উত্তর এক বচনীয় কারক চিহ্ন সকল যোগে করিতে হইবে। অতএব এস্থলে জানা কর্ত্তব্য যে সম্বন্ধ ও অধিকরণ কারকের চিহ্ন কতিপয়ের মধ্যে—যে ২ চিহ্ন ঐ বহুত্ব-বাচক শব্দের শেষ অক্ষর দৃষ্টে ৭ ও ৮ লক্ষণ অনুসারে প্রযুজ্য তাহারি প্রযোগ তথায় হইবে।

উক্ত সাধারণ নিয়ম সকলের যে২ স্থলে যে২ অতিক্রম হয় তাহা, এবং শব্দ রূপ বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য যে কিছু তাহা শব্দ রূপের পরে লিখা যাইবে।

---

* সূক্ষ্ম বিবেচনায় বোধ হইবে যে দের, দিগের, দিগকে ও দিগতে সংযুক্ত বিভক্তি,—অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকেতে দুই বিভক্তি আছে, যথা,—দের ও দিগের মধ্যে দ ও দিগ বহু বচনীয়, এবং এর সম্বন্ধকারকীয় বিভক্তি, এবং দিগকে ও দিগেতে এই দুয়ের মধ্যে দিগ বহু বচনীয়, ও কে কর্ম্ম ও সম্প্রদানীয়; এবং এতে অধিকরণীয় চিহ্ন। অতঃপর প্রণিধান করিলে বোধ হইবে, যে বহু বচনীয় কারক চিহ্ন সকল এক বচনের ন্যায়।

প্রথমশ্রেণিস্থ শব্দের রূপ।

এক বচন।

ব্যক্তি বাচক।

কারক	রূপ
কর্ত্তা-কারক	সন্তান-
কর্ম্ম ,,	সন্তান-কে
করণ ,,	সন্তান-কর্ত্তৃক সন্তান-করণক সন্তান-দ্বারা সন্তান-দিয়া
সম্প্রদান ,,	সন্তান-কে
অপাদান ,,	সন্তান-হইতে
সম্বন্ধ ,,	সন্তানের
অধিকরণ ,,	সন্তানে সন্তানে-তে
সম্বোধন ,,	ও সন্তান হে সন্তান

অন্যপ্রাণি বাচক।

কারক	রূপ
কর্ত্তা	কুক্কুর
কর্ম্ম	কুক্কুর* কুক্কুর-কে
করণ	কুক্কুরক-র্ত্তৃক কুক্কুর-করণক, কুক্কুর-দ্বারা কুক্কুর-দিয়া
সম্প্রদান	কুক্কুর-কে
অপাদান	কুক্কুর-হইতে
সম্বন্ধ	কুক্কুরের
অধিকরণ	কুক্কুরে কুক্কুরে-তে

অপ্রাণি বাচক।

কারক	রূপ
কর্ত্তা কর্ম্ম	দ্রব্য*
সম্প্রদান অধিকরণ	দ্রব্যে† দ্রব্যে-তে
করণ	দ্রব্য-করণক দ্বারা বা দিয়া
অপাদান	দ্রব্য-হইতে
সম্বন্ধ	দ্রব্যের

* ৩৩ পৃষ্ঠায় ১ সাধারণসূত্র দেখ।

† ৩৩ পৃষ্ঠায় ২ সাধারণসূত্র দেখ।

বহু বচন।

কারক		রূপ
কর্ত্তা-কারক		সন্তান-রা, সন্তানেরা
কর্ম্ম, সম্প্রদান	,,	সন্তান-দিগকে†
করণ	,,	সন্তান-দের-দ্বারা বা দিয়া*
অপাদান	,,	সন্তান-দের-হইতে†
সম্বন্ধ	,,	সন্তান-দের†
অধিকরণ	,,	সন্তান-দিগেতে†
সম্বোধন	,, ও, হে	সন্তান-বা, সন্তানেরা

কারক	রূপ
কর্ত্তা	কুক্কুর-সমূহ§
কর্ম্ম	কুক্কুর-সমূহ, কুক্কুর-সমূহ-কে
সম্প্রদান	কুক্কুর-সমূহ-কে
করণ	কুক্কুর-সমূহ-কর্ত্তৃক*, করণক, দ্বারা, দিয়া
অপাদান	কুক্কুর-সমূহ-হইতে
সম্বন্ধ	কুক্কুর-সমূহের
অধিকরণ	কুক্কুর-সমূহে, কুক্কুর-সমূহেতে

কারক	রূপ
কর্ত্তা, কর্ম্ম	দ্রব্য-সকল§
সম্প্রদান, অধিকরণ	দ্রব্য-সকলে, দ্রব্য-সকলেতে
করণ	দ্রব্য-সকল-করণক*, দ্বারা কিম্বা দিয়া
অপাদান	দ্রব্য-সকল-হইতে
সম্বন্ধ	দ্রব্য-সকলের

* করণ কারকের বিষয়ে যাহা পরে লিখা যাইতেছে তাহা দেখ।

† রূপান্তর যথা—

কর্ম্ম	সন্তানের-দিগকে
করণ	সন্তানেরদের, সন্তানদিগের বা সন্তানেরদিগের-দ্বারা বা দিয়া
সম্বন্ধ	সন্তানের-দের, সন্তানদিগের এবং সন্তানের-দিগের
অপাদান	সন্তানেরদের-হইতে, সন্তানেরদিগের-হইতে
অধিকরণ	সন্তানেরদিগ-তে

§ ৩১ পৃষ্ঠা দেখ

দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ বা আকারান্ত শব্দের রূপ॥

ব্যক্তি বাচক।

	এক বচন।	বহু বচন।
কর্ত্তা	রাজা	রাজা-রা
কর্ম্ম-সম্প্রদান	রাজা-কে	রাজা-দিগকে
করণ	রাজা-কর্ত্তৃক, ইত্যাদি	রাজা-দের*-দ্বারা বা দিয়া
অপাদান	রাজা-হইতে	রাজা-দের-হইতে
সম্বন্ধ	রাজা-র	রাজা-দের*
অধিকরণ	রাজা-তে, রাজা-য়	রাজা-দিগেতে
সম্বোধন	হে (বা) ও রাজা	ও (বা) হে রাজা-রা

অন্যপ্রাণি বাচক।

	এক বচন।
কর্ত্তা	ঘোড়া
কর্ম্ম	ঘোড়া বা ঘোড়া-কে
সম্প্রদান	ঘোড়া-কে
করণ	ঘোড়ার-দ্বারা, ঘোড়া দিয়া
অপাদান	ঘোড়া-হইতে
সম্বন্ধ	ঘোড়া-র
অধিকরণ	ঘোড়া-তে, ঘোড়া-য়

অপ্রাণি বাচক।

	এক বচন।
কর্ত্তা, কর্ম্ম	মৃত্তিকা
করণ	মৃত্তিকা-করণ, দ্বারা বা দিয়া
সম্প্রদান, অধিকরণ	মৃত্তিকা-তে, মৃত্তিকা-য়
অপাদান	মৃত্তিকা-হইতে
সম্বন্ধ	মৃত্তিকা-র

---

* রূপান্তর যথা,—

কর্ম্ম — রাজার-দিগকে

করণ — {রাজার-দের / রাজা-দিগের / রাজার-দিগের} দ্বারা বা দিয়া।

সম্বন্ধ — {রাজার-দের / রাজা-দিগের / রাজার-দিগের}

অধিকরণ — রাজার-দিগেতে

অপাদান — {রাজারদের-হইতে / রাজাদিগের-হইতে / রাজারদিগের-হইতে}

†কুক্কুর ও দ্রব্য শব্দের ন্যায়, এই সকল শব্দের কর্ত্তৃপদ বহুত্ব বাচক কোন শব্দের যোগ করিলে হইবে, এবং তৎ পরে ঐ বহুত্ব বাচক শব্দের শেষাক্ষর দৃষ্টে এক বচনীয় আর২ বিভক্তি যোগ করিলে আর কারকের বহুবচনীয় পদ নিষ্পন্ন হইবে।

তৃতীয় শ্রেণিস্থ কিম্বা অ আ ভিন্ন স্বরান্ত-শব্দের রূপ।

ব্যক্তিবাচক।

	এক বচন।	বহু বচন।
কর্ত্তা	নারী	নারী-রা
কর্ম্ম-সম্প্রদান	নারী-কে	নারী-দিগকে*
করণ	নারী-কর্ত্তৃক-ইত্যাদি	নারী-দের-দ্বারা বা দিয়া
অপাদান	নারী-হইতে	নারী-দের-হইতে
সম্বন্ধ	নারী-র	নারী-দের
অধিকরণ	নারী-তে	নারী-দিগেতে
সম্বোধন	ও নারি	ও নারীরা

অন্যপ্রাণি বাচক।

	এক বচন।
কর্ত্তা	পশু
কর্ম্ম	পশু, পশু-কে
করণ	পশু-কর্ত্তৃক-ইত্যাদি
সম্প্রদান	পশু কে
অপাদান	পশু-হইতে
সম্বন্ধ	পশু-র
অধিকরণ	পশু-তে

অপ্রাণি বাচক।

	এক বচন।
কর্ত্তা, কর্ম্ম	জ্ঞৌ
করণ	জ্ঞৌ-দ্বারা-বা দিয়া
সম্প্রদান, অধিকরণ	জ্ঞৌ-তে
অপাদান	জ্ঞৌ-হইতে
সম্বন্ধ	জ্ঞৌ-র

বিশেষ বিবেচনা।

(আত্মা ভিন্ন) মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ও জীবনাদি নিরাকার বস্তু বাচক শব্দ সকলের রূপ বৃহৎ প্রাণিবাচক শব্দের ন্যায়, এই বিশেষ যে নিরাকার পদার্থবোধক উক্ত রূপ শব্দ প্রায় বহু বচনে রূপান্তর হয় না (এক বচনীয় রূপই উভয় বচনীয় অর্থবোধক হয়) যথা আমরা (বহু বচন) আমাদের জীবনরা বা জীবনসকল প্রায় বলি না কিন্তু আমাদের জীবন বলি, অতএব এরূপ শব্দের একত্ব বহুত্ব কেবল ঐ শব্দের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট শব্দের সংখ্যানুসারে জ্ঞেয়।

---

* রূপান্তর, যথা—

কর্ম্ম-সম্প্রদান	নারীরদিগকে
করণ	নারীরদেরদ্বারা বা দিয়া
অপাদান	নারীদিগের হইতে / নারীরদের হইতে / নারীরদিগের হইতে
সম্বন্ধ	নারীরদের / নারীদিগের / নারীরদিগের
অধিকরণ	নারীরদিগেতে

২ অকারান্ত হল বর্ণের রূপ ইচ্ছানুসারে প্রথম বা তৃতীয় শ্রেণিস্থ শব্দের ন্যায় হয়, যথা,—

		কর্ত্তা	সম্বন্ধ	অধিকরণ
ক	১	কএর বা / কয়ের	কএ,* কয়ে / কএতে,* কয়েতে*
	৩		ক-র	ক-তে

বাঙ্গলা বিশেষণ পদ (১), আন ভাগান্ত (বাঙ্গলা) নাম ধাতু (২) এবং গুল (৩) শব্দ অকারান্ত হইলেও ঐ সকলের রূপ তৃতীয় শ্রেণিস্থ শব্দের ন্যায় হয়, যথা—

	কর্ত্তা	সম্বন্ধ	অধিকরণ
১	ভাল	ভাল-র	ভাল-তে
	ছোট	ছোট-র	ছোট-তে
	ধরাণ	ধরাণ-র	ধরাণ-তে
	গুল	গুল-র	গুল-তে

যে সকল শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়, সামান্যতঃ কথোপকথনে ঐ সকল শব্দের রূপ প্রায় তৃতীয় শ্রেণিস্থ শব্দের ন্যায় করা গিয়া থাকে;— ইহাতে বোধ হইতেছে যে সামান্য কথোপ কথনে অন্ত্য অ-কার ও-কার বৎ উচ্চারিত হয়, অতএব এমত অকারান্ত শব্দের রূপও ও-কারান্ত শব্দের ন্যায় করা যায়।

যখন টা, টি কিম্বা অন্য কোন প্রত্যয় অথবা শব্দ কোন শব্দে সংযুক্ত হয়, তখন ঐ উভয়কে এক সংযুক্ত শব্দ বোধকরিতে হইবে—এবং তাহার রূপকরণ কালীন শেষ শব্দের শেষাক্ষরের অনুসারে বিভক্তি যোগ করিতে হইবে: যথা—

কর্ত্তা	সম্বন্ধ	অধিকরণ
সন্তান†-টি	সন্তান-টি-র	সন্তান-টি-তে
ঘোড়া-টা	ঘোড়া-টা-র	ঘোড়া-টা-তে / ঘোড়া-টা-য়

* অকার যুক্ত একহলবর্ণমাত্র শব্দের পরে বিভক্তির এ-কার অকারের স্থান ব্যাপি না হইয়া প্রায় স্বতন্ত্ররূপে আপনার আদি অবয়বে লিখিত হয়। কোনং লোক কর্ত্তৃক সাঙ্কেতিক অবয়বে লিখিত হইয়া একঁ য-কারে যুক্ত হয় যথা উপরের দৃষ্টান্তে প্রকাশ।

† সন্তান শব্দ প্রথম শ্রেণিস্থ, কিন্তু এস্থলে টি সংযুক্ত হওয়াতে তাহার রূপ টির ইকারানুসারে তৃতীয় শ্রেণিস্থ শব্দের ন্যায় হইল। ছড়ি তৃতীয় শ্রেণিস্থ শব্দ, কিন্তু হসন্ত গাছ্ প্রত্যয় তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়াতে তাহার রূপ প্রথম শ্রেণিস্থ শব্দের ন্যায় হইল। কিন্তু ঘোড়া আকারান্ত এবং তাহাতে সংযুক্ত টা-ও আকারান্ত হওয়াতে তাহার রূপ পূর্ব্ব বৎ দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ শব্দের ন্যায় হইল॥

ছড়ি-গাছ	ছড়ি-গাছের	ছড়ি-গাছে ছড়ি-গাছেতে
গুরু-মহাশয়	গুরু-মহাশয়ের	গুরু-মহাশয়ে গুরু-মহাশয়েতে

ই কিম্বা তো প্রত্যয় সম্বোধন পদে যুক্ত হয় না। তো আর২ কারকে সিদ্ধ পদের পর যুক্ত হয়, যথা, রাজা-তো, রাজার-তো, রাজায়-তো। ই, হসন্ত শব্দের পর ব্যবহৃত হইলে, কর্ত্তৃকারকে প্রায় সাঙ্কেতিক অবয়বে লিখিত ও তৎপদে সংযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, জগত, জগতি। যে শব্দের অন্ত্য অ অনুচ্চারিতথাকে তাহার পর ই ঘটিলে প্রথমাপদে লিখনে প্রায় স্বতন্ত্ররূপে লিখিত হয়, এবং এমত লিপির উচ্চারণকালে ঐ অনুচ্চারিত অকারের উচ্চারণও প্রায় করাযায়, যথা, রাম-ই; কিন্তু কথোপকথনে সচরাচর ঐ ই অন্ত্য অকারের স্থানব্যাপি-রূপে উচ্চারিত হয় এবং লিখনেও কখন২ উক্ত রূপে ব্যবহৃত হইয়া সাঙ্কেতিকরূপে লিখিত হয়, যথা, রামি মারুক আর রাবণি মারুক আমি মর্লাম। উচ্চারিত অকারান্ত, ও অন্য স্বরান্ত শব্দের কর্ত্তৃকারকীয় পদের পর ঐ ই স্বতন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ভাল-ই, রাজা-ই, বিষ্ণু-ই। আর২ কারকে ই, বিভক্তির পর স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় যদি ঐ বিভক্তি হসন্ত বা অনুচ্চারিত অকারান্ত না হয়, যথা, ঘরেতে-ই, তোমারদ্বারা-ই; কিন্তু হসন্ত বা অনুচ্চারিত অকারান্ত হইলে, হসন্ত বা অনুচ্চারিত অকারান্ত কর্ত্তৃ-কারকীয় পদের পর যে রূপে ব্যবহৃত হয়, উক্তরূপ বিভক্তির পরও ঐ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, রামের-ই বা রামেরি।

উচ্চারিত অকারান্ত ও অন্য স্বরান্ত শব্দের যে নিয়ম উপরে লিখা গেল ঐ নিয়ম পদ্যেতে ও চলিত। কিন্তু অনুচ্চারিত অকারান্ত ও হসন্ত শব্দে ই যুক্ত হইলে তাহার লিখনে ও উচ্চারণে পদ্যেতে উপরোক্ত নিয়ম সর্ব্বদা চলে না, ছন্দের ও অক্ষরের সংখ্যা অনুরোধে কখন সংযুক্ত কখন স্বতন্ত্র রূপে লিখিতে ও পড়িতে হয়।

প্রত্যেক কারকবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা।

কর্ত্তৃকারক।

কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃবাচ্যবাক্যের কর্ত্তৃপদ করণ রূপে, এবং কর্ম্মপদ কর্ত্তৃপদের রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, (কর্ত্তৃবাচ্যে,) আমি তাহাকে বা রামকে ধরিলাম। (কর্ম্মবাচ্যে) সে অথবা রাম আমাকর্ত্তৃক ধৃত হইল

প্রাণিবাচক সাধারণ সংজ্ঞা ও অপ্রাণিবাচক কতকগুলি সংজ্ঞা সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে ইচ্ছাক্রমে অধিকরণরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা,

মানুষে মানুষ খায় না। তাহাকে ঘোড়ায়চাইট মারিয়াছে। বেদে বলে। এখনকার বৃষ্টিতে কোন উপকার করে না। সংখ্যাবাচক শব্দপূর্ব্বক জন শব্দ আর উভয়ার্থক শব্দ অধিকরণে করণরূপে অকর্ম্মক ক্রিয়ারও কর্ত্তা হয়, যথা, তাঁহারা উভয়ে বা দুই জনেই সম্মত হইয়াছেন।

কর্ম্ম-কারক।

মনুষ্য বাচক (সাধারণ) শব্দ, অথবা মনুষ্যের জাতি বা ব্যবসায় বাচক শব্দ অনাদর বা অবহেলা পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে তাহার কর্ম্মপদ (এক বা বহু বোধক হউক) প্রায় একবচন প্রথমান্ত পদের রূপ হয়, যথা, ব্রাহ্মণ-ডাক। এ লোক না লও অন্য লোক দিব। কামার আনিয়া এই সিন্দুক-টা খোলাও, মুটে ডাক। উপরোক্ত সংজ্ঞা বা শব্দ সকল সংখ্যা-বাচক এক শব্দের পরবর্ত্তি হইলে অথবা সংখ্যাবাচক শব্দপূর্ব্বক জন শব্দের পরবর্ত্তি হইলে তাহার কর্ম্মকারকে কে বিভক্তি অনেক স্থানে ব্যব-হৃত হয় না, যথা, আজি এক আশ্চর্য্য মনুষ্য দেখিয়াছি, এক জন নাপিত আনাও, তিনি কল্য দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, তুমি কয় জন লোক চাও?

যখন মনুষ্যবোধক শব্দ টা টি আদি প্রত্যয়ের যোগে অনির্দ্ধারিত ব্যক্তিবোধক হয়, তখন কর্ম্মকারকে কে বিভক্তি অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয় না, যথা, কালি কয়-টা মুটিয়া চাও! এক টি কুমারী বা কুমারীকে ডাকিয়া আন।

সম্প্রদানের পূর্ব্বে বা পরে ব্যক্তিবাচকশব্দ কর্ম্মকারকে ব্যবহৃত হইলে তদ্বিভক্তি কে প্রায় লুপ্ত হয়, যথা, তিনি তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন।

কিন্তু যে শব্দের বহুবচন গণ শব্দ যোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার কর্ম্মকারকে কে চিহ্ন লুপ্ত হয় না।

যদি কোন সকর্ম্মক কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার, প্রাণি বা অপ্রাণিবাচক দুই কর্ম্ম থাকে, এবং ঐ দুই কর্ম্মপদবোধ্যবস্তু ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তা কর্ত্তৃক পরস্পরে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ কর্ম্মদ্বয়ের প্রথমে কে চিহ্ন সর্ব্বদা যুক্ত ও দ্বিতীয় কর্ম্মের ঐ চিহ্ন লুপ্ত হয়, যথা, তিনি রাত্রিকে দিন করিতে পারেন, ও দিনকে রাত্রি করিতে পারেন। তিনি মনুষ্যকে ধূলি করিতে পারেন, ধূলিকে মনুষ্য করিতে পারেন। সে এমনি ভোজ বিদ্যা জানে যে বস্তুকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখাইতে পারে।

ণ্যন্ত বা দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার প্রথম কর্ম্ম যে কোন প্রাণিবাচক কেন হউক না তাহার কে চিহ্ন লুপ্ত হয়না, যথা, পুত্রকে নীতি শিখাও, পাখিকে ছাতু খাওয়াও, গরুকে জল পানকরাও।

কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারক।

বহুবচনে, কথন২ কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকীয়চিহ্ন কে স্থানে গে আদিষ্ট হইয়া বহুবচন চিহ্ন দিগ সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যথা, এই বালকদিগেগে লিখাও, ঐ বালকদিগেগে দেও।

কথোপকথনে ও পদ্যেতে কখন২ কর্ম্ম সম্প্রদানের এক বচনীয় কে চিহ্নের ক ইত্ গিয়া অবশিষ্ট এ একবচনষষ্ঠ্যন্ত পদে যুক্ত হইয়া একবচনীয় কর্ম্ম ও সম্প্রদান পদ নিষ্পন্ন হয়, যথা, রামেরে দেও, শ্যামেরে বল, মুনি বলে ও ভয় দেখাও তুমি কারে। তোমার কৃপায় ভয় নাকরি তোমারে। তোমার শাশুড়ি বল্যা যুরে নাহি লয়। ই আমারে কাহারে দিবে বল দয়াময়॥

কখন২ পদ্যে ও কথোপকথনে বহুবচন কর্ম্ম ও সম্প্রদান চিহ্ন দিগকে স্থলে বহুবচন সম্বন্ধ কারকের চিহ্ন দের ব্যবহৃত হয়, যথা, আমারদের দেও, মাঝিদের ডাক, যাহারা দোষ করিয়াছে তাহাদের মারতে হয় মার, কাটতে হয় কাট, নির্দ্দোষি আমরা আমাদের কেন ক্লেশ দেও?

এ বা য় চিহ্নের যোগে নিষ্পন্ন যে অধিকরণীয়রূপ তাহা পদ্যেতে কখন২ কর্ম্ম ও সম্প্রদান পদে ব্যবহৃত হয়, যথা, নিজগুণে পাপিগণে যদি না তারিবে। পতিতপাবন তোমায় কে আর বলিবে। কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমায়। মোর ইচ্ছা দিতে তুমি তুষহ আমায়।

করণ-কারক।

দ্বারা, দ্বার শব্দ এবং সংস্কৃত করণ চিহ্ন আ সংযোগে নিষ্পন্ন। কিন্তু বঙ্গভাষায় সমুদয় দ্বারা পদ করণ চিহ্ন বলিয়া গৃহীত, এবং শব্দের করণ কারকীয়রূপ সাধনার্থে তদুত্তর ব্যবহৃত হয়।

দ্বারা সংস্কৃতে করণ কারকীয় পদ হওয়াতে, কোন শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত রূপের পরই (শুদ্ধ রূপে) ব্যবহৃত হয়, পরন্তু ঐ শব্দ যদি (অবিকল) সংস্কৃত হয়, তবে ষষ্ঠ্যন্ত বিভক্তি ত্যাগপূর্ব্বক দ্বারা সঙ্গে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে) সংযুক্ত হইতেপারে, নতুবা ষষ্ঠ্যন্ত রূপেই থাকে,—যথা, (অশ্বের দ্বারা=) অশ্ব-দ্বারা, (বালক-সমূহের দ্বারা=) বালকসমূহ-দ্বারা, ঘোড়ার-দ্বারা, বালকদের-দ্বারা, যবন-দ্বারা, মুসলমানের-দ্বারা।

দিয়া, করণকারকীয় বাঙ্গলা চিহ্ন, ইহা নিরাকার পদার্থবোধক শব্দে প্রায় সংযুক্ত হয় না, তদ্ভিন্ন বিশেষ্য শব্দ যে কোন

ভাষা হইতে গৃহীত কেন হউক না তাহাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

মনুষ্যবাচক শব্দের একবচন সম্প্রদানীয় রূপের উত্তর এবং বহুবচন সম্বন্ধকারকীয় রূপের উত্তর কখনং দিয়া চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এবং যে সকল গুণবাচক বিশেষণের পর উক্তরূপ শব্দ উহ্য হয়, তাহার ঐ রূপদ্বয়ের পর, এবং যে সর্ব্বনাম উক্ত প্রকার শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহারও ঐ রূপের পর দিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং ঐ দিয়া-র পর হওন ধাতুই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াথাকে, যথা, এমনুষ্যকে-দিয়া অনেক কর্ম্ম হইতে পারে, এক্ষণকার বাঙ্গালিদের-দিয়া প্রায় কিছু হইতে পারে না, সে মূর্খকে-দিয়া কিছু হইতে পারেনা। তাহাদের-দিয়া কি হইতে পারে?*

কখনং হওন ধাতুর পূর্ব্বে হইতে করণচিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমাহইতে যে এত হইবে ইহা কে জানিত, কেবা ইহা সহিবেক, আমাহইতে নহিবেক। (ভারত)

কর্ত্তৃক, বাঙ্গলায় করণচিহ্ন বলিয়া ব্যবহৃত, কিন্তু সংস্কৃতে কর্ত্তৃ শব্দে (বহুব্রীহি সমাসীয়) ক প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তৃক পদ নিষ্পন্ন, এবং কর্ত্তৃক যে শব্দে যুক্ত হয় সেই শব্দকে স্বীয় অর্থ দ্বারা তৎ পরবর্ত্তি (প্রকাশিত বা উহ্য) ক্রিয়ার কর্ত্তা বুঝায়, যথা, এই মনুষ্য কর্ত্তৃক সে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এই বাক্যের অর্থ এই যে সে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে—যাহার নির্ম্মাণকর্ত্তা এই মনুষ্য, অর্থাৎ এই মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বে সে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলাতে কর্ত্তৃকসংযুক্ত শব্দ এক কালে করণ কারকীয় পদ-রূপে গৃহীত হইয়াছে॥

করণক,—সংস্কৃতে করণ শব্দে (বহুব্রীহি সমাস চিহ্ন) ক যোগে

---

* কেহং দিয়া-কে দেওন ধাতুর ক্ত্বাচ পদ বোধ করেন, এবং দিয়া-র পূর্ব্বে ভার শব্দ উহ্য আছে কহেন, যথা "এ মনুষ্যকে দিয়া কিছু হইতে পারে না" এই বাক্যে "এ মনুষ্যকে ভার দিয়া কিছু হইতে পারে না" এই রূপ বুঝেন; ভাল এই রূপ বাক্যে যেন ভার বুঝিলেন, কিন্তু "আসন কালীন কলিকাতা দিয়া আইলাম, ছুরি দিয়া কাট" ইত্যাদি বাক্যে দিয়া-কে করণ চিহ্ন বই কি বুঝিবেন।

সিদ্ধ, করণক যে শব্দে সংযুক্ত হয় সে শব্দে বোধ্য বস্তুর করণত্বে বা দ্বারা তৎপরবর্ত্তি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল এমত বুঝায়, যথা, সূত্রধর কর্ত্তৃক কুঠারকরণক সে কাষ্ঠ ছিন্ন হইয়াছে। রজ্জুকরণক বদ্ধ আছে যে অশ্ব তাহাকে মুক্ত কর, তিনি তীক্ষ্ণ অসিকরণক তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

কর্ত্তৃক ও করণক অবিকল সংস্কৃত পদ হওয়াতে, বাঙ্গলায় অবিকল রূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের (প্রথমান্ত রূপের) পরই ব্যবহার করিলে শুদ্ধ ও সুশ্রাব্য হয়।

অতএব, কর্ত্তৃক বা করণক শব্দের যোগে কোন বস্তুর কর্ত্তৃত্ব বা করণত্ব প্রকাশ করিতে হইলে ঐ বস্তুর সংস্কৃত নামে কর্ত্তৃক বা করণক সংযুক্ত করিলে ভাল হয়। এবং কোন বহুবচনশব্দে কর্ত্তৃক বা করণক সংযুক্ত করিতে হইলে ঐ শব্দে বহুবচনীয় বাঙ্গলা চিহ্ন রা, এরা, গুল, গুলা, গুলি, বা গুলিন যোগ না করিয়া বহুত্ববাচক সংস্কৃত শব্দ গণ, বর্গ, সকল বা সমূহ যোগে তৎ শব্দকে বহুবচন করিয়া তৎ পরে কর্ত্তৃক বা করণক যোগ করিলে উত্তম হয়, যথা, বালক-কর্ত্তৃক সুশ্রাব্য কিন্তু ছেলিয়া কর্ত্তৃক নয়। অশ্ব বা ঘোটক করণক সাধু, কিন্তু ঘোড়া-করণক নয়। এবং অশ্ব সমূহ-করণক ও অশ্বগুল-করণক, বালকগণ কর্ত্তৃক ও বালক গুলা কর্ত্তৃক মধ্যেও এই রূপ বিশেষ।

সে যাহা হউক কর্ত্তৃক ও করণক বাঙ্গলা সর্ব্বনামের পর ও বাঙ্গলা বহুবচন যষ্ঠ্যান্ত রূপের পরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা অসুশ্রাব্য হয় না, যথা, আমা-কর্ত্তৃক, স্ত্রীদের-কর্ত্তৃক, তোমাকরণক।

কর্ত্তৃক, করণক, দ্বারা, এই তিনের মধ্যে যে বিশেষ তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকে ব্যক্ত, যথা,—

"স্বব্যাপারেহি কর্ত্তৃত্বং, সর্ব্বত্রৈবাস্তিকারকে।
ব্যাপার ভেদাপেক্ষায়াং, করণত্বাদি সম্ভবঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন কোন বস্তুর নিজকর্ত্তৃত্বে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখন ঐ বস্তুবোধক শব্দে কর্ত্তৃক যুক্ত হয়; আর যখন ঐ বস্তুর করণত্বে (অন্য বস্তুর কর্ত্তৃত্বে) ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখন ঐ বস্তুবোধক শব্দে করণ, বা দ্বারা সংযুক্ত হয়। দৃষ্টান্ত,—যেমন তপনের কিরণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া

গৃহমধ্যে পতিত হইলে বোধ করিতে হয় যে ঐ স্থান তপন-কর্ত্তৃক দর্পণ-দ্বারা প্রদীপ্ত হইল; অথবা যেমন কোনবন্ধু স্বীয় ভৃত্য-দ্বারা কোন বস্তু প্রেরণ করিলে ঐ উপকার সেই বন্ধু-কর্ত্তৃক তদ্ভৃত্য-দ্বারা কৃত হইল বোধ করিতে হয়, তদ্রূপ কোন জীব হইতে উপকার প্রাপ্তহইলে ঐ উপকার পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক সেই জীব-দ্বারা কৃত হইল বোধ করিয়া উভয়ের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দিয়া ও দ্বারা-র অর্থে ও প্রয়োগে প্রায় বিশেষ নাই।

কখন২ অপ্রাণি-বাচক শব্দের অধিকরণ কারকীয় 'রূপ' করণ কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, তিনি ছুরিতে (অর্থাৎ ছুরির-দ্বারা) হাত কাটিয়াছেন; এ কলমে লিখিতে পারিনা।

সম্প্রদান ও অপাদান।

কখন২ শব্দের ষষ্ঠ্যন্তরূপে ঠাঁই, ঠাঁইতে, ঠাঁইয়ে, স্থানে, বা কাছে যোগকরিলে সম্প্রদান কারকীয় অর্থ সিদ্ধ হয়। এবং স্থানে, ঠাই, ঠাঁই-হইতে, স্থান-হইতে, কাছে, কাছে-হইতে, নিকট, বা নিকট-হইতে,* যোগ করিলে অপাদান কারকীয় পদ নিষ্পন্ন হয়, যথা— আমার মার-কাছে দেওগিয়া, আমার-ঠাঁই দেও, আমার-স্থানে আর কিছু নাই, আমি তাহার-স্থানে বা নিকটে এক শত টাকা ধার লইয়াছি; তুমি তাঁহার কাছে বা ঠাঁই কত পাইবে? আমি তাহার নিকটহইতে, বা কাছেহইতে বা স্থানহইতে বা ঠাঁই হইতে এক শত টাকা আনিয়াছি।

অপাদান।

কখন২ সামান্য কথোপকথনে (অপাদান কারকে) হইতে স্থলে থেকে ব্যবহার করাযায়, যথা, আমি বাগান-থেকে আসিতেছি, কলিকাতা-থেকে কাশী পর্য্যন্ত, এ ডাল থেকে ও ডালে।

---

* ঠাঁইতে, ঠাঁইয়ে, স্থানে, ও কাছে, ঠাঁই, কাছ ও স্থান শব্দের অধিকরণ কারকীয় রূপ, এবং ঠাঁইহইতে, স্থানহইতে, কাছহইতে,ও নিকটহইতে, ঠাঁই, স্থান, কাছ ও নিকট শব্দের অপাদান কারকীয় রূপ।

অধিকরণ ও অপাদান।

কথনং মধ্য বা মধ্যে, ভিতর, বা ভিতরে অথবা তদ্রূপ কোন শব্দ শব্দের উত্তর ব্যবহৃতহইয়া ও তদুত্তরে হইতে বা থেকে ব্যবহৃত হইয়া এক কালে অধিকরণ ও অপাদান কারকীয় অর্থ বোধক হয়, যথা— পালকির মধ্যে-হইতে বাক্স উঠাইয়া আন। সে বাড়ির-ভিতর-হইতে বাহির হয় না।

কোন শব্দ অধিকরণ কারকে দ্বিরুক্ত হইলে, ব্যবহারস্থলবিশেষে ঐ দ্বিরুক্ত পদের প্রথম পদ অপাদানের অর্থ বোধক হয়, ও তাহার পূর্ব্বে এক শব্দ উহ্য থাকে, এবং দ্বিতীয় পদ নিজ (অধিকরণ) কারকীয় অর্থ প্রকাশ করে ও তহার পূর্ব্বে অন্য বা তদর্থ বোধক শব্দ উহ্য থাকে, যথা— তুমি বেড়াও ডালেং আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। অর্থাৎ তুমি বেড়াও এক ডালহইতে অন্য ডালে, আমি বেড়াই এক পাতাহইতে আর পাতায়। এই রূপ গাছেং, হাতেং, দ্বারেং ইত্যাদি।

কথনং দুই শব্দ পরস্পর অব্যবহিতরূপে অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হইলে কোন স্থানে সহিত শব্দের এবং কোন স্থানে মধ্যে শব্দের অর্থ বোধক হয়, যথা, তামায় দস্তায় মিশ্রিত করিলে পিত্তল হয়, অর্থাৎ তামার সহিত দস্তা অথবা দস্তার সহিত তামা মিশ্রিত করিলে পিত্তল হয়। ইহাতে উহাতে অনেক বিশেষ, অর্থাৎ ইহার ও উহার মধ্যে অনেক বিশেষ। ষাঁড়েং যুদ্ধ হয় ক্ষুদ্র প্রাণির প্রাণ যায়।

রাঢ় অঞ্চলস্থ লোক সামান্যতঃ অধিকরণের স্থানে কর্ম্মকারকীয় রূপ ব্যবহার করে, যথা, ঘাটে যাই, ঘরে যাই বলিতে ঘাটকে যাই, ঘরকে যাই বলে।

সম্বোধন।

হে, ভো, ভোং, ওহে, ওগো, ওরে, অরে, আরে, হারে, ওলো, গো, রে, লো এইসকল সম্বোধনচিহ্ন; তন্মধ্যে হে, ভো, ভোং সংস্কৃত, অবশিষ্ট বাঙ্গলা।

সংস্কৃতে, সম্বোধনে বা সম্বোধনচিহ্নযোগে শব্দের ভিন্ন রূপ হয়।

বাঙ্গলা সম্বোধনের রূপ কর্ত্তৃ পদের ন্যায়।

শব্দসকল সম্বোধনে রূপান্তরিত বা তদ্রূপে উচ্চারিত হইলেই প্রায় সম্বোধন বোধক হয়, তখন তাহাতে সম্বোধন চিহ্নযোগের তাদৃক্ প্রয়োজনও নাই।

বঙ্গভাষায় অবিকলরূপে ব্যবহৃত সংস্কৃতশব্দের সম্বোধন পদ সংস্কৃতানুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এবং বাঙ্গলা সম্বোধন চিহ্ন যোগেও হইতে পারে, যথা,—

(প্রথমান্ত) শব্দ	সংস্কৃত সম্বোধন	বাঙ্গলা সম্বোধন
মনুষ্য	হে মনুষ্য, বা মনুষ্য,	ও মনুষ্য
পিতা	হে পিতঃ বা পিতঃ,	ও পিতা
দুর্গা	হে দুর্গে বা দুর্গে,	ও দুর্গা

সংস্কৃত সম্বোধন পদ সাধনের সূত্র।

১ কর্ত্তৃকারকে দীর্ঘস্বরান্ত শব্দসকল সম্বোধনে ঐ দীর্ঘ স্বরকে প্রায় তজ্জাতীয় হ্রস্ব স্বরে পরিবর্ত্ত করে, যথা,—

কর্ত্তৃকারক	সম্বোধন
নারী	হে নারি
বধূ	হে বধু

২ কর্ত্তৃকারকে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ (সংস্কৃত) শব্দসকলের অন্ত্য আকার সম্বোধনে একারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, দুর্গা, হে দুর্গে, জগদম্বা, হে জগদম্বে।

৩ (আদৌ) আন্ ভাগান্ত শব্দের কর্ত্তৃকারক ঐ আন্ কে আ-কারে পরিবর্ত্ত করিয়া নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু তৎসম্বোধন কেবল ঐ আদি শব্দের পূর্ব্বে স্বকীয় চিহ্নযোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা—

শব্দ	কর্ত্তৃপদ	সম্বোধন
রাজন্	রাজা	হে রাজন্
ব্রহ্মন্	ব্রহ্মা	হে ব্রহ্মন্

৪ ই-কারান্ত আর উ-কারন্ত শব্দের সম্বোধনে ই এ-কারে আর উ ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা—

শব্দ বা কর্ত্তৃপদ	সম্বোধন
হরি	হে হরে
রতি	হে রতে,
বন্ধু	হে বন্ধো
ধেনু	হে ধেনো

৫ ইন্ ভাগান্ত শব্দের (অন্ত্য) ইন্ কর্ত্তৃকারকে ঈ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং সম্বোধনে ও আর২ কারকে ঐ ইনের ন্ লুপ্ত হইয়া, পরে কারকীয় (বাঙ্গলা) চিহ্ন যুক্ত হয়, যথা—

শব্দ	কর্ত্তৃকারক,	সম্বোধন	সম্বন্ধ	অধিকরণ
জ্ঞানিন্	জ্ঞানী	হে জ্ঞানি	জ্ঞানি-র	জ্ঞানি-তে

৬ স্বভাবতঃ দীর্ঘ ঈ-কারান্ত শব্দের ঈ কোন কারকে হ্রস্ব হয় না, যথা—

শব্দ	কর্ত্তৃকারক	সম্বোধন	সম্বন্ধ	অধিকরণ
বাতপ্রমী,	বাতপ্রমী,	হে বাতপ্রমী,	বাতপ্রমী-র,	বাতপ্রমী-তে,

৭ কিন্তু স্ত্রী, শ্রী, ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের অন্ত্য ঈ বাঙ্গলায় ইচ্ছাক্রমে হ্রস্ব করাযায়।

৮ প্রায় তাবৎ ঋ-কারান্ত শব্দের (অন্ত্য) ঋ কর্ত্তৃকারকে আ-কার হইয়া ঐ আকার সকল কারকে থাকে, কেবল সম্বোধনে অঃ হয়,* যথা—

শব্দ	কর্ত্তৃকারক	সম্বন্ধ	অধিকরণ	সম্বোধন
পিতৃ	পিতা	পিতা-র	পিতা-তে পিতা-য়	হে পিতঃ
মাতৃ	মাতা	মাতা-র	মাতা-তে মাতা-য়	হে মাতঃ
ভ্রাতৃ	ভ্রাতা	ভ্রাতা-র	ভ্রাতা-তে ভ্রাতা-য়	হে ভ্রাতঃ

* সংস্কৃত সম্বোধন পদের অন্ত্য বিসর্গ বাঙ্গলায় অনেকে ত্যাগ করেন না।

সম্বোধন চিহ্নের প্রয়োগ-বিশেষ।

ভো, বা ভোভো কদাচিৎ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়।

হে, সংস্কৃতে সাধারণরূপে সকল শব্দের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় স্ত্রীবোধক শব্দের ও গুরুলোকের নামাদির পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় না। অতএব উক্তরূপ শব্দের সংস্কৃত সম্বোধনে, হে থাকিলে বাঙ্গলায় ঐ হে ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ শব্দটি (সংস্কৃত) সম্বোধনরূপে প্রায় ব্যবহার করাযায়, যথা, হে মাতঃ না বলিয়া শুদ্ধ মাতঃ বলাযায়।

হে, কোন ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তি প্রতি সম্ভ্রম বা অসম্ভ্রম কিছু প্রকাশ হয় না; কিন্তু স্থল বিশেষে ও উচ্চারণ বিশেষে বিদ্রূপাদি প্রকাশ হইতে পারে। হে, এবং ওহে সমান ব্যক্তির সম্বোধনেই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ও, সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে বা সম্পর্কবোধক শব্দের পূর্ব্বে ব্যহৃত হইয়া থাকে।

হে, যে সকল ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে বা বক্তার সহিত তাহাদের সম্পর্ক সূচক শব্দের পূর্ব্বে যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াথাকে, ওহে সেই সকল নামাদির পূর্ব্বে সেই ভাবে ব্যবহৃত হয়।

সম্বন্ধে গুরুলোক অথবা যে সকল ব্যক্তির সহিত বক্তা দেশীয় রীত্যনুসারে পরিহাসাদি করিতে পারেনা, ঐ সকলের সম্বোধনে তাহাদের নামাদির পূর্ব্বে ওগো, হাগো বা হাঁগো ব্যবহার করিয়া থাকে। সম্বন্ধে কনিষ্ঠ অথবা নীচ ব্যক্তির নামাদির পূর্ব্বে, অথবা কাহাকে তাহার নীচতা বা কনিষ্ঠতাদি প্রকাশ পূর্ব্বক সম্বোধনে, অথবা তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সম্বোধনে ওরে আরে, বা অরে ব্যবহৃত হয়। স্থল বিশেষে ও বক্তার ভাব বিশেষে ওরে, আরে, বা অরে, স্নেহ প্রকাশকও হয়।

ওলো, পরিহাসাদি যোগ্য স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোককর্ত্তৃক ব্যবহার্য্য।

যে প্রকার ব্যক্তির নামাদির পূর্ব্বে ওহে, ওগো, ওরে বা ওলো ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকার ব্যক্তির নামাদির পরে ক্রমে হে, গো, রে, বা লো ব্যবহৃত হয়।

কখন২ কেবল ওহে, ওগো, ওলো, বা ওরে প্রকাশিত থাকে, এবং ঐ সকল যে২ শব্দে প্রযুক্ত বা প্রযুজ্য তাহা উহ্য থাকে, যথা, ওহে একটা কথা শুনে যাও, ওগো হেথা আইস।

কোন বাক্যে ব্যক্তির নামাদি অপ্রকাশিত থাকিলে ওহে ওগো, ওরে, ওলো, অথবা হে, গো, রে, বা লো তদীয় বিশেষণে, তদভাবে ক্রিয়াতে বা ক্রিয়ার বিশেষণে, অথবা প্রশ্নার্থক কে; বা কি শব্দে যুক্ত হয়, যথা— ওগো মঙ্গল ত্বো। ওহে চল তবে, চল হে, কেন গো? ওলো কোথা যাইস? কি রে? কে গো ডাকে? কি হে কি মনে করে?।

ক্লেশ, বিলাপ, বিনয় স্পর্দ্ধা ও ক্রোধাদি প্রকাশে বাক্যের প্রথম পদের পূর্ব্বে স্থল বিশেষে ওগো, ওরে, বা অরে, অথবা ওহে, এবং তৎ পরে গো, বা রে অথবা হে ব্যবহৃত হয়। আর পরবর্ত্তি সকল পদের পরে গো, বা রে অথবা হে ব্যবহৃত হয়।

পদ্যেতে ওগো এবং গো, অরে, কিম্বা ওরে এবং রে, অথবা ওহে এবং হে, কখন উক্ত রূপে ব্যবহৃত, কখন বা দুই একত্রে, কখন বা দুয়ের মধ্যে কেবল এক, অথবা যেখানে যেমন লাগে বা আবশ্যক হয় সেখানে তেমন ব্যবহৃত হয়, যথা,—

অরে রে অরে দক্ষ দে-রে সতীরে।
ক্ষম হে পতি হে প্রিয় হে বঁধু হে।

অনাদরাদিসূচক সংজ্ঞার বর্ণনা।

যেমন কোন ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত, বাবু বা অন্য কোন বিশেষণ, এবং তাহার পদবীর বা উপাধির পরে, কিম্বা বক্তার প্রতি তাহার সম্পর্ক বোধক সংজ্ঞার পরে মহাশয় পদ ব্যবহার করিলে ঐ ব্যক্তির প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করা হয়, তদ্রূপ ব্যক্তির নামের কোন অক্ষরের পরিবর্ত্তন, বর্জন, বা তাহাতে কোন অক্ষরের যোগ দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে অনাদর, স্নেহ বা পরিহাসাদিসহ প্রকাশ করা যায়।

অনাদর সূচক সংজ্ঞার সাধন।

১ দুই হলবর্ণবিশিষ্ট নামের অন্তে উচ্চারিত অ কিম্বা হল বর্ণ থাকিলে তাহাতে আ যুক্ত হয়, এবং আ, উ বা ঊ থাকিলে তাহা ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, আর ই বা ঈ থাকিলে এ-কার হয়, যথা, কৃষ্ণ—কৃষ্ণা, রাম—রামা; সদা—সদো; শম্ভু—শম্ভো; হরি—হরে, কাশী—কাশে বা কেশে। দুই হল বিশিষ্ট অকারান্ত বা উকারান্ত শব্দের প্রথম হল ই বা ঈ-যুক্ত হইলে ঐ অ বা উ একারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, নীল—নীলে, তিতু—তিতে।

উক্ত রূপ আ ই, ঈ, উ, বা, ঊ-কারান্ত নামের প্রথম হল আকার যুক্ত হইলে ঐ আ (প্রায়) এ হয়, যথা, রাধা—রেধো; বাঁশি—বেঁশে; কাশী—কেশে।

নিম্ন লিখিত শব্দ কতিপয় এবং আরো কতিপয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ,—যথা, রাজ—রেজো, তাজ—তেজো; বন—বনো বা বুনো, পদ্ম—পদ্দা বা পদো।

তিন হলযুক্ত নামের অন্তে অ কিম্বা হল বর্ণ থাকিলে, এবং মধ্য হলে আ বা ই যুক্ত থাকিলে শেষে আ যুক্ত ও মধ্যকার ই লুপ্ত হয়, যথা, প্রতাপ—প্রতাপে, গোপাল—গোপালে বা গোপ্লা; মাণিক—মান্কে, হরিশ—হর্শে।

কিন্তু উক্ত শব্দের মধ্য হলে অ কিম্বা এ যুক্ত থাকিলে ঐ অ বা এ লুপ্ত এবং অন্ত্যহলে আ যুক্ত হয়, যথা, মদন—মদ্না, গণেশ—গণ্শা।

তিন হলবিশিষ্ট অকারান্ত অথবা (অকারহীন) হলন্ত এবং মধ্য হলে অকারযুক্ত কতকগুলি নাম আছে যাহার অন্তে এ-কার যুক্ত হয় ও মধ্য অ উ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, সুন্দর—সুন্দুরে, মোহন—মোহুনে, চন্দর—চন্দুরে, তারণ—তারুণে বা তারণা, যাদব—যাদুবে বা যেদো, মাধব—মাধুবে, মাধা বা মেধো, আনন্দ—আনুন্দে বা আন্দে, ঈশ্বর—ঈশ্বুরে বা ঈশে, প্রসন্ন—প্রসুন্নে বা পেসা।

মহেশ হইতে ময়শা, সরূপ হইতে সর্পো, ঠাকুর হইতে ঠাকুরো, ভুবন-হইতে ভুবনো এবং আর কতিপয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

চারি বা অধিক হলবিশিষ্ট নামের শেষে এ যুক্ত হয়, এবং তদবস্থায় অন্ত্য হলের পূর্ব্বে আ থাকিলে তাহা এ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, নারায়ণ—নারায়ণে বা নারাণে, দিগম্বর—দিগম্বরে, ভগবান্—ভগবেনে।

উক্তরূপ কতকগুলি নাম অধিকাংশে সঙ্ক্ষিপ্ত ও নিয়মাতিক্রমে বিকৃত হয়, যথা, পীতাম্বর—পীতনে, দিগম্বর—দিগমে, ভগবান—ভগা, ভগবতী—ভগো (পুং), ভগী (স্ত্রী)।

দুই বা অধিক শব্দবিশিষ্ট সংযুক্তনামের প্রায় প্রথম শব্দ এবং কখন২ শেষ শব্দ লইয়া উক্ত নিয়মানুসারে বিকৃত করাযায়, যথা, রামধন—রামা বা ধনা, জয়শঙ্কর—জয়া বা শঙ্কুরে।

কখন২ সকল শব্দই থাকে, এবং তদবস্থায় কেবল শেষ শব্দ বিকৃত হয়,—যথা, রামধনা, জয়শঙ্কুরে, রামকৃষ্ণা

যদি সংযুক্ত নামের শেষ শব্দ দুইহল বিশিষ্ট এবং অকারান্ত বা হলন্ত হয়, এবং ঐ দুই হলের প্রথম হলে আকারযুক্ত থাকে তবে ঐ আকার

এ-কার হয়, এবং অন্ত্য হলে আর এক এ-কারযুক্ত হয়, যথা,—রামনাথ—রামনেথে, ঠাকুরদাস—ঠাকুরদেসে।

স্ত্রীলোকের নাম কোন স্বরান্ত না হইলে তাহার অন্তে ঈ-কার যোগ-দ্বারা, এবং স্বরান্ত হইলে ঐ স্বর ঈ-কারে পরিবর্ত্তন দ্বারা, এবং মধ্য হলেযুক্ত স্বর উপরি দর্শিত নিয়ম সকলের অনুসারে পরিবর্ত্তন বা বর্জন-দ্বারা অনাদর বোধক আকার প্রাপ্ত হয়, যথা, রাধা—রাধী, দুর্গা—দুর্গী বা দুগী, ভুবন—ভুব্নী, বিন্দু—বিন্দী,

দিগম্বরী—দিগ্মী, পীতাম্বরী—পীত্নী, পদ্মা—পদী ইত্যাদি কএক নাম নিপাতনে সিদ্ধ।

পুরুষের আ-কার, এ-কার বা ও-কারান্ত নাম, এবং স্ত্রীলোকের ঈ-কারান্ত নাম অনাদর সূচনার্থ আকারান্তর প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু বক্তার উচ্চারণের ভাবেই তাহার বোধাবোধ হয়।

কিন্তু সে যাহাহউক অনাদরসূচক আকার প্রাপ্ত নামের পূর্ব্বে বা পরে কোন পরিহাস বা প্রশংসা বোধক পদ ব্যবহৃত হইলে অথবা ঐ নাম অনাদর বোধক ভাবে উচ্চারিত না হইলে ঐ নাম যে ব্যক্তির তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ হয় না, প্রত্যুত বক্তার ভাবানুসারে স্নেহ বা তাহার সহিত আন্তরিক সৌহার্দ থাকা প্রকাশ পায়।

কোন অযোগ্য ব্যক্তির বিশেষ বা সাধারণ নামের পর অথবা ব্যবসায়-সূচক নামের পর কোন সম্ভ্রমসূচক শব্দ (শ্লেষভাবে) ব্যবহার করিলে তাহার প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ প্রকাশ হয়, যথা, আমাদের চাকর বাবুর এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিল।

পরিহাসাদিবোধক নাম।

কোন ব্যক্তির বিশেষ নামের দ্বিতীয় হল পর্য্যন্ত গ্রহণ (ও অবশিষ্ট ত্যাগ) করিয়া তাহাতে কখন আই কখন বা উই যোগ করিলে বক্তার উচ্চারণের ভাবানুসারে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে পরিহাসাদির আভাস প্রকাশ হয়, যথা, জগৎ—জগাই, মাধব—মাধাই, কুশ—কুশুই, মধু—মধুই।

কিন্তু অনেক নাম আছে যাহা এরূপ আকার গ্রহণ করেনা, কেবল বক্তার উচ্চারণের ভাবানুসারে উক্ত ভাবের আভাস দেয়।

কোন সাধারণ বা ইতর ব্যক্তি কোনরূপে প্রসিদ্ধ হইলে তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধীয় নাম বা পদবী উক্ত আকারেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, ধনাই মণ্ডল, মেঘাই সর্দ্দার।

স্নেহাদিসূচক নাম।

কাহারো নামের দ্বিতীয় হল্ পর্য্যন্ত লইয়া (ও বক্রী ত্যাগ করিয়া) তাহাতে উ যোগ করিলে ব্যক্তি বিশেষে নামের সঙ্গে ঈষৎ আদর বা স্নেহ প্রকাশ হয়, যথা, জগৎ—জগু, সাতকড়ী—সাতু বা ছাতু, পদ্ম—পদু, নীল (মণি বা কমল)—নীলু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশেষণ।

বিশেষণ প্রধানতঃ তিনপ্রকার,—গুণবাচক বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, ও বিশেষণীয় বিশেষণ।

গুণবাচক তাহার নাম যদ্দ্বারা কোন বস্তুর দোষ গুণ প্রকাশ হয়, যথা, উত্তম মনুষ্য, সুন্দরী স্ত্রী, শ্বেত পুষ্প।

গুণবাচক বিশেষণ বিশেষ্য শব্দের অধীন হওয়াতে তদীয় লিঙ্গাদি অনুসারে লিঙ্গাদি বাচক হয়।

লিঙ্গ।

বাঙ্গলা বিশেষণ তিন লিঙ্গেই একাকার,—যথা, ছোট বালক, ছোট বালিকা, ছোট ঘর।

বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বিশেষণসকল সংস্কৃতে যদ্রূপ বাঙ্গলাতেও তদ্রূপ লিঙ্গভেদে আকারান্তর প্রাপ্ত হয়,—যথা, (পুং) সুন্দর পুরুষ, (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী, (ক্লীব) সুন্দর পুষ্প।

বিসর্গান্ত পুংলিঙ্গ বাচক, ও ম্ বা অনুস্বারান্ত ক্লীব লিঙ্গবাচক সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় ঃ, ম্ বা ং ত্যাগকরিয়া একাকৃতি হয়, যথা,—

পুংলিঙ্গ।	ক্লীবলিঙ্গ।
সংস্কৃত—উত্তমঃ	উত্তমম্ বা উত্তমং
বাঙ্গলা—উত্তম	উত্তম।

বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বিশেষণের লিঙ্গ বিশেষে রূপান্তরতা।

অকারপূর্ব্বক বিসর্গান্ত, অথবা ম্ বা অনুস্বারান্ত সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় অনুস্বার ও বিসর্গ ত্যাগ করিয়া অকারান্ত রূপে স্থিত হয়; এবং তাহা পুং ও ক্লীব লিঙ্গরূপে ব্যবহৃত, যথা,—

	সংস্কৃত।	বাঙ্গলা।
পুংলিঙ্গ	উত্তমঃ পুত্রঃ	উত্তম পুত্র
পুংলিঙ্গ	সুন্দরঃ পুরুষঃ	সুন্দর পুরুষ
ক্লীবলিঙ্গ	উত্তমং পুষ্পং বা উত্তমং পুষ্পম্	উত্তম পুষ্প
ক্লীবলিঙ্গ	সুন্দরং দ্রব্যং বা সুন্দরং দ্রব্যম্	সুন্দর দ্রব্য

সাধারণ সূত্র।

উক্তরূপ বিশেষণ সকল স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের বিশেষণ হইলে অন্ত্য অকারকে কতক আকারে এবং কতক ঈ-কারে পরিবর্ত্ত করে, যথা, উত্তমা (কন্যা), সুন্দরী (স্ত্রী)।

বিশেষ সূত্র।

যে সকল অকারান্ত সংস্কৃত বিশেষণ অ, নির্, দুর্, বি, সু আর স উপসর্গ প্রধান শব্দের পূর্ব্বে যোগদ্বারা নিষ্পন্ন; কিম্বা অন্বিত, যুক্ত, অর্হ কল্প, শীল, তুল্য, সাগর, অর্ণব, প্রায়, রূপ, শূন্য, আপন্ন, উপেত, পর, ও পরায়ণ, শব্দ প্রধান শব্দের পরে যোগদ্বারা নিষ্পন্ন, অথবা য়, তব্য, অনীয়, বা ঈয় প্রত্যয়ান্ত, সে সকল স্ত্রীলিঙ্গে ঐ অকারকে আকারেই (প্রায়) পরিবর্ত্ত করে, যথা,—

পুং ও ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুং ও ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অচল	অচলা	নির্দোষ	নির্দোষা
দুর্লভ	দুর্লভা	বিষম	বিষমা
সুগম	সুগমা	সদয়	সদয়া

পুং ও ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুং ও ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অগ্নিকল্প	অগ্নিকল্পা	ক্ষয়শীল	ক্ষয়শীলা
তৎপর	তৎপরা	গমনীয়	গমনীয়া
রম্য	রম্যা	হিন্দুস্থানীয়	হিন্দুস্থানীয়া

ইন, ইল, ল, শ, ইর, ঈর, উর, কিম্বা র প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন অকারান্ত বিশেষণ আকার যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্য হয়, যথা, মলিন—মলিনা, ফেণিল—ফেণিলা, মাংসল—মাংসলা, রোমশ—রোমশা, মেধির—মেধিরা, কাণ্ডীর—কাণ্ডীরা, দন্তুর—দন্তুরা, মুখর—মুখরা।

তর, তম, ও ইষ্ঠ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত হয়, যথা, প্রিয়তর—প্রিয়তরা, প্রিয়তম—প্রিয়তমা, শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠা।

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় এই তিন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত হয়, তদ্ভিন্ন তাবৎ পূরণবিশেষণ (পুং ও ক্লীব লিঙ্গে অকারান্ত হয়, ও) স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্য অকারকে ঈকারে পরিবর্ত্ত করে, যথা,—

পুংক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
প্রথম	প্রথমা।	চতুর্থ	চতুর্থী।
সপ্ততিতম	সপ্ততিতমী।		

(পূর্ব্ববর্ত্তি) কোন উপসর্গের বা শব্দের সহিত সংস্কৃত ধাতু সঙ্ক্ষিপ্ত, অসঙ্ক্ষিপ্ত, বা পরিবর্ত্তিত অবয়বে সংযুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হয় যে সকলবিশেষণ, তাহা পুং ও ক্লীবলিঙ্গে অকারান্ত হয়, এবং ঐ অ-কার কর্, চর্ বা ভর পূর্ব্বক হইলে স্ত্রীলিঙ্গে প্রায় ঈকারে বিকৃত, নতুবা আকারে পরির্ত্তিত হয়, যথা,—

পুং ও ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুং ও ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অগ্রজ	অগ্রজা	মনোরম	মনোরমা
মোক্ষদ	মোক্ষদা	বন-চর	বনচরী
শুভঙ্কর	শুভঙ্করী।	বিশ্বম্ভর	বিশ্বম্ভরী।

পরবর্ত্তি অঙ্গ, তন, দৃশ, এবং ময় শব্দের যোগে নিষ্পন্ন বিশেষণ, বা কার শব্দের যোগে নিষ্পন্ন কর্ত্তৃপদ স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্য

অকারকে ঈ-কারে পরিবর্ত্ত করে, যথা, কৃশাঙ্গ—কৃশাঙ্গী, পুরাতন—পুরাতনী, দয়াময়—দয়াময়ী, রথকার—রথকারী।

বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন অকারান্ত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গে আ-কারান্ত হয়, যথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ--লব্ধপ্রতিষ্ঠা।

অনেক সংস্কৃত কর্ত্তৃপদ বাঙ্গলাতে সংযুক্তাবস্থায় বিশেষণ রূপেই প্রায় ব্যবহৃত,—তন্মধ্যে ণিন্ প্রত্যয়ের প্রথম ণ্ ইত্ গিয়া ইন্ ভাগ (ধাতুতে) যোগদ্বারা নিষ্পন্ন পদসকল ক্লীব লিঙ্গে ঐ ইন্ ভাগের ন্ ত্যাগ করে, স্ত্রীলিঙ্গে ঐ ইন্ ভাগে ঈ-কার যোগ করে, এবং পুংলিঙ্গে ঐ ইন্ ঈ-কারে পরিবর্ত্ত করে। আর তৃন্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দসকল ক্লীবলিঙ্গে ঐ তৃন্ প্রত্যয়ের ন্ ত্যাগ করে, স্ত্রীলিঙ্গে ঐ তৃন্-কে ত্রী-তে, ও পুংলিঙ্গে ত্তা-তে পরিবর্ত্ত করে। এবং ণক প্রত্যয়ের অক ভাগ যোগে নিষ্পন্ন শব্দসকল পুং ও ক্লীব লিঙ্গে তদবস্থ থাকে, এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঐ অক ই-কারে পরিবর্ত্ত করে; যথা,—

আদি শব্দ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ
কৃ+ণিন্—ণ্=কারিন্*	কারি	কারিণী	কারী
কৃ+তৃন্=কর্ত্তৃন্*	কর্ত্তৃ	কর্ত্রী	কর্ত্তা
কৃ+ণক—ণ্=কারক	কারক	কারিকা	কারক

(সংস্কৃত) ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রায় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত;—ঐ সকল বিশেষণ পুং ও ক্লীব লিঙ্গে অ-কারান্ত, ও স্ত্রীলিঙ্গে আ-কারান্ত হয়, যথা, বিরক্ত মনুষ্য, আঘ্রাত পুষ্প, বিরক্তা নারী।

সংস্কৃত ধাতুতে ইষ্ণু প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন যে শব্দ তাহা লিঙ্গ ভেদে রূপান্তর হয় না, যথা, বর্দ্ধিষ্ণু বালক, বর্দ্ধিষ্ণু বালিকা, বর্দ্ধিষ্ণু দ্রব্য।

---

* মূর্দ্ধন্য ণ ইৎযায় যে প্রত্যয়ের তাহার যোগে ধাতুর ইকারাদি অন্ত্য স্বরের কিম্বা অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি অ-কারের বৃদ্ধি হয়; এবং তৃন্ আদি প্রত্যয় যোগে ধাতুর অন্ত্য ইউের অথবা অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি লঘুস্বরের গুণ হয় (২০ পৃষ্ঠায় সন্ধির ২ ও ৩ সঙ্কেত দেখ।

সংস্কৃত ধাতুতে শান ও স্যমান সংযোগে নিষ্পন্ন পদ সকল প্রায় বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত; ঐ সকল পুং ও ক্লীব লিঙ্গে অ-কারান্ত এবং স্ত্রীলিঙ্গে আ-কারন্ত হয়, যথা,—জায়মান বালক, জায়মান দ্রব্য, জায়মানা বালিকা। জনিষ্যমাণ বালক, জনিষ্যমাণ দ্রব্য, জনিষ্যমাণা বালিকা।

এই সকলের বিস্তারিত বর্ণনা ধাতু-প্রকরণে করা যাইবে।

অকারান্ত স্বাঙ্গবাচক* বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গে ঐ অকার আকারে বা ঈকারে পরিবর্ত্ত করে, যথা,—

পুং	স্ত্রী
বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠা বা বিম্বোষ্ঠী।
সুকেশ	সুকেশা বা সুকেশী।

স্বাঙ্গবাচক মধ্যে বর্জিত যে কিছু তদ্বোধক শব্দ স্ত্রীলীঙ্গে আকারান্ত হয়, যথা, সুজ্ঞান—সুজ্ঞানা, বহুস্বেদ—বহুস্বেদা।

ক্তি প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন ই-কারান্ত শব্দ, পাদ, ও শোণাদি† স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ-কারান্ত হয়, যথা, (পুং) ত্রিপাদ্; (স্ত্রী) ত্রিপদী বা ত্রিপাদ্, চণ্ড চণ্ডী বা চণ্ডা।

(আদৌ) ইন্, বা বিন্ প্রত্যয়ের যোগে বা শালিন্ শব্দের যোগে হইয়াছে যে সকল বিশেষণ বা কর্ত্তৃপদ তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ঐ সকল প্রত্যয়ে ঈ যুক্ত হয়, ক্লীবলিঙ্গে ঐ সকল প্রত্যয়ের (শেষ) ন্ লুপ্ত হয়, এবং পুংলিঙ্গে ঐ ন্ লোপান্তে তাহার পূর্ব্বের ই-কার দীর্ঘ হয়, যথা,—

শব্দ	স্ত্রী	ক্লীব	পুং
মায়াবিন্	মায়াবিনী	মায়াবি	মায়াবী।
জ্ঞানিন্	জ্ঞানিনী	জ্ঞানি	জ্ঞানী।
গুণশালিন্	গুণশালিনী	গুণশালি,	গুণশালী

* শরীরের দৃশ্য দেশ বোধক, শ্লেষ্মাদি ভিন্ন শরীর সম্বন্ধীয় যে কিছু, এবং শোথ আদি ভিন্ন জীবিত শরীরে যে কিছু উৎপন্ন বা স্থিত, এবং শরীর হইতে ভিন্ন হইয়াও শরীর সম্বন্ধীয় যে কিছু, এবং শরীরেরসাদৃশ্য যাহাতে আছে (যথা প্রতিমা, পট ইত্যাদি) ঐ সকল স্বাঙ্গবাচক বলাযায়।

† অর্থাৎ কৃপণ, পুরাণ, বিশাল, অরাল, বিকট, বিশঙ্কট, উদার, চণ্ড, ইত্যাদি।

কিন্তু ইন্ প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন অনেক বিশেষণশব্দের পুংলিঙ্গে যে অবয়ব হয়, তাহাই স্ত্রীলিঙ্গে সামান্যতঃ ব্যবহৃত হয়, যথা, সুখী পুরুষ, সুখী স্ত্রী। এবং কতিপয় বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত উভয় আকারই স্ত্রীলিঙ্গে চলিত,—যথা, সে স্ত্রী অতি দুঃখী বা দুঃখিনী।

আলু প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন বিশেষণের অন্ত্য উ ত্রিলিঙ্গেই একাকার, যথা, (পুং ক্লীব) দয়ালু, (স্ত্রী) দয়ালু।

এতদ্ভিন্ন অকারান্ত অনেক বিশেষণ ও কর্তৃপদ আছে যাহার স্ত্রীত্বে ঐ অকারের পরিবর্ত্তে আ বা ঈ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ শব্দের অ আকারকে গ্রহণ করে, ও কোন্ শব্দের অ-ঈকারে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার সবিশেষ উপদেশ ব্যাকরণ সূত্রদ্বারা সাধ্য নহে, পাঠককে আবশ্যক মতে সংস্কৃত অভিধান দেখিতে হইবে।

বৎ বা মৎ প্রত্যয় সংযোগে নিষ্পন্ন বিশেষণ তদবস্থায় ক্লীব লিঙ্গঃ—পুংলিঙ্গে ঐ বৎ বান্ ও মৎ মান্, হয় ও স্ত্রীলিঙ্গে বৎ বতী ও মৎ মতী হয়, যথা,—

ক্লীব	পুং	স্ত্রী
রূপ-বৎ	রূপ-বান্	রূপ-বতী
শ্রী-মৎ	শ্রী-মান্	শ্রী-মতী

সংস্কৃত উকারান্ত গুণবাচক বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ যুক্ত হয়;—কিন্তু খরু শব্দ, এবং যে সকল গুণবাচক বিশেষণের অন্ত্য উকারের পূর্ব্বে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহার স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর হয় না,—যথা,

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
মৃদু	মৃদ্বী বা মৃদু	খরু	খরু
পাণ্ডু	পাণ্ডু		

দৃশ শব্দান্ত বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্য অকারের স্থলে ঈ হয়, যথা, (পুং) তাদৃশ, (স্ত্রীং) তাদৃশী।

তনু, চক্ষু. শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন বিশেষণের এবং আর কতিপয় উকারান্ত বিশেষণের অন্ত্য উ স্ত্রীলিঙ্গে ইচ্ছাক্রমে দীর্ঘ হয়, যথা,—

পুং	স্ত্রী
সু-তনু	সুতনু বা সুতনূ।
দীর্ঘ চক্ষু.	দীর্ঘ চক্ষু বা দীর্ঘ চক্ষূ।
ভীরু	ভীরু বা ভীরূ।

দীর্ঘ স্বরান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গে প্রায় রূপান্তর হয় না, যথা, (পুং) সু-ধী, (স্ত্রী) সু-ধী।

যে সংযুক্ত বিশেষণের শেষ ভাগ ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ হয় তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ঐ ক্তি-র ই দীর্ঘ হয় না, যথা, (পুং) সুবুদ্ধি (স্ত্রী) সুবুদ্ধি,

নিম্ন লিখিত এবং আর কতিপয় বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গে অনিয়মিত রূপে রূপান্তর হয়, যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গৌর	গৌরী	পলিত	পলিতা, পলিক্নী বা পলিক্নি
বিকল	বিকলা	হরিত	হরিতা, হরিণী
বৃহৎ	বৃহতী	ভরিত	ভরিতা, ভরিণী
কাল	কালী	রোহিত	রোহিতা, রোহিণী
নীল	নীলী	লোহিত	লোহিতা, লোহিনী
যুবা	যুবতী, যুবতি বা যূনী	বহু	বহ্বী
শ্বেত	শ্বেতা, শ্বেনী	মন্দ	মন্দা
		বাতূল	বাতূলা

ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণিক, ষ্ণ্য, ষ্ণেয়, ও ষ্ণায়ণ প্রত্যয়ের (ষ্ণ ভাগ ইৎ গিয়া অবশিষ্ট ভাগ) যোগে নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ,* তাহা পুং (বা ক্লীব) লিঙ্গ বাচ্য; ষ্ণি প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য ই স্ত্রীলিঙ্গে ইচ্ছাক্রমে দীর্ঘ হয়, অবশিষ্ট প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অন্ত্য স্বরকে ঈ-কারে পরিবর্ত্ত করে, যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাষ্ণি	কাষ্ণি, কাষ্ণী	গার্গ্য	গার্গী
বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী	আত্রেয়	আত্রেয়ী
সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিকী	দাক্ষায়ণ	দাক্ষায়ণী

* তাহার বিস্তারিত বর্ণনা পরে করা যাইবে।

পারসী ঈ ی বা আনা انه লিঙ্গ ভেদে আকারান্তর প্রাপ্ত হয় না,—যথা,

পুং	স্ত্রী	ক্লীব
হিন্দুস্থানী	হিন্দুস্থানী	হিন্দুস্থানী
বীবী-আনা	বীবী-আনা*	বীবী-আনা

হিন্দী প্রত্যয় ওয়ালা সংযোগে নিষ্পন্ন বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গে ঐ ওয়ালা ওয়ালী হয়, যথা,—

পুং	স্ত্রী
দুধওয়ালা	দুধওয়ালী

গুণের তার তম্য।

(সংস্কৃত) বিশেষণের উত্তর তর প্রত্যয় প্রযুক্ত হইলে বোধ হয় যে তাহার বিশেষ্য বস্তুর গুণ (বা দোষ) অন্যাপেক্ষা অধিক, এবং **তম** ব্যবহৃত হইলে বোধ হয় যে তাহার বিশেষ্য বস্তুর গুণ (বা দোষ) অত্যন্ত অধিক, অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যথা, রাম অপেক্ষা শ্যাম বিজ্ঞতর, কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম।

বাঙ্গলা বিশেষণ বা আর২ ভাষাহইতে ব্যবহৃত বিশেষণের পূর্ব্বে এবং ইচ্ছাক্রমে সংস্কৃত বিশেষণের পূর্ব্বেও **তর** প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে **আরো**, বা **অধিক**, ও **তম** প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে **অতি**, **অতিশয়**, বা **অত্যন্ত** ব্যবহৃত হয়, যথা, শক্ত, অধিকশক্ত, অত্যন্তশক্ত। ছোট, আরোছোট, অতিশয়ছোট।

সংস্কৃতে কখন২ **তর** ও **তম** প্রত্যয়ের স্থানে **ইষ্ঠ** ব্যবহৃত হয়, যথা, গুরুতর গুরুতম বা গরিষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রশস্য শব্দে ইষ্ঠ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু (বাঙ্গলায়) প্রশস্য শব্দের ব্যবহার প্রায় নাই।

যে বস্তুর গুণ অপেক্ষা যে বস্তুর গুণ অধিক প্রকাশ করা যায়, তদুভয়ের মধ্যে **অপেক্ষা**, **হইতে** বা **চেয়ে** ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম হইতে শ্যাম বিজ্ঞতর। এবং তম প্রত্যয়ান্ত পদের পূর্ব্বে **সর্ব্বাপেক্ষা**, **সকল অপেক্ষা**, **সকল হইতে**, বা **সকলের চেয়ে** অনেকস্থলে ব্যবহার করা গিয়া থাকে, যথা,—রাম হইতে শ্যাম বিজ্ঞতর। কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ-

---

* হিন্দিভাষায় **আনা** স্ত্রীলিঙ্গে আনী হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় এইরূপ অদ্যাপি ব্যবহৃত হয় নাই।

তম, কিন্তু হইতে, অপেক্ষা, বা চেয়ে, কিম্বা সর্ব্বাপেক্ষা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইলে বিশেষণের উত্তর তর তম প্রত্যয় বা তৎপূর্ব্বে অতি, বা অত্যন্তাদি শব্দ ব্যবহারের আবশ্যক নাই, এবং ব্যবহার করিলেও সুশ্রাব্য হয় না।

সংখ্যা।

বহুবচনান্ত (প্রকাশিত) বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে বিশেষণ ব্যবহৃত হইলে ঐ বিশেষণ আকারতঃ বহুবচন হয় না, যথা, উত্তম বালক, উত্তম বালক-গণ, কিন্তু উত্তমগণ বালকগণ বলাযায় না।

বিশেষণসংযুক্ত (প্রকাশিত) বিশেষ্য শব্দকে বহুবচন করিতে হইলে কেবল ঐ বিশেষ্যের বহুবচন করিলে তদুভয়ের বহুবচন হয়,—যথা,

উত্তম বস্তুসমূহ, কিন্তু উত্তমসমূহ বস্তুসমূহ ব্যবহার নাই, বলার আবশ্যকও নাই।

বিশেষ্য একবচনের রূপে ব্যবহৃত ও তদ্বিশেষণ দ্বিরুক্ত* হইলে ঐ বিশেষ্য বিশেষণ কেবল বহুবচন হয় এমত নহে, কিন্তু ঐ বিশেষ্যে বোধ্যবস্তু স্থল বিশেষে নানা প্রকারও বোধ হয়, যথা, উত্তম২ পুস্তক বলিলে, নানা প্রকার উত্তম পুস্তক সমূহ বুঝায়। উত্তম২ মিষ্টান্ন বলিলে নানা প্রকার উত্তম মিষ্টান্ন পাওয়া যায়।

কিন্তু যখন কোন বিশেষণের বিশেষ্য শব্দ অপ্রকাশিত থাকে, তখন বহুবচন স্থলে কেবল ঐ বিশেষণে বহুবচনীয় বিভক্তি যোগ করাযায়, যথা, তাঁহাকে ধার্ম্মিকেরা ধার্ম্মিক বলিয়া জানেন, পণ্ডিতেরা পণ্ডিত-করিয়া মানেন, গুণিগণ গুণিরূপে গণ্য করেন এবং সকলেই প্রশংসা করেন;—এস্থলে বিশেষ্য সকল প্রকাশিত থাকিলে ধার্ম্মিক লোকেরা, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, গুণিব্যক্তিরা, এবং সকল লোকেই এইরূপ পদ হইত।

বান্ ও মান্ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের বহুবচনে বান্ বন্ত হয়, ও মান্ মন্ত হয়, যথা,—

একবচন	বহুবচন
ভাগ্যবান্ মনুষ্য	ভাগ্যবন্ত মনুষ্যেরা।
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি	বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তিরা।

কিন্তু সামান্যতঃ বন্ত এবং মন্ত স্থানে বান্ ও মান্, এবং বান্ ও মান্ স্থানে বন্ত ও মন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

* সকল বিশেষণ দ্বিরুক্ত হয় না।

কারক।

বাঙ্গলাতে প্রকাশিত বিশেষ্য শব্দের বিশেষণ পদে বিভক্তি যুক্ত হয় না, কিন্তু তাহাতে বিভক্তি যুক্ত হইলে তাহার অন্ত্য ঈ-কারাদির যে রূপে রূপান্তর হইত তাহা হইয়া থাকে,* যথা, কর্ত্তৃ-কারকে জ্ঞানী মনুষ্য ছিল, কর্ম্ম কারকে জ্ঞানি মনুষ্যকে হইল, জ্ঞানীকে মনুষ্যকে হইল না।

কিন্তু যে স্থানে বিশেষণ প্রকাশিত ও তদ্বিশেষ্য উহ্য থাকে, সেস্থলে ঐ বিশেষ্য প্রকাশিত থাকিলে যে কারকে রূপান্তরিত হইত, সেই কারকে ঐ বিশেষণ রূপান্তরিত হয়, যথা, জ্ঞানির সংসর্গে থাকিও অর্থাৎ জ্ঞানি লোকের সংসর্গে থাকিও।

বিশেষ্য শব্দের ন্যায় বিশেষণশব্দ সকলও রূপার্থে স্বীয়২ অন্ত্য বর্ণ অনুসারে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত,† ও তদনুসারে বিভক্তিযুক্ত হয়।

পুংলিঙ্গ একবচন কর্ত্তৃকারকে ঈ-কারান্ত সংস্কৃত বিশেষণ সকলের অন্ত্য ঈ একবচনীয় আর২ কারকে এবং বহুবচনীয় সকল কারকে ই-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—

	কর্ত্তৃ-কারক,	কর্ম্ম,	অধিকরণ	সম্বোধন।
একবচন	জ্ঞানী,	জ্ঞানিকে,	জ্ঞানিতে,	হে জ্ঞানি।
বহুবচন	জ্ঞানিরা,	জ্ঞানিদিগকে,	জ্ঞানিদিগেতে,	হে জ্ঞানিরা।

সংস্কৃত বিশেষণ সকল যে২ অক্ষরান্ত হয়, সেই২ অক্ষরান্ত বিশেষ্য শব্দের ন্যায় স্ব২ বিশেষ্য অনুসারে সম্বোধনে রূপান্তরিত হয়, (৪৮ ও ৪৯পৃষ্ঠা দেখ)।

ঈ-কার এবং ঊ-কারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, সুভ্রূ, ও দ্বিস্বর অন্নার্থক, এবং কতিপয় ঈ ও ঊকারান্ত সংস্কৃত বিশেষণের অন্ত্য ঈ এবং ঊ সম্বোধনে ই-কারে ও উ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, গৌরী হে, গৌরি, সুভ্রূ—হে, সুভ্রু।

---

* ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

এত, অত, যত, তত, এবং কত বিশেষণের রূপ অনিয়মিত রূপে হয়, যথা,—

কর্ত্তৃ কারক		এত,	অত,	যত,	তত,	কত।
সম্বন্ধ ,,	স্ত্রীলিঙ্গে	এত-র,	অত-র,	যত-র,	তত-র,	কত-র
	ক্লীবলিঙ্গে	এত্কের,	অত্কের,	যত্কের,	তত্কের,	কত্কের
সপ্রদান ,,	পুংস্ত্রীলিং	এতকে,	অতকে,	যতকে,	ততকে,	কতকে,
	ক্লীবলিঙ্গে	এততে,	অততে,	যততে,	ততেতে,	কততে
কর্ম্ম ,,	পুংস্ত্রীলিং	এতকে,	অতকে,	যতকে,	ততকে,	কতকে
	ক্লীবলিঙ্গে	এত,	অত,	যত,	তত,	কত
অধিকরণ ,,		এততে,	অততে,	যততে,	ততেতে,	কততে,
অপাদান ,,		এতহইতে,	অতহইতে,	যতহইতে,	ততহইতে,	কতহইতে

পদ্যেতে এত স্থলে এতেক ব্যবহৃত হয়, যথা, এতেক কহিলা যদি রজ। দুর্যোধন।

,, যত ,,	যতেক	,, ,,	দুয়ার যতেক, [নারে।
,, তত ,,	ততেক	,, ,,	দুয়ারি ততেক, পক্ষী এড়াইতে
,, কত ,,	কতেক	,, ,,	কতেক কহিব আর পুতি বেড়ে যায়।

এততে, অততে, যততে, ততেতে, কততে, এবং এত্কে, অত্কে, যত্কে, তত্কে, কত্কে, যে মূল্যে কোন দ্রব্য ক্রীত হয়, তৎপরিমিত মূল্যে ইতি বোধক হয়।

বিশেষণের সাধন।

শব্দ বা ক্রিয়াতে প্রত্যয় বা কোন বিশেষ শব্দ যোগদ্বারা অধিকাংশ বিশেষণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত রূপ বিশেষণ পদ যে রূপে সিদ্ধ তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ধাতুতে তব্য, অনীয়, কিম্বা য় প্রত্যয় অথবা ক্যপ্ ও ঘ্যণ্ প্রত্যয়ের য-কার যোগ করিলে নিষ্পন্ন হয় যে বিশেষণ তদ্দ্বারা তদ্বিশেষ্য বস্তু ঐ ধাতু-বোধ্য ক্রিয়া করণ শীল বা যোগ্য অথবা ঐ ধাতুদ্বারা বোধ হয় যাহা তাহা হওন শীল বা যোগ্য ইহাই প্রায় বুঝায়, যথা,—

ধাতু	বিশেষণ।		
কৃ,	কর্ত্তব্য,	করণীয়,	কৃত্য বা কার্য্য।
হন্,	হন্তব্য,	হননীয়,	ঘাত্য*।

* ণ-ইৎ প্রত্যয় যোগে হন্ স্থানে ঘ আদিষ্ট হয়।

ধাতু		বিশেষণ	
দা,	দাতব্য,	দানীয়,	দেয়।
গম্,	গন্তব্য,	গমনীয়,	গম্য।
স্মৃ,	স্মর্ত্তব্য,	স্মরণীয়,	স্মর্য্য।
ভিদ্	ভেত্তব্য,	ভেদনীয়,	ভেদ্য

অনন্তর জানা কর্ত্তব্য যে তব্য ও অনীয় প্রায় তাবৎ ধাতুর উত্তর যোগ করাযায় ও যাইতে পারে। কিন্তু য প্রত্যয় ভজ্, যজ্, জপ্, ও আ-নম্ ধাতুর উত্তর, এবং যে সকল ধাতুর উত্তর ঘ্যণ্ কিম্বা ক্যপ্ প্রত্যয়ের য যোগ করাযায় না তাহার উত্তর যুক্ত হয়।

তব্য, অনীয়, ও য প্রত্যয়ের যোগে ধাতুর অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি (অ-কার ভিন্ন) লঘু স্বরের অথবা অন্ত্য ইঙের* গুণ হয়, যথা, চি+তব্য=চেতব্য, চি+অনীয়=চয়নীয়, চি+য়=চেয়, ভূ+তব্য=ভবিতব্য, ভূ+অনীয়=ভবনীয়, ভূ+য়=ভব্য।

ধাতুর অন্ত্য আ য-প্রত্যয়ের যোগে এ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, দা+য়=দেয়, জ্ঞা+য়=জ্ঞেয়, পা+য=পেয়।

ঔ (অনুবন্ধ) ইৎ যায় নাই এমত ধাতুর উত্তর, এবং বৃ—ঙ, বৃ—ঞ, শ্বি, শ্রি, ডী, শী, যু, রু, নু, স্নু, ক্ষু, ক্ষ্ণু, ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয় যোগে ই-কারের আগম হয়। তদ্ভিন্ন একাচ আ, উ, ঋ, ই বা ঈ-কারান্ত ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয়ের যোগে ই-কারের আগম প্রায় হয় না, যথা, ভূ+তব্য—(ভু+ই+তব্য)=ভবিতব্য। মন্—ঔ+তব্য=মন্তব্য।

দৃ, ভৃ, স্তু, ইন্, শাস্, এবং অন্ত্য বর্ণের পুর্ব্বে থাকে ঋ এমত ধাতুর উত্তর এবং বৃ—ঞ, বৃ—ঙ্, ধাতুর উত্তর এবং বাঙ্গলায় অদ্যাপি অব্যবহৃত কতিপয় ধাতুর উত্তর নিত্য ক্যপ্ হয়। কৃ, বৃষ্, মৃজ, গুহ্, দুহ্, শংস, সংভৃ, প্রতি বা অপি পূর্ব্বক গ্রহ্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ক্যপ্ হয়।—ক্যপ্ প্রত্যয়ের ক্ প্ ইৎ গিয়া অবশিষ্ট য ধাতুতে যুক্ত হয়।

ক্যপ্ প্রত্যয়ের যোগে ধাতুর গুণ বদ্ধি হয় না, যথা, মৃজ্+(ক্যপের) য=মৃজ্য, গুহ্+য=গুহ্য, প্রতি= গ্রহ+য=প্রতিগৃহ্য।

---

* অর্থাৎ ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও, ।—১২, ও ২০ পৃষ্ঠায় ২ সঙ্কেত দেখ।

পরন্তু, আ-দৃ, ভৃ, স্তু, কৃ, এবং বৃ—এ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয়ের য-কারের পূর্ব্বে ত-কারের আগম হয়, যথা, ভৃ+য=ভৃত্য, আ-দৃ+য়=আদৃত্য, স্তু+য=স্তুত্য।

ই বা উ-কারান্ত ধাতুর উত্তর, এবং হসন্ত অথবা ঋ বা ৠ-কারান্ত ধাতুর উত্তর ঘ্যণ্ হয়।—ঘ্যণ্ প্রত্যয়ের ঘ্ ণ্ ইৎ গিয়া অবশিষ্ট য ঐ সকল ধাতুতে যুক্ত হয়।

এবং ঘ্যণ্ প্রত্যয়ের ণ্ ইৎ যাওয়াতে তাহার (য-কার) যোগে জন্, বধ্ ধাতু ভিন্ন অন্য ধাতুর ইকারাদি অন্ত্য স্বরের এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি অ-কারের, ও মৃজ্ ধাতুর ঋ-কারের বৃদ্ধি হয়, এবং অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি লঘু স্বরের গুণ হয়।

যথা, শ্রু+(ঘ্যণের)য=শ্রাব্য, ভজ্+য=ভাজ্য (বা ভাগ্য), আ নম্+য=আনাম্য, ধৃ+য=ধার্য্য, দুহ্+য=দোহ্য।

কোন২ স্থলে উক্ত ক্যপ্ ও ঘ্যণ্ প্রত্যয়ের যকার যোগে সিদ্ধ পদ বিশেষ্য রূপেও গণিত হয়, যথা, কার্য্য পদ করণীয় এবং কর্ম্ম উভয় অর্থে ব্যবহৃত, ভৃত্য পদ ভরণীয় এবং দাস দুই অর্থেই চলিত।

কখন২ ধাতুতে বা শব্দে অর্হ, যোগ্য, এবং উপযুক্ত শব্দের যোগে উক্ত রূপ অর্থ বোধক বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, যথা, বধ+অর্হ=বাধার্হ, ভোজন+যোগ্য=ভোজন-যোগ্য, দান+উপযুক্ত=দানোপযুক্ত।

শব্দের উত্তর বৎ, মৎ, ইন্, শালিন্, বিন্, ইন, উর, আলু, ল, ইল, ইর, ঈর, শ,র, বা (হিন্দী প্রত্যয়) ওয়ালা যোগ করিলে নিষ্পন্ন হয় যে বিশেষণ তদ্দ্বারা তদ্বিশেষ্য বস্তুকে ঐ শব্দে বোধ্য বস্তুবিশিষ্ট বোধ হয়, যথা, রূপ-বৎ রূপবিশিষ্ট বুঝায়, শ্রী-মৎ, এইরূপ বুদ্ধি-মৎ, ইত্যাদি।

বিশেষ লক্ষণ।

১ যে সকল শব্দের অন্তে অ, আ, ম, বা ঝপের* কোন অক্ষর থাকে, অথবা অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে অ, আ বা ম থাকে, সেই সকল শব্দে বৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়, যথা, লক্ষ্মী-বৎ, ফল-বৎ।

২ তদ্ভিন্ন তাবৎ শব্দে, এবং যব, দ্রাক্ষা, ককুদ, হরিত, নেমি,

---

* অর্থাৎ ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব, খ ফ ছ ঠ থ, চ ট ত ক প এই কএক বর্ণের কোন বর্ণথাকে।

তিমি, ক্রুমি, গরুৎ, ঊর্মি, ও ভুমি শব্দে মৎ যুক্ত হয়, যথা, বুদ্ধি-মৎ।

৩ একাধিক স্বর বিশিষ্ট শব্দের উত্তর ইচ্ছাক্রমে ইন্ হয়, যথা, জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানিন্, অথবা জ্ঞান-বৎ।

৪ শালিন্ প্রায় সকল শব্দেই যুক্ত হয়।

৫ বিন্ ইচ্ছাক্রমে স্রজ, মেধা, মায়া, এবং অস্ ভাগান্ত শব্দে যুক্ত হয়, যথা, মায়া-বিন্, তেজস্বিন্। (৫৮ পৃষ্ঠ' দেখ)।

৬ দন্ত, ভঙ্গ, ও বিদ্ শব্দে উর যুক্ত হয়, যথা, দন্তুর, বিদুর।

৭ নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রদ্ধা, কৃপা, ও দয়া শব্দে আলু যুক্ত হয়, যথা, নিদ্রালু, দয়ালু।

৮ চূড়া, মূর্চ্ছা, পাংশু, শ্যাম, পিঙ্গ, বৎস, মাংস, জটা এবং আর কতিপয় শব্দে (যাহা অদ্যাপি বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয় নাই) ল যুক্ত হয়, যথা, পিঙ্গল, শ্যামল, বৎসল।

৯ ফল, রথ, শৃঙ্গ, ও মল শব্দে ইন* যুক্ত হয়, যথা, ফলিন, মলিন।

১০ ফেণ, পিচ্ছ, জটা, মেধা, ও রথ শব্দে, এবং অদ্যাপি বাঙ্গলায় অচলিত আর কতিপয় শব্দে ইল যুক্ত হয়, যথা, পিচ্ছিল জটিল।

১১ মেধা ও রথ শব্দে ইর যুক্ত হয়, যথা, মেধির, রথির।

১২ কাণ্ড, ও অণ্ড শব্দে ঈর* যুক্ত হয়, যথা, কাণ্ডীর, অণ্ডীর।

১৩ লোম, রোম, কর্ক, এবং অদ্যাপি (বাঙ্গলায়) অব্যবহৃত আর কতিপয় শব্দে শ যুক্ত হয়, যথা, লোমশ, রোমশ, কর্কশ।

১৪ মধু, নখ, ও মুখ শব্দে র যুক্ত হয়, যথা, মধুর, নখর, মুখর।

১৫ ওয়ালা প্রায় তাবৎ শব্দেই যুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি সংস্কৃত শব্দে যুক্ত হইলে সুশ্রাব্য হয় না, যথা, কাপড়-ওয়ালা ব্যবহার্য্য কিন্তু বস্ত্র-ওয়ালা সুশ্রাব্য নয়।

কোন২ শব্দে বিশিষ্ট, ধারিন্, উপেত, অন্বিত, আত্মক. ও যুক্ত শব্দ যোগ দ্বারা কখন২ উক্ত রূপ অর্থবোধক বিশেষণ হয়, যথা, গুণবিশিষ্ট, জটাধারিন্ গুণোপেত, গুণান্বিত, গুণযুক্ত,।

বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন অনেক পদ উক্ত রূপ অর্থবোধক বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত, যথা, চন্দ্রবদন।

---

* ইন আদি ঈর পর্য্যন্ত প্রত্যয় যোগে তৎ সংযুক্ত শব্দের অন্ত্য স্বর লুপ্ত হয়।

বিশেষ্য শব্দে আপন্ন আকুল, আতুর, আর্ত্ত, ময়, গ্রস্ত, পূর্ণ, আকীর্ণ, শব্দের যোগে অনেক বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, যথা, রাগাপন্ন, রোগগ্রস্ত, শোকাকুল, ক্ষুধাতুর, শীতার্ত্ত, দয়াময়।

অকারান্ত বা হসন্ত শব্দে ঈয় প্রত্যয়ের যোগে বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, যথা, হিন্দুস্থানীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থান সম্বন্ধীয়, হিন্দুস্থানস্থ, অথবা হিন্দুস্থানে উৎপন্ন।

অনেক সংস্কৃত শব্দে ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণিক, ষ্ণেয়, ষ্য ও ষ্ণায়ণ প্রত্যয়ের যোগে বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়। ঐ সকল প্রত্যয়ের ষ্ণ্, ভাগ ইৎ গিয়া অ, ই, ইক, এয়, য়, ও আয়ণ অবশিষ্ট থাকে, এবং ঐ প্রত্যয়ের ষ্ ইৎ গেলে, যে শব্দে তাহা যুক্ত হয় তাহার আদি স্বর বিকল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর ঐ প্রত্যয় উ ভিন্ন অন্ত্য স্বর নষ্ট করিয়া তাহার স্থানব্যাপি হয়, যথা, স্মৃতি+ষ্ণ=স্মার্ত। বিষ্ণু+ষ্ণ=বৈষ্ণব। কৃষ্ণ+ষ্ণি=কার্ষ্ণি। ধর্ম্ম+ষ্ণিক=ধার্ম্মিক। অতিথি+ষ্ণেয়= আতিথেয়। গর্গ+ষ্ণ্য=গার্গ্য, দক্ষ+ষ্ণায়ণ=দাক্ষায়ণ।

উক্ত ঐ সকল প্রত্যয় সকলশব্দে যুক্ত হয় না, কিন্তু যে২ শব্দে যে২ প্রত্যয় যুক্ত হয় ও হয় না, এবং যে শব্দে যুক্ত হইলে ঐ সংযুক্ত পদ যে বিশেষ অর্থবোধক হয়, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা ব্যাকরণে সুসাধ্য নয়। এস্থলে সাধারণ রূপে কেবল এই মাত্র বলাযাইতে পারে, যে উক্ত প্রত্যয়সকল সংযুক্তহইয়া নিষ্পন্ন হয় যে বিশেষণ তাহা যে বস্তু বোধক শব্দ হইতে উৎপন্ন কোন না কোন রূপে তৎ সম্বন্ধীয় বুঝায়।

সংস্কৃতে ধাতু সকল আদ্যবস্থায়, সঙ্ক্ষিপ্ত, বা রূপান্তরিত অবস্থায় বিশেষ্যশব্দে, বিশেষণে বা অব্যয় শব্দে যুক্ত হইয়া অনেক সংযুক্ত বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়; তন্মধ্যে যে সকল ধাতু ঐ রূপ সংযোগে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত তাহানিম্নে লিখিত হইল।

এস্থলে জানা কর্ত্তব্য যে এরূপ সংযোগে পুং ও ক্লীব লিঙ্গে প্রায় তাবৎ হসন্ত ধাতুর অন্ত্য হলে অকার যুক্ত হয়, আকারান্ত ধাতুর অন্ত্য আ অ-কারে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, ও ঋ বা ৠ-কারান্ত ধাতুর ঐ ঋ বা ৠ অর হয়, যথা,—

নিশা+চর্=নিশাচর।
আজ্ঞা+বহ্=আজ্ঞাবহ।
গো+হন্=গোঘ্ন।
মনস্+ {হৃ=মনোহর। / মন্=মনোরম।}
শাস্ত্র+বিদ্=শাস্ত্রবিৎ।
অর্থ+কৃ=অর্থকর।
বিশ্বম্+ভৃ=বিশ্বম্ভর।
সৃষ্টি+ধৃ=সৃষ্টিধর।
গৃহ+স্থা=গৃহস্থ।
সুখ+দা=সুখদ।
নৃ+পা=নৃপ।
বিশ্ব+পা=বিশ্বপা।
স্বয়ম্+ভূ=স্বয়ম্ভু।
প্রিয়ম্+বদ্=প্রিয়ম্বদ।
অ+লড্=অলড়।
বি+কল=বিকল।
প্র+জ্ঞা=প্রজ্ঞ।
দুর+তৃ=দুস্তর*
অ+মৃ=অমর।
নির+চল্=নিশ্চল†।
অ+টল্=অটল।
সু+লভ্=সুলভ।
দুর+গম্=দুর্গম বা দুর্গ।
দুর্+ঘট্=দুর্ঘট।

কথনং কল্প, সম, তুল্য, বৎ, রূপ, স্বরূপ, শূন্য, পর, পরায়ণ, সিন্ধু, সাগর, অর্ণব, নিধি, নিধান, ধাম, আকর এবং আর কতিপয় (সংস্কৃত) শব্দ সংস্কৃত শব্দে যুক্ত হইয়া ঐ সংযুক্ত পদ উভয় শব্দের অর্থ প্রকাশ পূর্ব্বক বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, অগ্নিকল্প, বৃহস্পতি-তুল্য, বৃহস্পতি-সম, বৃহস্পতি-বৎ, বৃহস্পতি-রূপ, বৃহস্পতি-স্বরূপ, জ্ঞান-শূন্য, ধন-পর, উদর-পরায়ণ, গুণ-সিন্ধু, গুণ-সাগর, গুণার্ণব, গুণ-নিধি, গুণ-নিধান, গুণ-ধাম, গুণাকর।

সদৃশ বোধক বিশেষণসমূহ মধ্যে দৃশ বা তৎপরিবর্ত্তিতাকার দৃক্ শব্দান্ত বিশেষণ সকল নিম্ন লিখিত সংস্কৃত সর্ব্বনামের নিম্ন লিখিতরূপে সংযুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথা,—

সর্ব্বনাম		ধাতু		বিশেষণ
যদ্	+	দৃশ্	=	যা-দৃশ বা যাদৃক্।
তদ্	+	দৃশ্	=	তা-দৃশ বা তাদৃক্।
এতদ	+	দৃশ্	=	এতা-দৃশ বা এতাদৃক্।
ইদম্	+	দৃশ্	=	ঈ-দৃশ বা ঈ-দৃক্।
কিম্	+	দৃশ্	=	কী-দৃশ বা কীদৃক্

স-দৃশ পদ সম শব্দে দৃশ যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অণ বা অন ভাগান্ত নাম ধাতুতে শীলযুক্ত হইয়া হয় যে বিশেষণ তদ্দ্বারাবোধ হয় যে তদ্বিশেষ্যবস্তু ঐ নাম ধাতুদ্বারা বোধ্য যাহা তাহা

* সন্ধির ১৩ ও ১৫ সূত্র দেখ।
† সন্ধির ১৩, ১৫ ও ৪ সূত্র দেখ।

করণে বা হওনে রত, প্রবৃত্ত, যোগ্য বা সম্ভাবনীয়, যথা, গমন-শীল, ভঞ্জন-শীল,।

শীল কখন২ **ওন** ভাগান্ত নাম ধাতুতেও যুক্ত হয়, কিন্তু ঐ রূপ নাম-ধাতু বাঙ্গলা ও **শীল** সংস্কৃত হওয়াতে, এমত সংযোগ সুশ্রাব্য হয় না, যথা, হওন-শীল।

কোন২ বিশেষ্য শব্দেও **শীল** যুক্ত হইয়া বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ বিশেষণ উক্ত রূপ অর্থবোধক নাহইয়া তদ্বিশেষ্যকে ঐ শব্দে বোধ্য যাহা তদ্‌যুক্ত বুঝায়, যথা, ধর্ম্ম-শীল।

বিশেষ্য শব্দে অর্থিন্‌ যুক্ত হইয়া অনেক বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, যথা, বিদ্যার্থিন্‌,গৌরবার্থিন্‌,* পেটার্থিন্‌।

অনেক বিশেষ্য শব্দ সহ শব্দের সঙ্ক্ষিপ্ত ভাগ **স** সংযোগে বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, যথা, স-জল নদী, স-রস বস্তু।

অনেক বিশেষ্য, কতিপয় বিশেষণ,ও ধাতু **দুর্‌** উপসর্গের যোগে সংযুক্ত বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, যথা, দুর্‌+লভ্‌=দুর্লভ, দুর্‌+বল=দুর্ব্বল, দুর্‌+আচার=দুরাচার, দুর্‌+ছেদ্য=দুশ্ছেদ্য, দুর্‌+ক্রিয়া=দুষ্ক্রিয়া, দুর্‌+তৄ=দুস্তরা।

বাঙ্গলা বিশেষণ।

সংস্কৃত ভিন্ন আরবী, পারসী, কিম্বা হীন্দী আদি ভাষার হসন্ত বা আকারান্ত শব্দে **ঈ**‡ যুক্ত হইলে প্রায় বিশেষণ নিষ্পন্ন পদই হয়, যথা কেতাব্‌+ঈ=কেতবী, জাহাজ+ঈ=জাহাজী, হিন্দুস্থান+ঈ=হিন্দু-স্থানী।

দুয়ের অধিক হলবর্ণ বিশিষ্ট অকারান্ত বা হসন্ত শব্দে, এবং কোন স্থানের অ-কারান্ত বা হসন্ত নামে **ইয়া** যোগ করিলে বিশেষণ নিষ্পন্ন হয় ঐ ইয়া সামান্যতঃ কথোপকথনে এ-কারে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়,এবং তদবস্থায় তৎ পূর্ব্ববর্ত্তি অক্ষর **অ** বা **ও** হইলে অনেক স্থলে উ-কারে পরিবর্ত্তিত হয় যথা, পাতর—পাতরিয়া বা পাতুরে,গঙ্গাজল—গঙ্গাজলিয়া বা গঙ্গাজলে, পাহাড়—পাহাড়িয়া বা পাহাড়, ভাগলপুর—ভাগলপুরিয়া বা ভাগল-পুরে।

---

* ৫৮ ও ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† সন্ধির ১৩, ১৭, ৪, ও ৫সূত্র দেখ।

‡ এই **ঈ** প্রত্যয় পারসী ভাষা হইতে গৃহীত, ঐ ভাষায় এই প্রত্যয়ের নাম সম্বন্ধার্থক ঈ।

নগর বা গ্রামের নাম দুয়ের অধিক হলবিশিষ্ট হইলে, এবং অন্ত্য হলের পূর্ব্বে আ-কার থাকিলে ঐ আ-কার এ-কারে পরিবর্ত্তিত এবং অন্ত্য হলে একার যুক্ত হইয়া বিশেষণ হয়, যথা,—বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমেনে, গুপ্তি-পাড়া—গুপ্তিপেড়ে।

গ্রাম, নগর বা স্থানের নাম তিনের অধিক হল বর্ণ বিশিষ্ট এবং আ-কারান্ত হইলে তাহাতে ই যুক্ত হয়, যথা,—ঢাকা-ই,উলা-ই (বা উলু-ই), নদিয়া-ই।

গ্রাম বা নগরের নাম গাঁ, গাছি বা খালি ভাগান্ত হইলে ঐ গাঁ গেঁয়ে, গাছি গেছে, এবং খালি খেলে হইয়া বিশেষণ হয়, যথা,—চাটিগা—চাটিগেঁয়ে, খামারগাছি—খামারগেছে,হাঁসখালি—হাঁসখেলে।

দুই হলবিশিষ্ট আকারান্ত বা হসন্ত শব্দে উয়া যুক্ত হইয়া তাহা সামান্য কথোপকথনে ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং উয়া যোগে অন্ত্য হলের পূর্ব্বে আকার থাকিলে তাহা এ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—ঘর—ঘরুয়া বা ঘরো, বন—বনুয়া বা বনো অথবা বুনো, মদ—মদুয়া বা মদো, গাছ—গাছুয়া গেছো, মাছ—মাছুয়া বা মেছো।

মোট হইতে মুটিয়া, মাটি হইতে মাটিয়া, এবং এই রূপ আর কতিপয় বিশেষণ নিপাতনে সিদ্ধ।

অ-কার, আকার ও হল, ভিন্ন অন্য বর্ণান্ত শব্দ হইতে উক্ত রূপ বিশেষণ পদ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু শব্দের সম্বন্ধ কারকীয় রূপ দ্বারা ঐ রূপ বিশেষণের কার্য্য হয়, যথা, কাশী—কাশীর।

কতক গুলি শব্দের উত্তর আল প্রত্যয়ের যোগে এক প্রকার বিশেষণ হয়, যথা,—রাগাল, জাঁকাল।

কতক গুলি বিশেষণ উড়ে প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা, ভুতুড়ে, ভাতুড়ে, ঘুমুড়ে,।

আকারান্ত শব্দের উত্তর উড়ের উ লুপ্ত হয়, যথা, মজাড়ে, গাজাড়ে,।

কোন বিশেষণ দ্বিরুক্ত হইলে সে বিশেষণের পূর্ব্বার্থে ঈষৎ ইতি অর্থ যুক্ত হয়, যথা—তাঁহাকে রাগত২ বোধ হইতেছে অর্থাৎ তাঁহাকে ঈষৎ রাগত বোধ হইতেছে।

কতক গুলি বিশেষণে টে প্রত্যয়ের যোগ হইলে তাহা উক্ত রূপ অর্থ যুক্ত হয়, যথা, শাদাটে অর্থাৎ ঈষৎ শাদা, রোগাটে কিছু রোগা বোধ হয়।

যখন উহ্য বা প্রকাশিত স্থান বাচক শব্দের উত্তর কোন শব্দ অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া পুনরায় প্রথমারূপে পুনরুক্ত হয়, তখন ঐ দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণ রূপে গণ্য হয়, ও ঐ বিশেষণ তৎ শব্দ বোধ্য বস্তুতে পূর্ণ ইতি অর্থ বোধক হয়, যথা, রাস্তা ধূলায় ধূলা অর্থাৎ ধূলাতেপূর্ণ।

যে বিশেষণের বিশেষ্য প্রকাশিত না থাকে তাহাতে ঐ বিশেষ্য প্রযুজ্য টা আদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, অনন্তর ঐ প্রত্যয় ও বিশেষণ এক শব্দরূপে গণিত হইয়া, আবশ্যক মতে ঐ প্রত্যয়ের শেষবর্ণানুসারে ভিন্ন২ কারকে রূপান্তর হয়, যথা,—

কর্ত্তৃপদ	সম্বন্ধ	অধিকরণ।
ভাল-খানা	ভাল-খানার	ভাল-খানাতে। ভাল-খানায়।
শাদাটী	শদাটীর	শাদাটীতে।

নঞ্-অর্থক সংস্কৃত বিশেষণ।

অ, নির্, বি কোন শব্দের পূর্ব্বে যোগ করিলে, অথবা হীন, বিহীন, রহিত, বর্জ্জিত, শূন্য বা এই রূপ কোন শব্দ শব্দের উত্তর যোগ করিলে নঞ্ অর্থক বিশেষণ হয়, যথা, অ-ভুষ্ট, অ-বোধ, নির্বোধ, বি-মুখ, বিদ্যা হীন, উপায়-বিহীন, জ্ঞান-রহিত, দোষ-বর্জ্জিত, গৃহ-শূন্য।

বিশেষ বিবেচনা।

বিশেষ্য বিশেষণ উভয় রূপ শব্দের পূর্ব্বেই প্রায় অ যুক্ত হয়। এবং যে বিশেষণে অ যুক্ত হয়, তাহা বিশেষণই থাকে কেবল অ-কার যোগে নঞ্ অর্থক হয় মাত্র১; কিন্তু বিশেষ্য শব্দসকল অ-কারের যোগে কতক নঞ্ অর্থক বিশেষণ হয়২, কতক সেই বিশেষ্যই থাকিয়া কখন নঞ্ অর্থক ৩, কখন বা কদর্থক হয়, যথা, শিষ্ট—অ-শিষ্ট, শান্ত, অ-শান্ত১; জ্ঞান—অ-জ্ঞান, নাথ—অ-নাথ ২; মনোযোগ—অ-মনোযোগ৩; কর্ম্ম—অকর্ম্ম; কথা—অ-কথা।

স্বরাদি শব্দের পূর্ব্বে প্রযুক্ত অ (সুশ্রাব্যতা অথবা উচ্চারণের সুগমতা নিমিত্ত) অন্ হয়, যথা, অ+উপযুক্ত=অনুপযুক্ত, অ+আহ্লাদ=অনাহ্লাদ।

নির্ এবং বি বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বেই প্রায় যুক্ত হইয়া থাকে। এবং হীন আদিও বিশেষ্য শব্দের পরে যুক্ত হয়, যথা, (নির্+দোষ=) নির্দোষ, দোষ-হীন, দোষ-রহিত, দোষ-শূন্য ইত্যাদি।

পারসী ও আরবী অব্যয় বে ও গর পারসী ও আরবী, এবং কদাচিৎ অবিকল সংস্কৃত ভিন্ন আর২ শব্দের পূর্ব্বেও যোগ

দ্বারা অনেক নঞ্ অর্থক বিশেষণ ও বিশেষ্য হয়, যথা, বে-আদব, বে-হাত, বে-হাতী, বে-চাল, বে-তাল, বে-কার, বে-কারী, বে-খটকা; গর-হাজির, গর-হাজিরী, গর-সাল্, গর-লাএক্, গর-লাএকী।

কখনং না, ও লা, যোগে নিষ্পন্ন পারসী ও আরবী নঞ্ অর্থক বিশেষণ বা বিশেষ্য অবিকল রূপে (বাঙ্গলায়) ব্যবহৃত হয়, যথা, না-চার, না-মরদ্, লা-জওয়াব, না-কস্, না-তামাম্, লা-দাবী, লা-কলাম্।

সংখ্যা বাচক (বিশেষণ) শব্দ।

সংখ্যাবাচক বিশেষণ দুই প্রকার।—১ শুদ্ধ সংখ্যাবোধক; —২ সংখ্যার পূরণ বোধক।

বাঙ্গলাতে শুদ্ধ-সংখ্যাবোধক শব্দও দুই প্রকার, অর্থাৎ সাধু-ভাষায় সংস্কৃত সংখ্যাবোধক শব্দ অবিকল রূপে প্রচলিত, এবং ঐ সকল শব্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়া সামান্যতঃ ব্যবহৃত।

বাঙ্গলায় সাধারণ পূরণার্থক বিশেষণসকল সংস্কৃত হইতে অবিকল রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঐসকল পূরণার্থক বিশেষণ শুদ্ধসংখ্যাবোধক সংস্কৃত শব্দে প্রত্যয় যোগ দ্বারা নিষ্পন্ন,—

তন্মধ্যে প্রথম শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় শব্দ দ্বি ও ত্রি শব্দে তীয় প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শব্দ চতুর ও ষষ্ শব্দে থ প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন।

পঞ্চম, ও সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত শুদ্ধ সংখ্যাবোধক শব্দের উত্তর ম-কার যোগে নিষ্পন্ন। একাদশ হইতে অষ্টাদশ-পর্য্যন্ত সংখ্যাবোধক শব্দের যে রূপ, (বাঙ্গলায়) তত্তৎ পূরণবোধক শব্দেরও সেই রূপ, অবশিষ্ট পূরণবাচক বিশেষণ সকল তত্তৎ সংখ্যা মাত্র বোধক শব্দে তম প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন, যথা,—

শুদ্ধ সংখ্যাবাচক।		পূরণবাচক।
অঙ্ক	নাম	পূরণ
১	এক	প্রথম

সংখ্যাবচক।		পুরণবাচক।
২	দ্বি,* দুই	দ্বিতীয়
৩	ত্রি, তিন	তৃতীয়
৪	চতুর্, চার, চারি	চতুর্থ
৫	পঞ্চ, পাঁচ	পঞ্চম
৬	ষট্, (ষষ্) ছয়	ষষ্ঠ
৭	সপ্ত, সাত	সপ্তম
৮	অষ্ট, আট	অষ্টম
৯	নব, নয়	নবম
১০	দশ	দশম
১১	একাদশ, এগার	একাদশ
১২	দ্বাদশ, বার	দ্বাদশ
১৩	ত্রয়োদশ, তের	ত্রয়োদশ
১৪	চতুর্দ্দশ, চৌদ্দ	চতুর্দ্দশ
১৫	পঞ্চদশ, পনের	পঞ্চদশ
১৬	ষোড়শ, ষোল	ষোড়শ
১৭	সপ্তদশ, সতের	সপ্তদশ
১৮	অষ্টাদশ, আটার	অষ্টাদশ
১৯	ঊনবিংশতি, ঊনিশ	ঊন-বিংশতি-তম
২০	বিংশতি, বিশ, কুড়ি	বিংশতি-তম
২১	একবিংশতি, একুশ	এক বিংশতি-তম
		ইত্যাদি।

শুদ্ধ সংখ্যাবোধক শব্দ।

অঙ্ক	নাম	অঙ্ক	নাম
২২	দ্বাবিংশতি, বাইশ	২৫	পঞ্চবিংশতি, পচিশ
২৩	ত্রয়োবিংশতি, তেইশ	২৬	ষড়্বিংশতি, ছাব্বিশ
২৪	চতুর্বিংশতি, চব্বিশ	২৭	সপ্তবিংশতি, সাতাইশ

* প্রথম শ্রেণিস্থ শব্দসকল সংস্কৃত, দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ শব্দ ঐ সকলের বিকার, এবং বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত। দ্বি হইতে নব পর্য্যন্ত তত্তৎ বিশেষ্য শব্দ পরে প্রকাশিত থাকা ভিন্ন প্রায় ব্যবহৃত হয় না, আরং সংখ্যাবাচক বিশেষণ তত্তদ্বিশেষ্য ঊহ্য থাকিলেও ব্যবহৃত হইতে পারে—অর্থাৎ কত মুদ্রা পাইয়াছ এই প্রশ্নের উত্তরে বিংশতি মুদ্রা পাইলে শুদ্ধ বিংশতি বলিলেও চলে, কিন্তু ত্রিমুদ্রা পাইলে কেবল ত্রি বলার ব্যবহার নাই, বাঙ্গলা বিশেষণ সকল তত্তদ্বিশেষ্য প্রকাশিত থাকিলে যেমত ব্যবহৃত, ঊহ্য থাকিলেও সেই রূপ হয়।

অঙ্ক	নাম
২৮	অষ্টাবিংশতি, আটাইশ
২৯	ঊনত্রিংশৎ, ঊনত্রিশ
৩০	ত্রিংশৎ, ত্রিশ
৩১	একত্রিংশৎ, একত্রিশ
৩২	দ্বাবিংশৎ, বত্রিশ
৩৩	ত্রয়স্ত্রিংশৎ, তেত্রিশ
৩৪	চতুস্ত্রিংশৎ, চৌত্রিশ
৩৫	পঞ্চত্রিংশৎ, পঁয়ত্রিশ
৩৬	ষট্‌ত্রিংশৎ, ছত্রিশ
৩৭	সপ্তত্রিংশৎ, সাঁইত্রিশ
৩৮	অষ্টাত্রিংশৎ, আটত্রিশ
৩৯	ঊনচত্বারিংশৎ, ঊনচল্লিশ
৪০	চত্বারিংশৎ, চল্লিশ
৪১	একচত্বারিংশৎ, একচল্লিশ
৪২	দ্বাচত্বারিংশৎ,* বেয়াল্লিশ
৪৩	ত্রিচত্বারিংশৎ,* তেতাল্লিশ
৪৪	চতুশ্চত্বারিংশৎ, চৌয়াল্লিশ
৪৫	পঞ্চচত্বারিংশৎ, পঁয়তাল্লিশ
৪৬	ষট্‌চত্বারিংশৎ, ছচল্লিশ
৪৭	সপ্তচত্বারিংশৎ, সাতচল্লিশ
৪৮	অষ্টচত্বারিংশৎ,* আটচল্লিশ
৪৯	ঊনপঞ্চাশৎ, ঊনপঞ্চাশ
৫০	পঞ্চাশৎ, পঞ্চাশ
৫১	একপঞ্চাশৎ, একান্ন
৫২	দ্বাপঞ্চাশৎ,† বাওয়ান্ন
৫৩	ত্রিপঞ্চাশৎ,† তিপ্পান্ন
৫৪	চতুঃপঞ্চাশৎ, চৌয়ান্ন
৫৫	পঞ্চপঞ্চাশৎ, পঞ্চান্ন
৫৬	ষট্‌পঞ্চাশৎ, ছাপ্পান্ন
৫৭	সপ্তপঞ্চাশৎ, সাতান্ন
৫৮	অষ্টপঞ্চাশৎ,† আটান্ন

অঙ্ক	নাম
৫৯	ঊনষষ্টি, ঊনষাটি, ঊনষাট্‌
৬০	ষষ্টি, ষাটি, ষাট্‌
৬১	একষষ্টি, একষট্টি
৬২	দ্বাষষ্টি, দ্বিষষ্টি, বাষট্টি
৬৩	ত্রিষষ্টি, ত্রয়ঃষষ্টি, তেষট্টি
৬৪	চতুঃষষ্টি, চৌষট্টি
৬৫	পঞ্চষষ্টি, পঁয়ষট্টি
৬৬	ষট্‌ষষ্টি, ছষট্টি
৬৭	সপ্তষষ্টি, সাতষট্টি
৬৮	অষ্টষষ্টি, অষ্টাষষ্টি, আটষট্টি
৬৯	ঊনসপ্ততি, ঊনসত্তর
৭০	সপ্ততি, সত্তর
৭১	একসপ্ততি, একাত্তর
৭২	দ্বাসপ্ততি, দ্বিসপ্ততি, বাহাত্তর
৭৩	ত্রিসপ্ততি, ত্রয়ঃসপ্ততি, তেহাত্তর
৭৪	চতুঃসপ্ততি, চৌহাত্তর
৭৫	পঞ্চসপ্ততি, পঁচাত্তর
৭৬	ষট্‌সপ্ততি, ছেয়াত্তর
৭৭	সপ্তসপ্ততি, সাতাত্তর
৭৮	অষ্টসপ্ততি, অষ্টাসপ্ততি, আটাত্তর
৭৯	ঊনাশীতি, ঊনআশী
৮০	অশীতি, আশী
৮১	একাশীতি, একাশী
৮২	দ্ব্যশীতি, বিরাশী
৮৩	ত্র্যশীতি, তিরাশী
৮৪	চতুরশীতি, চৌরাশী
৮৫	পঞ্চাশীতি, পচাশী
৮৬	ষড়শীতি, ছেয়াশী
৮৭	সপ্তাশীতি, সাতাশী
৮৮	অষ্টাশীতি, অষ্টাশী, আটাশী
৮৯	ঊননবতি, ঊননব্বই

* অথবা, দ্বিচত্বারিংশৎ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ, অষ্টাচত্বারিংশৎ।

† দ্বিপঞ্চাশৎ, ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ, অষ্টাপঞ্চাশৎ॥

শুদ্ধ সংখ্যাবোধক শব্দ।

অঙ্ক	নাম	অঙ্ক	নাম
৯০	নবতি, নব্বই	৯৬	ষণ্ণবতি, ছেয়ানব্বই
৯১	একনবতি, একানব্বই	৯৭	সপ্তনবতি, সাতানব্বই
৯২	দ্বিনবতি, বিরানব্বই	৯৮	অষ্টনবতি, আটানব্বই
৯৩	ত্রিনবতি, তিরানব্বই	৯৯	নবনবতি, নিরানব্বই
৯৪	চতুর্নবতি, চৌর‍্যানব্বই	১০০	শত, শ*
৯৫	পঞ্চনবতি, পচানব্বই		

প্রকারান্তরে, ঊনবিংশতি হইতে অষ্টাবিংশতি পর্য্যন্ত সংখ্যার পূরণ বিশেষণ বিংশতির 'তি লোপ দ্বারাও নিষ্পন্ন হইতে পারে, যথা, ঊনবিংশতিতম বা ঊনবিংশ, ঊনত্রিংশৎ হইতে অষ্টপঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত সংখ্যার পূরণ তত্তৎ শব্দের অন্ত্য ত্ লোপ দ্বারাও সিদ্ধ হইয়া থাকে, যথা, ঊনত্রিশত্তম বা ঊনত্রিংশ; এবং ঊনসপ্ততি, সপ্ততি, ঊনাশীতি, অশীতি, ঊননবতি, নবতি ভিন্ন অবশিষ্ট সংখ্যার পূরণ বিশেষণ তত্তৎ সংখ্যার অন্ত্য ই অ-কারে পরিবর্ত্তন দ্বারাও হইয়া থাকে, যথা,—
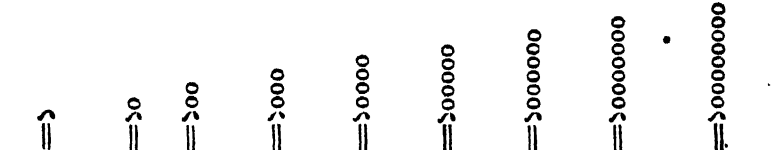
সংখ্যা	পূরণ
একষষ্টি,	একষষ্টিতম বা একষষ্ট
ত্রিসপ্ততি,	ত্রিসপ্ততিতম বা ত্রিসপ্ত
চতুরশীতি,	চতুরশীতিতম বা চতুরশীত
পঞ্চনবতি,	পঞ্চনবতিতম বা পঞ্চ নবত
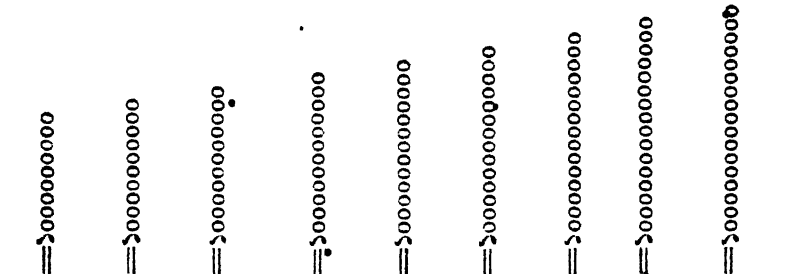
সংখ্যার দশ গুণ অঙ্ক সকল ক্রমে লীলাবতীর নিম্ন লিখিত শ্লোকে সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—"এক দশ শত সহস্রাযুত লক্ষ প্রযুত কোটয়ঃ ক্রমশঃ। অর্ব্বুদমব্জং খর্ব্ব নিখর্ব্ব মহাপদ্ম শঙ্কবস্তস্মাৎ, জলধিশ্চান্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধমিতি দশগুণোত্তরাঃ সংজ্ঞাঃ"।

পাঠকের পক্ষে সহজতা নিমিত্তে সন্ধি প্রাপ্ত উক্ত সংখ্যাবাচক শব্দ

---

* সামান্য কথোপকথনে একাদি সংখ্যার উত্তর শত শব্দ শো উচ্চারিত হয়, যথা, এক শত না বলিয়া এক শো বলা যায়।

সকলকে পৃথক করিয়া তত্তৎশব্দ-বোধ্য সংখ্যার সহিত নিম্নে লিখা গেল, যথা,—

১	১০	১০০	১০০০	১০০০০	১০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০০	১০০০০০০০০
=	=	=	=	=	=	=	=	=
* একং,	দশঃ,	শতং,	সহস্রং,	অযুতং,	লক্ষং,	প্রযুতং,	কোটিঃ,	অর্ব্বুদং,

১০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০০০০০০০	১০০০০০০০০০০০০০০০০০
=	=	=	=	=	=	=	=	=
অব্জং,	খর্ব্বং,	নিখর্ব্বং,	মহাপদ্মং,	শঙ্কুঃ,	জলধিঃ,	অন্ত্যং,	মধ্যং,	পরার্দ্ধং,।

এতদ্ভিন্ন গোণ্ডা, বুড়ি, পণ, চালিসা বা চালসে, কাহন, ও শকরা ফল ও ঘাসের আটি, ও কড়ি ইত্যাদি গণনায় ব্যবহৃত আছে। বিশেষ২ বস্তু যেমন ক্রমিক সংখ্যায় না গণিয়া কুড়ি আদি সংখ্যাতে গণা যায়, তদ্রূপ যাহারা সকল সংখ্যা গণিতে না জানে তাহারা টাকা ইত্যাদি সকল গণ্য বস্তুই কূড়ি আদি সংখ্যায় গণে।

দিবস ও রাত্রি বোধক বিশেষ্যের পূর্ব্বে সাধুভাষায় উপরিবর্ণিত পূরণ বিশেষণ সকলই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, প্রথম দিবস, দ্বিতীয়া রাত্রি, তৃতীয় বাসর, চতুর্থী রজনী। কিন্তু রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় লিখন পঠনে অথবা সামান্য লিখা পড়ায় বা কথোপকথনে দিবস ও রাত্রি বোধক শব্দের পূরণ বিশেষণ প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত হিন্দী ভাষা হইতে নীত, এবং নিপাতনে সিদ্ধ, যথা, পহেলা, দোসরা, তেসরা চৌটা।

---

* বাঙ্গলাতে এই সকল শব্দের অনুস্বার ও বিসর্গ ত্যাগ করা যায়।

কথোপকথনে, কখন২ শত শব্দের পরিবর্ত্তে শত্ত এবং শো ব্যবহার করাযায়, লক্ষ শব্দ স্থলে লাক্ বা আখ্ বলায়ায়। কোটি শব্দ কেবল সংস্কৃত শব্দের বিশেষণ হয়, কিন্তু তৎসংখ্যক ক্রোর শব্দ প্রায় সর্ব্বত্র চলিত। পূর্ব্ববর্ত্তি শব্দের সহিত সংযোগে দ্বি, ত্রি, চতুর্, শব্দের স্থানে ক্রমে দ্বয়, ত্রয়, চতুষ্টয় আদিষ্ট হয়, যথা, শব্দ দ্বয়, ভুবন ত্রয়, বেদচতুষ্টয়।

পাঁচ হইতে আটার সংখ্যার উক্ত প্রকার পূরণ বিশেষণ বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ইঁ যোগে নিষ্পন্ন, যথা, সাত-ইঁ, আটার-ইঁ। ঊনিশ অবধি (বাঙ্গলা) সংখ্যাবাচক শব্দ আ-কার যোগে (উক্ত রূপ) পূরণ বিশেষণ হয়, ও হইতে পারে, যথা, ঊনিশা, ত্রিশা, ইত্যাদি।

বিবেচনা।

বোধ হয় উপরি দর্শিত তাবৎ বিশেষণই হিন্দী হইতে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইঁ ভাগান্ত শব্দসকল হিন্দী বীঁ ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ, এবং আ-কারান্ত বিশেষণ সকল হিন্দী ওয়াঁ, বা আ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ বিষেশণ বোধ হইতেছে। কিন্তু সে লিঙ্গভেদ বাঙ্গলাতে নাই, যেহেতু ঐ (স্ত্রীলিঙ্গ পুলিঙ্গ)' বিশেষণ সকল যে কোন লিঙ্গবাচক উক্ত প্রকার বিশেষ্যের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার বিশেষণ সকল সংস্কৃত না হওয়াতে তদুত্তর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার্য্য নয়, (এবং ব্যবহার করিলেও সুশ্রাব্য হয় না,) এই নিমিত্তে পারসী শব্দ রোজ্ কিম্বা আরবী শব্দ তারীখ্ তদুত্তর প্রকাশিত বা উহ্য থাকে, যথা, দোসরা রোজ্ বই দোসরা দিবস বলা যায় না, এবং ঐ রূপ দ্বিতীয় দিবস বই দ্বিতীয় রোজ বা তারীখ্ বলা যায় না।

সামান্য কথোপকথনে পহেলা শব্দ পৈলে, চৌটা শব্দ চৌটো বলাযায়, এবং আকারান্ত শব্দের অন্ত্য আ একারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, বিশা স্থলে বিশে বলা যায়।

উপরি দর্শিত সংস্কৃত পূরণ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গাকারে তিথির বিশেষণ হয়,* এবং ঐ বিশেষণের উত্তর তিথি শব্দ কদাচিৎ প্রকাশিত থাকে, যথা, অদ্য পঞ্চমী বা পঞ্চমী তিথি, কিন্তু পঞ্চমী বলিলেই পঞ্চমী তিথি বুঝায়, পঞ্চমী তিথি বলার আবশ্যক নাই এবং প্রায় বলাও যায় না।

এক রূপ সম্পর্ক বিশিষ্ট ভ্রাতা বা ভগিনী সমূহকে সংস্কৃত পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ পূরণ বিশেষণে বিশেষ করা যায় ও যাইতে পারে, যথা, দ্বিতীয় মাতুল, তৃতীয় মাতুল, দ্বিতীয়া ভগিনী, তৃতীয়া ভগিনী, ইত্যাদি; কিন্তু সচরাচর ব্যবহারে বড়, মেজ বা মধ্যম, সেজ, ন, নতুন (নূতন) ছোট ইত্যাদি বিশেষণ অধিক চলিত।

বিশেষ্যের পর বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক বিশেষণ ব্যবহার করিলে ঐ সংখ্যার নিশ্চয়ে সন্দেহ প্রকাশ হয়, যথা, টাকাপঞ্চাশ বলিলে পঞ্চাশ বা তন্নিকটবর্ত্তি সংখ্যক বোধ হয়।

---

* কিন্তু প্রথমা তিথির বিশেষ নাম প্রতিপৎ ও শুক্ল পক্ষের শেষ তিথির নাম পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথির নাম অমাবস্যা থাকাতে ঐ তিথি ত্রয়ের পূর্ব্বে প্রথমা ও পঞ্চদশী বিশেষণ ব্যবহৃত হয় না।

কখনং (এক ও এগার হইতে আটার, একান্ন হইতে আটান্ন, ও উনআশী হইতে নিরানব্বই পর্য্যন্ত ভিন্ন) সংখ্যাবাচক শব্দ উক্ত অর্থে উক্ত রূপে ব্যবহার করিয়া তাহার পর এক শব্দও ঐ অর্থে ব্যবহার করা যায়, যথা, আমাকে এক্ষণে টাকা পঞ্চাশেক হাওলাত দিতে পার? থান চল্লিশেক কাপড়ের আবশ্যক হইয়াছে। কখনং বিশেষ্যের পূর্ব্বে সংখ্যাবাচক শব্দকে ব্যবহার করিয়া তৎ পূর্ব্বে গোটা, গুটি, খান, গাছ, বা থান যোগ করিলে ঐ সংখ্যার নিশ্চয়েতে সন্দেহ জন্মে,—যথা, গোটা পঞ্চাশ নেবু ক্রয় করিয়া আন। গুটি ত্রিশ টাকা হইলে এক্ষণকার খরচ চলে।

এতদ্ভিন্ন, দুই পূর্ণ অথবা একপূর্ণ একভগ্ন সংখ্যা একত্রে ব্যবহার করিলে ঐ দুয়ের এক অথবা তন্মধ্যবর্ত্তি কোন সংখ্যা বুঝায়, যথা, তোমার ইহাতে দুই তিন শত টাকা ব্যয় হইবে অর্থাৎ দুই কিম্বা তিন শত অথবা তন্মধ্য-বর্ত্তি কোন সংখ্যক মুদ্রা ব্যয় হইবে। বিশ পঞ্চাশ টাকার আবশ্যক হয় লইয়া যাইও অর্থাৎ বিশ হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যক মুদ্রার আবশ্যক হয় লইয়া যাইও। তাহার মূল্য তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা হইবে, এক আধ্ টাকার কমি বেশিতে কিছু আইসে যায় না। কিন্তু এই রূপ অর্থে যে কোন দুই সংখ্যা ব্যবহৃত না হইয়া দুই বিশেষ সংখ্যা একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ও তাহার জ্ঞান ও ব্যবহার বাঙ্গা-লিদের স্বভাব সিদ্ধ।

ভগ্নসংখ্যা।

শিকি বা চৌটী (সমান চারি অংশের একাংশ) অর্দ্ধেক, অর্দ্ধ, আধ্ (সমান দুই অংশের একাংশ)। তেহাই (সমান তিন অংশের এক অংশ)। সওয়া, দেড়, আড়াই, পৌনে, আনা, পাই ইত্যাদি।

সওয়া, একের অধিক সংখ্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া ঐ সংখ্যাতিরেকে এক চৌটির অর্থ বোধক হয়। সার্দ্ধ বা সাড়ে* দুইয়ের অধিক সংখ্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া তদতিরেকে একের অর্দ্ধ বোধক হয়, পৌনে† একের অধিক যে কোন সংখ্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার এক চৌটী ন্যূন বোধক হয়।

সার্দ্ধ (অর্থাৎ অর্দ্ধ সহ বা যুক্ত) এবং অর্দ্ধ সংস্কৃত হওয়তে কেবল সংস্কৃত শব্দের সহিতই সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সাড়ে, ও আধ্ শব্দ বাঙ্গলা

---

* সাড়ে শব্দ সচরাচর সাড়ে লিখিত এবং উচ্চারিত হয়।

† পৌনে বোধ হয় পোওয়া এবং নাই শব্দের সংযোগে ও সংক্ষেপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

হওয়াতে সংস্কৃতের সহিত সংযুক্ত হয় না, যথা, সার্দ্ধ চতুর্দশ বলাযায় কিন্তু সার্দ্ধ চৌদ্দ বলাযায় না, তদ্রূপ সাড়ে চৌদ্দ বলাযায় কিন্তু সাড়ে চতুর্দশ বলাযায় না, এই রূপ অর্দ্ধ মুদ্রা ও আধ্‌টাকা।

আধ্‌ বা অর্দ্ধ শব্দ গণাযায়না এমত বস্তু বোধক শব্দের পূর্ব্বেই প্রায় প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অর্দ্ধেক তাবৎ প্রকার শব্দের পূর্ব্বেই প্রায় প্রযুক্ত হয়। বস্তুর সমুদয়কে ষোল আনা শব্দে ব্যক্ত করা যায়, এবং তাহার এক চৌটী চারি আনা; অর্দ্ধেক আট আনা, তেহাই (সামান্যতঃ) পাচ আনা পৌনে সাত গণ্ডা, তিন চৌটী বার আনা, ষোল ভাগের ভাগ এক আনা, এই রূপ ভাগের পরিমাণক্রমে তঙ্কার ভাগ ব্যবহার করা যায়।

কোন সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বিরুক্ত হইলে ঐ সংখ্যার দ্বিগুণ বোধক নাহইয়া তদতিরেকে কোন স্থলে প্রতি শব্দের অর্থবোধক হয় ১, এবং কোন স্থলে কেবল সেই সংখ্যা প্রকাশক হয় ২, যথা, দশ২ জনকে এক২ মোহর দেও ১। কি সেই ক্ষুদ্র কর্ম্মে দশ২ জন লোক লাগাইলে তথাপি তাহা সারা হইল না ২।

সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দে ধা যোগ করিলে ঐ শব্দ দ্বারা বোধ্য যত সংখ্যা তত প্রকার ঐ সংযুক্ত শব্দ দ্বারা বোধ হয়, যথা, ত্রিধা, বহুধা।

সচরাচর (কি বাঙ্গলা কি সংস্কৃত) সংখ্যাবাচক শব্দের পর গুণ শব্দ যোগ করিয়া ঐ শব্দ দ্বারা বোধ্য যত সংখ্যা তত গুণপ্রকাশ করাযায়, যথা, দ্বিগুণ বা দুই গুণ, ইত্যাদি।

কোন পরিমিত বস্তু, বা কোন সংখ্যক মুদ্রা, কোন ক্ষুদ্রাংশে ন্যূন হইলে সামান্যতঃ ঐ ন্যূনাংশ উল্লেখ পূর্ব্বক তৎপরিমিত বস্তু বা তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রকাশ করাযায়, যথা, পাইকম্‌ এক টাকা, আনা ঘাইট তিন টাকা, বুড়ি ঘাইট পাচ পণ, ছটাক কম পাচ শের।

সংখ্যাবাচক বিশেষণের বিশেষ্য প্রকাশিত না থাকিলে ঐ উহ্য বিশেষ্যে প্রযুজ্য টা আদির যে প্রত্যয় তাহা ঐ বিশেষণে প্রযুক্ত হয়, যথা, কয় খান বাঁস চাও—এই প্রশ্নের উত্তরে কুড়ি খান চাই বলা যাইতে পারে।

ভাববাচক শব্দ।

যে শব্দ দ্বারা কোন পদার্থের ভাব প্রকাশ হয়, তাহার নাম ভাববাচক।

গুণবাচক বিশেষণ এবং অধিকাংশ বিশেষ্য শব্দেরি প্রায়

ভাব প্রকাশ হওয়াতে ভাববাচক শব্দের উৎপত্তি কেবল উক্ত দুই প্রকার শব্দ হইতে হয়।

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাববাচক শব্দের সাধন।

সংস্কৃত বিশেষণ ও বিশেষ্য শব্দে সচরাচর তা ও ত্বং* প্রত্যয় যোগ দ্বারা তত্তদ্ভাব বাচক শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

কতিপয় শব্দে অ, এবং য প্রত্যয়ও (ভাববাচক শব্দ সাধনার্থ) যুক্ত হইয়া থাকে, যথা,—

বালক	বালকতা	বালকত্ব	
গুরু	গুরুতা	গুরুত্ব	গৌরব†
শূর	শূরতা	শূরত্ব	শৌর্য্য
বীর	বীরতা	বীরত্ব	বীর্য্য
ধীর	ধীরতা	ধীরত্ব	ধৈর্য্য
কুলীন	কুলীনতা	কুলীনত্ব	কৌলীন্য

বর্ণবাচক এবং আর কতিপয় শব্দের ভাব (ইমন্) ইমা প্রত্যয়ের যোগেও হইয়া থাকে, যথা,—

রক্ত	রক্তিমা	রক্ততা	রক্তত্ব	
শুক্ল	শুক্লিমা	শুক্লতা	শুক্লত্ব	শৌক্ল্য
লঘু	লঘিমা	লঘুতা	লঘুত্ব	লাঘব
গুরু	গরিমা	গুরুতা	গুরুত্ব	গৌরব†

অন্য ভাববাচক শব্দের সাধন।

আই, মি, আমি, উমি, এবং তামি প্রত্যয়ের যোগে উক্ত রূপ ভাববাচক শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

ভাল, বড়, বামন, পোক্ত, শক্ত এবং আর কতিপয় শব্দে আই যুক্ত হয়, যথা, ভালাই, বড়াই, বামনাই, শক্তাই, পোক্তাই।

মি, আমি, উমি, ও তামি সচরাচর বাঙ্গলা শব্দে এবং কখন২ অসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বোধক শব্দে বা তদ্বিশেষণে যুক্ত হয়;—বিশেষ এই যে আকারান্ত বা হসন্ত শব্দের পর আমি যুক্ত হয় ১, সংযুক্ত হলন্ত শব্দের উত্তর তামি বা আমি, এবং উ বা উকারপূর্ব্বক যুক্ত হলন্ত শব্দের পর

---

* এই অনুস্বার বাঙ্গলায় বর্জ্জিত।

† গৌরব শব্দে গুরু শব্দের উ প্রথম ও হইয়া পরে অকারের পূর্ব্বে অব্ হইয়াছে।

উমি এবং কখনং তামি যুক্ত হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য বর্ণান্ত শব্দের পর মি যুক্ত হয়, যথা, ভাঁড়ামি, পাগলামি, নষ্টামি, বা নষ্টতামি, দুষ্টুমি, দুষ্টতামি, গাদামি, ছেলেমি, ফসকেমি।

ঠাঙ্গরাদি কতিপয় শব্দের ভাব বিশেষে আলি প্রত্যয় যোগে হয়, যথা, ঠাঙ্গরালি, ঘটকালি, নাগরালি, চতুরালি।

ব্যবসায় বা বিষয় কার্য্যসূচক পদবীর উত্তর গিরি* প্রত্যয় যোগ করিলে তদ্ভাব প্রকাশ হয়, যথা, মুহুরি-গিরি, কেরানী-গিরি।

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত পারসী ও আরবী শব্দ ঈ-কারান্ত নাহইলে তাহার ভাব প্রকাশার্থে ঈ যুক্ত হয়, যথা, সওদাগর—সওদাগরী, হাকিম—হাকিমী।

কতক গুলি আরবী শব্দের আরবী ভাব বাচক রূপও বাঙ্গলাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

শব্দ	ভাব বাচক।	
	পারসী	আরবী।
লায়েক	লায়েকী	লিয়াকৎ।

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত কতিপয় ইংরাজি শব্দে উক্ত ঈ যুক্ত হয়, যথা, মাস্টর—মাসটরী, ডাক্তর—ডাক্তরী।

পনা বা পানা প্রত্যয়ের যোগে কতিপয় শব্দের ভাব প্রকাশহয়, যথা, এই রূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা। ভারতের গুণপানা বুঝ গুণী জনা।

অপত্যবাচক শব্দ বা সংজ্ঞা।

পূর্ব্বোক্ত ষ্ণ† প্রত্যয়ের অ, ষ্ণি প্রত্যয়ের ই, কিম্বা ষ্ণ্য প্রত্যয়ের য়, অথবা ষ্ণেয় প্রত্যয়ের এয়, কোন ব্যক্তির (সংস্কৃত) নামে যুক্ত হইলে তদ্রূপ নিষ্পন্নপদ অনেক স্থানে তদপত্যবোধক হয়, যথা,—

বসুদেব+ষ্ণ=বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেবের সন্তান।
রঘু+ষ্ণ=রাঘব ,, রঘুর সন্তান।
কৃষ্ণ+ষ্ণি=কার্ষ্ণি ,, কৃষ্ণের সন্তান।
গর্গ+ষ্ণ্য=গার্গ্য ,, গর্গের সন্তান।

---

* গিরি প্রত্যয় পারসী হইতে নীত, ঐ ভাষায় ইহার রূপ গরী। বক্তা বিরক্ত হইলে কখনং সম্পর্ক বোধক শব্দের উত্তর গিরিপ্রত্যয় ব্যবহার করে, যথা, গুরু-গিরি, কর্ত্তা-গিরি।

† ষ্ণ ইৎ প্রত্যয় যোগে শব্দের অন্ত্য অ, আ, ই, বা ঈ-কারের লোপ হয়, এবং প্রথম স্বরকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করায়, ৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

উক্ত রূপ অপত্যবাচক কএক প্রকার শব্দের মধ্যে ষ্ণ প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন শব্দ সকল বাঙ্গলাতে এক্ষণে অপত্যবাচক রূপে সচরাচর চলিত না হইয়া বিশেষ নাম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা, রঘুর সন্তান নয় যে তাহার নাম রাঘব রাখা যাইতেছে, এবং তদ্বীপরীতে রাঘবের পুত্রের নামও রঘু রাখা যাইতেছে।

ব্যক্তির পদবীতে জননার্থক ধাতু যোগদ্বারা অপত্যবাচক শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জন্ ধাতুর জ ভাগ যোগে নিষ্পন্ন অপত্যবাচক পদসকল বাঙ্গলায় অধিক চলিত, যথা, ঘোষ-জ, দত্ত-জ, মিত্র-জ।

উক্ত রূপ শব্দের অনুরূপে পো, ঝী ইত্যাদি বাঙ্গলা অপত্যবাচক শব্দ ব্যক্তির পদবীবোধক শব্দে যুক্ত হইয়া তদপত্যবোধক হয়, যথা, দাসের পো, ঘোষের ঝী।

যে সকল ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত নয়, অথচ বয়োধিকতা বা স্ত্রী জাতিত্ব প্রযুক্ত অথবা অন্য কারণে তাহাদের নামোচ্চারণ দেশীয় নীত্যনুসারে উচিত হয় না, তাহাদের নীচ অথচ নিকট সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির নামের পর তাহাদের সম্পর্ক সূচক শব্দ যোগ দ্বারা তাহারদিগকে আহ্বান বা উল্লেখ করাযায়, যথা, রামের মা, যাদুর বাপ, দিনর দিদি, উদোর আই ইত্যাদি।

ক্রিয়ার বিশেষণ।

যে শব্দদ্বারা ক্রিয়ার বিশেষ বর্ণনা হয়, তাহার নাম ক্রিয়ার বিশেষণ।

ক্রিয়ার সম্পন্নতা প্রধানতঃ তিন প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে।—অর্থাৎ যে স্থানে, যে সময়ে, ও যে প্রকারে সম্পন্ন হয় প্রধানতঃ তাহাই বিশেষ করিয়া বলাগিয়াথাকে, অতএব ক্রিয়ার বিশেষণ প্রধানতঃ তিন প্রকার,—স্থানসম্বন্ধীয়, কালসম্বন্ধীয়, ও প্রকার সম্বন্ধীয়। যথা,—তিনি যে শীঘ্র চলিতেছেন এখনি সেখানে পৌঁছিবেন। তুমি এমত শীঘ্র লিখিতে কবে পারিবে? । শুন রাজা সাবধানে, পূর্ব্বে ছিল এইখানে বীরসিংহ নামে নর পতি। মন্দ২ গতি ঘন২ হাত লাড়া, ভুলিতে বৈকালে ফুল গেল সেই পাড়া।

ক্রিয়ার বিশেষণসমূহ মধ্যে অবিকল সংস্কৃত যে সকল, অথবা অন্য ভাষা হইতে গৃহীত অথচ এদেশীয় লোকের শুদ্ধ রূপে জ্ঞাত নয় যে সকল তাহাই বড় অক্ষরে নিম্নে প্রকটিত হইল, তদ্ভিন্ন যে ক্রিয়ারবিশেষণ বাঙ্গলা বা বাঙ্গলাবলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত, অথচ তাহার বর্ণনা ফলদায়ক, তাহা ক্ষুদ্রাক্ষরে তন্নিম্নে বর্ণিত হইল।

কাল সম্বন্ধীয় ক্রিয়ারবিশেষণ।

অগ্রে, অব-শেষে, কালে,* যথাকালে, কস্মিন্‌কালে, এক্ষণে ক্ষণে২, তৎক্ষণাৎ, অনুক্ষণ, বারম্বার, যৎকালীন, তৎকালীন।

---

* কাল, ক্ষণ, বার, দিন, বেলা কালীনআদি শব্দের যোগে অথবা তত্তৎ অধিকরণ কারকীয় রূপ (কালে, ক্ষণে, বারে, ও বেলায়) যোগ দ্বারা অনেক ক্রিয়াবিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে কাল, এত, অত, কত, তত, যত, সর্ব্ব, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, ও সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বক সময়বোধক শব্দে এবং আর কতিপয় শব্দে যুক্ত হয়। ক্ষণ বা ক্ষণে, ক্ষণাদি ভিন্ন, উপরোক্ত শব্দ সকলে, আর এই, ঐ, প্রতি, এবং কতিপয় বিশেষণে, এবং (পদেতে) কখনং কোন্, যে, যেই, সে, সেই শব্দে যুক্ত হয়। বার এবং বারে বিশেষণ ভিন্ন উপরোক্ত শব্দে এবং সংখ্যাবাচক শব্দে যুক্ত হয়। কালে—সংখ্যা বাচক ভিন্ন উপরোক্ত শব্দ সকলে, অ, স, বি, বৈ শব্দে, এবং কতিপয় বিশেষণ শব্দে যুক্ত হয়।

ক্ষণ বা ক্ষণে, এবং কাল বা কালে এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে ক্ষণ বা ক্ষণে এক দিবারাত্রির কোন্ সময় বুঝায়, কিন্তু কাল বা কালে শব্দে এক দীর্ঘ সময় বুঝায়, এবং সে সময় এক দিবারাত্রি হইতে অধিক বই প্রায় অল্প বুঝায় না।

ক্ষণ, কাল, বারআদি শব্দ যোগে নিষ্পন্ন বিশেষণ এবং ঐ সকলের অধিকরণ কারকীয় রূপ সংযোগে সিদ্ধ বিশেষণের মধ্যে বিশেষ এই যে শেষ প্রকার বিশেষণ দ্বারা বোধ্যকালে তদ্বিশেষ্য ক্রিয়ার কর্ম্ম সমগ্র কৃত হইয়াছে এমত বুঝায়, কিন্তু প্রথম রূপ বিশেষণে তেমত বুঝায় না,—যথা, তিনি সেই ঔষধ তিন বারে খাইয়াছেন বলিলে, তিন বারে সেই ঔষধের তাবৎ খাইয়াছেন বুঝায়, কিন্তু তিনি সেই ঔষধ তিন বার খাইয়াছেন বলিলে তাহা বুঝায় না।

কখনং ঐ দুই প্রকার বিশেষণের অর্থে অনেক ভেদ বুঝায়, যথা, আমি তিন দিন আসিয়াছি ও তিন দিনে আসিয়াছি।

অনু-দিন, চির-কাল, চির-দিন, বেলা-য়,* সময়ে,† দফা-দফা‡ দফায়-দফায়, দফায়ৎ, প্রথমতঃ মধ্যে, মধ্যে২, মাঝে, মাঝে২। প্রাক্-কালে,§ এ-খন‖ তবে,¶ এ-বে**। যদা, কদা, সদা,

---

কাল, কখন২ ক্ষণ শব্দের পরে এবং কোন সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত, দণ্ড, প্রহর, দিন, দিবস, সপ্তাহ, মাস, এবং বৎসর শব্দের পরেও ব্যবহৃত হয়, যথা, ক্ষণকাল, এক মুহূর্ত্ত কাল, ইত্যাদি।

কালীন শব্দ বাঙ্গলায়, ণ বা ন-কারান্ত বাঙ্গলা ও সংস্কৃত নাম ধাতুর সহিত, আর যদ্, ও তদ্ শব্দের সহিত, এবং সামান্যতঃ কখন২ সে, সেই, আর ঐ শব্দের সহিত সংযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং কালে ইতি অর্থ বোধক হয়, যথা, গমনকালীন, ধরণকালীন, যৎকালীন ইত্যাদি —অর্থাৎ গমন-কালে ইত্যাদি।

* বেলা শব্দ প্রথমান্ত বা অধিকরণীয় রূপে ভোর, সন্ধ্যা, সাঁঝ, রাত্রি বা রাত্ শব্দের ও আকারান্ত নাম ধাতুর ষষ্ঠ্যন্ত রূপের পর, এবং এ, ও এই, ঐ, বিহান, ভোর, সন্ধ্যা, বিকাল বা বৈকাল, সকাল, দুপর, এত, অত, যত, তত, কত, কোন্ শব্দের পর ব্যবহৃত হয়। এবং দিবস ভিন্ন কালবোধক শব্দের সহিত সংযুক্ত না হইলে দিবাকাল বোধকই হয়, যথা, দুপরবেলা, এবেলা, ওবেলা।

† সময়, অধিকরণ রূপে অন্যশব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া অনেক স্থলে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, যথা, অ-সময়ে, সে-সময়ে,।

‡ দফা শব্দ আরবী ভাষা হইতে নীত হইয়া বার শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, তিন-দফা অর্থাৎ তিন বার।

§ প্রাক্-কালে প্রায় শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত রূপের পরই ব্যবহৃত হয়, যথা, সন্ধ্যার প্রাক্-কালে ইত্যাদি।

‖ বোধ হয় এখন আদি শব্দের খন ভাগ (সংস্কৃত) ক্ষণ শব্দের অনুরূপ। খন, প্রায় সংযুক্ত রূপেই ব্যবহৃত হয়, এবং তদবস্থাতে প্রায় এত, অত, যত, কত, তত, এবং বিশেষণ সর্ব্বনামের সহিতই ব্যবহৃত হয়, যথা, এতক্ষণ, যতখন যখন, তখন, ইত্যাদি।

¶ তবে আদি বে ভাগান্ত শব্দ বিশেষণ সর্ব্বনামে বে যোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথা, য-বে, ক-বে, এ-বে। যেমন খন ভাগান্ত শব্দের খন ভাগ সময়বাচক, তেমন বে ভাগান্ত শব্দের বে দিবস বাচক, যথা,— যখন শব্দ যেসময় বোধক হয়, তথা যবে শব্দ যে দিবস বোধক হয়।

** এবে শব্দ পদ্যেতে ব্যবহৃত।

সর্ব্বদা, সদাসর্ব্বদা, সদৎ, এক-দা, যদা, কদা, কদাচিৎ, কদাচ,* কদাপি, প্রত্যূষে, উষাতে, পশ্চাৎ, অতঃপর, অতঃপরে, ইতঃপর, ইতঃপরে, ইতিপূর্ব্বে, এই-মাত্র, যেই-মাত্র, অমনি, যে, যেই, যাই, সেই। অনন্তর, নিরন্তর, ইদানীং, ইদানী, ইদানীন্তন, অধুনা, অচিরাৎ, সকৃত্, অসকৃত, যদবধি, যেঅবধি†, তদবধি, সেই অবধি, যাবৎ, তাবৎ, যেপর্য্যন্ত, সেপর্য্যন্ত, অদ্য, (আজি, আজিকা), কল্য, (কালি, কালিকা), পরশ্ব, (পর্শু), তরশ্ব, (তর্শু) দিবা-ভাগে, রাত্রি-যোগে, দিবা-যোগে, নিত্য, নিত্য২, পুনশ্চ, পুনর্ব্বার, পুনরায়, পুনঃপুনঃ, পুনু‡ ফের§, বরং, বরঞ্চ, পূর্ব্বাহ্নে, পরাহ্নে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সপদি, সম্প্রতি, মুহুর্মুহু, অহোরাত্র, অহর্নিশি, অষ্টপ্রহর, (আট পর), অহরহঃ, হামেশা, ঝটিতি, ঝটিত, আস্তে§, আস্তে২, ধীরে, ধীরে২, মন্দ২, উত্তরোত্তর।

স্থান-সম্বন্ধীয়।

হোথা, হেথা, এথা, যথা, তথা, এখানে, অধস্‖, বা অধঃ, অধোতে, বহিস্‖, বা বহিঃ, অন্তরে, অভ্যন্তরে, অদূরে, সম্মুখে, পরিতঃ, ইতস্ততঃ, অত্র, একত্র, একত্রে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বত্রে, তন্যত্র, যত্র, তত্র, কুত্র, কুত্রচিৎ, কুত্রাপি, প্রত্যক্ষে, সমক্ষে, পরোক্ষে, অভিমুখে, সমীপে, সন্নিধানে।

---

* কদাচ, ও কদাপি প্রায় নঞ্ অর্থক ধাতুরই বিশেষণ হইয়া থাকে।

† অর্থাৎ যৎ সময় বা কাল অবধি, যে সময় বা কাল অবধি, এই রূপ তদবধি ও সেই অবধি।

‡ পুনু শব্দ পদ্যেতে প্রচলিত।

§ ফের্ শব্দ হিন্দীহইতে গৃহীত; এবং আস্তে, ও হামেশা পারসী হইতে নীত হইয়াছে।

‖ অধস্ ও বহিস্ শব্দ পরিবর্ত্তি শব্দের সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

প্রকার আদি সম্বন্ধীয়।

এমত, এমন, যথাশক্তি* কায়মনোবাক্যে, অন্তঃকরণের সহিত, মনের সহিত, এতাবতা, তদনুসারে, তদনুরূপে, যদনুসারে, যদনুরূপে,† ভাগ্যক্রমে, ভাগ্যে, ভাগেং, কার্য্যে, তদ্ভিন্ন, এতদ্ভিন্ন, ক্রমে, ক্রমশঃ, ক্রমেং, অল্পে,২ অল্পশঃ, একৈকশঃ পর্য্যায়ক্রমে,† মুখে, মুখস্থ, অধিক. অধিকন্তু, ন্যূনাধিক, ন্যূনাতিরেক, অল্পবিস্তর, কমবেশ, সুতরাং, অতি, অতিশয়, অত্যন্ত,যৎপরোনাস্তি, নিতান্ত, নিদানে, একান্ত, হদ্দো, তাহদ্দো, দৈবে, দৈবাৎ, দৈবযোগে, অকস্মাৎ, আচম্বিতে, হটাৎ, সহসা, পরস্পর, পরস্পরে, অন্যোন্য, উত্তরোত্তর, পরম্পরা, বৃথা,অনর্থক, নিরর্থক, নাহক, হক-না-হক, সবে, সবেমাত্র, মূলে, অন্যথা, সর্ব্বথা, নতুবা, নচেৎ, শুদ্ধ, কেবল, খামখা, খানখা, বরাবর, অতি-কম, ন্যূনসংখ্যা, সত্যং, উভয়তঃ, ফলতঃ, বস্তুতঃ, নামতঃ, সঙ্ক্ষেপতঃ‡।

এতদ্ভিন্ন, ক্রিয়ার বিশেষণ পদ নিষ্পাদনের তিন সাধারণ নিয়ম বা উপায় আছে—

১ গুণবাচক বিশেষণ বা বিশেষণসর্ব্বনামে রূপে যোগদ্বারা, যথা, মন্দ-রূপে, এ-রূপে।

২ বিশেষ্য শব্দে পূর্ব্বক বা পুরঃসর যোগ দ্বারা, যথা, বিনয়-পূর্ব্বক, নম্রতা-পূর্ব্বক, সম্মান-পুরঃসর, গৌরব-পুরঃসর।

৩ বিশেষণে করিয়া শব্দের যোগ দ্বারা, যথা, ভাল-করিয়া (লিখ), কেমন-করিয়া (আইলে)।

---

* অনেক বিশেষ্য শব্দের প্রথমান্ত রূপে যথা শব্দ যুক্ত করিয়া ঐ সংযুক্ত পদ সকল ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহার করাযায়, যেমন, যথা-সাধ্য, যথা-যোগ্য, ইত্যাদি।

† অনুসারে, অনুরূপে, ও ক্রমে যোগদ্বারা অনেক ক্রিয়া-বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, যথা, সময়ানুসারে, সংস্কৃতানুরূপে, কপালক্রমে, ইত্যাদি।

‡ পূরণার্থক বিশেষণ, এবং আর কতিপয় শব্দে (তস্ বা) তঃ প্রত্যয় যোগে ক্রিয়ার বিশেষণ নিষ্পন্ন হয়, যথা, প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, উভয়তঃ, ইত্যাদি।

বিশেষণে ও বিশেষণসর্ব্বনামে যেমন রূপে প্রযুক্ত হয়, তেমন রূপ শব্দও যুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ এই যে বিশেষণে রূপ শব্দ যুক্ত হইলে ঐ সংযুক্ত পদ প্রায় ক্রিয়ার বিশেষণই হইয়া থাকে, যথা, তাঁহার যে বিষয় আছে তাহাতে ভাল-রূপ (অর্থাৎ ভাল রূপে) চলিতে পারে। কিন্তু বিশেষণসর্ব্বনামে যুক্ত হইলে তদ্রূপ সংযুক্ত পদ প্রায় বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়, যথা, এ-রূপ মনুষ্য আর দৃষ্ট হয় না।

এ, ও, সে, যে, কি, কেমন, ও কোন্ শব্দের পর রূপে ও রূপ শব্দের স্থলে কখন২ প্রকারে ও প্রকার ব্যবহৃত হয়, যথা, আমি সেখানে কিপ্রকারে বা কিরূপে যাই? কিরূপ বা কিপ্রকার করিবে?।

(সংস্কৃত) অনট প্রত্যয়ের অন ভাগান্ত পদে পূর্ব্বক যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হয় যে সংযুক্ত পদ তাহা বাঙ্গলায় সামান্যতঃ ত্বাচ বা ইয়া ভাগান্ত ক্রিয়া পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, গমন-পূর্ব্বক ও গমন-করিয়া বা গিয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়ার বিশেষণের মধ্যে অনেক দ্বিরুক্ত হইয়া (তন্মধ্যে) কতিপয় বহুত্ববোধক, এবং বক্রী কিছু ভিন্নার্থবোধক হয়, যথা, এই-এই-রূপে, বেলায়২।

বিশেষণ সর্ব্বনামের পর রূপে বা প্রকারে যোগদ্বারা, এবং যেমন, তেমন, এমন, শব্দের উত্তর করিয়া যোগদ্বারা নিষ্পন্ন যে বিশেষণ পদ সমূহ তাহার দ্বিরুক্তিতে কেবল প্রথম শব্দই দ্বিরুক্ত হইয়া থাকে, যথা, এই-এই-রূপে, সেই-সেই-প্রকার যেমন২ করিয়া।

রূপে, প্রকারে, বা করিয়া সংযোগে নিষ্পন্ন আর২ ক্রিয়া-বিশেষণ প্রায় দ্বিরুক্ত হয় না।

তঃ প্রত্যয় বা পূর্ব্বক যোগে নিষ্পন্ন ক্রিয়া-বিশেষণ দ্বিরুক্ত হয় না।

(সংস্কৃতে) পূর্ব্বক শব্দ পূর্ব্বশব্দে বহুব্রীহি সমাসে ক প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন, কিন্তু বঙ্গভাষায় পূর্ব্বকশব্দ সামান্যতঃ ক্রিয়া-বিশেষণীয় প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত,(যথা পূর্ব্ব দৃষ্টান্তেই প্রকাশ); সংস্কৃতে যে শব্দে পূর্ব্বক যুক্ত হয় তদ্বোধ্য যাহা তাহা তৎপরবর্ত্তি ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তি বা পূর্ব্বে কৃত কিম্বা ব্যবহৃত বোধ হয়, যথা, তিনি নমস্কার-পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন অর্থাৎ তিনি নিবেদন করিলেন—যে নিবেদনের পূর্ব্ববর্ত্তি বা পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে তাঁহার নমস্কার, অথবা নমস্কার করিয়া নিবেদন করিলেন।

অনেক স্থানে হাজার শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং যখন হাজার শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হয় তখন প্রায় বাক্যের প্রথম ভাগে

ব্যবহৃত ও তৎ পরভাগে তবু বা তথাপি শব্দ স্থাপিত হইয়া থাকে, যথা, দুষ্কর্ম্ম-কে হাজার গোপন কর তবু গুপ্ত থাকে না।

যে রূপ গুণবাচক বিশেষণের অর্থের তার তম্য হয়, তদ্রূপ অনেক ক্রিয়া-বিশেষণের অর্থেরও তার তম্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ এই যে ক্রিয়ার বিশেষণ সংস্কৃত হইলেও তাহাতে প্রায় তর তম প্রত্যয় যুক্ত হয় না, কিন্তু অপেক্ষা, চেয়ে, বা হইতে শব্দের পরে প্রয়োগ দ্বারা, অথবা অধিক, আরো, অতি, অতিশয়, বা অত্যন্ত শব্দের পূর্ব্বে যোগ দ্বারা অর্থের তার তম্য হয়, যথা, রাম হইতে শ্যাম সকালে অসিয়াছেন, আরো নিকটে আইস, অতিদূরে যাইও না।

বিবেচনা।

বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে অনেক বিশেষ্য শব্দ ও বিশেষণ শব্দ অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া অধিকাংশ ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে।

অর্থাৎ এ, য়, ও তে, ভাগান্ত শব্দ সকল তত্তৎ ভাগের পূর্ব্বে সংস্থিত শব্দের অধিকরণ কারকীয় রূপ, যথা, এখানে—এখান শব্দের অধিকরণীয় রূপ, কোথায়—কোথা শব্দের অধিকরণীয় রূপ। এবং কতিপয় শব্দ প্রকাশতঃ অধিকরণীয় রূপবিশিষ্ট না হইয়াও তদর্থে গৃহীত হইয়াছে, যথা, তথা শব্দ তথায় ইতি অর্থে ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে।

যে সকল বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ অধিকরণরূপে ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, তাহা অধিকরণ, সম্বন্ধ ও অপাদান ভিন্ন অন্য কারকে ব্যবহৃত হয় না। তন্মধ্যে খন (বা ক্ষণ) ও থা ভাগান্ত শব্দের ষষ্ঠ্যন্তরূপ প্রায় কার যোগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকরণ এ, তে, ও য়, আর অপাদান হইতে যোগদ্বারা হইয়া থাকে, যথা, ওখান-কার, তথা-কার, ওখানে বা ওখানেতে, তথা-য় ; ওখান-হইতে, তথা-হইতে।

রূপে, রূপ, প্রকারে, প্রকার, পূর্ব্বক, ও পুরঃসর ভাগান্ত ক্রিয়ার বিশেষণসকলের এবং উক্ত রূপ ক্রিয়া-বিশেষণ সকলেরও ষষ্ঠ্যন্তরূপ আবশ্যক মতে এর বা র যোগ দ্বারাও হয় বা হইতে পারে।

খান ভাগান্ত শব্দ সকল কখন২ কেবল টা, টী যোগে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, যথা, ওখান-টা যাইওনা, এখানটী এমন করিলে কেন?

সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বোধ হইবে,যে খন, বে, দা, খানে, থা, ত্র, মত, মন, ও মনে ভাগান্ত বিশেষণসকল, এবং ত ভাগান্ত পরিমাণ

বোধক বিশেষণসকল ঐ২ ভাগ প্রথম পুরুষীয় সর্ব্বনামে অথবাবিশেষণ সর্ব্বনামে যোগদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে দা,* সময়বোধক হয়, থা,† ত্র, থানে, ও ম্‌নে, স্থান বোধক, মত বা মন প্রকারবোধক, ত পরিমাণ বোধক, এবং বে‡ দিবস বোধক হয়।

দা,* থা ও ত্র সংস্কৃত সর্ব্বনাম যদ্‌, তদ্‌, ইদম্‌, কিং, এবং অন্য ও সর্ব্ব শব্দে যুক্ত হয়, দা, থা, ত্র সংযোগে যদ্‌ ও তদ্‌ শব্দের দ্‌ লুপ্ত হয়, কিং শব্দ দা সংযোগে ক হয়, এবং ত্র সংযোগে কু, হয়, ইদম্‌ শব্দ ত্র যোগে অ হয়, যথা, যদ্‌+দা=যদা, তদ্‌+দা=তদা, কিং+দা=কদা; যদ্‌+থা=যথা, তদ্‌+থা=তথা, যদ্‌+ত্র=যত্র, তদ্‌+ত্র=তত্র, কিং+ত্র =কুত্র। ইদম্‌+ত্র=অত্র,।

কোথা ও এথা শব্দ সংস্কৃত না হওয়াতে বোধ হয় যে বাঙ্গলা কোন্‌ এবং এ শব্দে থা যোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

খন, ত, মন, মত, বে, ও ম্‌নে ভাগান্ত শব্দ সকল সংস্কৃত নয়, বাঙ্গলা এ, ও, সে, যে, এবং কোন্‌ শব্দে ঐ সকল ভাগ সংযোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

খন আদি সংযোগে ও, সে, যে, এবং কোন্‌ শব্দের আকৃতির কিয়দংশে বিকৃতি হইয়া থাকে, যথা,—

সে শব্দ, খন, বে, আর ত যোগে ত হয়;—এবং মত, ও মন যোগে তে হয়, যথা,—ত-খন, ত-বে, ত-ত; তে-মত, তে-মন।

ও শব্দ মত, মন, ম্‌নে, এবং ত যোগে অ হয়, যথা, অ-মত, অ-মন, অম্‌-নে, অ-ত।

কোন্‌, শব্দ খন, বে আর ম্‌নে, যোগে ক হয়, যথা,—ক-খন, ক-বে, ক-ম্‌নে।

কি শব্দ মন, ও মত যোগে কে হয়, এবং ত যোগে ক হয়, যথা,— কে-মত, কে-মন, ক-ত§।

যে শব্দ খন, বে, এবং ত যোগে য হয়, যথা,—য-খন, য-বে, য-ত।

---

* ত্র ও দা এক শব্দেও যুক্ত হইয়া থাকে, যথা, একদা, একত্র। এতদ্‌ ও অন্য শব্দে দা যুক্ত হয় না।

† কিন্তু সর্ব্ব শব্দে ও অন্য শব্দে থা যুক্ত হইলে প্রকার বোধক হয়।

‡ এ শব্দে বে যুক্ত হইলে সময় বোধক হয়, যথা, এবে, অর্থাৎ এক্ষণে বা এসময়ে।

§ যত, ও কত শব্দ সংস্কৃত যতি ও কতি শব্দের বিকারও বলা যাইতে পারে।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

অতি, অতিশয়, অত্যন্ত ইত্যাদি কতিপয় শব্দ গুণবাচক এবং ক্রিয়ারবিশেষণের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, অতি-উত্তম, অতি-সকালে, অতিশয়মন্দ, অত্যন্তনিষ্ঠুররূপে, অতএব এই রূপ শব্দ সমূহ এতদবস্থায় বিশেষণীয় বিশেষণ উক্ত হয়।

পঞ্চম পারচ্ছেদ।

সর্ব্বনাম।

যে শব্দ কোন বস্তুর নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম সর্ব্বনাম।

বাঙ্গলা সর্ব্বনামের স্ত্রীলিঙ্গে ও পুংলিঙ্গে আকার ভেদ নাই, অতএব তাহা যে লিঙ্গবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় সেই লিঙ্গই কল্পনা করাযায়।

যেপ্রকারশব্দের নিমিত্তে যে নিয়ম করাগিয়াছে তাহা সেই প্রকার নামের স্থানে ব্যবহৃত সর্ব্বনামেও খাটিবে।

এক্ষণে জানা কর্ত্তব্য যে পুরুষ (বা ব্যক্তি) তিন প্রকার, অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে বা বিষয়ে উক্তি করাযায় সে সংস্কৃতে প্রথম পুরুষ, যাহার প্রতি উক্তি করাযায় সে মধ্যম পুরুষ, এবং যে ব্যক্তি উক্তি করে সে উত্তম পুরুষ, সুতরাং বাঙ্গলাতেও তদনুরূপে তদ্রূপ।

ইউরোপীয় ভাষাসকলে উত্তমপুরুষকে প্রথম ব্যক্তি, মধ্যমপুরুষকে দ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং প্রথমপুরুষকে তৃতীয় ব্যক্তি বলাযায়। কিন্তু সংস্কৃত ধাতুরূপে তৃতীয়ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ প্রথমে ব্যবহৃত হওয়াতে ঐ সকল ক্রিয়াপদকে, এবং তত্তৎকর্ত্তাদিকে সংস্কৃতেপ্রথম পুরুষ বলাযায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ মধ্যে লিখিত হওয়াতে তাহা ও তৎকর্ত্তাদি মধ্যম পুরুষ বলাযায়, এবং যেহেতু কোন ব্যক্তি আপনাকে অধম বলিয়া জানেনা, প্রত্যুত সকলেই প্রায় কোন না কোন রূপে আপনাকে উত্তম করিয়া মানিয়া থাকে, এই হেতু বোধ হয় যে প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ বক্তা, উত্তম পুরুষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, অতএব তৎ সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদকে তদনুরূপে উত্তম পুরুষ বলিতে হইয়াছে। আরবী ও পারসী ইত্যাদি আসিয়াখণ্ডের আর২ প্রধান ভাষাতেও ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামাদি স্থাপন ও ব্যবহারের ক্রম সংস্কৃতানুরূপ।

ব্যক্তির পদানুসারে এক২ পুরুষীয় সর্ব্বনাম তিনপ্রকার, অর্থাৎ উৎকর্ষ-বোধক, সাধারণ, এবং অপকর্ষ-সূচক ;—সম্ভ্রান্ত এবং গুরুলোকের নামের পরিবর্ত্তে, অথবা কোন ব্যক্তির সম্ভ্রমার্থে তাহার নামের পরিবর্ত্তে উৎকর্ষবোধক সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তিকে না সম্ভ্রম করা অভিপ্রেত, না অসম্ভ্রম করা মনস্থ হয় তাহার নামের পরিবর্ত্তে সাধারণ (অর্থাৎ না গৌরববোধক না অগৌরবসূচক) সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়, এবং যাহাকে সম্ভ্রম করা মনস্থ না হয় প্রত্যুত আপনা হইতে কোন না কোন রূপে নীচ জানাইতে হয়, তাহার নামের পরিবর্ত্তে অপকর্ষসূচক সর্ব্বনামই প্রায় ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

উত্তম পুরুষীয় সর্ব্বনাম আমি; ইহা উক্ত তিন পদস্থ ব্যক্তিই আপন নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইতর লোকের মধ্যে কেহ২ আমি স্থলে মুই বলিয়া থাকে। কিন্তু পদ্যেতে মুই ও আমি-র মধ্যে তাদৃক ইতর বিশেষ নাই, অভেদ রূপেই প্রায় ব্যবহার করা গিয়া থাকে। মধ্যম পুরুষে উৎকর্ষসূচক সর্ব্বনাম আপনি, সাধারণ তুমি, অপকর্ষবোধক তুই।

প্রথম পুরুষীয় সর্ব্বনাম প্রথমতঃ ব্যক্তির তিন পদানুসারে প্রকারান্তর, আবার ঐ প্রত্যেক প্রকার ব্যক্তির অবস্থানানুসারে তিন প্রকার। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি নিকটে অথবা আর২ ব্যক্তি হইতে নিকটে অবস্থিত হয় তবে তাহার নামের পরিবর্ত্তে

(প্রধানতঃ)উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থে অথবা না সম্ভ্রম না অসম্ভ্রমার্থে ইনি ব্যবহৃত হয়, এবং অপকর্ষার্থে এ কথিত হয়, আর যদি তদপেক্ষা দূরে অবস্থিত হয়, তবে তাহার নামের পরিবর্ত্তে ইনি স্থলে তিনি, এবং এ স্থলে সে ব্যবহৃত হয়। পরন্তু কোনব্যক্তি যদি ইনি বা এ দ্বারা প্রকাশিত ব্যক্তি অপেক্ষা দূরে অথচ তিনি বা সে দ্বারা প্রকাশিত ব্যক্তি অপেক্ষা নিকটে থাকে তবে তাহার নামের পরিবর্ত্তে ইনি স্থলে উনি এবং এ স্থলে ও ব্যবহার করাযায়।

অনেক স্থানে আপনি স্থলে মহাশয় শব্দ প্রয়োগ করা গিয়া থাকে।

অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতি উক্তি কালে (উত্তম পুরুষ) বক্তা কখন২ আপনাকে অধম জ্ঞাপনার্থে আমি স্থলে গোলাম, দাস* দীন, ভৃত্য, সেবক বা অধীন বলিয়া থাকে। এবং ঐ অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতি স্থল বিশেষে হুজুর, ও স্থল বিশেষে প্রভু ও ঠাকুর ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে। ধর্ম্মাধিকারি ওভূম্যধিকারি প্রভৃতি পদাভিমানি মহাশয়েরা অনেকে আত্ম গৌরব সূচনার্থ আমি স্থলে হুজুর, এপক্ষ প্রভৃতি দাম্ভিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জ্ঞানশীল সুশীল সভ্য মহাশয়েরা তুমি স্থলেও আপনি, ও তুই স্থলেও তুমি, ব্যবহার করেন, কিন্তু পদাভিমানি বড় মানুষেরা অনেকে আপনি স্থলে তুমি, ও তুমি, স্থলে তুই বলিয়া আপনাকে আপনি বড জানান।

প্রথম পুরুষীয় ব্যক্তি বক্তার নিকট অতি মান্য হইলে তাঁহার নামের পরিবর্ত্তেও শ্রীযুক্ত এবং হুজুর আদি শব্দ বক্তা কর্ত্তৃক ব্যবহারকরা গিয়া থাকে।

কখন২ আমি স্থলে (প্রথমপুরুষীয় শব্দ) সৈজন ও এজনা ব্যবহার করাগিয়াথাকে।

উত্তমপুরুষীয় সর্ব্বনাম আমি স্থলে ব্যবহৃত গোলাম প্রভৃতি অপকর্ষবোধক শব্দ প্রথম পুরুষীয় হওয়াতে ঐসকল শব্দ কর্ত্তা

---

* স্ত্রীলিঙ্গে দাসী, দীনা, ভৃত্যা, সেবিকা, অধীনা।

হয় যে ধাতুর তাহাও প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষবোধক বিভক্তি-যুক্তহয়, যথা, গোলাম, দাস, ভৃত্য, সেবক, দীন বা অধীন কি অপরাধ করিয়াছে?—অর্থাৎ আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

আপনি, মহাশয়াদি সম্ভ্রমসূচক শব্দ কর্ত্তা হয় যে ক্রিয়ার তাহা প্রথম পুরুষীয় উৎকর্ষসূচক বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা অতি যথার্থ।

সন্তানাদি প্রতি বৎসলভাবে তুই শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহা ও তৎসম্বন্ধীয় অপকর্ষসূচক ক্রিয়াপদ অত্যন্ত স্নেহসূচক হয়, যথা, "গোপাল তুই-রে সর্ব্বস্ব প্রাণ ধন। আমি তোর জননী, জানিস্ তো নীলমণি-রে, আছিস্ অঞ্চলে বাঁধা সর্ব্বক্ষণ। তুই কংসযজ্ঞে যাবি, আমারে কাঁদাবি, এই ছিল অভাগিনীর কপালে। চললি গোপাল যদি মথুরায়, আয়২, একবার করি কোলে। এই রাজ পথের মাঝখানে, ও চন্দ্র বদনে রে, একবার ডাকরে ডাক জন্মের মত মা বলে!

তুই শব্দ পরমেশ্বরের প্রতি ব্যবহৃত হইলে অত্যন্ত ভক্তি বোধক হয়।

এক বচনের কর্ত্তৃভিন্ন আর২ কারকে, এবং বহুবচনের সকল কারকে, (অর্থাৎ বিভক্তি যোগে,) সর্ব্বনাম সকলের কতিপয় কিয়দংশে এবং কতিপয় সর্ব্বাংশে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, আমি—আমা হয়, মুই—মো, তুই—তো, তুমি—তোমা, আপনি—আপনকা বা আপনা, ইনি—ইহাঁ, এ—ইহা, তিনি—তাঁহা, সে—তাহা, উনি—উহা,* এবং ও—উহা হয়, অনন্তর এই সকল পরিবর্ত্তিত আকারে বিভক্তি যুক্ত হয়।

এক্ষণে জানা কর্ত্তব্য যে বিভক্তিযোগে পরিবর্ত্তিত সর্ব্বনাম সকল মো আর তো ভিন্ন আকারান্ত হওয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ বা আকারান্ত শব্দে প্রযুজ্য যে সকল বিভক্তি তাহাই ঐসকল সর্ব্বনামে প্রযুক্ত হয়। এবং মো আর তো-তে তৃতীয় শ্রেণিস্থ শব্দের বিভক্তি প্রযুজ্য।

---

* কলিকাতা অঞ্চলস্থ লোক কখনং ইহঁা স্থলে এনা, তাঁহা স্থলে তেনা এবং উহঁা স্থলে ওনা ব্যবহার করে।

আমি আদি উপরোক্ত সর্ব্বনামের রূপ, যথা,—

উত্তম পুরুষ—

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তৃ কারক	আমি	আম-রা
কর্ম্ম সম্প্রদান	} আমা-কে	আমা-দিগকে*
করণ	আমা-কর্ত্তৃক আমা-করণক আমার-দ্বারা আমা-দিয়া	আমা-দের-কর্ত্তৃক† আমা-দের-করণক আমা-দের-দ্বারা আমা-দের-দিয়া
অপাদান	আমা-হইতে	আমা-দের-হইতে‡
সম্বন্ধ	আমা-র	আমা-দের§
অধিকরণ	আমা-তে আমা-য়	আমা-দিগেতে‖

কর্ত্তৃ কারক	মুই	মো-রা
কর্ম্ম সম্প্রদান	মো-কে মোরে	মো-দের
সম্বন্ধ	মো-র¶	মো-দের

অথবা—

* আমর-দিগকে, আমার-দিগেগ

† আমার-দের, আমা-দিগের, আমার-দিগের } কর্ত্তৃক, করণক, দ্বারা, বা দিয়া

‡ আমার-দের-হইতে, অমার-দিগের-হইতে

§ আমারদের, বা আমারদিগের।

‖ আমার-দিগেতে

¶ আরং কারকে মুই ও তুই শব্দ প্রায় ব্যবহৃত হয় না। মুই ও তুই শব্দের বহুবচনীয় কর্ম্ম ও সম্প্রদান পদের রূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের ন্যায়ই প্রায় হইয়া থাকে।

মধ্যম পুরুষ—

	একবচন।	বহুবচন।
কর্ত্তৃ-কারক	তুমি	তোম-রা
কর্ম্ম / সম্প্রদান	তোমা-কে	তোমা-দিগকে*
করণ	তোমা-কর্ত্তৃক ইত্যাদি	তোমা-দের কর্ত্তৃক† ইত্যাদি
অপাদান	তোমা-হইতে	তোমাদের-হইতে‡
সম্বন্ধ	তোমা-র	তোমা-দের§
অধিকরণ	তোমা-তে / তোমা-য়	তোমা-দিগেতে‖

কর্ত্তৃ-কারক	আপনি¶	আপনকা-রা / আপনা-রা
কর্ম্ম / সম্প্রদান	আপনকা-কে / আপনা-কে	আপনকা-দিগকে / আপনা-দিগকে
	ইত্যাদি তুমি শব্দ বৎ	ইত্যাদি।

কর্ত্তৃ কারক	তুই	তো-রা
কর্ম্ম / সম্প্রদান	তোকে / তোরে	তো-দের
সম্বন্ধ	তো-র	তো-দের

অথবা—

* তোমার-দিগকে / তোমার-দিগেগে

† তোমার-দের / তোমা-দিগের / তোমার-দিগের } কর্ত্তৃক / দ্বারা / করণক বা দিয়া

‡ তোমার-দের হইতে / তোমার-দিগের হইতে

§ তোমারদের, আমারদিগের।

‖ তোমার-দিগেতে

¶ আপনি শব্দ স্বয়ম্ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ এই যে স্বয়ম-র্থক আপনি বিভক্তি যোগে কেবল আপনা হয়, কিন্তু এই মধ্যম পুরুষীয় সম্ভ্রমসূচক আপনি বিভক্তি যোগে আপনকা ও আপনা উভয় রূপ হয়।

প্রথম পুরুষ।

	একবচন।	বহুবচন।
কর্ত্তৃ কারক	ইনি	ইঁহা-রা
কর্ম্ম সম্প্রদান	ইঁহা-কে	ইঁহা-দিগকে*
করণ	ইঁহা-কর্ত্তৃক ইঁহা-করণক ইঁহার-দ্বারা ইঁহা-দিয়া	ইঁহা-দের-কর্ত্তৃক† ইঁহা-দের-করণক ইঁহা-দের-দ্বারা ইঁহা-দের-দিয়া
অপাদান	ইঁহা-হইতে	ইঁহা-দের-হইতে‡
সম্বন্ধ	ইঁহা-র	ইঁহা-দের§
অধিকরণ	ইঁহা-তে ইঁহা-য়	ইঁহা-দিগেতে‖
কর্ত্ত কারক	তিনি	তাঁহা-রা
কর্ম্ম	তাঁহা-কে	তাঁহা-দিগকে

তিনি শব্দের অবশিষ্ট রূপ ইনি শব্দ বৎ।

কর্ত্তৃ কারক	উনি	উঁহা-রা
কর্ম্ম	উঁহা-কে	উঁহা-দিগকে

অবশিষ্ট ইনি বৎ।

কর্ত্তৃ কারক	এ	ইহা-রা
কর্ম্ম সম্প্রদান	ইহা-কে	ইহা-দিগকে*
করণ	ইহার-দ্বারা ইহা-কর্ত্তৃক, করণক, দিয়া	ইহা-দের কর্ত্তৃক, দ্বারা† করণক, বা দিয়া
অপাদান	ইহা-হইতে	ইহা-দের হইতে‡

---

* ইঁহার-দিগকে

† {ইঁহার-দের, ইঁহা-দিগের, ইঁহার-দিগের} কর্ত্তৃক ইত্যাদি

‡ {ইঁহার-দের, ইঁহার-দিগের} হইতে

§ {ইঁহার-দের, ইঁহার-দিগের}

‖ ইঁহার-দিগেতে

* ইহার-দিগকে

† {ইহার-দের, ইহার-দিগের} কর্ত্তৃক ইত্যাদি

‡ {ইহার-দের, ইহার-দিগের} হইতে

অবশিষ্ট ইনি বৎ।

সম্বন্ধ	ইহা-র	ইহা-দের*
অধিকরণ	ইহা-তে, ইহা-য়	ইহা-দিগেতে†
কর্ত্তৃ কারক	সে	তাহা-রা
কর্ম্ম	তাহা-কে	তাহা-দিগকে

অবশিষ্ট রূপ এ শব্দের অবশিষ্ট রূপ বৎ সাধ্য।

মনুষ্য ও দেবাদি ভিন্ন প্রাণি এবং অপ্রাণি বাচক বস্তুর মধ্যে পদের তার তম্য নাই, ঐ সকল বস্তুর নামের পরিবর্ত্তে অবস্থানের অপেক্ষাকৃত দূরতানুসারে ইহা, উহা, তাহা এবং কদাচিৎ এ ও সে ব্যবহৃত হয়,।—অর্থাৎ বৃহৎ জন্তুর নামের পরিবর্ত্তে কদাচিৎ এ, ও, সেও ব্যবহৃত হইয়াথাকে, এবং তদবস্থ এ, ও, সে-র কর্ম্মকারকীয় রূপ কদাচিৎ ইহাকে, উহাকে, তাহাকেও হইয়াথাকে‡।

এক বচনে ঐ সকলের কর্ম্মাদি কারকীয় রূপ ইহা, উহা, তাহা শব্দে বিভক্তি যোগদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু বহুবচন এ, ও, এবং সে শব্দে বহুত্ববাচক কোন শব্দ যোগদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া, পরে ঐ শব্দের শেষবর্ণানুসারে বিভক্তি যোগে কর্ম্মাদি কারকীয় রূপ সিদ্ধ হয়, যথা,—

এক বচন।

কর্ত্তৃ কারক	ইহা, বা এ	উহা, বা ও	তাহা বা সে
কর্ম্ম	ইহা, বা ইহাকে‡	উহা, বা উহাকে	তাহা বা তাহাকে
করণ	ইহার-দ্বারা, ইহা-দিয়া, ইহা-কর্ত্তৃক, ইহা-করণক,	উহার-দ্বারা, উহা-দিয়া, উহা-কর্ত্তক, উহা-করণক,	তাহর-দ্বারা তাহা-দিয়া তাহা-কর্ত্তৃক তাহা-করণক
সম্প্রদান	ইহা-কে,	উহা-কে,	তাহা-কে
অপাদান	ইহা-হইতে,	উহা-হইতে,	তাহা-হইতে
সম্বন্ধ	ইহা-র,	উহা-র,	তাহা-র
অধিকরণ	ইহা-তে, ইহায়।	উহা-তে, উহায়।	তাহা-তে, তাহায়

* ইহার-দের / ইহার-দিগের

† ইহার-দিগেতে

‡ ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বহু বচন।

কর্ত্তৃ কারক	এ-সকল,	ও-গুল,	সে-গুলি
কর্ম্ম	এ-সকল, এ-সকলকে।	ও-সকল, ও-গুলকে	সে-গুলি, সে-গুলিকে
করণ	এ-সকল দ্বারা ইত্যাদি,	ও-গুল দ্বারা,	সে-গুলি দ্বারা ইত্যাদি।
সম্প্রদান	এ-সকলকে,	ও-গুলকে,	সে-গুলিকে
অপাদান	এ-সকল হইতে,	ও-গুল হইতে,	সে-গুলি হইতে.
সম্বন্ধ	এ-সকলের,	ও-গুলর,	সে-গুলির
অধিকরণ	এ-সকলে,এ-সকলেতে,	ও-গুলতে,	সে-গুলিতে

গোলাম, দাস হুজুর, জনাব, ইত্যাদি শব্দের রূপ তত্তৎ শব্দের শেষাক্ষরানুসারে বিভক্তি যোগদ্বারা হয়।

অপ্রাণি বাচক বস্তুর নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত ইহা, উহা, ও তাহা স্থলে কখন২ আবার এ, ও,সে টা-আদি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, যথা, এ-টা,ও-টী, সে-খান,ইত্যাদি ;—এবং ঐ সকলের রূপ ঐ টা-আদির শেষাক্ষরানুসারে বিভক্তি যোগে হয়, যথা, এ-টার, ও-টীতে, সে-খান-দিয়া, ইত্যাদি।

সাধুভাষায় অনেক সংস্কৃত সর্ব্বনাম ব্যবহার করা গিয়া থাকে। —তন্মধ্যে অস্মদ্ (আমি) এবং যুস্মদ্ (তুমি) শব্দ নিম্ন লিখিত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা,—

অস্মদ্ যুস্মদের সম্বন্ধ কারকীয় রূপ মম, তব, পদ্যেতেই প্রায়প্রচলিত।

পরবর্ত্তি সংস্কৃত শব্দসংযোগে অস্মদ্ ও যুস্মদ্ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, এবং এক বচনে তত্তৎস্থানে মৎ ও ত্বৎ হয়, যথা,—অস্মদ্-গৃহ (অর্থাৎ আমাদের গৃহ), মৎপুত্র (অর্থাৎ আমার পুত্র), অস্মৎ কর্ত্তৃক, এই রূপ যুস্মদ্-গৃহ, ত্বৎপুত্র, যুস্মদ্-দ্বারা।

তদ্ভিন্ন আদি শব্দ যোগদ্বারা, অস্মদ্ যুস্মদ্ বহুবচন হইয়া ইকারান্ত (বা তৃতীয় শ্রেণিস্থ) শব্দে প্রযুজ্য বিভক্তি যোগ দ্বারা (কর্ত্তৃভিন্ন) সকল কারকীয় রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, অস্মদাদির, অস্মদাদি-তে, অস্মদাদি-কর্ত্তৃক ইত্যাদি।

কখন২ সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ বাঙ্গলায় ব্যবহার করাগিয়াথাকে, তাহাতে অস্মদ্ শব্দের কর্ত্তৃ পদ অহম্ বা অহং, কর্ম্ম পদ মাম্, এবং সম্প্রদান ও কর্ম্ম পদ মে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা,—দুর্গে মাম্ রক্ষ; ত্রাহি মে!

জ্ঞান, কার, ধন্য, ইতি, এবং আর কতিপয় সংস্কৃত শব্দের পূর্ব্বে অহং বা অহম্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,— অহংজ্ঞান, অহঙ্কার,* অহংধন্য, অহম্ ইতি শব্দ, অহম্ অতি মূঢ় মতি ভকতি না জানি।

পরিহাসকথোপকথনে কখন২ শ্লাঘাপূর্ব্বক স্বীকারার্থে আমি স্থলে অহং ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা,—একীর্ত্তি কে করিল? (উত্তর) অহং৭!

পদ্যে ও গীতে কখন২ সংস্কৃত শব্দের, (অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্ব্বনামের) ও ক্রিয়ার অনেক প্রকার রূপ এবং অনেক সংস্কৃত অব্যয় শব্দ ব্যবহার করা গিয়া থাকে,যথা,—

এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়।
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটা বন।
তত্ত্বন্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
ভাবিয়ে রতন বলে, হৃদি সরোরুহদলে, স্থাং স্থিং স্থিরীভব ত্রৈলোক্য তারিণী।

সমাসে ভবৎ (আপনি); তদ্ (তিনি বা সে) ও এতদ্ (ইনি বা এ) শব্দ কখন২ তদাকারে, কখন বা ভবদ্, তৎ, ও এতৎ, অথবা ভবন্, তন্, ও এতন্ ইত্যাকারে ব্যবহৃত হয়।

তিনি শব্দের পরিবর্ত্তে কখন২ তেঁহ ব্যবহার করা গিয়া থাকে;—তেঁহ শব্দের রূপ তিনি শব্দের ন্যায়।

সংস্কৃত সর্ব্বনাম তদ্ শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত পদ তস্য তাহার ও তাঁহার ইত্যাদির পরিবর্ত্তে এবং ভবৎ শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত পদ ভবতঃ আপনকার শব্দের পরিবর্ত্তে অনেক স্থানে ব্যবহার করাগিয়াথাকে।

সংস্কৃত যদ্ শব্দ, বাঙ্গলায় মনুষ্য ও দেবাদি প্রতি সসম্ভ্রমে প্রয়োগার্থে যিনি হয়, এবং অসম্ভ্রমে প্রয়োগার্থে যে, ও তদ্ভিন্ন বস্তু প্রতি প্রয়োগার্থে যাহা হয়। যিনি, যে, ও যাহা শব্দ লিঙ্গ ভেদে রূপান্তর হয় না,কিন্তু কারকীয় বিভক্তি যোগে যিনি—যাঁহা,

* সন্ধির ১১ সূত্র দেখ।

ও যে—যাহা হয়, এবং যাহা তদবস্থই থাকে, এবং ঐ সকলের রূপ ক্রমে তিনি, সে, ও তাহা শব্দের ন্যায় হয়।

যদ্ শব্দও সমাসে ব্যবহৃত হয়, এবং তদবস্থায় কখন তদবস্থ থাকে, কখন যৎ বা যন্ হয়, যথা, যদ্+দ্বারা=যদ্দ্বারা, যদ্+কালীন=যৎকালীন, যদ্+নিকট=যন্নিকট।

প্রশ্নবোধক সর্ব্বনাম কে ও কি।—কে, মনুষ্য ও দেবাদি অথবা ব্যক্তিরূপে কল্পিত পদার্থ প্রতি প্রয়োগ করা যায়; কি আর২ বস্তু প্রতি ব্যবহৃত হয়। কখন২ জিজ্ঞাসক অজ্ঞাত বস্তুমাত্রের প্রতি কি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে, যথা, তুমি কি চাও? হাতি ঘোড়া, বেহারা, বরকন্দাজ যাহা চাও তহাই দিতে পারি।

বিভক্তি যোগে কে শব্দ কাহা হইয়া সে শব্দের ন্যায় রূপ করাযায়।

কি শব্দের রূপ নিপাতনে হয়, যথা,--

এক বচন—বহু বচন।

কর্ত্তা ও কর্ম্ম	কি
সম্প্রদান, অধিকরণ	কিসে, কিসেতে
করণ	কিসের দ্বারা, কি দিয়া
অপাদান	কি হইতে, কিসে হইতে

কেহ শব্দ অজ্ঞাত কোন এক ব্যক্তি প্রতি প্রয়োগ, এবং নিম্ন লিখিত রূপে রূপ করা যায়, যথা,—

কর্ত্তা	কেহ,	অপাদান	কাহারো হইতে
কর্ম্ম, সম্প্রদান	কাহাকেও*	সম্বন্ধ	কাহারো
করণ	কাহারো* কর্ত্তৃক দ্বারা, বা দিয়া	অধিকরণ	কাহাতেও*

আপনি, আত্ম, স্বয়ং (বা স্বয়ম্,) নিজ বা নিজে, খোদ্ বা খোদে, এই কএক শব্দ কাহারো আপনাকে বুঝায়।

বিভক্তি যোগে আপনি আপনা হইয়া আকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ করাযায় (৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

---

* এই ও-কারের ঈষদ্উচ্চারণ হয় মাত্র

সমাসে আপনি শব্দের ষষ্ঠ্যান্তরূপ আপানার স্থলে আপন হয়, যথা, তিনি আপনার বা আপন* কথায় আপনি ঠকিয়াছেন।

আত্ম (সংস্কৃত) আত্মন্ শব্দের সঙ্কিপ্তাকার, ইহা বিশেষণ রূপে পরবর্ত্তি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, আত্ম-রক্ষা, আত্ম-হত্যা। এবং এমত অবস্থায় অজ্ঞলোকে প্রায় আত্ম স্থলে আপ্ত বলিয়া থাকে, যথা, আপ্ত-হত্যা, আপ্ত-সারা।

আত্মন্ শব্দ কখনং নিম্ন দর্শিত কএকরূপে পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

এক ও বহু বচন।

কর্ম্ম ও শম্প্রদান	আত্মা-কে
করণ	আত্ম-কর্ত্তৃক
অধিকরণ	আত্মা-তে বা আত্মা-য়

স্বয়ং শব্দ একবচন কর্ত্তৃকারকীয় রূপে ব্যবহার করাযায়, কিন্তু এই শব্দ যে ব্যক্তিকে বুঝায় তাহা একবচন হইলে স্বয়ং একবচন এবং বহুবচন হইলে বহুবচন গণ্য হয়, যথা, তিনি এখানে স্বয়ং আসিয়াছিলেন। তাহারা স্বয়ং সেখানে যাইবেন।

স্বয়ং যে ব্যক্তিকে বুঝায় তদ্বোধক শব্দের কর্ত্তৃ অথবা কখনং কর্ম্ম কারকীয় রূপের পরই কেবল ব্যবহার করাযায়, তিনি স্বয়ং সেখানে যাইতে পারিলে ভাল হয়, তাঁহারদিগকে স্বয়ং যাইতে বল।

নিজ ইত্যাকারে নিজ শব্দ কেবল সমাসে অথবা বিশেষণ রূপে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, এ আমার নিজবিষয় জানিবেন, আমাকে নিজপরিবারের মধ্যে গণ্য করিবেন।

---

* আপনার ও আপন মধ্যে বিশেষ এই যে আপন শব্দ কেবল আত্ম বোধক, কিন্তু আপনার স্থল বিশেষে ও বক্তার কথনের ভাববিশেষে উৎকর্ষ বোধক সর্ব্বনাম আপনি শব্দের ষষ্ঠ্যন্তরূপও বুঝাইতে পারে। ৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† সামান্য কথোপকথনে কখনং স্বয়ং শব্দ আরং কারকীয় রূপেও ব্যবহার করাগিয়াথাকে, কিন্তু সেরূপ লিখা যাইতে পারে না।

অতএব অসংযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হওন কালে নিজ শব্দ কর্ত্তৃ-কারকেও রূপান্তর হয়, নিজ শব্দের রূপ নিম্নলিখিত রূপে হয়, যথা,—

কর্ত্তৃকারক	নিজে,
করণ	নিজের-দ্বারা
আপাদান	নিজে-হইতে বা নিজ-হইতে
সম্বন্ধ	নিজের।

খোদ্ শব্দ পারসী। খোদ্ কর্ত্তৃকারকে কখন২ খোদে ইতি রূপেও ব্যবহার করাযায়। খোদ্ শব্দের রূপ হসন্ত শব্দের ন্যায়।

খোদ্ (বা খোদে), ও নিজে, যাহার আপনাকে বুঝায়, তদ্বোধক শব্দের কর্ত্তা, কর্ম্ম, ও সম্বন্ধ কারকীয় রূপের পর ব্যবহৃত হয়।—কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম কারকের পর ব্যবহৃত হইলে খোদ্ ইত্যাদি কর্ত্তৃ ও সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন কারকীয় রূপ গ্রহণ করে না; কিন্তু সম্বন্ধের পর ব্যবহৃত হইলে কদাচিৎ আর২ কারকীয় রূপও প্রাপ্ত হয়, যথা, তাঁহারা খোদ্ (খোদে) বা নিজে সেখানে যাইবেন কি না? তাঁহাদের খোদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের এক জন লোক যাইবে ইহা শুনিয়াছি, তাহাকে খোদে বা নিজে সেখানে যাইতে বল, তিনি আপনার বা নিজের কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাঁহার আপনার, নিজের বা খোদের দ্বারা কিছু হইতে পারে না।

আপনি শব্দও উক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ এই যে বহুবচনে তাহার বহুবচনীয় রূপ ব্যবহৃত হয়, যথা, তাঁহারা আপনারা এখানে আইলে ভাল হয়, তাঁহাদের আপনাদের আসা কঠিন।

খোদ্ বা খোদে শব্দ কখন২ অধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গৌরবপূর্ব্বক প্রকাশার্থে তাঁহার নাম উল্লেখ বিনা ব্যবহার করাগিয়াথাকে, এবং তদবস্থায় এক বচনে প্রায় কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, ও সম্বন্ধ কারকে, এবং বহু বচনে কর্ত্তৃ, ও সম্বন্ধ কারকে এবং কদাচিৎ আর২ কারকেও ব্যবহার করাযায়, যথা, চাকর বাকরের কথায় কি হয়, খোদে বা খোদেরা কি বলেন, খোদের বা খোদেরদের সঙ্গে আমার সক্ষাৎ নাই, অন্যকে বলিলে কি হইবে খোদ্কে বা খোদেরদিগকে গিয়া বল।

আপনি, স্বয়ং, খোদ্ ও নিজে যে ব্যক্তির আপনাকে বুঝায় তদ্বোধক শব্দের পরে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, কদাচিৎ পূর্ব্বেও স্থাপিত হয়।

স্বয়ং, আপনি, নিজে, ও খোদ্ যে ব্যক্তির আপনাকে বুঝায় তদ্বোধক শব্দ যখন ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় তখন কর্ত্তৃকারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যখন ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় তখন কর্ম্ম রূপে ব্যবহৃত, এবং অন্য অবস্থায় প্রায় সম্বন্ধ কারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা,—তিনি আপনি, স্বয়ং, নিজে, বা খোদ্ সেখানে যাইবেন, তাঁহাকে স্বয়ং, আসিতেবল। তাঁহার স্বয়ং নিজে, খোদে বা আপনি উপস্থিত হইবার আবশ্যক নাই। তিনি আপনি, স্বয়ং, নিজে, বা খোদ্ সেখানে গেলেন। এবং আপনি ও নিজে পরবর্ত্তি পদের সহিত সম্বন্ধ অনুসারে রূপান্তর হয়, যথা, তাঁহার আপনার বা নিজের বিষয়ই তিনি রক্ষা করিতে পারেননা, তার পরের বিষয় কি রূপে রক্ষা করিবেন, তুমি আপনাকে আপনি প্রবোধ দেও।

অমুক, ও পারসী হইতে'নীত ফলনা শব্দ এমত ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে যাহাকে বক্তা জানে (শ্রোতাও ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে) কিন্তু তৎকালীন সকলের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেনা। স্ত্রীলিঙ্গে অমুক শব্দ অমুকী হয়, ফলনা তদবস্থই থাকে। অমুক, অমুকী, ও ফলনা শব্দের রূপ ক্রমে অকারান্ত, ঈ-কারান্ত, ও আকারান্ত শব্দের ন্যায়।

বিশেষণ-সর্ব্বনাম।

কতকগুলি সর্ব্বনাম বস্তুর নামের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া এক প্রকার তাহার বিশেষণ হয়, অতএব ঐ সকলকে বিশেষণ সর্ব্বনাম বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে অবিকল সংস্কৃত যে কতিপয় তাহা তত্তদ্বিশেষ্যের লিঙ্গানুসারে প্রকাশ্যরূপে আকারান্তর হয়, অবশিষ্ট ত্রি লিঙ্গেই একাকৃতি থাকে।

সংস্কৃত বিশেষণ সর্ব্বনাম, যথা,—

	পুং ও ক্লীব লিঙ্গ।	স্ত্রীলিঙ্গ।
১ উত্তমপুরুষ	মদীয়*	মদীয়া
	অস্মদীয়	অস্মদীয়া

---

* সংস্কৃতে এই সকলের (একবচন) পুংলিঙ্গে বিসর্গ ও ক্লীবলিঙ্গে অনুস্বার ছিল তাহা বঙ্গলায় ত্যাগ করা গিয়াছে।

সংস্কৃত বিশেষণ সৰ্ব্বনাম, যথা,—

		পুং ক্লীব লিঙ্গ।	স্ত্রীলিঙ্গ।
মধ্যমপুরুষ	সাধারণ	ত্বদীয়	ত্বদীয়া
		যুষ্মদীয়	যুষ্মদীয়া
	সম্ভ্রমার্থক	ভবদীয়	ভবদীয়া
প্রথম পুরুষ		তদীয়	তদীয়া
		স্ব	স্বা
		স্বীয়	স্বীয়া
		স্বকীয়	স্বকীয়া

এ, ও, সে, যে, কি, যদ্, তদ্, এবং এতদ্, শব্দও বিশেষ্য শব্দের পূৰ্ব্বে স্থাপিত হইয়া তাহাকে বিশেষ করে, অতএব ঐসকলও বিশেষণ সৰ্ব্বনাম বলিয়া গণ্য, যথা, এ পণ্ডিত কোথা থাকেন? ও বালক-টী আমার পুত্র, সে ফলগুলি তুমি কোথা পাইয়াছিলে? যে মনুষ্য ঈশ্বরের সেবা করে সেই ধন্য। সে গাই-টার কি বাছুর হইয়াছে নই কি আঁড়িয়া? তুমি যে স্থানে বাস কর তাহা অতিমন্দ। (যদ্+কালীন=) যৎকালীন, তদ্বিষয়ে, এতদ্দেশে।

বিবেচনা।

যে বস্তুর নামের পরিবর্ত্তে (শুদ্ধ সৰ্ব্বনাম) এ, ইনি, ইহা, বা তত্তদ্ বহুবচনীয় পদ ব্যবহার করাযায় তাহারি বিশেষণার্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এবং যে পদার্থের নামের পরিবর্ত্তে ও, উনি, উহা, বা তত্তৎ বহুবচনীয় রূপ ব্যবহৃত হয়, তাহারি পূৰ্ব্বে ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। এবং সে, তিনি, তাহা বা তত্তদ্ বহুবচনীয় পদ যে বস্তুর নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত তাহারি বিশেষণ সে। এইরূপ যে, যিনি, যাহা বা তত্তদ্বহু-বচনদ্বারা প্রকাশিত বস্তুর বিশেষণ যে শব্দ। যে বস্তুর জিজ্ঞাসার্থে কি ব্যবহার করা যায় তাহারি বিশেষণ প্রায় কি হয়। কি কখনং কি-প্রকার ইত্যর্থে মনুষ্যবাচক শব্দেরও বিশেষণ হয়, যথা, সে যে কি লোক তাহা আমি বলিতে পারিনা।

যদ্, তদ্, এতদ্ বিশেষণরূপে ক্রমে যে, সে এবং এ শব্দের পরিবর্ত্তে সমাসে ব্যবহৃত হয়,*

কোন শব্দ এবং কোন্ শব্দ বিশেষণ রূপে প্রকাশিত শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া কোন্ শব্দ অধিকন্তু জিজ্ঞাসা বোধক হয়।

অর্থের দৃঢ়তা নিমিত্তে এ, ও, সে শব্দের উত্তর ই যুক্ত হইয়া, সংযুক্ত এই, ঐ,† এবং সেই শব্দ বিশেষণ রূপেই প্রায় ব্যবহৃত হয়।

যেমন বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ একত্রে প্রকাশিত থাকিলে শুদ্ধ বিশেষণকে দ্বিরুক্তি করিলে অথবা বিশেষ্যকে বহুবচনে রূপান্তর করিলে উভয়ে বহুবচন হয়,‡ একত্রে প্রকাশিত বিশেষণ সর্ব্বনাম ও তদ্বিশেষ্যও ঐরূপ বহুবচন হয়, যথা, যদ্‌যদ, তত্তদ্। এবং এ, ও, সে ই-যুক্ত নাহইয়া দ্বিরুক্ত হয়না, যথা, এ এ বস্তু বলা যায় না কিন্তু এই এই বস্তু বলাগিয়াথাকে, এতদ্ শব্দ দ্বিরুক্ত হয় না।

এ, ও, সে আর যে শব্দ বিশেষণাবস্থায় সকল, সব, ও সমস্ত শব্দ যোগ-দ্বারাই প্রকারান্তরে বহুবচন হইয়াথাকে (অন্য বহুত্ব বোধক শব্দ যোগে হইতে পারে না)। এস্থলে আরো জানা কর্ত্তব্য যে বিশেষ্য প্রকাশিত থাকিলেই কেবল বিশেষণ দ্বিরুক্ত হইয়া বহুবচন হইতে পারে, কিন্তু সকল, সব, ও সমস্ত যোগে উভয় অবস্থাতেই বহুবচন হইতে পারে।

বিশেষণে ও বিশেষণসর্ব্বনামে বিশেষ এই যে (শুদ্ধ) বিশেষণ যেমন তদ্বিশেষ্য প্রকাশিত না থাকিলেও আবশ্যকমতে ভিন্ন২ রূপে রূপান্তর হয়, তেমন বিশেষণসর্ব্বনাম তদ্বিশেষ্য উহ্য থাকিলে (টা আদি প্রত্যয় যুক্ত না হইলে) রূপ করা যায় না;—কিন্তু টা আদি§ যুক্ত হইলে রূপ করা যায়,|| যথা,—

কর্ত্তৃকারক	সম্বন্ধ	অধিকরণ
এ-টা	এ-টা-র	এ-টা-তে, এ-টা-য়
কোন্-টী	কোন্-টী-র	কোন্-টী-তে

---

* স্থল বিশেষে যদ্ শব্দ যৎ, যন্, তদ্ শব্দ তৎ, তন্, এবং এতদ্ শব্দ এতৎ, এতন্ও হয়।

† ও এবং ই সংযোগে ঐ এবং কদাচিৎ অই ইত্যাকারে লিখিত হয়।

‡ ৬২ পৃষ্ঠা দেখ। § ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

|| এবং টা-আদির যে প্রত্যয় ঐ উহ্য বিশেষ্যে প্রযুজ্য তাহাই ঐ বিশেষণে প্রয়োগ করা যায়।

যেমন সংজ্ঞায় ও বিশেষণে ই যুক্ত হয়, তেমন অনেক সর্ব্বনামেও ই যুক্ত হইয়া থাকে, এবং ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুরূপে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে, যথা,—

কর্ত্তৃকারক	সম্বন্ধ	অধিকরণ
আমি-ই	আমারি বা আমার-ই	আমাতে-ই
তাহারা-ই	তাহাদেরি বা তাহাদের-ই	তাহাদিগেতে-ই

কোন, ও কোন্ শব্দে ই যুক্ত হয় না, কে ও কি শব্দে শুদ্ধ ই যুক্ত না হইয়া কখন২ ই-বা যুক্ত হয়, যথা, কে-ইবা সেখানে যাবে, কি-ইবা হবে। ই-প্রত্যয়ের বিশেষ বর্ণনা পুস্তকের শেষভাগে করা যাইবে।

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ বিষয়ে যে কিছু লিখাগিয়াছে তদতিরেকে জ্ঞাপনীয় এই যে—

পত্রাদিতে, লেখকের নাম সংস্কৃত হইলে তাহা সংস্কৃত ষষ্ঠ্যন্ত রূপে লিখিত হয়, যথা, শর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, শ্রীমত্যাঃ, দেব্যাঃ, দত্তস্য ইত্যাদি।

সম্বাদ পত্রে, প্রেরিত পত্রের নিম্নে তৎপত্রপ্রেরক আপন নাম সংস্কৃত ষষ্ঠ্যন্তরূপে স্বাক্ষর করে, অথবা কৌশলে বা ব্যঙ্গচ্ছলে স্বনামস্থলে সংস্কৃত ষষ্ঠ্যন্তরূপে কোন শব্দ স্বাক্ষর করে, ও তৎ পূর্ব্বে সংস্কৃত কশ্চিৎ* (কোন) শব্দের ষষ্ঠ্যন্তরূপ কস্যচিৎ পদ ব্যবহার করে। যথা, কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ। (বহুবচন) কেষাঞ্চিৎ যথার্থবাদিনাম্*।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধাতু।

ধাতু তাহার নাম যাহার দ্বারা কিছু হওন বা করণ বুঝায়, যথা, মরণ, খাওন,—অর্থাৎ মৃত্যু হওন, কোন দ্রব্য ভোজন করণ।

• স্ত্রীলিঙ্গ।—

* কস্যাশ্চিৎ যথার্থবাদিন্যাঃ। (বহুবচন) কাসাঞ্চিৎ যথার্থবাদিনীনাম্।

এস্থলে জানা আবশ্যক যে, যে হয় বা করে সে কর্ত্তা, সে যাহা করে তাহা কর্ম্ম, এবং তাহার ঐ হওন বা করণ ক্রিয়া।

ধাতুর শ্রেণিবন্ধন।

ধাতুসকল আকারতঃ তিন প্রকার,—অন* ভাগান্ত, ওন ভাগান্ত, এবং আন ভাগান্ত, যথা, বলন, হওন, গড়ান। এবং এই তিন প্রকার ধাতু ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিস্থ বলাযাইতে পারে।

ধাতু বা ক্রিয়া দুই প্রকার,—সকর্ম্মক, এবং অকর্ম্মক। সকর্ম্মক ধাতু তাহার নাম যাহার কর্ম্ম আছে, যথা, (কোন বস্তু) খাওন, অকর্ম্মক তাহা যাহার কর্ম্ম নাই, যথা, হাসন।

কোন ধাতুর দুই কর্ম্ম থাকিলে তাহা বিশেষতঃ দ্বিকর্ম্মক বলাযায়, যথা, (কোন ব্যক্তিকে কোন কথা) বলন।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্যে এবং কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ হয়।—কর্ত্তা সাক্ষাৎ যে ক্রিয়া করে তাহা কর্ত্তৃবাচ্য,† যথা, রাম শ্যামকে ধরিলেন। যে ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রধান রূপে উক্ত ও কর্ত্তৃকারকীয় রূপে ব্যক্ত হয় তাহা কর্ম্মবাচ্য,† যথা, শ্যাম (রাম কর্ত্তৃক) ধৃত হইলেন।

ধাতুর কর্ম্মবাচ্য রূপ সাধন।

বাঙ্গলা ক্তান্ত পদের উত্তর যাওন ধাতু যোগ করিলে কর্ম্মবাচ্য হয়, যথা, (কর্ত্তৃ বাচ্য) ধরণ, দেওন, জড়ান,—(কর্ম্ম বাচ্য) ধরা-যাওন, দেওয়া-যাওন, জড়ান-যাওন।

সংস্কৃত মূলক ধাতু সংস্কৃত ধাতুর ক্তান্ত পদে হওন ধাতু যোগ দ্বারাও কর্ম্মবাচ্য হয়, যথা, (কর্ত্তৃ বাচ্য) ধরণ, (কর্ম্ম বাচ্য) ধৃত-হওন বা ধরা-যাওন।

কতক গুলি অন ভাগান্ত ধাতু পড়ন ধাতুর যোগেও কর্ম্মবাচ্য হইয়া থাকে, যথা, ধরাপড়ন।

---

* এই ন কখন২ ণ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়। সন্ধির ২০ সূত্র দেখ।

† অথবা যে ক্রিয়ার কর্ত্তা প্রথমা বা কর্ত্তৃকারকীয় রূপে ও কর্ম্ম কর্ম্মরূপে প্রকাশিত থাকে, তাহা কর্ত্তৃবাচ্য, এবং যে ক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা করণ রূপে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত থাকে, ও কর্ম্ম উক্ত হইয়া কর্ত্তার ন্যায় কর্ত্তৃকারকীয় বা প্রথমা রূপে ব্যক্ত হয় তাহা কর্ম্মবাচ্য।

যে ক্রিয়াপদে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম স্বয়ম্ সিদ্ধ এমত বুঝায় তাহা ঢঘ—বাচ্য, যথা, তাহার পা ভাঙ্গিয়াছে, আমার কাপড় খসিয়াগেল।

অকর্ম্মক ধাত্তর বাঙ্গলা ক্তান্ত পদে যাওন ধাত্তর প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষার্থক রূপ যোগ করিলে, এবং সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক ধাত্তর ঐ পদে হওন ধাত্তর উক্ত রূপ যুক্ত হইলে, ঐ সংযুক্ত ক্রিয়াপদ কর্ত্তার সম্পর্ক বিনা মূল ক্রিয়ার শুদ্ধ ভাব অর্থাৎ সম্পন্নতা মাত্র বুঝায়, অতএব এমত ক্রিয়াপদকে ভাববাচ্য বলাগিয়াথাকে, যথা, এ পথে চলা যায় না, আর দাঁড়ান যাইতে পারে না, বসা যাউক, তাহার নাওয়া হইয়াছে, খাওয়া হইয়াছে, এবং কাপড় পরাও হইল*।

সকর্ম্মক ধাত্তর ক্তান্ত পদের উত্তর আছি ধাত্তর প্রথম পুরষীয় অপকর্ষার্থক রূপ যুক্ত হইলে ঐ দুই ক্রিয়া পদ এক প্রকার ভাববাচ্য হইলেও তত্তৎ অর্থ এক প্রকার পৃথক্ থাকে, অর্থাৎ ক্তান্ত পদ স্বকীয়ার্থ বোধক হয় ও আছি মূল ক্রিয়ার কর্ম্ম পদে বোধ্য বস্তুর বর্ত্তন বুঝায়। এবং এমত সংযুক্ত ক্রিয়া পদের প্রকৃত কর্ত্তা সম্বন্ধ কারকীয় রূপে প্রকাশিত বা উহ্য হয়, যথা, তাহা (আমার) দেখা আছে, রঘুবংশের অধিকাংশ আমার পড়া আছে।

ণ্যন্ত ধাতু।

যে ক্রিয়ার কার্য্য একে অন্যকে করায়. তাহার নাম (সংস্কৃতে, অতএব বাঙ্গলাতেও) ণ্যন্ত, যথা, আমি তোমাকে লিখাইব ও পড়াইব।

আবশ্যক মতে ণ্যন্ত ক্রিয়াও কর্ম্মবাচ্য রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তিনি অদ্য এই পুষ্করিণীর মৎস্য ধরাইবেন, অদ্য এই পুষ্করিণীর মৎস্য ধরাণযাইবে।

---

* এস্থলে জানা কর্ত্তব্য যে যাওন ধাত্তর যোগে নিষ্পন্ন উক্ত রূপ ভাববাচ্য ক্রিয়া পদ প্রকৃত রূপে উত্তম বা প্রথম পুরুষীয়,—অর্থাৎ এ পথে চলাযায়না বলিলে এই বুঝায় যে এ পথে আমি কিম্বা অন্য লোক চলিতে পারে না। এবং আর দাড়াঁন যাইতে পারেনা, ইহার প্রকৃত ভাব আমি আর দাঁড়াইতে পারিনা। পরন্তু, হওন ধাত্ত যোগে নিষ্পন্ন উক্ত রূপ ভাববাচ্য ক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা ষষ্ঠ্যন্ত রূপে কখন প্রকাশিত কখন বা উহ্য থাকে,—অর্থাৎ তাঁহার খাওয়া হইয়াছে এই বাক্যের ভাবে তিনি খাইয়াছেন এমত বুঝায়।

ধাতুর ঞ্যন্ত রূপ সাধন।

অন ভাগান্ত ও ওন ভাগান্ত ধাতু (কর্ত্তৃ বা কর্ম্ম বাচ্য হউক) অন্ত্য নকারের পূর্ব্বে আকার স্থাপন দ্বারা ঞ্যও হয়, যথা, ধরণ, যাওন, ধরা-যাওন, ধৃত-হওন,—(ঞ্যন্ত) ধরাণ, যাওযান, ধরাযাও-যান, ধৃত-হওযান।

ঞ্যন্ত ক্রিয়ার যে আকার তাহাই স্বভাবতঃ দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ ক্রিয়ার হওয়াতে, ঐ শ্রেণিস্থ অর্থাৎ আন ভাগান্ত ক্রিয়া ঞ্যন্ত-রূপে রূপান্তর হইতে পারেনা, অতএব, আন ভাগান্ত ক্রিয়ার ঞ্যন্তরূপ করা আবশ্যক হইলে ঐ ধাতুর স্বার্থে যেমন রূপ হইত তাহাই থাকে, কিন্তু ঐ ক্রিয়া যাহাকে করাণ যায় তাহার কর্ম্ম-কারকীয়রূপের উত্তর দিয়া ব্যবহার করাযায়, যথা, কোন ব্যক্তিকে দিয়া নুটিকত দড়ি পাকাও।

যে ধাতুর প্রথম হল ই কিম্বা উ যুক্ত হয়, তাহা ঞ্যন্ত হইলে ঐ ই-কার এ-কারে, এবং উ-কার ও-কারে বিকল্পে পরিবর্ত্ত করে, যথা,—

শুদ্ধধাতু।	ঞ্যন্তধাতু.
লিখন	লিখান বা লেখান
ফুটন	ফুটান বা ফোটান

প্রথম হলে অকার যুক্ত থাকে এমত অকর্ম্মক ধাতু কখনঽ কেবল ঐ অকারকে আকারে পরিবর্ত্ত করিয়া সকর্ম্মক বা কদাচিৎ ঞ্যন্ত হয়, যথা—

অকর্ম্মক।	সকর্ম্মক।
পড়ন	পাড়ন
জ্বলন	জ্বালন
চলন	চালন
লড়ন	লাড়ন

সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক শব্দে করণ বা অন্য ধাতু যোগদ্বারা নিষ্পন্ন হয় যে সংযুক্ত ধাতু তাহা কেবল ঐ করণ অথবা অন্য যে ধাতু অন্তে যুক্ত থাকে তাহা ঞ্যন্তরূপে রূপান্তর করিলে ঞ্যন্ত হয়, যথা, (শুদ্ধ ধাতু) অবস্থিতি-করণ; (ঞ্যন্ত) অবস্থিতি-করাণ।

কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার ক্তান্তভাগ ণ্যন্ত করিলে সমুদয় ক্রিয়াপদ কর্ম্মবাচ্যে ণ্যন্ত হয়, এবং শেষভাগ ণ্যন্ত করিলে কর্ত্তৃবাচ্যে ণ্যন্ত হয়, যথা, ধরাণযাওন, ধারিত হওন; ধরা যাওয়ান॥

প্রত্যেক কালীয় ক্রিয়াপদ (সর্ব্বনামের ন্যায়) প্রথম, মধ্যম, এবং উত্তম পুরুষীয় হওয়াতে তিনপ্রকার হইয়াছে।

ধাতুপদে তদ্‌বোধ্য কার্য্যের করণ বা হওন টী মাত্র বোধ হয়, অর্থাৎ তাহা কোন্ পুরুষীয় এবং কোন্ কালীয় তাহা বুঝায়না, এবং তৎকর্ত্তা ও তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষাদিও প্রকাশ পায় না, পরন্তু ঐ ধাতুতে বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন হয় যে ক্রিয়াপদ তাহা সমাপক হইলে তাহাতে কাল, পুরুষ, ও তৎকর্ত্তার উৎকর্ষ অপকর্ষাদির আভাস পাওয়া যায়, যথা, করিলেন পদ প্রথম পুরুষীয় ও ভূতকালীয় এবং তৎকর্ত্তার উৎকর্ষ বোধক। কিন্তু অসমাপক হইলে এবং অন্য সমাপক ক্রিয়াপদ সংযোগে ব্যবহৃত না হইলে পুরুষ ও কালাদির আভাস পাওয়া যায় না, যথা, শুদ্ধ করিতে পদ কোন্ পুরুষীয় ও কালীয় তাহা কিছুই বুঝায় না, কিন্তু করিতেপারেন বলিলে তাহা বর্ত্তমান কালীয় ও প্রথম পুরুষীয় ইহা বুঝায়।

অসমাপক ক্রিয়াপদ চতুন্, ক্ত্বাচ্, ক্তান্তপদ, ও কর্ত্তৃবোধক ইত্যাদি, যেহেতু ঐ রূপ ক্রিয়াপদে কোন সমাপক ক্রিয়াপদ যোগ না করিলে শ্রোতার জিজ্ঞাসার অপেক্ষা থাকে, এবং বক্তারও বাক্যশেষ হয়না।

চতুম্, ক্ত্বাচ্, ও ক্ত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃতে যে সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, তাহা ক্রমে চতুম্, ক্ত্বাচ্, ও ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ বলাযায়। বাঙ্গলাতে ঐ রূপ পদের অর্থবোধক পদ সকলের বিশেষ নাম না থাকাতে তাহাও সংস্কৃতানুরূপ চতুম্, ক্ত্বাচ্, ও ক্ত প্রত্যয়ান্ত বলা যায়। অপিচ ঐ উক্ত-রূপ বাঙ্গলাপদ সকল যেং প্রত্যয় সংযোগে নিষ্পন্ন তৎপ্রত্যয়ান্ত বলিলেও হয়।

যে পদ শব্দের ন্যায় রূপকরাযায় অথচ ক্রিয়াবোধক হয় তাহার নাম ক্রিয়াবাচক শব্দ, যথা, করণ, করা, ইত্যাদি।

কাল (প্রধানতঃ) তিন।—ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান।—বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদদ্বারা বোধ হয় যে তদ্ধাতু বোধ্য কার্য্য এক্ষণে ক্রিয়মাণ, যথা, আমি করি; তুমি হও, তিনি লিখিতেছেন।

বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদ আবার দুইরূপ, সংযুক্ত ও অসংযুক্ত। সংযুক্ত ক্রিয়াপদ সর্ব্বত্রই প্রায় উক্ত প্রকার অর্থবোধক হয়, কিন্তু অসংযুক্ত ক্রিয়া পদ অনেক স্থলে অন্যার্থবোধক হয়, তাহা পরে লিখা যাইবে।

ভূত কাল প্রধানতঃ চারি প্রকার। শুদ্ধ ভূত, বর্ত্তমানসামীপ্যভূত অপূর্ণভূত, ও চিরভূত।

শুদ্ধ ভূত কালীয় ক্রিয়াপদদ্বারা তদ্বোধ্য কার্য্য অতীত কালে সম্পন্ন হইল, শুদ্ধ এই মাত্র বুঝায়, কিন্তু কেমত অতীত কালে সম্পন্ন তাহা বুঝায় না, যথা, করিলাম।

অপূর্ণভূত কালীয় ক্রিয়াপদদ্বারা বোধ হয় যে তদ্বোধ্য কার্য্য অপর ভূত কালীয় ক্রিয়ারদ্বারা নিবৃত্তি পর্য্যন্ত, অথবা তদারব্ধ কাল পর্য্যন্ত করাযাইতেছিল, যথা, আমি করিতেছিলাম, তিনি লিখিতেছিলেন।

বর্ত্তমান সামীপ্য ভূত কালীয় ক্রিয়াপদদ্বারা এই বোধ হয় যে তদ্বোধ্য কার্য্য অতীত কালে সম্পন্ন হইয়াও বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাহার সম্পর্ক আছে, যথা, আমি করিয়াছি, তিনি (এই পুস্তক) লিখিয়াছেন।

চির ভূত কালীয় ক্রিয়াপদ দ্বারা বোধ হয় যে তদ্বোধ্য কার্য্য অপর অতীত কালীয় ক্রিয়ারম্ভের পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াগিয়াছে, যথা, আমি করিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন।

ভবিষ্যৎ কালীয় ক্রিয়াপদদ্বারা তদ্বোধ্য কার্য্য আগামি কালে সম্পন্ন হইবে এমত বোধ হয়, যথা, আমি করিব, তিনি ধরিবেন।

আছি ধাতু সংস্কৃত অস্ ধাতুর ন্যায় কেবল বর্ত্তমান ও ভূত কালে রূপ করাযাওয়াতে, এবং অর্থাদিতেও তাহার সদৃশ হওয়াতে, বোধ হয় আছি অস্ধাতুরই বিকার। আছি-র রূপ, যথা,—

	বর্ত্তমান	ভূত।
আমি বা আমরা, মুই বা মোরা	আছি	আছিলাম* বা ছিলাম
তুমি বা তোমরা	আছ	আছিলে বা ছিলে
আপনি বা আপনারা	আছেন	আছিলেন বা ছিলেন
তুই বা তোরা	আছিস্	আছিলি বা ছিলি
ইনি, ইহাঁরা ইত্যাদি	আছেন	আছিলেন বা ছিলেন
এ, ইহারা ইত্যাদি	আছে	আছিল বা ছিল

---

* আছিলাম ইত্যাদি আকারাদি অতীত কালীয় পদ কেবল পদ্যেতে আবশ্যক-মতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধাতুর সংযুক্তরূপ সকল সাধনের উপদেশ।

অনেক নব্যভাষার ন্যায় বঙ্গভাষার ধাতুর রূপ কতক সংযুক্ত কতক অসংযুক্ত।—অসংযুক্তরূপ ধাতুর মূল-অংশে বিভক্তি যোগদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, সংযুক্তরূপ ধাতুর চতুম্ ও ক্ত্বাচ্ পদে আছি ও হওনাদি সাহায্যকারি ধাতুর রূপযোগে নিষ্পন্ন হয়। তাহা ধাতুরূপ দৃষ্টেই প্রকাশ পাইবে। তথাচ অধিক স্পষ্টতার নিমিত্তে বিশেষ রূপে বক্তব্য এই যে,—

কোন ধাতুর চতুম্পদে আছি-ধাতুর বর্ত্তমান কালীয় রূপসকল যোগ করিলে ঐ আদি ধাতুর বর্ত্তমান কালীয় সংযুক্তরূপ, এবং (আছি-র) অতীত কালীয় রূপযোগে ধাতুর অসম্পূর্ণ ভূতকালীয়রূপ সিদ্ধ হয়। আর ধাতুর ক্ত্বাচ পদে আছি ধাতুর বর্ত্তমান কালীয়রূপ যোগ করিলে বর্ত্তমানসামীপ্যভূত কালীয় রূপ হয়, এবং (আছি-র) অতীত কালীয়রূপ যোগে চিরভূত কালীয় পদ সকল নিষ্পন্ন হয়। পরন্তু এরূপ সংযোগে আছি ধাতুর আদি আকারের লোপ হইয়া থাকে, তাহা ধাতুরূপ দৃষ্টেই প্রকাশ পাইবে।

যে সকল ধাতুরূপ বর্ণনা করাগেল তাহা স্বার্থে। তদ্ভিন্ন কতকগুলি ধাতুরূপ স্বার্থাতিরেকে অনুজ্ঞা বোধক হয়,।—অনুজ্ঞা বোধক ধাতুরূপ-সকল ধাতুর মূল ভাগে বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা, ধাতুরূপ দৃষ্টেই প্রকাশ। আর কতক গুলি সংযুক্ত এবং অসংযুক্ত ক্রিয়াপদ আছে যাহা স্বার্থাতিরেকে এমত আভাস দেয় যে তত্তৎ কর্ত্তা তৎকার্য্য পুনঃপুনঃ করে, বা তাহা করা তাহার অভ্যাস আছে। কতিপয় ভূত কালীয় ক্রিয়াপদ স্বার্থাতিরেকে তত্তৎ কার্য্যের সম্পন্নতায় সন্দেহ বোধক হয়। কতকগুলি বিশেষ রূপে দ্বিরুক্তক্রিয়াপদ এমত বুঝায় যে তত্তদ্বোধ্য কার্য্য তত্তৎ কর্ত্তারা পরস্পরে করে, এমত ক্রিয়াপদের নাম ব্যতীহার। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক প্রকার সংযুক্ত ধাতু আছে, যাহার বর্ণনা সংযুক্ত ধাতু প্রকরণে করা যাইবে।

পৌনঃপুন্য বোধক ক্রিয়াপদাদির সাধন।

পৌনঃপুন্য বোধক ভূতকালীয় ক্রিয়াপদ ধাতুর মূলভাগে বিশেষ২ বিভক্তি যোগদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, যথা, করিতাম্ ইত্যাদি, এবং বর্ত্তমান কালীয়পদ ক্ত্বাচে থাকন ধাতুর বর্ত্তমান কালীয়রূপ সংযোগে নিষ্পন্ন, যথা, করিয়াথাকি।

সন্দেহার্থক ভূতকালীয় ক্রিয়াপদ ধাতুর ক্ত্বাচ্ পদে থাকন ধাতুর ভবিষ্যৎ কালীয় রূপ সংযোগে নিষ্পন্ন, যথা, করিয়া থাকিব।

ব্যতীহার বোধক ক্রিয়াপদ আকারান্ত বাঙ্গলা ক্রিয়াবাচক শব্দ দ্বিরুক্ত হইয়া এবং তাহার দ্বিতীয় শব্দের অন্ত্য আকার ইকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, যথা, মারামারি।

কর্ম্মবাচ্য, ভাববাচ্য, ও আর২ সংযুক্ত ধাতুর রূপ করিতে হইলে কেবল শেষ ধাতুর রূপ করা যায়। বাঙ্গলায় ধাতুরূপ সকল তত্তৎ কর্ত্তার লিঙ্গ ভেদে আর রূপান্তর হয় না, কেবল যে সংযুক্ত ক্রিয়াতে সংস্কৃত ক্তান্তপদ থাকে তাহা স্ত্রীলিঙ্গ বাচক কর্ত্তার অনুরোধে ঐ ক্তান্তপদে আকার যোগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ ধারণ করে মাত্র, যথা, সে বালক হত-হইয়াছে, সে বালিকা হতাহইয়াছে।

যেমন উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোধক অথবা সাধারণ সর্ব্বনাম আছে, তদ্রূপ এক২ পুরুষে বিশেষ২ ক্রিয়াপদ আছে যদ্দ্বারা তদীয়ার্থাতিরেকে তৎ কর্ত্তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রকাশ হয়, বা হয় না?

এক্ষণে জানা কর্ত্তব্য যে বক্তা আপনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কিছুই প্রায় প্রকাশ না করাতে, উত্তম পুরুষে এক কালের নিমিত্তে কেবল এক রূপ ক্রিয়াপদ আছে, যাহা কি সম্ভ্রান্ত কি অসম্ভ্রান্ত কি মধ্যম পদস্থ বক্তা মাত্রেই প্রায় সাধারণ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু বক্তা যখন আপনাকে সেজন বা এজনা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে, অথবা আপনাকে অতি নীচ জানাইবার নিমিত্তে অধীন দাস ইত্যাদি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে তখন প্রথম পুরুষীয় সাধারণ বা অনাদরসূচক ক্রিয়া-পদ ব্যবহার করে। ৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।

মধ্যম পুরুষে এক২ কালীয় ক্রিয়াপদ তিন প্রকার—অর্থাৎ ধাত্বর্থাতি-রেকে তৎ কর্ত্তার উৎকর্ষপ্রকাশক, অপকর্ষবোধক, অথবা কিছুরি প্রকাশক নয়।

এবং প্রথম পুরুষে এক কালীয় দুই প্রকার ক্রিয়াপদ ঐতিনের প্রকাশক হয়, অর্থাৎ এক ধাত্বর্থাতিরেকে তৎ কর্ত্তার উৎকর্ষ প্রকাশক বা অপ্রকাশক, অপর অপকর্ষ প্রকাশক বা অপ্রকাশক।

মধ্যম পুরুষীয় অপকর্ষবোধক ক্রিয়াপদ পরমেশ্বরের প্রতি ব্যবহার করিলে ঈশ্বরনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হয়।

প্রথম ও মধ্যম পুরুষীয় অপকর্ষসূচক ক্রিয়াপদ স্নেহপাত্র প্রতি প্রয়োগ করিলে বক্তার বক্তৃতার ভাবানুসারে অধিক স্নেহ প্রকাশ হয় যথা, আহা বাছা আমার খেটে২ খুন হইল। পৃষ্ঠা দেখ।

কিন্তু এই উৎকর্ষাদির প্রকাশ (শুদ্ধ) ধাতুর দ্বারা হয় না, যেহেতু

তাহাতে না কাল, পুরুষ ও সংখ্যার প্রকাশ, না উৎকর্ষাপকর্ষাদি কিছুরি আভাস আছে, কিন্তু কেবল বিভক্তি যোগ দ্বারা ঐ সকলের প্রকাশ হয়। অতএব বিভক্তিই ঐ সকলের সূচিকা বলিতে হইবে।

বাঙ্গলায় একবচন বহুবচন ভেদে ক্রিয়াপদের রূপান্তর হয় না, এক রূপ ক্রিয়াপদই তৎ কর্ত্তার সংখ্যানুসারে এক বা বহুবচনীয়ার্থবোধক হয়,। অতএব এক বিভক্তিই প্রয়োগ বিশেষে এক বচনীয়া ও বহুবচনীয়া।

আন ভাগান্ত এবং ওন ভাগান্ত ধাত্তর বিভক্তি সকল প্রায় সর্ব্বত্র এক প্রকার। অন ভাগান্ত ধাত্তর কোন২ বিভক্তি ঐ সকল হইতে ভিন্ন।

ধাত্তর বিভক্তি সকল পৃথক্ রূপে অভ্যাস অত্যায়াসসাধ্য অথচ অত্যল্প ফলদায়ক হওন বোধে পৃথক্ রূপে দেখান গেলনা, তথাপি ছাত্রকে পৃথক রূপে দর্শান মানসে আন ভাগান্ত আর ওন ভাগান্ত ধাত্তর রূপে তত্তৎ মূলাংশ ও বিভক্তির মধ্যে-এই রূপ চিহ্ন স্থাপন দ্বারা উভয়কে পৃথক্ করা ও রাখা গিয়াছে। অন ভাগান্ত ধাত্তর মূল অংশ হসন্ত হওয়াতে ও স্বরাদি বিভক্তি সকল স্ব২ সাঙ্কেতিক রূপে তাহাতে সংযুক্ত হওয়াতে, তদুভয়কে উক্ত রূপে পৃথক্ রাখিতে পারাগেল না, কিন্তু মূলাংশকে উপরে পৃথক্ রূপে দেখান গিয়াছে, অতএব ঐ অংশের অতিরিক্ত বা তাহাতে যুক্ত যে ভাগ তাহাই বিভক্তি এই বোধে প্রথম শ্রেণিস্থ ধাত্তরূপ সকল দৃষ্টি করিলে তদীয় বিভক্তিসকল অনায়াসে জানা যাইবে।

প্রাগুক্ত তিন শ্রেণিস্থ ধাত্তর কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্যের সকল প্রকার রূপ পৃথক্ স্থানে দর্শাইলে ছাত্রের পক্ষে অসুগম হইবে ইত্যাশঙ্কায় ঐ সকল প্রকার (ধাত্ত) রূপকে চারি শ্রেণিতে দেখান গেল। তাহার প্রথম শ্রেণিতে অন ভাগান্ত ধাত্তর কর্ত্তৃবাচ্য রূপ সকল দর্শিত হইল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে আন ভাগান্ত ধাত্তর রূপ এবং তদ্দ্বারা সকল প্রকার ধাত্তর ণ্যন্তরূপও দেখান গেল। তৃতীয় শ্রেণিতে হওন ধাত্তর রূপ করণদ্বারা ওন ভাগান্ত ধাত্তর রূপ, এবং তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত ক্তান্ত পদ যোগদ্বারা দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মবাচ্য ধাত্তর রূপও করাগেল। এবং চতুর্থ শ্রেণিতে বাঙ্গলা ক্তান্ত পদের পর যাওন ধাত্তর রূপ হওয়াতে প্রথম বা সাধারণপ্রকার কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়া পদের রূপ, অথচ যাওন ধাত্তর রূপ দেখান হইয়াছে, এতাবতা শিক্ষক এক পৃষ্ঠায় সকল প্রকার ধাত্তর এক২ প্রকার রূপ দেখিতে পাইবেন অথচ ভিন্ন২ ধাত্তর এক কাল ও এক প্রকার রূপ সম্বন্ধীয় বিভক্তি সমূহ মধ্যে যে বিভিন্নতা তাহাও জানিতে পারিবেন। অপিচ যে বিভক্তি যোগে যে২ রূপ যেরূপে নিষ্পন্ন হইল তাহাও বুঝিবেন।

এতদ্ভিন্ন যে২ প্রকার ধাত্তর যে রূপসম্বন্ধে বিশেষরূপে কিছু বক্তব্য, সেই রূপকে একাদি সংখ্যাবাচক অঙ্কে অঙ্কিত করিয়া তদ্বিশেষ বিবরণ টীকারূপে নিম্নে লিখিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সূচনার্থ তাহাও ঐ অঙ্কে অঙ্কিতকরা গেল।

ধাত্তুৰূপ।

প্রথম শ্রেণিস্থ, কর্ত্তৃবাচ্য			দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ, কর্ত্তৃবাচ্য			তৃতীয় শ্রেণিস্থ, কর্ম্মবাচ্য				
ধাত্তু,	মূল ভাগ	ইৎ ভাগ	ধাত্তু	মূল—ইৎ ভাগ		ধাত্তু	মূল—ইৎভাগ		ধাত্তু	মূল—ইৎ ভাগ
করণ	কর্	অণ	করাণ	করা	ণ	কৃত-হওন,	কৃত-হ	ওন	কর্-যাওন,	করা-যা ওন

বর্ত্তমান কাল একবচন ও বহুবচন।

		মূলভাগ বিভক্তি	মূলভাগ বিভক্তি	মূলভাগ বিভক্তি	মূলভাগ বিভক্তি
১	সাধারণ	করি	করা-ই	কৃত-হ-ই	করা-যা-ই
২	সাধারণ	কর	করা-ও	কৃত-হ-ও	করা-যা-ও
	উৎকর্ষার্থক	করেন	করা-ন	কৃত-হ-ন ৪	করা-যা-ন ৪
	অপকর্ষার্থক	করিস্	করা-ইস্	কৃত-হ-ইস	করা-যা-ইস্
৩	সাধারণ বা উৎকর্ষার্থক	করেন	করা-ন	কৃত-হ-ন ৪	করা-যা-ন ৪
	অপকর্ষার্থক	করে	করা-য়	কৃত-হ-য়	করা-যা-য়

১ উত্তম পুরুষীয় ক্রিয়াপদ সমূহের কর্ত্তা আমি বা আমরা (এবং মুই বা মোরা), ২ মধ্যম পুরুষীয় সাধারণ ক্রিয়াপদের কর্ত্তা তুমি বা তোমরা, উৎকর্ষার্থক ক্রিয়া পদের কর্ত্তা আপনি বা আপনারা, এবং অপকর্ষার্থক ক্রিয়া পদেরকর্ত্তা তুই বা তোরা, ৩ প্রথম পুরুষীয় সাধারণ বা উৎকর্ষার্থক ক্রিয়া পদের কর্ত্তা ইনি, উনি, তিনি, বা ইহাঁরা, উহাঁরা, তাঁহারা; ও অপকর্ষার্থক ক্রিয়া পদের কর্ত্তা এ, ও, সে, বা ইহারা, উহারা, তাহারা ইত্যাদি এস্থলে উহ্য, অথবা ঐ সকল সর্ব্বনাম যে শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় ক্রমে তাহা। ৪ লিখনে কখনং এই ন স্থলে য়েন ব্যবহার করাযায়, যথা, হয়েন, যায়েন, লয়েন।

বর্ত্তমান কাল (সংযুক্ত রূপ)॥

১	করিতে-ছি	করাইতে-ছি	কৃত-হইতে-ছি	করা-যাইতে-ছি
২	করিতে-ছ	করাইতে-ছ	কৃত-হইতে-ছ	করা-যাইতে-ছ
	করিতে-ছেন	করাইতে-ছেন	কৃত-হইতে-ছেন	করা-যাইতে-ছেন
	করিতে-ছিস্	করাইতে-ছিস্	কৃত-হইতে-ছিস্	করা-যাইতে-ছিস্
৩	করিতে-ছেন	করাইতে-ছেন	কৃত-হইতে-ছেন	করা-যাইতে-ছেন
	করিতে-ছে	করাইতে-ছে	কৃত-হইতে-ছে	করা-যাইতে-ছে

শুদ্ধ ভূতকালীয় পদ॥

১	করিলাম ৫	করা-ইলাম	কৃত-হ-ইলাম	করা-গেলাম
২	করিলে ৬	করা-ইলে	কৃত-হ-ইলে	করা-গেলে
	করিলেন ৬	করা-ইলেন ৬	কৃত-হ-ইলেন ৬	করা-গেলেন ৬
	করিলি	করা-ইলি	কৃত-হ-ইলি	করা-গেলি
৩	করিলেন ৬	করা-ইলেন ৬	কৃত-হ-ইলেন ৬	করা-গেলেন ৬
	করিল	করা-ইল	কৃত-হ-ইল	করা-গেল

৫—১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

৬ পদ্যেতে আবশ্যক মতে এই ইলে ও ইলেন প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে ইলা ব্যবহার করাগিয়া থাকে, যথা, "তুমিতাহে আজ্ঞা দিলা আপনি যেমন। আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর"॥ অর্থাৎ দিলেন ও রচিলেন বলার পরিবর্ত্তে দিলা ও রচিলা ব্যবহার করাগিয়াছে।

অপূর্ণ ভূতকালীয় পদ ॥

১	করিতে-ছিলাম [৭]	করাইতে-ছিলাম	কৃত-হইতে-ছিলাম	করা-যাইতে-ছিলাম
২	করিতে-ছিলে	করাইতে-ছিলে	কৃত-হইতে-ছিলে	করা-যাইতে-ছিলে
	করিতে-ছিলেন	করাইতে-ছিলেন	কৃত-হইতে-ছিলেন	করা-যাইতে-ছিলেন
	করিতে-ছিলি	করাইতে-ছিলি	কৃত-হইতে-ছিলি	করা-যাইতে-ছিলি
৩	করিতে-ছিলেন	করাইতে-ছিলেন	কৃত-হইতে-ছিলেন	করা-যাইতে-ছিলেন
	করিতে-ছিল	করাইতে-ছিল	কৃত-হইতে-ছিল	করা-যাইতে-ছিল

বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতকালীয় পদ ॥

১	করিয়া-ছি	করাইয়া-ছি	কৃত-হইয়া-ছি	করা-গিয়া-ছি
২	করিয়া-ছ	করাইয়া-ছ	কৃত-হইয়া-ছ	করা-গিয়া-ছ
	করিয়া-ছেন	করাইয়া-ছেন	কৃত-হইয়া-ছেন	করা-গিয়া-ছেন
	করিয়া-ছিস্	করাইয়া-ছিস্	কৃত-হইয়া-ছিস্	করা-গিয়া-ছিস্
৩	করিয়া-ছেন	করাইয়া-ছেন	কৃত-হইয়া-ছেন	করা-গিয়া-ছেন
	করিয়া-ছে	করাইয়া-ছে	কৃত-হইয়া-ছে	করা-গিয়া-ছে

৭—১১২পৃষ্ঠা দেখ।

চিরভূতকালীয় পদ।

১	করিয়া-ছিলাম	করাইয়া-ছিলাম	কৃত-হইয়া-ছিলাম	করা-গিয়া-ছিলাম
২	করিয়া-ছিলে	করাইয়া-ছিলে	কৃত-হইয়া-ছিলে	করা-গিয়া-ছিলে
	করিয়া-ছিলেন	করাইয়া-ছিলেন	কৃত-হইয়া-ছিলেন	করা-গিয়া-ছিলেন
	করিয়া-ছিলি	করাইয়া-ছিলি	কৃত-হইয়া-ছিলি	করা-গিয়া-ছিলি
৩	করিয়া-ছিলেন	করাইয়া-ছিলেন	কৃত-হইয়া-ছিলেন	করা-গিয়া-ছিলেন
	করিয়া-ছিল	করাইয়া-ছিল	কৃত-হইয়া-ছিল	করা-গিয়া-ছিল

ভবিষ্যত্।

১	করিব	করা-ইব	কৃত-হ-ইব	করা-যা-ইব
২	করিবে ৮	করা-ইবে ৮	কৃত-হ-ইবে ৮	করা-যা-ইবে ৮
	করিবেন	করা-ইবেন	কৃত-হ-ইবেন	করা-যা-ইবেন
	করিবি	করা-ইবি	কৃত-হ-ইবি	করা-যা-ইবি
৩	করিবেন	করা-ইবেন	কৃত-হ-ইবেন	করা-যা-ইবেন
	করিবে ৯	করা-ইবে	কৃত-হ-ইবে	করা-যা-ইবে

---

৮ মধ্যম পুরুষীয় ইবে বিভক্তির পরিবর্ত্তেকখন২ ইবা ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, করিবা, করাইবা, কৃতহইবা করাযাইবা;—কিন্তু এপ্রকার পদ তাদৃক্ সুশ্রাব্য নয়। ৯ প্রথম পুরুষীয় ইবে বিভক্তিতে কখন২ লিখনে স্বার্থে ক যুক্ত হয়, যথা, করিবে বা করিবেক ইত্যাদি।

অনুজ্ঞা।

বর্ত্তমান।

১	করি	করা-ই	কৃত-হ-ই	করা-যা-ই
২	কর ১০	করা-ও	কৃত-হ-ও১০	করা-যা-ও১০
	করুন	করা-উন	কৃত-হ-উন	করা-যা-উন
	কর্	করা	কৃ-ত-হ	করা-যা
৩	করুন	করা-উন	কৃত-হ-উন	করা-যা-উন
	করুক	করা-উক	কৃত-হ-উক	করা-যা-উক

(অনুজ্ঞা) ভবিষ্যৎ।

২	সাধারণ	করিও	করা-ইও	কৃত-হ-ইও	করা-যা-ইও
	উৎকর্ষার্থক	করিবেন	করা-ইবেন	কৃত-হ-ইবেন	করা-যা-ইবেন
	অপকর্ষার্থক	করিস্	করা-ইস্	কৃত-হইস্	করা-যাইস্

---

১০ পদ্যেতে কখন২ মধ্যম পুরুষীয় সাধারণ অনুজ্ঞা পদে, প্রথম শ্রেণিস্থ ধাতুর উত্তর হ যুক্ত হয়, তৃতীয় শ্রেণিস্থ ধাতুর ও-কারের পরিবর্ত্তে হ-কার ব্যবহৃত হয়, কর-হ, বলহ, দেহ, যাহ, লহ।

পৌনঃপুন্য বোধক বর্ত্তমান কালীয় পদ।

১	করিয়া-থাকি	করাইয়া থাকি	কৃত-হইয়া-থাকি*	করা-গিয়া-থাকি*
২	করিয়া-থাক	করাইয়া-থাক	কৃত-হইয়া-থাক	করা-গিয়া-থাক
	করিয়া-থাকেন	করাইয়া-থাকেন	কৃত-হইয়া-থাকেন	করা-গিয়া-থাকেন
	করিয়া-থাকিস্	করাইয়া-থাকিস্	কৃত-হইয়া-থাকিস্	করা-গিয়া-থাকিস্
৩	করিয়া-থাকেন	করাইয়া-থাকেন	কৃত-হইয়া-থাকেন	করা-গিয়া-থাকেন
	করিয়া-থাকে	করাইয়া-থাকে	কৃত-হইয়া-থাকে	করা-গিয়া-থাকে

অতীত কাল।

১	করি-তাম	করা-ইতাম	কৃত-হ-ইতাম	করা-যা-ইতাম
২	করিতে ৯	করা-ইতে	কৃত-হ-ইতে	করা-যা-ইতে
	করিতেন	করা-ইতেন	কৃত-হ-ইতেন	করা-যা-ইতেন
	করিতিস্	করা-ইতিস্	কৃত-হ-ইতিস্	করা-যা-ইতিস্
৩	করিতেন	করা-ইতেন	কৃত-হ-ইতেন	করা-যা-ইতেন্
	করিত	করা-ইত	কৃত-হ-ইত	করা-যা-ইত

---

* এই রূপ ক্রিয়াপদ সচরাচর ব্যবহার করা যায় না।

৯ গদ্যে ও পদ্যে ইতে স্থলে কখন২ ইতা লিখিত হয়, এবং পদ্যে মধ্যম পুরুষীয় ইতেন্ বিভক্তির পরিবর্ত্তে আবশ্যক মতে ইতা ব্যবহৃত হয়, যথা, করিতে ও করিতেন স্থলে করিতা লিখাযায়।

সন্দেহার্থক ভূতকালীয় ক্রিয়াপদ।

১	করিয়া-থাকিব	করাইয়া-থাকিব	কৃত-হইয়া-থাকিব	করা-গিয়া-থাকিব
২	করিয়া-থাকিবে	করাইয়া-থাকিবে	কৃত-হইয়া থাকিবে	করা-গিয়া-থাকিবে
	করিয়া-থাকিবেন	করাইয়া-থাকিবেন	কৃত-হইয়া-থাকিবেন	করা-গিয়া-থাকিবেন
	করিয়া-থাকিবি	করাইয়া-থাকিবি	কৃত-হইয়া-থাকিবি	করা-গিয়া-থাকিবি
৩	করিয়া-থাকিবেন	করাইয়া-থাকিবেন	কৃত-হইয়া-থাকিবেন	করা-গিয়া-থাকিবেন
	করিয়া-থাকিবে	করাইয়া-থাকিবে	কৃত-হইয়া-থাকিবে	করা-গিয়া-থাকিবে

অসমাপক ক্রিয়া পদ।

করিলে	করা-ইলে	কৃত-হইলে	করা-গেলে

চত্তম্

করিতে	করা-ইতে	কৃত-হ-ইতে	করা-যা-ইতে

ক্ত্বাচ্।

করিয়া	করা-ইয়া	কৃত-হ-ইয়া	করা-গিয়া
করতঃ			

ক্রিয়াবাচক শব্দ।

করণ	করা-ন	কৃত-হ-ওন	করা-যা-ওন
করা		কৃত-হ-ওয়া	করা-যা-ওয়া
করিবা	করা-ইবা	কৃত-হ-ইবা	করা-যা-ইবা

কর্তৃবোধক।

করনিয়া করিয়ে	করা-নিয়া

অসর্ব্বরূপধাতু।

কএকটি ধাতু বা ক্রিয়া আছে যাহার সকল প্রকার রূপ হয় না অথবা ব্যবহার নাই, যথা, আছি ধাতুর কেবল বর্ত্তমান কালীয় অসংযুক্ত রূপ, ও শুদ্ধ ভূত কালীয় রূপ বই আর নাই (১১২ পৃষ্ঠা দেখ,)। বটি ধাতুর কেবল বর্ত্তমান কালীয় অসংযুক্ত রূপ আছে, যথা, ১ বটি, ২ বট, বটেন, বটিস্, ৩ বটেন, বটে। বটে কখনং সকল পুরুষেই ব্যবহৃত হয়, যথা, আমি এমনি মন্দ বটে, তুমি এমনি পাষণ্ডই বটে, ইহা এমনি বটে, তিনি এমনি বটে। থাকন ধাতুর বর্ত্তমান সামীপ্য ভূত,ও চির ভূতকালীয় রূপের ব্যবহার নাই। আবশ্যক মতে রহন ধাতুর অথবা আছি ধাতুর অতীত কালীয় ঐ সকল রূপ ব্যবহারদ্বারা কার্য্য সারা হয়।

অনিয়মিতরূপ ধাতু।

আইসন (বা আসন) ধাতুর স্বার্থে এবং অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান কালীয় অসংযুক্ত রূপ নিম্ন লিখিত রূপ, যথা,—

	স্বার্থসূচক।	অনুজ্ঞা বোধক।
১	আসি	আসি
২	আইস	আইস
	আইসেন বা আসেন	আইসুন বা আসুন
	আসিস্	আয়
৩	আইসেন বা আসেন	আইসুন বা আসুন
	আইসে বা আসে	আইসুক বা আসুক

শুদ্ধ ভূত কালীয় রূপে, এবং ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াবাচকশব্দে আইসনের ই কিম্বা সি লুপ্ত হয়, যথা,—

১	আসিলাম বা আইলাম	৩	আসিলেন বা আইলেন
২	আসিলেন বা আইলেন		আসিল বা আইল
	আসিলে বা আইলে		
	আসিল বা আইল		

আর২ রূপে আইসনের ই লুপ্ত হয় মাত্র।

দেওন ও নেওন ধাতুর 'স্বার্থিক বর্ত্তমান কালীয় (অসংযুক্ত) রূপ, এবং অনুজ্ঞার রূপ নিম্ন লিখিত রূপে হয়, যথা,—

স্বার্থিক—বর্ত্তমান।

১	দেই বা দি*	নেই বা নি*
২	দেও†	নেও†
	দেন	নেন
	দিস্	নিস্
৩	দেও	নেও
	দেয়	নেয়

অনুজ্ঞা বর্ত্তমান।

১	দেই বা দি*	নেই বা নি*
২	দেও†	নেও†
	দেউন বা দিউন	নেউন বা নিউন
	দে	নে
৩	দেউন বা দিউন	নেউন বা নিউন
	দেউক বা দিউক	নেউক বা নিউক

ভবিষ্যৎ।

দিও	নিও
দিবেন‡	নিবেন‡
দিস্	নিস্

ক্রিয়াবাচক শব্দ।

দেওন, দেওয়া। নেওন, নেওয়া।

কর্ত্তৃবোধক॥

দেওনিয়া। নেওনিয়া।

---

* দেওন ও নেওন ধাতুর ই-কারাদি রূপ বর্দ্ধমান, হুগলি, কলিকাতা ও তত্তদন্তঃপাতি স্থানে ব্যবহৃত।

† দেও পদকে কতিপয় লোকে দ্যাও লিখিয়াথাকেন, এবং সকলেই প্রায় দেও-কে দ্যাও, ও নেও-কে ন্যাও কহিয়া থাকেন।

দেওন ও নেওন ধাতুর আর২ রূপ দেওনের দ্ ভাগে ও নেওনের ন্ ভাগে বিভক্তি যোগদ্বারা নিষ্পন্ন, যথা,—

শুদ্ধ ভূতকাল।

দ্+ইলাম=দিলাম ইত্যাদি।	ন্+ইলাম=নিলাম ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ।

দ্+ইব=দিব*	ন্+ইব=নিব*

চত্তম্।

দ্+ইতে=দিতে	ন্+ইতে=নিতে

ক্ত্বাচ্।

দ্+ইয়া=দিয়া	ন্+ইয়া=নিয়া

ক্রিয়াবাচক শব্দ।

দ্+ইবা=দিবা	ন্+ইবা=নিবা

নেওন সংস্কৃত নী-এও ধাতু হইতে, ও লওন (সংস্কৃ) লা ধাতু হইতে উৎপন্ন, লওন ধাতু-র রূপ নিয়মিত রূপে ও নেওন ধাতুর রূপ অনিয়মিত রূপে হয়। কিন্তু যাহারা সংস্কৃত না জানে তাহারা লওন ও নেওন ধাতুর রূপ গোলমাল করিয়া একাকার করে।

তৃতীয় শ্রেণিস্থ ধাতুর প্রথম হলে উ কিম্বা ও যুক্ত থাকিলে আর২ অবস্থায় উ তদবস্থ থাকে, এবং ও উ হয়, কিন্তু নিম্ন লিখিত কএক রূপে উ ও হয়, যথা, ॥

---

‡ কথোপকথনে (ইবি ভিন্ন) ইব আদি ভবিষ্যৎ প্রত্যয়ের ও ইবা প্রত্যয়ের ই এ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—

১	দেব	নেব
২	দেবে	নেবে
	দেবেন	নেবেন
	দিবি	নিবি
৩	দেবে	নেবে
	দেবেন	নেবেন

ধাতু—ধুওন বা ধোওন ॥
স্বার্থিক—বর্ত্তমান ॥

তুমি ধোও, আপনি ধোন বা ধোয়েন
ইনি ধোন বা ধোয়েন, এ ধোয় ॥

অনুজ্ঞা—বর্ত্তমান।

তুই ধো, তুমি ধোও ॥

ক্রিয়াবাচক শব্দ—ধোওয়া ॥

পিওন ধাতুর আর সকল রূপ নিয়মিত রূপে হয়, কেবল ক্তান্ত পদ, ও দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ, মধ্যম পুরুষীয় সাধারণ ও অপকর্ষসূচক অনুজ্ঞা পদ অনিয়মিত রূপে হয়, যথা,—পেয়া, পেও, পে ॥

বিবেচনা।
হওন ও যাওন ধাতু।

বর্দ্ধমান অঞ্চলস্থ লোক যাওন ধাতুর রূপ নিয়মিত রূপেই প্রায় করিয়া থাকে, যথা, গিয়া না বলিয়া সচরাচর যাইয়া বলে।

পদ্যেতে যাওন ধাতুর নিয়মিত ও অনিয়মিত উভয় রূপই ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

যাওন ধাতুর সংস্কৃত ক্তান্ত পদ যাত, বাঙ্গলা যাওয়া।—যাত বাঙ্গলায় প্রচলিত না থাকাতে তৎ পরিবর্ত্তে (গম্ ধাতুর ক্তান্ত পদ) গত ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, তিনি গত। যা গত তা গত প্রত্যাগত না হবে। কি জানি আগামি কালে রবে কি না রবে।—যাওয়া সচরাচর ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, (সেখানে যাবে কি না? উত্তর) যাওয়া যাবে এত তাড়াতাড়ি কি?।

হওন ধাতুর ক্তান্ত পদ হওয়া ভাববাচ্যেই প্রায় ব্যবহায় করাগিয়া থাকে, যথা, এত নির্দয় হওয়াযাইতে পারেনা। হওন সংস্কৃত মূলক না হওয়াতে তাহার সংস্কৃত ক্তান্তপদ নাই, ভূ ধাতুর ক্তান্ত পদ ভূত পূর্ব্ববর্ত্তি সংস্কৃত শব্দ সংযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, মূলীভূত, ঘণীভূত, মহাকুলসম্ভূত, ইত্যাদি।

বর্ত্তমানকালীয় ক্রিয়াপদ।

অতীত কালীয় ঘটনা বর্ণনে কখন অতীত কালীয় ক্রিয়াপদ কখন বা তৎ পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাযায়, যথা, সন্ন্যাসী বলেন থাকি বদরিকাশ্রমে। যত দেব গণ,হৈলা অদর্শন, হরের ক্রোধের ভয়। পূর্ব্বনিযোজন, নিকটমরণ, মদন সম্মুখে রয়॥ মদন পলায়, পিছে অগ্নি ধায়, ত্রিভুবন পরকাশি। চৌদিগে বেড়িয়া, মদনে পুড়িয়া, হইল ভস্মরাশি॥ মৌনতুণ্ড, হেট মুণ্ড, দক্ষ মৃত্যু জানিছে। কেহ ধায়, মুষ্টিঘায়, মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥ বিষ্ণুশর্ম্মা কহেন সতের মিলন সুবর্ণপাত্রের ন্যায়, যাহা ভঙ্গা কঠিন যোড়া সহজ।

বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদ,—অসংযুক্ত রূপ।

উক্ত রূপ ক্রিয়াপদ স্বার্থাতিরেকে কখন২ এমত বুঝায় যে তৎ কর্ত্তা তদ্বোধ্য কার্য্য ক্রমিক করিয়া থাকে বা তাহা করা তাহার অভ্যাস আছে,, যথা, সে নাকি গাঁজা খায়, (উত্তর) সেতো খায়না তাহার খাইয়া থাকে।

উক্ত রূপ ক্রিয়াপদ যদিবা তবে শব্দের পর অথবা ইলে ভাগান্ত অসমাপক ক্রিয়া পদের পর ব্যবহৃত হইলে একপ্রকার ভবিষ্যৎ কাল বোধক হয়, যথা, যদি তুমি যাও তবে আমি যাই। তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়। নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥ অনুভাবে বুঝিলাম জিনিবেন ইনি। হারাইলে হারি অতি হারিলে সে জিনি॥

উক্ত রূপ বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদ কখন২ আসন্ন (ভবিষ্যৎ) কালীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ও যায় আর থাকে না।

কখন২ বর্ত্তমান কালীয় অনুজ্ঞা পদপূর্ব্বক যে শব্দের পর উপরোক্ত বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়া পদ অথবা বর্ত্তমান অনুজ্ঞা পদ ব্যবহৃত হইলে ভাবে ভবিষ্যৎ কাল বোধক হয়, যথা, তুই ছাড় যে আমি নিশ্চিন্ত হই, তুই মর যে আমার হাড়টা জুড়াউক,—অর্থাৎ তুই ছাড়িলে আমি নিশ্চিন্ত হইব ইত্যাদি।

শুদ্ধ ভূতকালীয় ক্রিয়াপদ॥

শুদ্ধ ভূত কালীয় ক্রিয়াপদ কখন২ বর্ত্তমান এবং কখন২ ভবিষ্যৎ কালীয় ক্রিয়াস্থানে ব্যবহৃত হয়, যথা, আর ভাই নাখাইতে পাইয়া মরিয়াগেলাম (অর্থাৎ মরিয়া যাইতেছি। কোথা চলিলে? চলিলাম যে দিগে দুই চক্ষু যায় (অর্থাৎ চলিতেছ, চলিতেছি, যাইতেছে। রাক্ষি মারুক আর রবণি মারুক অমি মরলাম, (অর্থাৎ মরিব)

সংযুক্তরূপ বর্ত্তমান কালীয় ও বর্ত্তমান সামীপ্য ভূত কালীয় ক্রিয়াপদ।

উক্ত দুই রূপ ক্রিয়া পদ ক্রমে চতুন্ ও ক্ত্বাচের উত্তর আছি ধাতুর আ-কার লোপান্তে অবশিষ্ট ভাগ যোগ দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত ও দর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে বাচ্য এই যে যখন চতুন্ ও ক্ত্বাচের উত্তর আছি ধাতু আকার লোপ বিনা ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ দুই ক্রিয়া উক্তরূপ সংযুক্ত ক্রিয়াপদ নয়, যেহেতু তখন তৎপদদ্বয় পৃথক রূপে স্বং অর্থপ্রকাশ করে—অর্থাৎ চতুন্ স্বকীয়ার্থ বুঝায় ও তদুত্তর আছি তৎ-কর্ত্তার তৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকা জানায়, যথা,—আমি গড়িতে আছি তুমি ভাঙ্গিতে আছ অর্থাৎ আমি গড়িতে নিযুক্ত আছি তুমি ভাঙ্গিতে নিযুক্ত আছ। এবং ক্ত্বাচ্ পদ স্বকীয়ার্থ বোধক হয় ও তদুত্তর আছি তৎকর্ত্তার বর্ত্তন বা অবস্থা বুঝায়, যথা, সে ইহাতে লজ্জায় মরিয়া আছে।

সংস্কৃতে অনেক প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ আছে, তন্মধ্যে ঘঞ্, ক্তি, অল ও অনট্ প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন পদ সকল বাঙ্গলায় অধিক চলিত।

ঘঞ্ প্রত্যয়ের যোগে ধাতুর অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি অকারের বৃদ্ধি ও অন্য লঘুস্বরের গুণ হয়, এবং ই-কারাদি অন্ত্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। অল, ও অনট্ প্রত্যয়ের যোগে ধাতুর অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি লঘু স্বরের এবং ই-কারাদি অন্ত্য (গুণি) স্বরের গুণ হয়। ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঘঞ্, অল্ প্রত্যয়ের ল, ক্তি প্রত্যয়ের ক্, ও অনট্ প্রত্যয়ের ট্ ভাগ ইৎ গিয়া অবশিষ্ট অ, অ, তি আর অন ধাতুতে যুক্ত হয়।

প্রতি-কৃ+ঘঞ্—ঘ্ঞ্=প্রতিকার॥ লী+অল—ল=লয়। শক্+ক্তি—ক্=শক্তি। বি-কৃ+ক্তি—ক্=বিকৃতি॥ কৃ+অনট্—ট্=করণ।

অনট্ প্রত্যয়ান্ত তাবৎ পদই প্রায় বাঙ্গলায় চলিত, তন্মধ্যে কতক ধাতু রূপে[১] কতক ক্রিয়াবাচক শব্দরূপে[২], অবশিষ্ট উভয়রূপে[৩] ব্যবহৃত, যথা, (কৃ+অনট্=) করণ[১], (গম্+অনট্=) গমন[২], (মৃ+অনট্=) মরণ[৩]।

বাঙ্গলায় অন বা অণ ভাগান্ত যত ধাতু তাহার অধিকাংশ অনট্ প্রত্যয়ান্ত, অবশিষ্ট তদনুরূপ[১], যথা, পড়ন[১]॥

বাঙ্গলা ক্রিয়াবাচক শব্দ।

ধাতুরূপে যে তিন প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ দর্শিত হইয়াছে,—তন্মধ্যে ন-কারান্ত অনেক পদের ন-কারে ই সংযুক্ত হইয়া অথবা কখনং অন ভাগান্ত পদের ঐ ন-কারে ই ও তৎ পূর্ব্ব বর্ণে উ সংযুক্ত হইয়া আর এক প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ নিষ্পন্ন হয়, যথা,—

জ্বলন———	জ্বলনি	বা	জ্বলুনি
পুড়ন	পুড়নি	,,	পুড়ুনি
গাঁথন	গাঁথনি	,,	গাঁথুনি
কসন	কসনি	,,	কসুনি
আঁটন	আঁটনি	,,	আঁটুনি
গাদন	গাদনি	,,	গাদুনি
পোড়ান	পোড়ানি।		
জ্বালান	জ্বালানি।		
চেঁচান	চেঁচানি।		
ধমকান	ধমকানি।		
ছাওন	ছাওনি।		

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ কতিপয় ধাতুর অন ও আন ভাগ ত্যাগে ও অবশিষ্ট (মুল) ভাগে তি প্রত্যয় যোগে আর এক প্রকার বাঙ্গলা ক্রিয়া-বাচক শব্দ নিষ্পন্ন হয়, যথা,—

জ্বলন	(—অন)	+	তি	=	জ্বল্‌তি।
বাড়ন	(—অন)	+	তি	=	বাড়্‌তি।
ঘাটন	(—অন)	+	তি	=	ঘাট্‌তি।
কমন	(—অন)	+	তি	=	কম্‌তি।
মরণ	(—অন)	+	তি	=	মর্‌তি।
চুকান	(—আন)	+	তি	=	চুক্তি।
শুকান	(—আন)	+	তি	=	শুক্তি।

ইলে ভাগান্ত অসমাপক ক্রিয়াপদ ও তৎপরবর্ত্তি সমাপক ক্রিয়াপদ পরস্পর আপেক্ষিক।—অর্থাৎ ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াপদ স্বার্থাতিরেকে এমত বুঝায় যে বক্তার ভাব ও বাক্য শেষ নিমিত্ত ঐ সমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা ছিল বা আছে, এবং ঐ সমাপক ক্রিয়াপদ ভূতকালীয় হইলে তৎ কার্য্য ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াপদ-বোধ্য কার্য্যের পরে হওয়া এবং কদাচিৎ তদপেক্ষায় থাকাও বোধ হয়, যথা, তুমি মারিলে আমি মারিলাম, তুমি মারিলে

তবে আমি মারিয়াছি, তুমি মারিলে আমি মারিয়াছিলাম, তুমি বলিলে আমি বলিয়া থাকিব। তুমি গেলে আমি যাইতাম,* এবং বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কালীয় হইলে অনেক স্থানে অমত বুঝায় যে তৎকার্য্য ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াপদবোধ্য কার্য্যের সম্পন্নতার অপেক্ষায় আছে, এবং প্রায় অমত এক পণ বুঝায় যে যদি ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াপদবোধ্য কার্য্য হয় তবে তৎকার্য্যও হইবে, যথা, তিনি দিলে আমি দেই, তুমি মারিলে আমি মরিব।

ইলে ভাগান্ত অসমাপক ক্রিয়াপদ অনেক স্থলে ভাবেসপ্তমী বৎ ব্যবহৃত হয়, তথাচ সংস্কৃত হইতে বিশেষ এই যে ঐ ভাবে সপ্তমী ক্রিয়াপদের কর্ত্তৃপদ সংস্কৃতানুরূপে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত নাহইয়া কর্ত্তৃরূপেই থাকে, যথা, (বাঙ্গলা) সূর্য্য উদিত-হইলে অন্ধকার দূর হয়, (সংস্কৃত) সূর্য্যে উদিতে সতি ধ্বান্তমপাস্তভবতি।

ধাতুরূপে দর্শিত আ-কান্ত এবং ইবা ভাগান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দ অধিকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া অনেক স্থলে ভাবেসপ্তমী বৎ অর্থবোধক হয়,—এবং তদবস্থায় তাহাতে ও ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দেতে এই মাত্র বিশেষ যে ঐ অধিকরণরূপে ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দের বা ক্রিয়াপদের কর্ত্তা প্রথমান্ত এবং কদাচিৎ ষষ্ঠ্যন্তরূপেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইলে ভাগান্ত ভাবে সপ্তমীর কর্ত্তা কেবল প্রথমান্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আমি এই কথা বলিলে বা বলাতে অথবা আমার এই কথা বলাতে তিনি রাগিয়া উঠিলেন (ময়াস্মিন্ বচসি কথিতে স হি চুক্রোধ।

সংস্কৃত ক্তান্তপদ কতিয় কখন২ ভাবেসপ্তমীরূপে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়, যথা, রাত্রি নরদণ্ড গতে গ্রহণ লাগিবে।

সংস্কৃত ভাবেসপ্তমী ক্রিয়াপদের অর্থ কখন২ বাঙ্গলা চতুমের দ্বারা প্রকাশ করাগিয়াথাকে, যথা, তিনি যাইতে আমি আইলাম, এইবেলা দিন থাকিতে কর্ম্ম সারিয়া রাখ (অধুনাবসানমনাপ্নুবতি বাসরে কর্ম্মসমাপয়)।

সাধুভাষায় চলিত আন, মান, য়মান, ন্যমান, এবং ইষ্যমাণ

---

* এতদতিরেকে তাম্ আদি বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়াপদ এমত আভাস দেয় যে ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াপদবোধ্য কার্য্য হইলে তৎকার্য্য হইত, কিন্তু যেহেতু তাহা হয় নাই অতএব ইহাও হয় নাই।

ভাগান্ত ক্রিয়াপদ সকল সংস্কৃত, উক্তরূপ পদ সকল (সংস্কৃত) ধাতুর উত্তর আত্মনে পদে শান ও স্যমান প্রত্যয়ের যোগদ্বারা নিষ্পন্ন॥ এবং কর্ত্তৃবোধক অথবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। শান প্রত্যয়ান্ত পদ সকল বর্ত্তমান কালীয়, এবং স্যমান প্রত্যয়ান্ত পদ ভবিষ্যৎ কালীয়।

যে সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অ-কারের আগম হয়, তদুত্তর সংস্কৃত শান স্থানে মান হয়[১]; অন্য প্রকার ধতুর[২] উত্তর শান প্রাত্যয়ের শ্ লোপ পাইয়া অবশিষ্ট আন যুক্ত হয়, এবং কর্ম্মবাচ্যে[৩] ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর শান যোগে য-কারের আগম এবং শান স্থানে মান হয়, যথা—

	ধাতু				শান		নিষ্পন্ন পদ।
১	ধাব্	+	অ	+	শান	=	ধাবমান।
২	শী	—	ঙ্	+	শান	=	শয়ান।
৩	গম্	+	য়	+	শান	=	গম্যমান।
৩	কৃ	+	য়	+	শান	=	ক্রিয়মাণ।

স্যমান প্রত্যয় কর্ত্তৃ এবং কর্ম্ম উভয় বাচ্যেই ব্যবহৃত, কোন২ ধাতুর পর স্যমান সংযোগে ই-কারের আগম হয়, এবং ই-কারের উত্তর সন্ধির ২০ সূত্রানুসারে স্যম্যন প্রত্যয়ের স ষ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—

ধাতু			প্রত্যয়		
দা		+	স্যমান		=দাস্যমান
জন্	4 ই	+	স্যমান	জা	=নিষ্যমাণ

করণ ধাতুর (এবং কদাচিৎ আর দুই এক ধাতুর) মূল ভাগে অতঃ বা অত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন যে অসমাপক ক্রিয়াপদ তাহা সামান্যতঃ ক্ত্বাচ্ পদের অর্থসূচক এবং স্থল বিশেষে পৌনঃপুন্যের আভাস পূর্ব্বক ক্ত্বাচের অর্থবোধক হয়, অথবা এমত অর্থ বুঝায় যে দ্বিরুক্ত চতুমের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে, যথা, সৌতি কুরুক্ষেত্রাদি নানা স্থান ভ্রমণ করতঃ (অর্থাৎ করিয়া) নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। নারদ ঋষি গৌরীগুণ সঙ্কীর্ত্তন করত (অর্থাৎ করিতে২) হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন।

ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ।

ক্ত প্রত্যয়ান্ত* তাবৎ পদই প্রায় বাঙ্গলায় চলিত, উক্ত রূপ পদ ধাতুতে ত-কারের যোগদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, যথা, কৃ-ত, তপ্+ত= তপ্ত ॥

বিশেষ সূত্র।

যে ধাতুর ঔ অনুবন্ধ ইৎ যায় নাই তাহার পর ও ত-কারের পূর্ব্বে ই-কারের আগম হয়, যথা, লিখ্+ত=লিখিত, চল্+ত= চলিত।

ণ্যন্ত ক্ত পদে ঐ ই-কারের আগম সর্ব্বদা হয়,† যথা, চুর+ত =চোরিত, কারিত, তাপিত, চালিত, বুধ+ত=বোধিত। আ-দিশ্ +ত=আদেশিত ॥

ক্ত প্রত্যয়ের তকার যোগে এবং ক্তি-প্রত্যয়ের তি যোগে মকারান্ত ধাতুর ম্ ন্ হয়, এবং প্রথম স্বর দীর্ঘ হয়, যথা, ভ্রম্+ ত=ভ্রান্ত, ভ্রম্+তি=ভ্রান্তি, শ্রম্+ত=শ্রান্ত, শ্রম্+তি=শ্রান্তি ॥

ক্ত ও ক্তি যোগে ম্-কারান্ত অনেক ধাতুর অন্ত্য ম্ বা ন্ লুপ্ত হয়, যথা, গম্+ত=গত, গম্+তি=গতি, হন্+ত=হত, মন্+তি =মতি।

ক্ত যোগে ধাতুর অন্ত্য হ্ ঘ হইয়া পরে গ্-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তাহা হইলে ক্তপ্রত্যয়ের ত ধ হইয়া ঐ গকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, কখনং ঐ গ ও ধ এক ঢ়-কারে পরিবর্ত্তিত এবং ধাতুতে হ্রস্বস্বর থাকিলে তাহা দীর্ঘ হয়, যথা, মুহ্+ত=মুগ্ধ বা মূঢ়, দুহ্+ত=দুগ্ধ। ক্ত প্রত্যয় যোগে ঋ-কারান্ত ধাতুর ঐ ঋ ঈর্ হয়, এবং ঋ-কার ঈর হইলে ক্ত-প্রত্যয়ের ত-কার ণ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, আ-কৄ+ত=আকীর্ণ, উৎ-তৄ+ত=উত্তীর্ণ ॥

---

* ক্ত প্রত্যয়ের ক্ ইৎ গিয়া ত অবশিষ্ট থাকে।

† ণ্যন্ত ক্তান্ত পদের ণি ইৎ গিয়া ধাতুর ই-কারাদি অন্ত্য স্বরের বৃদ্ধি, ও অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি অ-কারের বৃদ্ধি, ও লঘুস্বরের গুণ হয়।

ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ সকলের মধ্যে কেবল কতিপয় কর্ত্তৃবাচ্যে, কতিপয় প্রয়োগবিশেষে উভয়বাচ্যে এবং অবশিষ্ট তাবৎ কর্ম্মবাচ্যে ব্যবহার করাযায়, যদিও কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য উভয় রূপ ক্তান্ত পদের পর (বাঙ্গলা) হওন ধাতু যোগ করিয়া সমাপক ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করাযায়, ও যদিও এইরূপে নিষ্পন্ন উভয় রূপ ক্রিয়াপদের একই আকার, তথাপি ঐ রূপ কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার পূর্ব্বে বা পরে যৎকর্ত্তৃক বা করণক তাহা কৃত হয় তদ্বোধ্য পদ করণ রূপে প্রকাশিত বা উহ্য থাকে, কিন্তু উক্তরূপ কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা কেবল কর্ত্তৃকারকীয় রূপেই প্রকাশিত বা উহ্য থাকে, যথা, (কর্ত্তৃবাচ্য) তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে কাল গত হইয়াছে তাহা প্রত্যাগত হইবেনা।—কর্ম্মবাচ্য অদ্য (নগররক্ষক কর্ত্তৃক) এক তস্কর ধৃত হইয়াছে।

অকর্ম্মক ধাতুর ক্তান্তপদ কর্ত্তৃবাচ্যেই প্রায় প্রয়োগ করাগিয়া-থাকে।

কর্ত্তৃপদ।

যে২ রূপ কর্ত্তৃপদ ধাতুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরো কএক রূপ বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কর্ত্তৃপদ আছে।

বাঙ্গলা কর্ত্তৃপদসাধন।

প্রথম শ্রেণিস্থ ধাতুর দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াবাচকশব্দ§ তৎকর্ম্মপদের সহিত সংযুক্ত হইলে ঐ ধাতুবোধ্য কার্য্যের কারক বুঝায়, যথা, ছেলে-ধরা, ঘাস-কাটা, চুল-ছাটা কাঁচি।

কখন২ সামান্য কথোপকথনে, অথবা দম্ভ বা উষ্মাপূর্ব্বক বক্তৃতায় ধাতুর বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কর্ত্তৃপদ ব্যবহার না করিয়া তদ্ধাতু মূলক হিন্দী কর্ত্তৃপদ ব্যবহার করাযায়। হিন্দী কর্ত্তৃ-বোধকপদ ধাতুর ইৎ ভাগ নে হইয়া ও তাহাতে 'ওয়ালা প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, যথা, করণ—করনে-ওয়ালা [illegible]। (৬১ পৃষ্ঠা দেখ)।

অধিকাংশ বাঙ্গলা ও হিন্দী ধাতু সমমূলক ও প্রায় সমাকার, কেবল শেষাংশে কিছু বিশেষ মাত্র। অর্থাৎ যে ধাতু বাঙ্গলায় অন (বা অণ) ভাগান্ত তাহা হিন্দীতে ঐ অন্তের পরিবর্ত্তে না ভাগান্ত, যথা (বাঙ্গলা) করণ, চলন, (হিন্দী) করনা, করণা, চলনা, চল্না, ওন ভাগান্ত ধাতুর ওন না হইয়া হিন্দী ধাতু হয়, যথা, বাঙ্গলা যা-ওন, দে-ওন,(হিন্দী) জা-না জানা, দে-না, দেনা।

যে সকল ওন ভাগান্ত ধাতুর প্রথম হলে অ-কার যুক্ত থাকে, হিন্দীতে ঐ অ একারে বা ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, লওন, লেনা লেনা, হওন হোনা হোনা।

পারস্য ভাষায় শব্দের উত্তর মধ্যমপুরুষীয় সাধারণ অনুজ্ঞা-পদ সংযোগে এক প্রকার কর্ত্তৃবোধকপদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, হিন্দীতে এবং বাঙ্গলাতেও তদনুরূপে ঐ পারসী অনুজ্ঞাপদ (অবিকল সংস্কৃত ভিন্ন) শব্দের উত্তর যোগদ্বারা উক্তরূপ সংযুক্ত কর্ত্তৃবোধক পদ ব্যবহার করাগিয়া থাকে, যথা, তীর+আন্দাজ=তীরান্দাজ্, কার-পরদাজ, গোলান্দাজ, হেতিয়ার্-বাজ্, লাঠি-বাজ্, সয়্কল-গর।

উক্ত রূপ সংযুক্ত পদে ঈ যোগে নিষ্পন্ন হয় যে ক্রিয়াবাচক শব্দ তাহাও বাঙ্গলা ও হিন্দীতে অনেক চলিত, যথা, তীরান্দাজী, লাঠি-বাজী, কার্সাজী।

সংস্কৃত কর্ত্তৃপদ।

ইষ্ণু প্রত্যয়ান্ত (সংস্কৃত) পদ সাধু ভাষায় বিশেষণ বা কর্ত্তৃ-বোধক রূপে প্রচলিত আছে। ইষ্ণু প্রত্যয়ান্ত পদদ্বারা বোধ হয় যে ঐ পদ যে ধাতুতে ইষ্ণু যোগে নিষ্পন্ন তদ্বোধ্য কার্য্য করণে তৎকর্ত্তা প্রবৃত্ত, রত, সক্ষম, বা উদ্যত,।

সহ, চর্, বৃধ্, বৃত্, নির্-আ-কৃ, এবং আর কতিপয় ধাতুতে ইষ্ণু প্রত্যয় যুক্ত হয়, এবং—ইষ্ণু প্রত্যয় যোগে ধাতুর ইকারাদি অন্ত্য গুণি স্বরের অথবা অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি লঘু স্বরের গুণ হয়, যথা, সহ্+ইষ্ণু=সহিষ্ণু, বৃধ্+ইষ্ণু=বর্দ্ধিষ্ণু, বৃত্+ইষ্ণু=বর্ত্তিষ্ণু, নির্-আ-কৃ+ইষ্ণু=নিরাকরিষ্ণু।

সংস্কৃতে ধাতু সকল আদ্যবস্থায়, অথবা সঙ্ক্ষিপ্ত বা রূপান্তরিত অবস্থায় (সংস্কৃত) বিশেষ্য-শব্দে, বিশেষণে, বা অব্যয়শব্দে যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হয় যে সংযুক্ত পদসকল তাহার অনেক কর্ত্তৃবোধক পদ, এবং কতিপয় ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদের অর্থবোধক হয়, যথা, মনস্+রম=মনোরম, সুখ+দা=সুখদ, গো+হন্=গোঘ্ন; ক্ষেত্র+জন্=ক্ষেত্রজ।

এই রূপে নিষ্পন্ন সংযুক্ত শব্দ-সকল প্রধানতঃ বিশেষণরূপে ব্যবহৃতহওয়াতে যে সকল ধাতু ঐরূপ সংযোগে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত, এবং ঐরূপসংযুক্ত পদ যে প্রকারে নিষ্পন্ন তাহার সবিশেষ বিশেষণ প্রকরণে লিখাগিয়াছে, ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টে জানাযাইবে।

কতক গুলি ধাতুতে ঞুক প্রত্যয়ের ঞ্ ইৎ* গিয়া উক যোগে এবং কতক গুলিতে উক প্রত্যয় যোগে এক প্রকার কর্ত্তৃবোধক পদ নিষ্পন্ন হয়, যথা, কম্+উক=কামুক, জাগৃ+উক=জাগরূক।

কতিপয় (সংস্কৃত) ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় যুক্ত হইয়া একপ্রকার কর্ত্তৃবোধক পদ নিষ্পন্ন হয়, যথা, নন্দ্†+অন=নন্দন, বন্দ্+অন=বন্দন, হন্+অন=ঘাতন,‡ দম্+অন=দমন, মৃদ্+অন=মর্দন, অর্দ+অন=অর্দন, পাল্+অন=পালন, মুহ্+অন=মোহন, রঞ্জ্+অন=রঞ্জন, সূদ+অন=সূদন, গঞ্জ্+অন=গঞ্জন, ভঞ্জ্+অন=ভঞ্জন, নশ্+অন=নাশন, মুচ্+অন=মোচন, পূ+অন=পাবন, তৄ+অন=তারণ, বৃ+অন=বারণ, ভূ+অন=ভাবন। কিন্তু নন্দন, মোহন, ও তারণ ভিন্ন উক্তরূপ পদ সকল কেবল

---

* পৃষ্ঠায় লিখিত টীকা দেখ।

† নন্দ্, হন্, পাল্ (বা পা), মুহ্, রঞ্জ্, ভঞ্জ্, নশ্, তৄ, বৃ-ঞ, পূ, ও ভূ ধাতুর উত্তর প্রেরণার্থে ণিচ হইয়া, এবং অর্দ্, সূদ্, মুচ্, ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ হইয়া ঐ ণিচ লুপ্ত হওয়াতে সম্ভবানুসারে ধাতুর ইকারাদি অন্ত্য স্বরের বৃদ্ধি ও অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি অ-কারের বৃদ্ধি ও লঘু স্বরের গুণ হইয়াছে।

‡ ঘাতনপদে ণিচ প্রত্যয়ের আগম ও লোপ হওয়াতে হন্ ধাতুর হ-কারের স্থানে ঘ-কারের ও ন্-কারের স্থানে ত-কারের আদেশ ও প্রথম অকারের বৃদ্ধি হইল।

সমাসে অথবা পূর্ব্ববর্ত্তি সংস্কৃত শব্দ যোগে ব্যবহার করা গিয়া থাকে, যথা, ভারতাদির রচনায় প্রকাশ—

জয়, নন্দ-নন্দন, ব্রহ্ম-বন্দন, কংসদানব-ঘাতন।
জয়, কালিয়-দমন, কেশি-মর্দন, জগন্নাথ জনার্দ্দন॥
জয়, গোপ-পালন, গোপী-মোহন, কুঞ্জকানন-রঞ্জন।
জয়, মধু-সূদন, বৈরি-গঞ্জন, বিপত্তিভয়-ভঞ্জন॥
জয়, তাপ-নাশন, পাপ-মোচন, পতিতাপূত-পাবন।
জয়, ভব-তারণ, ভব-বারণ, ভারতভূত-ভাবন॥

কিন্তু যত প্রকার সংস্কৃত কর্ত্তৃবোধক পদ বাঙ্গলায় চলিত আছে, তন্মধ্যে তৃন্, ণক, ও ণিন্ প্রত্যয় সংযোগে নিষ্পন্ন পদসকল অধিক চলিত॥

উক্ত প্রত্যয় ত্রয় ধাতুতে সংযুক্ত হয়. এবং সংযোগ কালে তৃন্ প্রত্যয়ের ন্, ণক ও ণিন্ প্রত্যয়ের ণ্ ইৎ গিয়া অবশিষ্ট তৃ, অক, ইন্ যোগ করাযায়।

এবং ণক ও ণিন্ প্রত্যয়ের ণ্ ইৎ যাওয়াতে তত্তৎ সংযোগে ধাতুর ই-কারাদি অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি হয়, কিম্বা অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব বর্ত্তি অকারের বৃদ্ধি ও লঘু স্বরের গুণ হয়। এবং তৃন্ প্রত্যয় যোগে ধাতুর অন্ত্য ইওের এবং অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি লঘুস্বরের গুণ হয়, (১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় সন্ধির ১, ২, ও ৩ সংঙ্কেত দেখ), যথা,—

কৃ+তৃন্(—ন্)=কর্তৃ। কৃ=ণক(—ণ্)=কারক। কৃ+ণিন্(—ণ্)=কারিন্* ॥

আকারান্ত ধাতুর উত্তর ণক ও ণিন্ প্রত্যয়ের পূর্ব্বে (যন্—ন্ অর্থাৎ) য হয়, যথা, দা+ণক=দায়ক, পা+ণিন=পায়িন্॥
কিন্তু অনেক ধাতুর উত্তর তৃন্ ও ণিন্ প্রত্যয়ের, এবং কতিপয় ধাতুর উত্তর ণক প্রত্যয়ের (সচরাচর) ব্যবহার নাই।

ণ্যন্ত কর্ত্তৃপদ এবং ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের মধ্যে কেবল কতিপয় বাঙ্গলায় ব্যবহৃত আছে, যে সকল সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ কর্ত্তৃবোধক পদ, ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ তিনই বাঙ্গলায় ব্যবহৃত, তাহা অকারাদি বর্ণের ক্রমানুসারে নিম্নে প্রকাশিত হইল॥

* ৫৭ ও ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

তদ্ভিন্ন যে সকল ধাতুর ক্রিয়াবাচক শব্দ, ক্তান্তপদ, ও কর্ত্তৃবোধক পদ তিনই চলিত নাই কিন্তু দুই বা এক চলিত তাহা এখানে লিখা গেল না,—ফলতঃ তাহা অতি অল্প।

নিম্ন লিখিত ক্রিয়াবাচক শব্দাদি যে২ উপসর্গ বা শব্দ পূর্ব্বক যে২ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন তাহা তত্তৎ বাম ভাগে দর্শিত হইল। এস্থলে বিশেষতঃ জ্ঞাতব্য এই যে, যে সকল ধাতুর ঔকার ইৎ যায় তাহার ক্তাদি পদে ইকারের আগম প্রায় না হওয়াতে ও ক্তান্ত পদ সমূহ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত এবং এস্থলে দর্শিত হওয়াতে ঐ ধাতু সমুদয়ের উত্তর ঔ-কারের ইৎ দেখান গিয়াছে, যথা, গম—ঔ। এবং যে ধাতুর উচ্চারণকালে ব্যবহারানুসারে যে বর্ণ উচ্চারিত হইয়া পরে ইৎ যায়, তাহা সেই ধাতুর সহিত লিখিয়া পরে ইৎ দেওয়াগিয়াছে, যথা, বৃঞ্—ঞ্। তদ্ভিন্ন আর যে বা যে২ বর্ণ কোন কার্য্যের নিমিত্তে সংস্কৃতে কোন ধাতুর উত্তর লিখিয়া ইৎ দেওয়া যায়, সে কার্য্য হয় যে পদে তদ্রূপ পদের ব্যবহার বাঙ্গলায় না থাকাতে সে ধাতুর উত্তর সে অক্ষর লিখাগেল না। ধাতু অসংযুক্তাবস্থায় যে অর্থ বোধক,কোন শব্দ সঙ্গে সংযুক্তাবস্থায় ঐ শব্দার্থ পূর্ব্বক প্রায় সেই অর্থ সূচকই হয়, কিন্তু উপসর্গ যোগে প্রায় স্বকীয় আদ্য অর্থের অতিরেকে কিম্বা তদ্ব্যতিরেকে কোন অর্থ প্রকাশক হয়, অতএব নানা উপসর্গ সংসর্গে এক ধাতু নানার্থ প্রতিপাদক হয়, যথা উপসগ প্রকরণ দৃষ্টে অবগতি হইবে। পরন্তু নিম্ন দর্শিত ধাতু সকল অসংযুক্তাবস্থায় কি অর্থবোধক এবং যে উপসর্গ যোগে ব্যবহৃত তৎ সংযোগ কি অর্থের প্রতিপাদক তাহার প্রদর্শণ অভিধান গণেরই কার্য্য ব্যাকরণের নয়, তথাচ তত্তাবতই প্রায় এক প্রকার দর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দ বা উপসর্গ পূর্ব্বক প্রত্যেক ধাতুর অর্থ তৎ দক্ষিণ ভাগে দর্শিত তৎ ক্রিয়াবাচক শব্দদ্বারা এক প্রাকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং ঐ ধাতু উপসর্গাদি সংযোগ বিনা যে অর্থের প্রতিপাদক তাহা ঐ ধাতু অসংযক্তাবস্থায় নিম্ন ধাতুমানায় যে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে তদীয় ক্রিয়াবাচক শব্দদ্বারা এক প্রকার প্রকাশ পাইছে। পরন্তু যে কএক ধাতু ও তত্তৎ ক্রিয়াবাচকশব্দ কেবল সংযুক্তাবস্থায় বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হওয়াতে নিম্ন ধাতুমালায় অসংযুক্তাবস্থায় দর্শান যায় নাই, ঐ ধাতু কতিপয় উপসর্গাদির যোগ বিনা যে অর্থের প্রতিপাদক তাহাও ছাত্রের অভিধানগণ আহরণ ও দর্শন জন্য ক্লেশ নিবারণার্থ ঐ ধাতু সংক্ষেপরূপে যে২ পৃষ্ঠায় লিখাগেল তাহারি প্রথম পৃষ্ঠার নীচেটীকারূপে লিখাগেল।

পরন্তু আরো জ্ঞাতব্য এই যে ক্ত প্রত্যয়ান্ত ও কর্ত্তৃবোধক পদের পুংলিঙ্গবাচক আকার বঙ্গলায় অধিক প্রচলিত

থাকাতে ঐ আকারই নিম্নে দর্শিত হইয়াছে, পরন্তু বাঙ্গলায় ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ, ও (ণক অর্থাৎ) অক ভাগান্ত পদ পুং ও ক্লীব লিঙ্গে একাকার হওয়াতে তাহা ক্লীবলিঙ্গ বোধকও বোধ করা-যাইতে পারে, ঈ-কারান্ত ও তা ভাগান্ত পদ সকল (ক্রমে) ণিন্ ও তৃন্ যোগে নিষ্পন্ন, ঐ সকলের স্ত্রীলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে যে আকার ভেদ তাহা ৫৭ পৃষ্ঠায় দর্শিত হইয়াছে দৃষ্টি করিলেই নির্দ্দিষ্ট হইবে॥ এস্থলে তদতিরেকে এই মাত্র জানিতে হইবে যে (তৃন্ প্রত্যয়ের) তৃ কখন২ টৃ ও ধৃ হয়, অতএব তদবস্থায় টৃ ও ধৃ পুংলিঙ্গে টা, ও ধা, স্ত্রীলিঙ্গে ট্রী ও ধ্রী হয়, ও ক্লীবলিঙ্গে টৃ ও ধৃ থাকে, যথা, দ্বিষ্+তৃন্=দ্বেষ্টৃ, অব-রোধ্+তৃন্=অব-রোদ্ধৃ (ক্লীব), দ্বেষ্টা, অবোদ্ধা (পুং), দ্বেষ্ট্রী, অব-রোদ্ধ্রী (স্ত্রী)॥

যেসকল তৃন্ ও ণিন্ প্রত্যয়ান্ত পদ অসমাসেও প্রচলিত তাহাই নিম্ন ধাতুমালায় দর্শিত হইল। তদ্ভিন্ন ঐরূপ পদ-সকলের অনেক সমাসে ও পদ্যেতে চলিত আছে এবং আবশ্যক মতে সকলি চলিতে পারে।

যে কতিপয় ক্রিয়াবাচক শব্দের ণ্যন্ত রূপ বাঙ্গলায় চলিত আছে তাহার ণ্যন্ত ক্তান্তপদ ও কর্ত্তৃবোধকপদ চলিত আছে, অতএব তাহা নিম্ন ধাতুমালা মধ্যে ধরিয়া ণি চিহ্নে চিহ্নিত করাগিয়াছে, কিন্তু যে সকল ধাতুর ণ্যন্তরূপ ব্যবহার নাই, কিন্তু তদীয় ক্তান্ত বা কর্ত্তৃবোধক পদের ণ্যন্ত রূপ ব্যবহার আছে, তাহা যে (স্বার্থিক) পদের ণ্যন্তরূপ সেই পদকে কোন অঙ্কে অঙ্কিত করিয়া তৎপৃষ্ঠার নীচে তদঙ্কে দর্শিত হইয়াছে, এবং বাঙ্গলা

ক্রিয়াবাচক শব্দসকলের অনেক বাঙ্গলায় হওন ও করণ ধাতুর যোগে ভাববাচ্য ধাতু হয়, এবং সকল ক্রিয়াবাচক শব্দ করণধাতুর যোগে কর্ত্তৃবাচ্য ধাতু হয়, আর এরূপ সংযুক্ত ধাতুর রূপ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুসারে কেবল **হওন** ও **করণ** ধাতুর রূপ করণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। অতএব সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহের প্রকারান্তর ক্তান্ত ও কর্ত্তৃবোধকপদ করণ ধাতুর ক্তান্ত ও কর্ত্তৃবোধকপদ যোগে নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু উক্তরূপ ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ সচরাচর চলিত নাই, এবং কর্ত্তৃবোধকপদের মধ্যে করণের সংস্কৃত কর্ত্তৃবোধকপদ **কারক, কারী** ও **কর্ত্তা** সংযোগে নিষ্পন্ন পদই প্রায় প্রচলিত আছে, যথা, ধাতু **অঙ্গীকার-করণ,** (কর্ত্তৃপদ) **অঙ্গীকার-কারক, অঙ্গীকারকারী, অঙ্গীকারকর্ত্তা**॥

প্রয়োগানুসারে যে সকল ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তৃবাচ্য অথবা কর্ত্তৃবোধক তাহা. তদুত্তর তদ্বোধক ঘ বর্ণ স্থাপনদ্বারা বিশেষ করাগেল আর যেসকল উভয় বাচ্য তাহার স্থানে ঢ, ঘ অক্ষর স্থাপন করাগেল, তদ্ভিন্ন ক্তান্ত পদ কর্ম্মবাচ্য বলিয়া বোধ্য। যথা:—

উপসর্গাদি সহিত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ	কর্ত্তৃবোধক পদ
অঙ্গ-কৃ	অঙ্গীকার	অঙ্গীকৃত	অঙ্গীকারক, অঙ্গীকারী, অঙ্গীকর্ত্তা
অধি-কৃ	অধিকার	অধিকৃত	অধিকারী, অধিকারক
অধি-স্থা	অধিষ্ঠান	অধিষ্ঠিত	অধিষ্ঠাতা
অধি-ইঙ—ঙ্	অধ্যয়ন	অধীত	অধ্যেতা
অধি-ইঙ—ঙ্	অধ্যাপন, অধ্যাপনা,	অধ্যাপিত	অধ্যাপক (ণ্ডি)
অনু-গ্রহ্	অনুগ্রহ,	অনুগৃহীত	অনুগ্রাহক
অনু-রুধ্—ও	অনুরোধ	অনুরুদ্ধ১	অনুরোধক, অনুরোদ্ধা, অনুরোধী
অনু-ইষ্ ⁄	অন্বেষণ,	অন্বিষ্ট২	অন্বেষক
অনু-বদ্ ⁄⁄	অনুবাদ,	অনুবাদিত	অনুবাদক, অনুবাদী
অনু-গম্—ও	অনুগমন,	অনুগত(ঘ)	অনুগামী, অনুগন্তা
অনু-ভূ	অনুভব,	অনুভূত	অনুভাবী, অনুভাবক
অনু-তপ্—ও	অনুতাপ,	অনুতপ্ত(ঘ)১	অনুতাপী
অপ-কৃ	অপকার,	অপকৃত	অপকারক, অপকারী, অপকর্ত্তা

গ্রন্থ—

১ অনুরোধিত. ২ অন্বেষিত.

⁄ ইষ্, বাঞ্ছা। ⁄⁄ বদ, কথন।

উপসর্গাদি ধাতু ও অর্থ	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
অপ-চি	অপচয়,	অপচিত	অপচায়ক, অপচায়ী
অনু-শুচ্	অনুশোচন, অনুশোচনা	অনুশোচিত(ণ্ড্রি)	অনুশোচক, অনুশোচী
অপ-বদ্	অপবাদ,	অপবাদিত	অপবাদক, অপবাদী
অপ-মন্ ৶	অপমান,	অপমানিত(ণ্ড্রি)	অপমানক
অপ-হৃঞ—ঞ	অপহরণ, অপহার, অপহৃত২		অপহারী, অপহারক অপহর্ত্তা
অপ-ঈক্ষ্ ।০	অপেক্ষা,	অপেক্ষিত	অপেক্ষক
অব-গাহ্ ।৴	অবগাহন,	অবগাহিত	অবগাহক
অব-জ্ঞা	অবজ্ঞা,	অবজ্ঞাত	অবজ্ঞাতা
অব-ধৃ	অবধারণ,	অবধৃত৩	অবধারক অবধারী,
অব-রুধ্—ঔ	অবরোধ,	অবরুদ্ধ৪	অবরোধক অবরোদ্ধা,
অব-লব্ ।৵	অবলম্বন,	অবলম্বিত	অবলম্বী, অবলম্বক
অব-লোক্ ।৶	অবলোকন,	অবলোকিত	অবলোকক
অব-স্থা	অবস্থান,	অবস্থিত	অবস্থায়ী
অব-হেড়্ ॥০	অবহেলন,	অবহেলিত	অবহেলক
অভি-নি-বিশ্ ॥৴	অভিনিবেশ,	অভিনিবিষ্ট৫	অভিনিবেশক,
অভি-বদ্ ॥৵	অভিবাদ, অভিবাদন,	অভিবাদিত	অভিবাদক, অভিবাদী
অভি-লষ্	অভিলাষ,	অভিলষিত	অভিলাষুক, অভিলাষী

ণ্ড্রান্ত—

১ অনুতাপিত, ২ অপহারিত, ৩ অবধারিত, ৪ অবরোধিত, ৫ অভিনিবেশিত,

৶ মা, পরিমাণ। ।০ ঈক্ষ্ দর্শন। ।৴ গাহ, বিলোড়ন। ।৵ লব্, আলম্বন। ।৶ লোক্, দর্শন। ॥০ হেড়্ অনাদর। ॥৴ বিশ্, প্রবেশ। ॥৵ লষ্, স্পৃহা।

উপসর্গাদি সহ ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত শব্দ	কর্তৃবোধক শব্দ
অভি-শপ্—ঔ	অভিশাপ,	অভিশপ্ত১	অভিশাপক
অভি-প্র-ইন্—ঔ॥৶	অভিপ্রায়,	অভিপ্রেত	অভিপ্রায়ক
অভি-সিচ্—ঔ	অভিষেক, অভিষেচন,	অভিষিক্ত২	অভিষেচক
অভি-অস্ ৸০	অভ্যাস,	অভ্যস্ত৩	অভ্যাসক, অভ্যাসী
অর্চ্চ	অর্চ্চন, অর্চ্চনা,	অর্চ্চিত	অর্চ্চক
অর্জ্জ	অর্জ্জন,	অর্জ্জিত	অর্জ্জক
ঋ	অর্পণ,	অর্পিত	অর্পক
অ-স্ব-কৃ	অস্বীকার,	অস্বীকৃত	অস্বীকারক
অহং-কৃ	অহঙ্কার,	অহঙ্কৃত	অহঙ্কারী, অহঙ্কারক
আ-কৃষ্—ঔ	আকর্ষণ,	আকৃষ্ট৪	আকর্ষক
আ-কাঙ্ক্ষ্ ৸৶	আকাঙ্ক্ষা,	আকাঙ্ক্ষিত	আকাঙ্ক্ষক, আকাঙ্ক্ষী
আ-ক্রম্ ৸৵	আক্রমণ,	আক্রান্ত৫	আক্রামক
আ-ক্ষিপ্—ঔ	আক্ষেপ,	আক্ষিপ্ত৬	আক্ষেপক
আ-চর৸৶৴	আচরণ, আচার,	আচরিত	আচারক
আ-গম্—ঔ	আগমন,	আগত(ঘ)	আগামী, আগন্তা
আ-হন্—ঔ	আঘাত,	আহত৭	আঘাতী, আঘাতক
আ-ঘ্রা	আঘ্রাণ,	আঘ্রাত	আঘ্রায়ক
আ-ছদ্ ১৲	আচ্ছাদন,	আচ্ছন্ন৮	আচ্ছাদক
আ-জ্ঞা	আজ্ঞা,	আজ্ঞাপিত	আজ্ঞাপক

ভ্রান্ত।—

১ অভিশাপিত ২ অভিষেচিত. ৩ অভ্যাসিত. ৪ আকর্ষিত. ৫ আক্রমিত. ৬ অপক্ষিত. ৭ আঘাতিত. ৮ আচ্ছাদিত.

॥৶ ইন্, গমন। ৸০ অস্, গমন, ক্ষেপণ। ৸৶ কাঙ্ক্ষ, ইচ্ছা। ৸৵ ক্রম, পাদবিক্ষেপ। ৸৶৴ চর্, গমন। ১৲ ছদ্, ঢাকন।

উপসর্গাদি যুক্ত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
আ-দা	আদান, আদায়,	আদত্ত	আদাতা, আদায়ক
আ-দিশ্১/	আদেশ,	আদিষ্ট১	আদেষ্টা, আদেশক
আ-নীঞ্—ঞ১৵	আনয়ন,	আনীত	আনেতা
আ-ন্দোল্	আন্দোলন,	আন্দোলিত	আন্দোলক
আ-বৃ-ঞ্—ঞ১৶	আবরণ,	আবৃত	আবরক
আ-বৃত্১৷০	আবর্ত্তন, আবৃত্তি,	আবৃত্ত২	আবর্ত্তক
আবিস-ভূ	আবির্ভাব,	আবির্ভূত(ঘ)	আবির্ভাবক
আ-বিশ্—ঔ	আবেশ,	আবেশিত,আবিষ্ট	অবেশক
আ-মন্ত্র১৷/	আমন্ত্রণ,	আমন্ত্রিত	আমন্ত্রক
আ-যুজ্	আয়োজন,	আয়োজিত	আয়োজক
আ-রাধ্১৷৵	আরাধন, আরাধনা,	আরাধিত	আরাধক
আ-রূপ্১৷৶	আরোপণ, আরোপ,	আরোপিত	আরোপক
আ-রুহ্—ঔ১৷৷০	আরোহণ,	আরূঢ়৩	আরোহক
আ-লপ্১৷৷/	আলাপ, আলপন,	আলপিত	আলাপী, আলাপক
আ-লিগ্ ১৷৷৵	আলিঙ্গন,	আলিঙ্গিত	আলিঙ্গক
আ-লোচ্১৷৷৶	আলোচন,আলোচনা,	আলোচিত	আলোচক
আশীস-বদ	আশীর্ব্বাদ,	আশীর্ব্বাদিত	আশীর্ব্বাদক
আ-শ্রি১৸০	আশ্রয়,	আশ্রিত,	
আশ্বস্১৸/	আশ্বাস,	আশ্বস্ত(ঘ)৪	আশ্বাসক
আ-স্বদ্	আস্বাদ,	আস্বাদিত	আস্বাদক
আ-হৃঞ্—ঞ্	আহরণ,	আহৃত	আহারক, আহর্ত্তা

ঞ্যন্ত—

১ আদেশিত. ২ আবর্ত্তিত. ৩ আরোহিত. ৪ আশ্বাসিত.

১/ দিশ্, সূচন। ১৵ নীঞ, প্রাপণ। ১৶ বৃঞ, আচ্ছাদন। ১৷০ বৃত্, বর্ত্তন। ১৷/ মন্ত্র, মন্ত্রণ। ।৵ রধা, সিদ্ধি। ১৷৶ রূপ; বিমোহ। ১৷৷০ রুহ, উদ্ভব। ১৷৷/ লপ, কথন। ১৷৷৵ লিগ্, গমন। ১৷৷৶ লোচ, দশন। ১৸০ শ্রি, সেবন। ১৸/ শ্বস্, প্রাণন।

উপসর্গাদি সহিত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্ত্তৃবোধক পদ
আ-হ্বে—এঃ১৬৭	অহ্বান,	আহূত	আহ্বায়ক
বচ্—ঔ	উক্তি,	উক্ত[1]	বক্তা, বাচক
উৎ-চর	উচ্চারণ,	উচ্চরিত	উচ্চারক
উৎ-ক্ষিপ্—ঔ	উৎক্ষেপণ, উৎক্ষেপ,	উৎক্ষিপ্ত[2]	উৎক্ষেপক
উৎ-তৃ	উত্তরণ,	উত্তীর্ণ(ঘ)	উত্তারক
উৎ-তুল্	উত্তোলন,	উত্তোলিত	উত্তোলক
উৎ-স্থা	উত্থান,	উত্থিত (ঘ)	
উৎ-স্থা	উত্থাপন, (এঃ)	উত্থাপিত	উত্থাপক
উৎ-পদ্	উৎপত্তি,	উৎপন্ন(ঘ)[3]	উৎপাদক
উৎ-পট্ ১৬৮	উৎপাটন,	উৎপাটিত	উৎপাটক
উৎ-পদ্—ঔ	উৎপাদন,	উৎপাদিত	উৎপাদক, উৎপাদয়িতা
উৎ-সৃজ—ঔ	উৎসর্গ,	উৎসৃষ্ট	উৎসর্জ্জক
উৎ-আ-হৃএঃ—এঃ	উদাহরণ,	উদাহৃত	উদাহারক
উৎ-দীপ	উদ্দীপন,	উদ্দীপ্ত (ঘ)[4]	উদ্দীপক
উৎ-দিশ্	উদ্দেশ,	উদ্দিষ্ট[5]	উদ্দেশক
উ-ৎধৃ	উদ্ধার,	উদ্ধৃত[6]	উদ্ধারক, উদ্ধারী
উৎ-মীল্	উন্মীলন,	উন্মীলিত	উন্মীলক
উৎ-নম্	উন্নতি,	উন্নতি[7]	
উপ-কৃ	উপকার,	উপকৃত	উপকারী, উপকারক, উপকর্ত্তা
উপ-ক্রম্	উপক্রম,	উপক্রান্ত	উপক্রামক
উপ-গম্—ঔ	উপগমন,	উপগত	উপগামী, উপগন্তা
উপ-দিশ্—ঔ	উপদেশ,	উপদিষ্ট[8]	উপদেশক, উপদেষ্টা

এঃন্ত্য—

১ বাচিত. ২ উৎক্ষেপিত. ৩ উৎপাদিত. ৪ উদ্দীপিত. ৫ উদ্দেশিত. ৬ উদ্ধারিত. ৭ উন্নমিত.. ৮ উপদেশিত.

১৬৭ হ্বেএঃ, স্পর্দ্ধা। ১৬৮ পট, গমন।

উপসর্গাদি যুক্ত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
উপ-দ্রু	উপদ্রব,	উপদ্রুত	উপদ্রাবক, উপদ্রবী
উ-বিশ্—ও	উপবেশন,	উপবিষ্ট(ঘ)১	উপবেশক
উপ-মা	উপমা,	উপমিত	উপমাতা
উপ-যাচ্	উপযাচন,	উপযাচিত	উপযাচক
উপ-যুজ্—ও	উপযোগ,	উপযুক্ত	উপযোজক, উপযোগী*
উপ-রুধ্—ও	উপরোধ,	উপরুদ্ধ২	উপরোধক
উপ-শম্	উপশম, উপশান্তি,	উপশান্ত (ঘ)৩	
উপ-স্থা	উপস্থিতি, উপস্থান,	উপস্থিত	উপস্থায়ী, উপস্থাতা
উপ-হস্	উপহাস,	উপহসিত	উপহাসক
উপ-অর্জ্জ	উপার্জ্জন,	উপার্জ্জিত	উপার্জ্জক
উপ-আস্	উপাসনা, উপাসন,	উপাসিত	উপাসক
উপ-ঈক্ষ্	উপেক্ষা,	উপেক্ষিত	উপেক্ষক
উৎ-লঙ্ঘ	উল্লঙ্ঘন,	উল্লঙ্ঘিত	উল্লঙ্ঘক
উৎ-লস্	উল্লাস,	উল্লসিত(ঘ)৪	উল্লাসক
উৎ-লিখ্	উল্লেখ,	উল্লিখিত৫	উল্লেখক
কথ্	কথন,	কথিত	কথক
কম্প	কম্পন,	কম্পিত(ঘ)	কম্পক
কৃষ্—ও	কর্ষণ,	কৃষ্ট৬	কর্ষক
কৃ	করণ,	কৃত	কর্ত্তা,৭ কারক, কারী
কৢপ্	কল্পন, কল্পনা,	কল্পিত	কল্পক
কৃত্	কীর্ত্তন,	কীর্ত্তিত	কীর্ত্তক
কুণ্ঠ্	কুণ্ঠন,	কুণ্ঠিত(ঘ)	

এগুলিও—

১ উপবেশিত. ২ উপরোধিত. ৩ উপশমিত. ৪ উল্লাসিত. ৫ উল্লেখিত. ৬ কর্ষিত, কারিত. ৭ কারয়িতা.

উপসর্গাদি	ধাতু [illegible]	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্রিয়ান্তাক্ত পদ	কর্ত্তৃবোধক পদ
	কুপ্	কোপ,	কুপিত১	
	ক্রন্দ	ক্রন্দন,	ক্রন্দিত	ক্রন্দনকারী
	ক্রী	ক্রয়,	ক্রীত	ক্রেতা
	ক্লিশ্	ক্লেশ,	ক্লিষ্ট(ঘ)২	ক্লেশক
	ক্ষি	ক্ষয়,	ক্ষিত, ক্ষীণ(ঘ)৩	
	ক্ষম	ক্ষমা,	ক্ষান্ত(ঘ)৪	ক্ষমাকারী,
	ক্ষল্	ক্ষালন,	ক্ষালিত	ক্ষালক
	ক্ষুভ্	ক্ষোভ,	ক্ষুব্ধ(ঘ)৫	ক্ষোভী
	খণ্ড	খণ্ডন,	খণ্ডিত	খণ্ডক
	খন্	খনন,	খাত	খনক, খানক
	খাদ্	খাদন,	খাদিত	খাদক
	ক্ষুদ—ঔ	ক্ষোদন,	ক্ষোদিত	ক্ষোদক
	খিদ্—ঔ	খেদ,	খিন্ন(ঘ)৬	
	গঠ্	গঠন,	গঠিত	গঠক
	গণ্	গণন,	গণিত	গণক, গণয়িতা
	গম্—ঔ	গমন, গতি,	গত(ঘ)	গন্তা, গামী
	গর্জ্জ	গর্জ্জন,	গর্জ্জিত	গর্জ্জক
	গর্হ	গর্হণ,	গর্হিত	গর্হক
	গৈ	গান,	গীত	গায়ক
	গুপ্	গোপন,	গুপ্ত(ঘ)৭	গোপক
	গ্রন্থ	গ্রন্থন,	গ্রথিত	গ্রন্থক
	গ্রহ্	গ্রহণ,	গৃহীত	গ্রাহক, গ্রহীতা গ্রাহী,
	গ্রস্	গ্রাস,	গ্রস্ত৮	গ্রাসক

ণ্যন্ত—

১ কোপিত. ২ ক্লেশিত. ৩ ক্ষায়িত. ৪ ক্ষমিত. ৫ ক্ষোভিত. ৬ খেদিত. ৭ গোপিত. ৮ গ্রাসিত.

উপসর্গাদি	ধাতু ঔ	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
	ঘট্	ঘটনা, ঘটন,	ঘটিত	ঘটক
	ঘৃষ্	ঘর্ষণ,	ঘৃষ্ট[১]	ঘর্ষক
	ঘুষ্	ঘোষণা, ঘোষণ,	ঘুষ্ট[২]	ঘোষক
	ঘ্রা	ঘ্রাণ,	ঘ্রাত	ঘ্রায়ক
চমৎ-	কৃ	চমৎকার,	চমৎকৃত	চমৎকারক-
	চর্ব্ব্	চর্ব্বণ,	চর্ব্বিত	চর্ব্বক
	চর্চ্চ্	চর্চ্চা,	চর্চ্চিত	চর্চ্চক
	চল্	চলন,	চলিত(ঘ)[৩]	চালক
	চি	চয়ন	চিত	চায়ক
	কিৎ	চিকিৎসা,	চিকিৎসিত	চিকিৎসক
	চিন্ত্	চিন্তা, চিন্তন,	চিন্তিত	চিন্তক
	চুম্ব্	চুম্বন,	চুম্বিত	চুম্বক
	চূর্ণ	চূর্ণন,	চূর্ণিত	চূর্ণক
	চেষ্ট্	চেষ্টা,	চেষ্টিত(ঢ, ঘ)	চেষ্টক
	ছিদ্—ঔ	ছেদন,	ছিন্ন[৪]	ছেদক
	জন্	জনন,	জাত(ঢ, ঘ)[৫]	জনক
	জপ্	জপ,	জপিত, জপ্ত	জাপক
	জি	জয়,	জিত	জেতা
	জল্প্	জল্পনা, জল্পন,	জল্পিত	জল্পক
	জাগৃ	জাগরণ,	জাগরিত(ঢ, ঘ)	জাগরূক
	জ্ঞা	জিজ্ঞাসা,	জিজ্ঞাসিত	জিজ্ঞাসু, জিজ্ঞাসক
	জ্ঞা	জ্ঞান,	জ্ঞাত	জ্ঞাতা
	জ্ঞা	জ্ঞাপন (ণ্ঞি),	জ্ঞাপিত	জ্ঞাপক
	তর্জ্জ্	তর্জ্জন,	তর্জ্জিত	তর্জ্জক
	তৃপ্	তর্পণ,	তর্পিত(ণ্ঞি)	তর্পক
	তৃপ্	তৃপ্তি,	তৃপ্ত	তর্পক, তৃপ্তিকর

অশুদ্ধ—

১ ঘর্ষিত. ২ ঘোষিত. ৩ চালিত. ৪ ছেদিত. ৫ জনিত.

উপসর্গাদি সহিত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
তাড়্	তাড়ন, তড়ানা,	তাড়িত	তাড়ক
তপ্—ঔ	তাপ, তপন,	তপ্ত	তাপক
তপ্—ঔ	তাপন, তাপনা (ণ্ডি)	তাপিত	তাপক
তৄ	তারণ,	তারিত (ণ্ডি)	তারক
তিজ্	তিতিক্ষা,	তিতিক্ষিত	তিতিক্ষু
তিরস্-কৃ	তিরস্কার,	তিরস্কৃত	তিরস্কারক, তিরস্কারী, তিরস্কর্ত্তা
তুষ্—ঔ	তুষ্টি,	তুষ্ট (ঘ)১	তোষক
ত্যজ্	ত্যাগ,	ত্যক্ত২	ত্যাজক, ত্যাগী
ত্রৈ	ত্রাণ,	ত্রাত	ত্রাতা
ত্রস	ত্রাস,	ত্রস্ত (ঘ)৩	ত্রাসক
দম্	দমন,	দান্ত৪	দময়িতা
দৃশ্	দর্শন,	দৃষ্ট৫	দর্শক
দল	দলন,	দলিত	দলক
দা	দান,	দত্ত	দাতা, দায়ক, দায়ী
দ্যুত	দ্যোতন,	দ্যুতিত, দ্যোতিত	দ্যোতক
দীক্ষ্	দীক্ষা,	দীক্ষিত	দীক্ষক
দীপ্	দীপ্তি,	দীপ্ত৬	দীপক
দুষ্—ঔ	দোষ,	দুষ্ট(ঘ)৭	দোষক
দূষ্	দূষণ,	দূষিত	দূষক
ধন্য-বদ্	ধন্যবাদ,	ধন্যবাদিত	ধন্যবাদক
ধৃ	ধরণ,	ধৃত৮	ধারক, ধারী
ধ্যৈ	ধ্যান,	ধ্যাত	ধ্যাতা, ধ্যায়ক
ধ্বংস্	ধ্বংস,	ধ্বস্ত৯	ধ্বংসক

ণ্যন্ত।—

১ তোষিত. ২ ত্যজিত. ৩ ত্রাসিত. ৪ দমিত. ৫ দর্শিত. ৬ দীপিত.
৭ দূষিত. ৮ ধারিত. ৯ ধ্বংসিত.

উপসর্গাদি যুক্ত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
নম্—ণ্ড	নতি,	নত (ঘ)১	নময়িতা, ণ্ড
নমস্-কৃ	নমস্কার,	নমস্কৃত	নমস্কারক, নমস্কর্ত্তা
নশ্	নাশ,	নষ্ট (ঘ)২	নাশক
নি-ক্ষিপ্	নিক্ষেপ, নিক্ষেপণ,	নিক্ষিপ্ত৩	নিক্ষেপক
নির্-সৃ	নিঃসরণ,	নিঃসৃত(ঘ)৪	নিঃসারক
নি-গ্রহ্	নিগ্রহ,	নিগৃহীত	নিগ্রাহক
নিন্দ্	নিন্দা,	নিন্দিত	নিন্দক
নি-দ্রা	নিদ্রা,	নিদ্রাণ,নিদ্রিত(ঘ)	
নি-বৃত্	নিবৃত্তি, নিবর্ত্তন,	নিবৃত্ত৫	নিবর্ত্তক
নি-বৃঞ্	নিবারণ,	নিবারিত	নিবারক
নি-বদ্	নিবেদন,	নিবেদিত	নিবেদক
নি-বিশ্—ণ্ড	নিবেশ, নিবেশন,	নিবিষ্ট৬	নিবেশক
নি-যম্—ণ্ড /	নিয়ম,	নিয়মিত	নিয়ামক, নিয়ন্তা
নি-যুজ্—ণ্ড	নিযোজন,	নিযুক্ত(চ,ঘ)৭	নিযোজক
নির্-ঈক্ষ্	নিরীক্ষণ	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষক
নির্-রূপ্	নিরূপণ,	নিরূপিত	নিরূপক
নির্-নীঞ্—ঞ্	নির্ণয়,	নির্ণীত	নির্ণেতা, নির্ণায়ক
নির্-দিশ্—ণ্ড	নির্দ্দেশ,	নির্দ্দিষ্ট৮	নির্দ্দেষ্টা, নির্দ্দেশক
নির্-ধৃ	নির্দ্ধারণ,	নির্দ্ধারিত(ঞি)	নির্দ্ধারক
নির্-বস্	নির্ব্বাসন,	নির্ব্বাসিত	নির্ব্বাসক, নির্ব্বাসয়িতা
নির্-বহ্—ণ্ড	নির্ব্বাহ,	নির্ব্বাহিত	নির্ব্বাহক
নির্-মা	নির্ম্মাণ,	নির্ম্মিত	নির্ম্মাতা
নি-সিধ্ ৵	নিষেধ,	নিষিদ্ধ৯	নিষেধক

ণ্যন্ত—

১ নমিত. ২ নাশিত. ৩ নিক্ষেপিত. ৪ নিঃসারিত. ৫ নিবর্ত্তিত. ৬ নিবেশিত. ৭ নিযোজিত. ৮ নির্দ্দেশিত. ৯ নিষেধিত। / যম্, সংযমন। ৵ সিধ্, গমন।

উপসর্গাদি যুক্ত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
নির্-তৄ	নিস্তার,	নিস্তীর্ণ (ঘ)১	নিস্তারক
পরা-জি	পরাজয়,	পরাজিত	পরাজেতা পরাজয়ী,
পরা-ভূ	পরাভব,	পরাভূত	পরাভবিতা, পরাভাবক
পরা-মৃশ্—ঔ ৴	পরামর্শ,	পরামৃষ্ট২	পরামর্শক
পরি-চি	পরিচয়,	পরিচিত	পরিচায়ক
পরি-চর্	পরিচর্য্যা,	পরিচরিত	পরিচারক
পরি-ছিদ্	পরিচ্ছেদ,	পরিছিন্ন(ঢ, ঘ)৩	পরিচ্ছেদক
পরি-ধাঞ্—ঞ্	পরিধান,	পরিহিত	পরিধায়ক
পরি-বৃত্	পরিবর্ত্তন,	পরিবৃত্ত৪	পরিবর্ত্তক
পরি-বদ্	পরিবাদ,	পরিবাদিত	পরিবাদক
পরি-বিশ্	পরিবেশন,	পরিবেশিত	পরিবেশক
পরি-মা	পরিমাণ,	পরিমিত	পরিমাতা
পরি-শুধ্—ঔ	পরিশোধ,	পরিশুদ্ধ (ঘ)৫	পরিশোধক
পরি-কৃ	পরিষ্কার,	পরিষ্কৃত	পরিষ্কারক
পরি-হৃঞ্—ঞ	পরিহার, পরিহরণ,	পরিহৃত৬	পরিহারক পরিহর্ত্তা, পরিহারী
পরি-হস্	পরিহাস,	পরিহসিত৭	পরিহাসক
পরি-ঈক্ষ্	পরীক্ষা,	পরীক্ষিত	পরীক্ষক
পরি-অট্ ।০	পর্য্যটন,	পর্য্যটিত	পর্য্যটক
পরা-অয়্ ৶	পলায়ন,	পলায়িত	পলায়ক
পচ্—ঔ	পাক,	পক্ব (ঘ)৮	পাচক
পঠ্	পাঠ,	পঠিত৯	পাঠক
পা	পান,	পীত	পায়ী, পাতা
পা	পালন,	পালিত	পালক
পা	পিপাসা,	পিপাসিত	পিপাসু

ণ্যন্ত—

১ নিস্তারিত. ২ পরামর্শিত. ৩ পরিচ্ছেদিত. ৪ পরিবর্ত্তিত. ৫ পরিশোধিত. ৬ পরিহারিত. ৭ পরিহাসিত. ৮ পাচিত. ৯ পাঠিত.

৴ মৃশ, মজ্জনা। ।০ অট্, গমন। ৶ অয়্, গমন।

উপসর্গাদি ধাতু ও	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
পীড়্	পীড়া, পীড়ন	পীড়িত	পীড়ক
পুরস্-কৃ	পুরস্কার,	পুরস্কৃত১	পুরস্কারক, পুরস্কর্ত্তা, পুরস্কারী
পূজ্	পূজা, পূজন,	পূজিত	পূজক
পূর্	পূরণ,	পূর্ণ (ঘ)২	পূরক
পিষ্	পেষণ,	পিষ্ট৩	পেষক
পুষ	পোষণ,	পুষ্ট৪	পোষক
প্র-কাশ্ /	প্রকাশ,	প্রকাশিত	প্রকাশক
প্র-ক্ষল৵	প্রক্ষালন,	প্রক্ষালিত	প্রক্ষালক
প্র-চর্	প্রচার,	প্রচারিত	প্রচারক
প্র-নম্	প্রণাম, প্রণতি,	প্রণত (ঘ)৪	প্রণামক
প্র-তৃ	প্রতারণা,	প্রতারিত	প্রতারক
প্রতি-কৃ	প্রতীকার,	প্রতিকৃত	প্রতিকারক, প্রতিকারী
প্রতি-জ্ঞা	প্রতিজ্ঞা,	প্রতিজ্ঞাত	প্রতিজ্ঞাতা
প্রতি-দা	প্রতিদান,	প্রতিদত্ত	প্রতিদাতা
প্রতি-পদ—ঔ	প্রতিপত্তি,	প্রতিপন্ন (ঘ)	
প্রতি-পদ্—ঔ	প্রতিপাদন, (ণিচ্)	প্রতিপাদিত	প্রতিপাদক
প্রতি-পা	প্রতিপালন,	প্রতিপালিত	প্রতিপালক
প্রতি-বদ্	প্রতিবাদ,	প্রতিবাদিত	প্রতিবাদী, প্রতিবাদক
প্রতি-স্থা	প্রতিষ্ঠা,	প্রতিষ্ঠিত	প্রতিষ্ঠাতা
প্রতি-ঈক্ষ্	প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষণ,	প্রতীক্ষিত	প্রতীক্ষক
প্রতি-আ-দিশ্—ঔ	প্রত্যাদেশ,	প্রত্যাদিষ্ট	প্রত্যাদেষ্টা, প্রত্যাদেশক
প্র-বঞ্চ্	প্রবঞ্চনা,	প্রবঞ্চিত	প্রবঞ্চক
প্রতি-আ-গম্—ঔ	প্রত্যাগমন,	প্রত্যাগত (ঘ)	প্রত্যাগন্তা, প্রত্যাগামী

অশুদ্ধ—

১ পুরস্কারিত. ২ পূরিত. ৩ পেষিত. ৪ প্রণমিত.

/ কাশ্, দীপ্তি। ৵ ক্ষল, ধুওন।

উপসর্গাদি সহিত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্ত্তৃবোধক পদ
প্র-বৃত্	প্রবর্ত্তন, প্রবর্ত্তনা,	প্রবর্ত্তিত(ণিচ)	প্রবর্ত্তক
প্র-বৃত্	প্রবৃত্তি,	প্রবৃত্ত (ঘ)	প্রবর্ত্তক
প্র-বস্—উ	প্রবাস,	প্রোষিত১	প্রবাসী
প্র-বিশ্—উ	প্রবেশ,	প্রবিষ্ট (ঘ)২	প্রবেশক
প্র-ভিদ্	প্রভেদ,	প্রভিন্ন (ঢ,ঘ) ৩	প্রভেদক
প্র-মা	প্রমাণ,	প্রমিত৪	প্রমাতা
প্র-যুজ্—উ	প্রযোগ,	প্রযুক্ত৫	প্রযোজক
প্র-লিপ্—উ	প্রলেপ, প্রলেপন,	প্রলিপ্ত৬	প্রলেপক
প্র-শংস্	প্রশংসা,	প্রশস্ত, প্রশংসিত	প্রশংসক
প্র-সূ	প্রসব,	প্রসূত	প্রসবিতা
প্র-স্তু	প্রস্তাব,	প্রস্তাবিত	প্রস্তাবক
প্র-স্থা	প্রস্থান,	প্রস্থিত(ঘ)	প্রস্থাতা
প্র-স্থা	প্রস্থাপন,(ণিচ)	প্রস্থাপিত	প্রস্থাপক
প্র-হৃঞ্—ঞ্	প্রহার,	প্রহৃত৭	প্রহারক
প্র-আপ্—উ৵	প্রাপণ, প্রাপ্তি,	প্রাপ্ত (ঢ,ঘ)৮	প্রাপক
প্র-অর্থ৶	প্রার্থনা,	প্রার্থিত	প্রার্থক
প্র-ঈর্৶	প্রেরণ,	প্রেরিত	প্রেরক
প্র-উক্ষ্।০	প্রোক্ষণ,	প্রোক্ষিত	প্রোক্ষক
বচ্	বচন,	উক্ত	বক্তা
বঞ্চ	বঞ্চন, বঞ্চনা,	বঞ্চিত	বঞ্চক
বন্দ্	বন্দন, বন্দনা,	বন্দিত	বন্দক
বপ্	বপন,	উপ্ত৯	বাপক
বন্ধ্	বন্ধন,	বদ্ধ	বন্ধক
বর্জ্	বর্জ্জন,	বর্জ্জিত	বর্জ্জক
বর্ণ্	বর্ণনা, বর্ণন,	বর্ণিত	বর্ণক
বৃত্	বর্ত্তন	বর্ত্তিত (ণিচ)	বর্ত্তমান
বহ্	বহন,	ঊঢ়১০	বাহক

ণ্যন্ত—

১ প্রবাসিত. ২ প্রবেশিত. ৩ প্রভেদিত. ৪ প্রযোজিত. ৫ প্রলেপিত. ৬ প্রহারিত. ৭ প্রাপিত. ৮ প্রাপিত. ৯ বাপিত. ১০ বাহিত.

৵০ আপ্, পাওন। ৶ অর্থ, চাহন। ৶ ঈর্, গমন। ।০ উক্ষ্, ছড়ান।

উপসর্গাদি যুক্ত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবোধক পদ
বৃঞ্—ঞ্	বরণ,	বৃত	
বহিস্-কৃ	বহিষ্করণ,	বহিষ্কৃত	বহিষ্কারক
বাঞ্ছ	বাঞ্ছা,	বাঞ্ছিত	বাঞ্ছক
বৃঞ্—ঞ্	বারণ,(ণি)	বারিত	বারক
বি-ক্রী	বিক্রয়,	বিক্রীত	বিক্রেতা
বি-ক্ষিপ্—ঔ	বিক্ষেপ,	বিক্ষিপ্ত১	বিক্ষেপক
বি-ক্রম্	বিক্রম,	বিক্রান্ত	বিক্রামক
বি-চর্	বিচার,	বিচরিত২	বিচারক
বি-ছিদ্	বিচ্ছেদ,	বিচ্ছিন্ন৩	বিচ্ছেদক
বি-জ্ঞা	বিজ্ঞাপন,	বিজ্ঞাপিত	বিজ্ঞাপক
বি-ড়ব্	বিড়ম্বনা, বিড়ম্বন,	বিড়ম্বিত	বিড়ম্বক
বি-দৃ।৵	বিদরণ,	বিদীর্ণ(ঘ)	
বি-দৃ	বিদারণ,	বিদারিত	বিদারক
বি-নীঞ্—ঞ	বিনয়,	বিনীত	বিনেতা, বিনয়ী
বি-নশ	বিনাশ,	বিনষ্ট৪	বিনাশক
বি-বহ্	বিবাহ,	বিবাহিত	বিবাহক
বি-বিচ।৶	বিবেচনা,	বিবিক্ত৫	বিবেচক
বি-ভজ্—ঔ	বিভাগ,	বিভক্ত৬	বিভাজক
বি-রাজ্।৷৶	বিরাজ,	বিরাজিত	বিরাজক
বি-রিচ্।৷৹	বিরেচন,	বিরেচিত	বিরেচক
বি-রুধ—ঔ	বিরোধ,	বিরুদ্ধ৬	বিরোধী, বিরোধক
বি-রম্	বিরাম,	বিরত (ঘ)৭	বিরামক
বি-লস্	বিলাস,	বিলসিত	বিলাসক, বিলাসী
বি-শ্বস্	বিশ্বাস,	বিশ্বস্ত	বিশ্বাসক

ণ্যন্ত—

১ বিক্ষেপিত ২ বিচারিত. ৩ বিচ্ছেদিত. ৪ বিনাশিত. ৫ বিবেচিত. ৬ বিভাজিত. ৭ বিরমিত

৵ দৃ, চিরণ। ।৶ বিচ্, পৃথক হওন বা করণ। ।৷৶ রাজ্, উদ্দীপন। ৷৹ রিচ্, রেচন।

উপসর্গাদি ধাতু ও	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্তৃবাচক পদ
বি-শ্রম্	বিশ্রাম,	বিশ্রান্ত, (ঘ)১	বিশ্রামক
বি-শ্লিষ্	বিশ্লেষ,	বিশ্লিষ্ট	বিশ্লেষক
বি-সদ্—ঔ	বিষাদ,	বিষণ্ণ (ঘ)২	বিষাদক
বি-সৃজ্—ঔ	বিসর্জ্জন,	বিসৃষ্ট৩	বিসর্জ্জক
বি-স্তৃ	বিস্তার,	বিস্তীর্ণ,	বিস্তারক
বি-স্তৃ	বিস্তার,	বিস্তৃত৪	বিস্তারক, বিস্তারী
বি-স্মৃ	বিস্মরণ,	বিস্মৃত(ঢ, ঘ)	বিস্মারক
বৃধ্	বৃদ্ধি, বর্দ্ধন,	বৃদ্ধ৫	বর্দ্ধক
বেষ্ট	বেষ্টন,	বেষ্টিত	বেষ্টক
বি-অব-ছিদ্—ঔ	ব্যবচ্ছেদ,	ব্যবচ্ছিন্ন৬	ব্যবচ্ছেদক
বি-অব-ধাঞ্—ঞ	ব্যবধান,	ব্যবহিত	ব্যবধায়ক
বি-অভি-চর্	ব্যভিচার,	ব্যভিচরিত৭	ব্যভিচারী, ব্যভিচারক
বি-অব-হৃঞ্—ঞ	ব্যবহার,	ব্যবহৃত	ব্যবহারক
বি-আপ—ঔ	ব্যাপন, ব্যাপ্তি,	ব্যাপ্ত৮	ব্যাপক
বি-উৎ-পদ্—ঔ	ব্যুৎপত্তি,	ব্যুৎপন্ন (ঘ)	ব্যুৎপাদক
বি-উৎ-পদ্—ঔ	ব্যুৎপাদন, (ণ্ণি)	ব্যুৎপাদিত	ব্যুৎপাদয়িতা
ভক্ষ্	ভক্ষণ,	ভক্ষিত	ভক্ষক
ভঞ্জ্	ভঞ্জন, ভঙ্গ,	ভগ্ন	ভঞ্জক
ভজ্—ঔ	ভজন,	ভক্ত (ঘ)	
ভৃজ্	ভর্জন,	ভর্জিত	ভর্জক
ভৃ	ভরণ,	ভৃত	ভর্ত্তা
ভৎর্স	ভৎর্সন,	ভৎর্সিত	ভৎর্সক
ভূ	ভাবনা, ভাব	ভাবিত(ণ্ণি)	ভাবক, ভাবুক
ভূ	ভবন	ভূত	ভাবী
ভিক্ষ্	ভিক্ষা,	ভিক্ষিত	ভিক্ষক, ভিক্ষু

ণ্যন্ত—

১ বিশ্রমিত, বিশ্রামিত. ২ বিষাদিত, ৩ বিসর্জ্জিত. ৪ বিস্তারিত. ৫ বর্দ্ধিত. ৬ ব্যবচ্ছেদিত. ৭ ব্যভিচারিত. ৮ ব্যাপিত

উপসর্গাদি ধাতু ও ইৎ	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্রিয়াত্মক পদ	কর্ত্তৃবোধক পদ
ভূষ্	ভূষণ,	ভূষিত	ভূষক
ভিদ্—ঔ	ভেদ,	ভিন্ন১	ভেদক, ভেত্তা
ভুজ্—ঔ	ভোগ,ভুক্তি,ভোজন,	ভুক্ত	ভোক্তা, ভোগী
ভ্রম্	ভ্রমণ,	ভ্রান্ত২ (ঘ)	ভ্রামক
মস্জ—ঔ	মজ্জন,	মগ্ন	মজ্জক
মন্থ	মন্থন,	মথিত	মন্থক
মৃদ্	মর্দ্দন,	মর্দ্দিত	মর্দ্দক
মৃ	মরণ,	মৃত(ঘ)	ম্রিয়মাণ
মৃজ্	মার্জ্জন, মর্জ্জনা।	মৃষ্ট৩	মার্জ্জক
মিশ্র্	মিশ্রণ,	মিশ্রিত	মিশ্রক
মুণ্ড্	মুণ্ডন,	মুণ্ডিত	মুণ্ডক
মিল্, মীল্	মিলন, মীলন,	মিলিত, মীলিত	মেলক, মীলক
মুচ্—ঔ	মোচন,	মুক্ত৪	মোচক
মুহ—ঔ	মোহন,	মূঢ়, মুগ্ধ৫	মোহক
যজ্	যজন,	ইষ্ট	যজমান, যাজক
যাচ্	যাচ্ঞা,	যাচিত	যাচক
যজ্	যাজন, (ণ্ণিচ্)	যাজিত	যাজক
যা	যাপন,(ণ্ণিচ্)	যাপিত	যাপক
যুজ্—ঔ	যোগ	যুক্ত৬	যোজক
যুজ্	যোজন, যোজনা,	যোজিত(ণ্ণিচ্)	যোজক৭
রক্ষ্	রক্ষা,	রক্ষিত	রক্ষক
রচ্	রচনা, রচন	রচিত	রচক
রম্—ঔ	রমণ,	রত,(ঘ)৮	রামক
রিচ্—ঔ	রেচন,	রিক্ত৯	রেচক
রুদ্	রোদন,	রুদিত১০	রোদক
রুধ্—ঔ	রোধ,	রুদ্ধ১১	রোধক, রোদ্ধা
রুপ্, রুহ্—ঔ	রোপণ, (ণ্ণিচ্)	রোপিত	রোপক

এৎ্যন্ত—

১ ভেদিত. ২ ভ্রমিত. ৩ মার্জ্জিত, ৪ মোচিত. ৫ মোহিত. ৬ যোজিত. ৭ যোজযিতা. ৮ রমিত. ৯ রেচিত. ১০ রোদিত. ১১ রোধিত.

উপসর্গাদি ধাতু ও অর্থ	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্ত্তৃবোধক পদ
লজ্জ্	লজ্জন,	লজ্জিত	লজ্জক
লভ্	লাভ	লব্ধ	লাভক
লভ	লিপ্সা,	লিপ্সিত	লিপ্সু
লিখ্	লিখন,	লিখিত১	লেখক
লিপ্—ঔ	লেপন,	লিপ্ত(ঘ)২	লেপক
লুপ্—ঔ	লোপ,	লুপ্ত(ঘ)৩	লোপক
লুভ্	লোভ,	লুব্ধ (ঘ)৪	লোভী
শীঙ—ঙ্	শয়ন,	শয়িত (ঘ)৫	শায়ক, শায়ী,
শপ—ঔ	শাপ,	শপ্ত	শাপক
শাস্	শাসন, শাস্তি	শাসিত	শাস্তা, শাসক
শিক্ষ্	শিক্ষা,	শিক্ষিত	শিক্ষক
শুচ্	শোক, শোচন,	শোচিত	শোচক
শুধ্—ঔ	শোধন,	শুদ্ধ৬	শোধক
শুষ্—ঔ	শোষণ,	শুষ্ক(ঢ, ঘ)৭	শোষক
শ্রু	শ্রবণ,	শ্রুত	শ্রোতা, শ্রাবক
শ্লিষ্—ঔ	শ্লেষ,	শ্লিষ্ট৮	শ্লেষক
সং-কৢপ্	সঙ্কল্প, সঙ্কল্পন,	সঙ্কল্পিত	সঙ্কল্পক
সং-গ্রহ্	সংগ্রহ,	সংগৃহীত	সংগ্রাহক
সং-ক্রম্	সংক্রম, সংক্রমণ,	সংক্রান্ত৯	সংক্রামক
সং-ক্ষিপ্—ঔ	সংক্ষেপ,	সংক্ষিপ্ত১০	সংক্ষেপক
সং-যুজ—ঔ	সংযোগ,	সংযুক্ত১১	সংযোজক
সং-সৃজ—ঔ	সংসর্গ,	সংসৃষ্ট	সংসর্জক
সং-কৃ	সংস্কার,	সংস্কৃত১২	সংস্কারক, সংস্কর্ত্তা
সং-হৃঞ্—ঞ্	সংহার,	সংহৃত১৩	সংহারক, সংহারী, সংহর্ত্তা

ঞ্যন্ত—

১ লেখিত. ২ লেপিত. ৩ লোপিত. ৪ লোভিত. ৫ শায়িত. ৬ শোধিত. ৭ শোষিত. ৮ শ্লেষিত. ৯ সঙ্ক্রমিত, সঙ্ক্রামিত. ১০ সংক্ষেপিত. ১১ সংযোজিত. ১২ সংস্কারিত ১৩ সংহারিত.

উপসর্গাদি যুক্ত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদ	কর্ত্তৃবোধক পদ
সং-কৃত্	সঙ্কীর্ত্তন,	সঙ্কীর্ত্তিত	সঙ্কীর্ত্তক
সং-কুচ্	সঙ্কোচ,	সঙ্কুচিত১	সঙ্কোচক
সং-চি	সঞ্চয়,	সঞ্চিত	সঞ্চায়ক
সং-কৃ	সংস্কার,	সংস্কৃত	সংস্কারক, সংস্কর্ত্তা
সং-তপ্—ণ্ড	সন্তাপ,	সন্তপ্ত(ঘ)২	সন্তাপক
সং-তুষ্—ণ্ড	সন্তোষ,	সন্তুষ্ট(ঘ)৩	সন্তোষক,
সং-দিহ্—ণ্ড	সন্দেহ,	সন্দিগ্ধ(ঘ)	সন্দেহক সন্দেহী,
সং-ঋ	সমর্পণ,	সমর্পিত	সমর্পক
সং-আদৃ	সমাদর,	সমাদৃত	সমাদারক
সং-পদ্—ণ্ড	সম্পাদন,	সম্পাদিত	সম্পাদক
সং-প্র-দা	সম্প্রদান,	সম্প্রদত্ত	সম্প্রদাতা সম্প্রদায়ক
সং-বুধ্—ণ্ড	সম্বোধন,	সম্বুদ্ধ৪	সম্বোধক
সং-ভুজ্	সম্ভোগ,	সম্ভুক্ত	সম্ভোক্তা, সম্ভোগী
সাধ্	সাধন, সাধনা,	সাধিত	সাধক
সূচ্	সূচনা, সূচন,	সূচিত	সূচক
সৃজ্—ণ্ড	সর্জ্জন, সৃষ্টি,	সৃষ্ট	স্রষ্টা
সিচ্—ণ্ড	সেচন,	সিক্ত৫	সেচক
সেব্	সেবা, সেবন,	সেবিত	সেবক
স্খল্	স্খলন,	স্খলিত	স্খালক
স্তু	স্তব,	স্তুত	স্তাবক, স্তোত
স্থা	স্থান,	স্থিত	স্থায়ী, স্থাতা
স্থা	স্থাপন, (ণিঞ)	স্থাপিত	স্থাপক
স্না	স্নান,	স্নাত(ঘ)	স্নাতা
স্পৃশ—ণ্ড	স্পর্শ,	স্পৃষ্ট৬	স্পর্শক

এভ্রষ্ট—

১সঙ্কোচিত. ২ সন্তাপিত. ৩সন্তোষিত., ৪ সম্বোধিত. ৫ সেচিত.. ৬ স্পর্শিত.

উপসর্গাদি সহিত ধাতু	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ক্রিয়াতারান্ত শব্দ	কর্তৃবোধক শব্দ
স্মৃ	স্মরণ,	স্মৃত	স্মারক
স্বদ্	স্বাদ,	স্বাদিত(ক্রি)	স্বাদক
স্ব-কৃ	স্বীকার,	স্বীকৃত১	স্বীকারক
হন্—ঔ	হনন,২	হত৩	হন্তা, ঘাতক
হৃঞ্—ঞ্	হরণ,	হৃত৪	হারক, হর্ত্তা,
হিং-স্	হিংসা,	হিংসিত	হিংসক, হিংস্র
হেড়্	হেলন,	হেলিত	হেলক
হু	হোম,	হুত	হোতা
হ্রস্	হ্রাস,	হ্রাসিত	হ্রাসক

লিধু বা নামধাতু।

বাঙ্গলায় নামধাতু দুই প্রকার—

১ প্রথম প্রকার নামধাতু শব্দে বা ক্রিয়াবাচক শব্দে করণ ধাতু এবং কখনং হওন বা অন্য কোন ধাতু সংযোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা, প্রশ্ন-করণ, সত্য-করণ; অর্থ-করণ; রাগ-করণ; শপথ-করণ, অজ্ঞান-করণ, চূর্ণ-করণ। অর্থ-হওন, নিদ্রা-যাওন। মারি-খাওন, গালি-দেওন।

হওন ধাতু যোগে এরূপ সংযুক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগ অনেক স্থলে ঐ হওনের কর্ত্তা হয়, যথা, কারকে ইহার ব্যাখ্যাহইবে॥

২ যদ্দারা আঘাত বা খনন করাযায় এমত বস্তুবোধক কতিপয় শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থলে আন যোগে দ্বিতীয় প্রকার নামধাতু নিষ্পন্ন হয়, যথা, লাঠি—লাঠান, বাড়ি—বাড়ান, কোদালি—কোদলান, ঠেঙ্গা—ঠেঙ্গান, পোকা—পোকান, নিড়ানি—নিড়ান, দেঁড়ুয়া দেঁড়ুয়ান।

ঞ্যন্ত—

১ স্বীকারিত. ২ ঘাতন. ৩ ঘাতিত. ৪ হারিত.

ক্রিয়াবাচক শব্দে হওন ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন উক্তরূপ ধাতুর প্রয়োগ ভাববাচ্যেই প্রায় হইয়া থাকে।

যে সকল সংস্কৃত অন ভাগান্ত ক্রিয়াবাচক ও অন্য প্রকার সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক শব্দ বাঙ্গলাতে ধাতুরূপে ব্যবহৃত নয়, তাহা করণাদি ধাতু যোগে ধাতুরূপে ব্যবহার ও তৎপরে করণাদির রূপকরণদ্বারা রূপকরা-যাইতেপারে, যথা, গমন-করণ, গতি-করণ, উপস্থিত-হওন, ইত্যাদি।

পদ্যেতে আবশ্যকমতে উক্তরূপ সংযুক্ত ধাতুর শেষ ভাগ অগ্রে ও প্রথম ভাগ পরে ব্যবহার করাযায়, যথা, গমন-করিল না বলিয়া করিল-গমন বলাযায়।

উক্তরূপ সংযুক্ত ধাতুর ক্তান্ত পদ ও কর্ত্তৃবোধক পদ শেষ ধাতুর তত্তদ্রূপ (সংস্কৃত) পদ সাধিলে সিদ্ধ হয়, অথবা শেষ ত্যাগে শুদ্ধ ক্রিয়া-বাচক শব্দের উক্ত রূপ পদ সাধাগেলে সিদ্ধ হইতে পারে, যথা,—

ধাতু	কর্ত্তৃবোধক পদ	ক্তান্ত পদ
অপহরণ-করণ	অপহরণ-কর্ত্তা বা অপহর্ত্তা অপহরণ-কারক বা অপহারক অপহরণ-কারী বা অপহারী	অপহরণ-কৃত বা অপহৃত

কিন্তু সে যাহাহউক এরূপ সংযুক্ত ক্তান্তপদ প্রায় ব্যবহার করাযায় না, ব্যবহার করিলেও সুশ্রাব্য হয় না।

অসংযুক্ত বা সংযুক্তরূপ সমাপক ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে (বা কখনং পরে) যদিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াথাকে, এবং তদবস্থায় ঐ ক্রিয়াপদ সমাপক হইয়াও (যদি যোগে) এক প্রকার অসমাপক হয়,অর্থাৎ তাহার পর এক সমাপক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত না হইলে ভাবের বা বাক্যের শেষ হয় না। উক্ত ক্রিয়াপদদ্বয় ইলে ভাগান্ত অসমাপক ক্রিয়াপদ ও তৎপরবর্ত্তি ক্রিয়াপদের ন্যায় পরস্পর আপেক্ষিক, এবং ভাবার্থেও যদিপূর্ব্বক ক্রিয়া-পদ ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াপদের ন্যায়, এবং তৎপরবর্ত্তি ক্রিয়া-পদও রূপবিশেষে ইলে ভাগান্ত ক্রিয়াপদের পরবর্ত্তি তদ্রূপ ক্রিয়াপদের ন্যায় অপেক্ষা ও পণ আদির আভাস্ প্রকাশক হয়, (১২৯ পৃষ্ঠা দেখ,) যথা, যদি তুমি যাও তবে আমি যাই, (অর্থাৎ তুমি গেলে আমি যাই),যদি তুমি গালি দিবে তবে আমি মারিব। যদি এমত কর্ম্ম করিবেই বা করিলেই তবে আগে আমাকে জানাইলে না কেন?।

সনন্ত ॥

সংস্কৃতে এক রূপ ক্রিয়াপদ আছে, যাহা ধাত্বর্থাতিরেকে তৎ-কার্য্যকরণে বা হওনে তৎকর্ত্তার ইচ্ছা প্রকাশ করে; ঐ রূপ ক্রিয়াপদ সন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হওয়াতে তাহা সংস্কৃতে সনন্ত বলাযায়। উক্তরূপ ক্রিয়াপদসমূহের মধ্যে কেবল কতি-পয় পদ বাঙ্গলায় চলিত আছে, যথা, দিদৃক্ষু, বুভুক্ষু, মুমূর্ষু, পিপাসু; পিপসা, জিগীষা, ইত্যাদি।

কখনং অনট্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদে ইচ্ছার্থক ধাতুর কর্ত্তৃবোধক পদ যোগদ্বারা উক্তরূপ অর্থ প্রকাশ করাগিয়াথাকে, যথা, গ্রহণেচ্ছু, পণাভিলাষী, ভোজনাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী।

যদিপূর্ব্বক বর্ত্তমান বা ভূতকালীয় ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে আহা শব্দ প্রয়োগ করিলে ঐ রূপ সংযুক্ত পদ ধাত্বর্থাতিরেকে তৎ-কার্য্যে বক্তার ইচ্ছা প্রকাশ করে, যথা, আহা আজ্ যদি সে এখানে আসে,* (তবে কি আহ্লাদের বিষয়ই হয়)!

উক্ত রূপ বাক্যে কখনং যদি বা আহা শব্দ, কখন বা দুয়ের একও ব্যবহৃত না হইয়া কেবল বক্তার কথনের ভাবেই ইচ্ছা প্রকাশ হয়, যথা, আহা, তার একটী পুত্র সন্তান হয় (তো বংশ রক্ষা হয়)! এখন তারে পাই বা পাইতাম!

অনেক স্থলে স্বার্থিক ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে যেন শব্দ প্রযুক্ত হইলে তদ্রূপ সংযুক্ত পদ সনন্ত পদের অর্থপ্রকাশক হয়, যথা, ঈশ্বর করেন যেন বিধবা হইবার আগে আমার মৃত্যু হয়! যিনি আমাকে দুঃখ দিলেন তাঁকে যেন দুঃখ পেতে হয়!

প্রথম বা মধ্যম পুরুষীয় অনুজ্ঞাপদের পূর্ব্বে তৎপুরুষীয় বর্ত্তমান কালীয় স্বার্থিক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইলে তৎকার্য্যের সম্পন্নতা তৎকর্ত্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যথা, যায়, যাউক, অর্থাৎ সে যাইতে ইচ্ছাকরে যাউক। খাও, খাও, অর্থাৎ যদি খাইতে ইচ্ছা কর তবে খাও।

---

* এ অবস্থায় উক্তরূপ ক্রিয়াপদ সমাপক হইয়াও ভাবের শেষ নিমিত্ত আর এক সমাপক ক্রিয়াপদের অপেক্ষা রাখে, এবং ঐ অপেক্ষিত ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে তবে বা তো শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, উপরোক্ত দৃষ্টান্তেই প্রকাশ॥

সংযুক্ত ধাতু।

কএকটি ধাতু আছে যাহা অন্য ধাতুর চতুম্ ও ক্ত্বাচ্আদি পদে যুক্ত হইলে প্রায় স্বকীয়ার্থ প্রকাশ না করিয়া ঐ চতুম্ ও ক্ত্বাচাদি পদে আর কোন অর্থ যোগ করে। একত্রে ব্যবহৃত এমত ক্রিয়াপদদ্বয় এক সংযুক্ত ক্রিয়াপদ বলা যায়, যথা,—

১ ফেলন ধাতু পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হইলে নিক্ষেপ করণ বুঝায়, কিন্তু অন্য ধাতুর ক্ত্বাচ্ পদে যুক্ত হইলে ঐ ক্ত্বাচের কার্য্য অগৌণে শেষ করা বুঝায়, যথা, খাইয়া ফেলেন, বলিয়া ফেলেন।

২ দেওন ও যাওন ধাতু ক্ত্বাচের পর যুক্ত হইলে ঐ ক্ত্বাচের কার্য্য একপ্রকার শেষ করা বুঝায়, যথা, ছাড়িয়া দেওন, চলিয়া যাওন,।

৩ কোন ধাতুর ক্ত্বাচ্ পদে ও চুকন ধাতু সংযুক্ত (ও একত্রে উচ্চরিত) হইলে তদ্দ্বারা ঐ ক্ত্বাচের কার্য্য (কোন কালের অগ্রে) সমাপ্ত হইয়া যাওন বুঝায়, যথা, (সব দেনা পাওন) নিকাস্ করিয়া চুকিয়াছি।

৪ চতুম্ পদে লাগন ধাতু যুক্ত হইলে তদ্দ্বারা ঐ মূল ধাতুর কার্য্যের আরম্ভ বা ব্যাপ্তি বুঝায়, যথা, তিনি বলিতে লাগিলেন।

৫ চতুমের উত্তর দেওন ধাতু যুক্ত হইলে তদ্দ্বারা অনেক স্থলে মূল ধাতুর কার্য্য করিতে অনুমতি দেওন অথবা বাধা না দেওন বুঝায়, যথা, যাইতে দেওন, গাইতে দেওন, হইতে দেওন।

৬ চতুমের উত্তর পাওন ধাতু সংযুক্ত হইলে, তদ্দ্বারা ঐ মূল ধাতুর কার্য্য করণে সমর্থ হওয়া বা বাধা না পাওয়া বোধ হয়, যথা, দেখিতে পাওন, আসিতে পাওন।

৭ চতুমের উত্তর চলন, থাকন, অথবা আছি ধাতু যুক্ত (এবং একত্রে উচ্চারিত) হইলে, তদ্দ্বারা ঐ মূল ধাতুর কার্য্য ক্রমিক হওন বুঝায়, যথা, ও এখন হইতেচলিল, লিখিতেথাক, আমি গড়িতেআছি তুমি ভাঙ্গিতে আছ।

৮ দ্বিরুক্ত চতুমের পর আছি, থাকন, ও রহন ভিন্ন অন্য ধাতু যুক্ত হইলে, অথবা ক্ত্বাচের উত্তর আছি, থাকন, বা রহন যুক্ত হইলে, তদ্দ্বারা তৎকর্ত্তার ঐ চতুমের বা ক্ত্বাচের কার্য্য করণাবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তি ক্রিয়ার কার্য্য করণ বুঝায়, তিনি গাইতে২ আসিতেছেন, সে কাঁদিতে২ দৌড়িল, সে যখন ঘুমাইয়া থাকে বোধ হয় যেন মরিয়া রহিয়াছে।

১০ চতুমের পর হওন ধাতু যুক্ত হইলে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে ঐ চতুম্ পদবোধ্য কর্য্য হওয়া বা করা উচিত্ বা আবশ্যক, অথবা তৎকর্ত্তা তাহা করিতে বাধিত, যথা, সেখানে একবার যাইতে হয়, তোমাকে এই কর্ম্ম

করিতে হইবেক, সকলকেই মরিতে হইবে, তাহাঁকে ফৌজদারী আদালতে হাজির হইতে হইয়াছিল।

১১ যে সকল কার্য্য করিতে শাস্ত্রে নিষেধ বা বিধি কিম্বা আদেশ আছে, তদ্বোধক চতুর্ম্ পদের উত্তর শুদ্ধ নাই ব্যবহার করিলে নিষেধ বোধ হয়, এবং শুদ্ধ আছি ধাতুর প্রথম পুরুষীয় সাধারণ রূপ প্রয়োগ করিলে ঐ কার্য্যে বিধি আছে, আর হওন ধাতুর ঐ রূপ যোগ করিলে ঐ কার্য্যাকরণের রীতি বা আদেশ আছে এমত বুঝায়, যথা, ত্রয়োদশীর দিবস বার্ত্তাকু খাইতে নাই। খ্রীস্টান দিগকে বিধবা বিবাহ করিতে আছে, হিন্দুরদিগকে নাই, কোজাগরের রাত্রিতে নারিকেলের জল পান করিতে হয়, আদ্য শ্রাদ্ধে জলপান করাইতে হয়।

১২ ধাতুরূপে দর্শিত দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর চাই পদ ব্যবহৃত হইলে, ঐ ক্রিয়াবাচক শব্দ বোধ্য কার্য্য হওনের আবশ্যকতা বুঝায়, যথা, তোমার বা তোমাকে সেখানে একবার যাওয়া চাই, এসকল বিষয় তোমার জানা চাই।

১৩ এতদ্ভিন্ন বিশেষ ধাতুর ক্ত্বাচ্ পদে বিশেষ ধাতু সংযুক্ত হইয়া বিশেষ অর্থের প্রতিপাদক হয়, যথা, খাইয়া-দেওন্, খাইয়া-যাওন, খাইয়া-সাঁধান, খাইয়া-উটন, করিয়া বৈসন ইত্যাদি

১৪ কখনং দুইতুল্যার্থক, কিম্বা প্রায় তুল্যার্থক অথবা ভিন্নার্থক ধাতু একত্রে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে প্রথম প্রধান ও তাহার অর্থই প্রায় প্রকাশ পায়, দ্বিতীয়ের অর্থ কদাচিৎ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রায় প্রথমে লীন হইয়া তৎকার্য্যের কিছু অধিক কাল ব্যাপ্তি বা স্থিতি বোধক হয়, যথা, বলন কহন, চলন-ফিরন্, পড়ন-শুনন।

তথাচ উক্ত রূপ যে কোন দুই ধাতু এরূপে সংযুক্ত হইতে পারেনা কিন্তু দুই বিশেষ ধাতু ও তন্মধ্যে এক প্রথমে অন্য পরে ব্যবহৃত হয়, তদ্বিপরীত প্রায় হয় না, এবং যদি কদাচিৎ হয় তবে তাহা উক্ত রূপ সংযুক্ত ধাতু রূপে উক্ত প্রকার অর্থবোধক হয় না, যথা, সে মরিয়া ফুটিয়া এক শত টাকা দিতে পারে, এমত বলাগিয়াথাকে, কিন্তু সে ফুটিয়া মরিয়া এক শত টাকা দিতে পারে এমত বাক্যের ব্যবহার নাই। আমি বুঝিয়া পড়িয়া লইব বলিলে যাহা বুঝায়, আমি পড়িয়া বুঝিয়া লইব বলিলে তাহা বুঝায় না।

কিন্তু কোন্ দুই ধাতু একত্রে ব্যবহৃত হয়, ও তন্মধ্যে কোন্ প্রথমে ও কোন পরে ব্যবহৃত হইয়া সংযুক্তরূপে গণ্য, এবং উক্ত রূপ অর্থবোধক হয়, তাহার জ্ঞান দেশীয় লোকের অভ্যাসসিদ্ধ ও সহজ, কিন্তু ব্যাকরণ সূত্রদ্বারা সহজ নয়।

১৫ কখনং দুই প্রকৃত ধাতু একত্র ব্যবহৃত না হইয়া, প্রথমে প্রকৃত

ধাতু পরে তদনুরূপে কৃত এক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা, বলন-টলন, নড়ন-চড়ন।

ধাত্বনুরূপের কখন স্বতন্ত্রে ব্যবহার ও কোন অর্থ নাই, কেবল যদনুরূপে নির্ম্মিত তৎসঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া কখন ঐ আদি ধাতুবোধ্য কার্য্যের কিছু অধিক কাল স্থায়িত্ব বুঝায়, যথা, বলন-টলন, কখন বা তৎসদৃশ কার্য্য বুঝায়, যথা, নাওয়া-টাওয়া।

ধাত্বনুরূপ নির্ম্মাণের সাধারণ নিয়ম ॥

হসাদি ধাতুর প্রথম হল ট-কারে বা ফ-কারে কিম্বা ম-কারে পরিবর্ত্ত করিলে ও স্বরাদি ধাতুর উত্তর ট, ফ, বা ম* যোগ করিলে তত্তদ্ধাত্বনুরূপ নির্ম্মিত হয়, যথা, যাওন-টাওন, উঠন-টুঠন, লিখন মিখন।

উপরোক্ত দুই প্রকার সংযুক্ত ধাতুর রূপ করিতে হইলে ১১৪ পৃষ্ঠায় দর্শিত (আর২ প্রকার সংযুক্ত) ধাতুর ন্যায় কেবল শেষ ধাতুর রূপ করিলে হইবেনা কিন্তু একত্রিত উভয় ধাতুই পৃথক রূপে রূপ করিতে হইবে, যথা, তাঁহাকে অনেক বলিলাম-টলিলাম, বা বলিলাম-কহিলাম কিন্তু শুনিলেন না।

এতদ্ভিন্ন বিশেষ সমাপক বা অসমাপক ক্রিয়াপদ দ্বিরুক্ত রূপে, অথবা কোন বিশেষ রূপে, কিম্বা কোন বিশেষ শব্দ বা ক্রিয়াপদের সহিত একত্রে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ অর্থের প্রতিপাদক হয়, এবং স্থল বিশেষে আদৌ যে কালীয় ছিল তদ্ভিন্ন কাল বোধক হইয়া থাকে। এসকলের সবিশেষ নিয়মরচনার দ্বারা এদেশীয় লোককে জানাইবার তাদৃক আবশ্যক নাই, যেহেতু এ ভাষা তাহাদের স্বজাতীয় হওয়াতে তাহারা সে নিয়ম না জানিয়াও তদনুসারে ব্যবহার করিতে জানে, এবং তদ্রূপ পদ সমূহ ব্যবহারের অভ্যাস তাহাদের স্বভাবতঃ হইয়াছে, কিন্তু বিদেশীয় লোককে শিখাইবার নিমিত্তে সূত্র রচনা আবশ্যক ছিল বটে, তাহা এই পুস্তকের অনুরূপে ইংরাজিতে লিখিত ব্যাকরণে লিখাও গিয়াছে। তথাচ দেশীয় পাঠকের স্মরণ ও আমোদ নিমিত্ত এস্থলে কেবল সেই পুস্তকে দর্শিত উদাহরণগুলি তদ্বোধ্য অর্থ বিশেষের সহিত লিখা গেল, যদ্দৃষ্টে যে সকল পদ যে রূপে ব্যবহৃত হইয়া যে অর্থবোধক তাহা প্রকাশ পাইবে, যথা:—

লিখ্তে লিখ্তে লিখিয়ে,—অর্থাৎ অনেক লিখিলে (ভাল) লেখক হয়। সে খাটিতে২ বা খাটিয়া২ মরিয়া গেল—অর্থাৎ সে অধিক খাটাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে। লজ্জাবতীর পাতা ছুঁতে২ সঙ্কুচিত হয়—অর্থাৎ ছুঁইবামাত্র

---

* ইহার সবিশেষ শব্দানুরূপ বর্ণনা স্থলে লিখাগেল

সঙ্কুচিত হয়। জীবন জীবন বিম্ব দেখ্‌তেং যায়—অর্থাৎ দেখা (সাঙ্গ) না হইতেই অদর্শন হয়। তিনি পথে চলিতেং পুস্তক পাঠ করেন—অর্থাৎ চলনাবস্থায় বা চলনকালীন পুস্তক পাঠ করেন। যাইতেং অর্থাৎ ক্রমিক গিয়া সন্ধ্যাকালে এক গৃহস্থের বাটীতে উত্তরিলাম। তাহারা গাইতেং (অর্থাৎ গান করণাবস্থায়) যাইতেছে। সে এবার মর্‌তেং (অর্থাৎ মরণাপন্ন বা আসন্নমৃত্যু হইয়া) বাঁচিয়াছে। হইতেং হইল না—অর্থাৎ হইতে ছিল কিন্তু সাঙ্গ বা নিষ্পন্ন হইল না। দিতেং দিল না—অর্থাৎ দিতে উদ্যত হইয়া বা আরম্ভ করিয়া দিলনা। দিতেং আর দিলনা—অর্থাৎ দিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়া বন্ধ করিল। খেতেং খাচ্ছেনা—অর্থাৎ খাইতে আরম্ভ করিয়া অথবা খাইবার উপক্রম করিয়া খাইতেছেনা। তুমি সেখানে না যাইতেং আমি গিয়া পৌঁছিব,—অর্থাৎ তুমি সেখানে পৌঁছিতে পারিবার পূর্ব্বে আমি পৌঁছিব। যায়২ যায়না—অর্থাৎ যাইতে উদ্যত হয় অথবা পুনঃপুনঃ যাইবার উপক্রম করে কিন্তু যায় না। যায় আর কি—অর্থাৎ এখনি যাইবে আর থাকিবেনা। ও আর থাকে না অর্থাৎ থাকিবে না। আর কি সে সে কথা বলে—অর্থাৎ সে কথা সে আর বলিবেনা। এই যায়—অর্থাৎ এখনি যাইবে। এই যাচ্ছে অর্থাৎ এই মাত্র গেল, অথবা এইক্ষণে গমন করিতেছে। আবার কল্য তোমার বাটীতে যাইতেছি—অর্থাৎ যাইব। যায়২ হইয়াছে—অর্থাৎ গমোন্মুখ হইয়াছে। যাবেং করিতেছে—অর্থাৎ যাইবার চেষ্টা বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। গেল আর কি—অর্থাৎ অতি শীঘ্র যাইবে। গেলং হইয়াছে—অর্থাৎ যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই চলিলাম—অর্থাৎ এইক্ষণে যাইতেছি। গেলাম আর কি—অর্থাৎ অতি শীঘ্র যাইব। মরিয়াছিলাম আর কি—অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যু হইয়াছিলাম। তুমি উহাকে গালি দিয়াছ কি মারি খাইয়াছ—অর্থাৎ তুমি উহাকে গালি দিলেই বা দিবামাত্র মারি খাইবে। তুমি সেখানে গেলে কি মর্‌লে—অর্থাৎ তুমি সেখানে গেলেই মারা যাইবে। তিনি করেন ভাল না করেন ভাল—অর্থাৎ যদি তিনি তাহা করেন তবে উত্তম হয়, এবং যদি না করেন তাহাতেও ক্ষতি নাই। তিনি তাহা করিলে করিতে পারেন—অর্থাৎ তিনি তাহা করিতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন; সে কথা বলিবার নয়—অর্থাৎ বলিবার উপযুক্ত নয়। যখন হইবার হইবে তখন আপনিই হইবে—অর্থাৎ যখন অদৃষ্ট বশতঃ ভবিতব্য তখন বিনা চেষ্টাতেও হইবে। সে রোজ এক অধ্যায় গীতা পাঠকরেই কিম্বা করেইকরে—অর্থাৎ প্রতিদিন নিশ্চিত বা নিয়মিতরূপে এক অধ্যায় গীতা পাঠ করে। কালি যাইওই সেখানে—অর্থাৎ অবশ্য যাইও। করিবই—অর্থাৎ অবশ্য করিব। তাহা করিবই করিব—অর্থাৎ তাহা যে প্রকারে হয় অবশ্য করিব। তিনি বলিতেই

আমি গেলাম—অর্থাৎ তিনি বলিবা মাত্র আমি গেলাম। আমাকে দেখিয়াই সে পলাইয়া গেল—অর্থাৎ আমাকে দেখিবা মাত্র পলাইয়া গেল। টাকা হাতে আইলেই তোমাকে দিব—অর্থাৎ টাকা হাতে আসিবামাত্র তোমাকে দিব। যদিই তাহা করিয়া থাকে, যদি করিয়াই থাকে, (অথবা) যদি করিয়া থাকেই তাহাতে কি হইতে পারে—অর্থাৎ বোধ কর যেন সে তাহা করিয়াছে তাহাতে কি মন্দ হইতে পারে। সে তো গাঁজা খাইয়াই থাকে বা খাইয়া থাকেই—অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে খাইয়া থাকে। আমিতো গিয়াইছিলাম—অর্থাৎ প্রায় গিয়াছিলাম। কর্‌ছেই—অর্থাৎ ক্রমিক করিতেছে। ও তাহা করিয়াইছে, করিয়াছেই অথবা করিয়াছেই করিয়াছে—অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে করিয়াছে। সে সেখানে গিয়াইছিল, গিয়া ছিলই,—অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে করিয়া ছিল। ও হইলই—অর্থাৎ উহার হওয়া নিশ্চিত হইয়াছে। ও হওয়াই—অর্থাৎ ও হওয়া রূপে গণ্য। করিবইতো,—অর্থাৎ অবশ্য করিব*, হচ্ছেইতো বা ওতো হচ্ছেই—অর্থাৎ ক্রমিক বা পুনঃপ্পুন হইতেছে। আমিতো যাবই—অর্থাৎ আমি নিশ্চিত রূপে যাইব। আমিতো যাইতামি, বা যাইতামিতো—অর্থাৎ আমি নিশ্চিত রূপে যাইতাম। সে এতক্ষণ গেল বা—অর্থাৎ অনুমান হয় সে এতক্ষণ গেল। গেলই বা—অর্থাৎ সে বা তাহা (ইত্যাদি) গেলে কিছু আইসে যায় না। কি গেলই বা—অর্থাৎ অথবা গিয়াই বা থাকিবে। বলিয়াই বা থাকিবে—অর্থাৎ এমনো হইতে পারে যে বলিয়াছে। তিনিই আইসেন আর আমিই যাই—অর্থাৎ হয় তিনি আসিবেন নয় আমি যাইব। যায় গেলই—অর্থাৎ যায় যাবে তাতে ক্ষতি নাই। না মিলিল নাই মিলিল—অর্থাৎ না মিলিল তাহাতে কিছু আইসে যায় না। না পাওয়া গিয়াছে নাই গিয়াছে—অর্থাৎ না পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কর্ম্ম আট্‌কে না। না পাওয়া গেল নাই২—অর্থাৎ না পাওয়া গেল তাহাতে কিছু আইসে যায় না। নাই হইল—অর্থাৎ না হইল তাতে কিছু আইসে যায় না। যা ধরিবে তা ধরিবেই—অর্থাৎ যাহা ধরিবে তাহা আর ছাড়িবে না। কাঁদিবে তো কাঁদিবেই—অর্থাৎ বরাবর কাঁদিবে। গিয়াছে তো গিয়াইছে—অর্থাৎ চিরকালের নিমিত্তে গিয়াছে। গেলতো গেলইযে দেখি—অর্থাৎ দেখিতেছি যে চিরকালের নিমিত্তে গেল। পড়িল বলে—অর্থাৎ এখনি পড়িবে। যাও২ নাযাও২—অর্থাৎ ইচ্ছা হয় যাও

---

* ইতো প্রত্যয়ান্ত ভবিষ্যৎ কালীয় ক্রিয়াপদে উক্তার্থাতিরেকে অনেক স্থলে "তা ভয়কি? কে কি করিবে?" ইত্যাদি। বাক্যবোধক নির্ভয়তা বা স্পর্দ্ধার আভাস প্রকাশ পায়; কখন২ উক্তরূপ ক্রিয়াপদের উত্তর উক্তরূপ নির্ভয়তা বা স্পর্দ্ধা সূচক বাক্যই প্রকাশ করাগিয়াথাকে।

নাহয় না যাও। হইল হইল নাহইল নাহইল—অর্থাৎ হয় হইল না হয় নাই হইল। চাই যাও চাই না যাও—অর্থাৎ ইচ্ছা হয় যাও নাহয় নাযাও। চাই গেলাম চাই না গেলাম—অর্থাৎ ইচ্ছা হয় যাইব নাহয় না যাইব। আমি, চাইকি দুধ খাইয়াই কাটাইলাম— অর্থাৎ দুধ খাইয়া কাটাইলেও কাটাইতে পারি এমত আমার সাধ্য আছে। সে মরিলেই কি বাঁচিলেই কি—অর্থাৎ সে মরিলেই বা কি ক্ষতি বাঁচিলেই বা কি লাভ। বলই না কেন তাতে হানি কি—অর্থাৎ বল তাতে হানি নাই।—ইত্যাদি।

নঞ্ অর্থক ক্রিয়াপদের সাধন।

প্রকৃতার্থক ক্রিয়াপদে না যোগ করিলে প্রায় সর্ব্বত্র নঞ্ অর্থাৎ প্রকৃতির বিপরীত অর্থবোধক হয়, যথা, আমি করি-না।

স্বার্থিক, অনুজ্ঞার্থক, ও পৌনঃপুন্যাদি বোধক ক্রিয়াপদের পরে এবং শুদ্ধ ক্ত্বাচ্ পদের পূর্ব্বেই প্রায় **না** যুক্ত হইয়া থাকে, যথা, সে পারে-না, তুই বলিস্-না, আমি যাইতাম-না, না-করিয়া, এবং সংযুক্ত ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে মধ্যে বা পরে না ব্যবহার করা যায়, যথা পরে প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতকালীয় ক্রিয়াপদ সর্ব্বদা এবং চির ভূতকালীয় ক্রিয়াপদ প্রায়, অসংযুক্ত বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদে কেবল **নাই** যোগ দ্বারা নঞ্অর্থক হয়, যথা, **করিয়াছেন-না** এমত বলা যায় না কিন্তু তদর্থে **করেন-নাই** বলাযায়, এবং **করিয়াছিলেননা** এই পদের বিপরীতার্থেও প্রায় **করেননাই** বলাগিয়াথাকে, কদাচিৎ করিয়াছিলেননাও বলাযায়।

যদি পূর্ব্বক সংযুক্ত ক্রিয়াপদের প্রথমে ব মধ্যে না ব্যবহার করা যায়, যথা, আমি **যদি না করিতে পারি** অথবা আমি **যদি করিতেনাপারি। যদি** আমি **না করিয়া থাকি,** কিম্বা (কদাচিৎ) **যদি** আমি **করিয়া নাথাকি।**

যদি পূর্ব্বক চতুম্ পদের পর বর্ত্তমান সামীপ্য ভূত কালীয় ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইলে ঐ চতুমের পূর্ব্বে বা পরে **না** স্থাপন করিলে, অথবা ঐ শেষ ক্রিয়াপদকে, পূর্ব্বদর্শিত নিয়মানুসারে নঞ্ অর্থক করিলে ঐ উভয় ক্রিয়াপদই নঞ্ অর্থক হয়, যথা, যদি না করিতে পারিয়াছে, যদি করিতে না পারিয়াছে, অথবা যদি করিতে পারেনাই।

বর্ত্তমান কালীয় অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়াপদকে নঞ্ অর্থক করিতে হইলে ভবিষ্যৎ কালীয় অনুজ্ঞাপদে **না** যোগ করা যায়, এবং তদ্রূপ **না**-যুক্ত পদ

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কাল বোধক হয়, যথা, সেখানে এখন **যাইওনা**, অদ্য বৈকালেও **যাইওনা**, কিন্তু কল্য যাইও।

কিন্তু বর্ত্তমান কালীয় অনুজ্ঞাপদে **না** যুক্ত হইলে তাহা প্রকৃতার্থকই থাকে, যথা, যাওনা অর্থাৎ যাও। **না**-যুক্ত ভবিষ্যৎ কালীয় অনুজ্ঞা-পদ স্থল বিশেষে কখন প্রকৃতার্থকও হয়, যথা, যাইওনা এক বার সেখানে অর্থাৎ সেখানে এক বার যাইও।

প্রশ্নবোধক বাক্যেও ক্রিয়াপদ সকল উপরোক্ত নিয়ম সমূহ ক্রমে নঞ্ অর্থক হয়, যথা, তুমি সেখানে যাবেনা? কিম্বা, তুমি কি সেখানে যাবে না?

বিবেচনা ॥

নঞ্ অর্থক ক্রিয়াপদ প্রশ্ন সূচক রূপে ব্যবহৃত হইলে স্থলবিশেষে পাকতঃ প্রকৃতার্থক হয়, যথা, আমি কি তাহা জানি না? অর্থাৎ আমি তাহা জানি। এবং প্রশ্ন সূচক প্রকৃতার্থক ক্রিয়াপদ স্থলবিশেষে নঞ অর্থক হয়, যথা, সে কি তাহা সহজে দিবে? অর্থাৎ সে তাহা সহজে দিবে না।

প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রথমে **তবে নাকি** ব্যবহৃত হইলে ও তৎ পরবর্ত্তি ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে তৎ কর্ত্তা উহ্য থাকিলে ঐ **তবে নাকি** পূর্ব্বক ক্রিয়াপদ স্থল বিশেষে নঞ অর্থক ও স্থলবিশেষে প্রকৃতার্থক হয়, যথা, তবে নাকি তুমি সেখানে গিয়াছিলে অর্থাৎ টের পাওয়াগিয়াছে যে তুমি সেখানে গিয়াছিলে—অথবা টেরপাওয়াগেল যে তুমি সেখানে যাওনাই।

কিন্তু **তবে না** ব্যবহৃত হইলে তৎপূর্ব্বক ক্রিয়াপদ বক্ষ্যমাণ ভাবে প্রকৃতার্থক হয়, যথা, তবে না তুমি সেখানে গিয়েছিলে? অর্থাৎ অবগতি হইল যে তুমি সেখানে গিয়েছিলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অব্যয় শব্দ*।

অব্যয় শব্দের মধ্যে—১ কতিপয় ক্রিয়ার বিশেষণ, যথা,—পশ্চাৎ উপরি, সহসা, হঠাৎ, তবে, এবে, ইত্যাদি;—২ কতিপয় একপদের সহিত পদান্তরের সম্বন্ধ সূচক;—৩ কতিপয় সমুচ্চয়ার্থক,৪ কতিপয় অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশক; ৫ কতিপয় উপসর্গ; ৬ কতিপয় কখন কোন ভাবের আভাস প্রকাশক কখন বা কেবল ভাষার রীতি ক্রমে ব্যবহৃত; ৭ কতিপয় কেবল ভাষার রীতি-ক্রমে ব্যবহৃত; ৮ কতিপয় অনুকার।

সম্বন্ধসূচক অব্যয়।

২ সম্বন্ধসূচক অব্যয় দুই পদের মধ্যে স্থাপিত হইয়া পরস্পরে সম্বন্ধ দর্শায়, যথা, কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত। তিনি ঝাড় খণ্ডির পথ দিয়া যাইবেন। নিম্ন লিখিত শব্দ কতিপয় সম্বন্ধবোধক অব্যয় রূপে ব্যবহৃত,যথা,—প্রতি, ফি, উপর, পর,† পানে, দিগে; হইতে, থেকে,বিনা, বই, সেওয়ায়, ইস্তক, লাগাএৎ, তক, পাকে, সহ, সহিত, ইত্যাদি।

সমুচ্চয়ার্থক (অব্যয় শব্দ)।—

৩ যে শব্দ দুই পদের মধ্যে থাকিয়া পরস্পরের এক যোগ ও এক প্রকাশিত বা উহ্য ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বুঝায় তাহা, এবং যে শব্দ দুই বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে স্থাপিত হইয়া পরস্পরের অন্বয় বা যোগ দর্শায় তাহাও সমুচ্চয়ার্থক বলাযায়, যথা,—রাম ও শ্যাম সেখানে যাইবেন। রাম আর শ্যাম দুই ভাই। যে জন জানে না এবং লজ্জায় শিখেনা, কিন্তু জানায় যে জানি, তাহার মূর্খতা কখনো ঘুচেনা। ধন উপার্জ্জন কঠিন নয় কিন্তু তাহার সদ্ব্যয় করা কঠিন; এবং যে উপার্জ্জন করে সে মহৎ নয়, কিন্তু যে সদ্ব্যয় করে সেই মহাত্মা।

---

* ২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† উপর ও পর শব্দ স্থল বিশেষে অব্যয় রূপেও লিখিত।

কতিপয় সব্যয় শব্দও সমুচ্চয়ার্থক রূপে ব্যবহৃত আছে, যথা, অপেক্ষা, অর্থাৎ ইত্যাদি।

পরন্তু যে শব্দ দুই পদের বা বাক্যাংশের অথবা বাক্যের মধ্যে স্থাপিত হইয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ক্রিয়ার সহিত অন্বয় ও ভাবে বিযোগ করায়, এমত শব্দ অর্থতঃ বিযোগ সূচক হইলেও তদ্দ্বারা দুই পদ, বাক্যাংশ গ্রথিত হইয়া এক বাক্যে বিন্যস্ত এবং দুই বাক্য পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়, এরূপ শব্দও সমুচ্চয়ার্থক বলাযায়, যথা,—যে জানেনা ও লজ্জায় শখেনা, কিন্তু জানায় যে জানি, তাহার মূর্খতা কখনো ঘুচেনা। ভাল কহিতে পার তো কহিও, নতুবা মৌনাবলম্বন করিও।

বক্ষ্যমাণ শব্দ সমূহ সমুচ্চয়াথক, যথা, আর, এবং, ও, আরও, বা আরো, কিঞ্চ, অন্যচ্চ, অথচ, যদি, যদ্যপি, তবে, তথাপি, তত্রাপি, তত্রাচ, তথাচ যে, যাই, যেহেতু, তথা, তাই, তাইপাকে, অধিকন্তু, কিন্তু, কি, কিম্বা, অথবা, নতুবা, নয়তো, নৈলে, নহিলে, নচেৎ, নয়, না, হইতে, চেয়ে, ইত্যাদি।

অন্তর্ভাব প্রকাশক।

৪ অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশক শব্দাদির মধ্যে কতিপয় সর্ব্বাবস্থায় অব্যয়, কতিপয় আদ্যাবস্থায় সব্যয় শব্দ বা ক্রিয়াপদ, কিন্তু এঅবস্থায় আর রূপ নাহওয়াতে এক প্রকার অব্যয় বলাযায়।

অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশক অব্যয় শব্দ কএকপ্রকার আছে, অর্থাৎ:—

পীড়া বা ক্লেশ বোধক, যথা,—আঃ বা আহ্! ইঃ বা ইহ্ঃ, উঃ বা উহ্, ওঃ বা ওহ্, ইস, আহা-হা-হা! ইহি-হি-হি! উহু, উহু-হু-হু, ওহো! হো-হো! ইত্যাদি।

পীড়িত বা দুঃখিতাবস্থায় রক্ষা সান্ত্বনা বা নিবারণ নিমিত্ত আহ্বান বোধক, যথা,—ওমা, মারে, মাগো, ওবাবা, বাপরে! বাবারে, বাবাগো! ত্রাহি! ত্রাহি২! রক্ষাকর! ইত্যাদি।

আনন্দ বা আশ্চর্য্যতা পূর্ব্বক প্রশংসা বা সাধুবাদ বোধক, যথা,—হায়২! বাহ্! বাহ্বা! বাহ্বা২! বাহ্বা২, বাহ্বা! ক্যাবাৎ হ্যায়! ধন্য! ধন্য২! শাবাস্! শাবাস্২! সাধু২! ভাল মোর বাছা, বাপ বা ভাই! ইত্যাদি।

খেদ ও করুণাদি বোধক, যথা,—আহা! মরি২! হায়! ইত্যাদি।

ন্যক্কারাদি অবজ্ঞা বোধক, যথা,—ছিঃ, ছ্যাঃ, ছিছি! ছিছিছি! মহাভারত! মহাভারত২! নারায়ণঃ! গোবিন্দ! গোবিন্দ২! রাধাকৃষ্ণ! রাধামাধব! ইত্যাদি।

বৈরক্ত্য বোধক, যথা,—আহ্, আঃ, রাম রাম! ইত্যাদি।
আশ্চর্য্যতা বা চমৎকার বোধক, যথা,—ওমা! সেকি! ওমা সেকি! ওমা একি! ওরেবাপ! কি আশ্চর্য্য! ইত্যাদি।
হঠাৎ নিবারণ বোধক, যথা,—হাঁহাঁ! ইত্যাদি।
হঠাৎ স্মরণ আদি বোধক, যথা,—ও, ওহো! ইত্যাদি।
শপথ বা রক্ষার্থে আহ্বান বোধক, যথা,—দোহাই! ইত্যাদি।
লজ্জাদি বোধক, যথা,—দূর্!
বহিষ্করণার্থক, যথা,—দূর্! দূর দূর!
উপহাসাদি বোধক, যথা,—ছুয়ো! ছুয়োঽ!

---

৫ উপসর্গ।

নিম্ন লিখিত বিংশতি অব্যয় শব্দ সংস্কৃতে (অতএব বাঙ্গলাতেও) উপসর্গ বলাযায়। উপসর্গ অসংযুক্ত সংস্কৃত পদের পূর্ব্বে তৎসংযোগে ব্যবহৃত হয়, উপসর্গ সংসর্গে এক পদ অনেক হইয়া সংস্কৃত ভাষা এমত প্রবৃদ্ধা ও সমৃদ্ধা হইয়াছে। উপসর্গ উক্তরূপ পদ সংযোগে কদাচিৎ তদর্থাতিরেকে বিশেষণরূপে কোন অর্থের বাচক হয়,কদাচিৎ স্বয়ং কোন পৃথক্ অর্থ না বুঝাইয়া এবং তৎযুক্ত পদকেও তাহার অসংযুক্তাবস্থার অর্থ বুঝাইতে না দিয়া তদ্ভিন্নার্থের দ্যোতক হয়, এবং কদাচিৎ উপসর্গ যুক্ত বিশেষ২ পদ স্বকীয় আদ্যর্থেরই প্রায় প্রকাশক হয়, অতএব তদবস্থায় ঐ উপসর্গ কোন অর্থেরি বাচক হয় না দ্যোতকও বলাযাইতে পারে না। কিন্তু কোন্ উপসর্গ কোন্ পদ সংযোগে কি অর্থের বাচক বা দ্যোতক হয়, তাহার সবিশেষ বর্ণনা অভিধানের অভিধেয় ব্যাকরণের নয়—তবে ঐ প্রত্যেক উপসর্গ প্রধানতঃ কি অর্থের বা ভাবের বাচক, ও সচরাচর কি অর্থের দ্যোতক, ব্যাকরণে কেবল তাহারি বর্ণনা করিয়া ঐ উপসর্গ সংযুক্ত পদদ্বারা তাহার উদাহরণ দর্শান যাইতে পারে, যথা,—

১ প্র, প্রকর্ষ বা উৎকর্ষ বাচক, যথা,—প্র-গতি, প্র-দীপ্ত, প্রদান—অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গতি, উৎকৃষ্টরূপে দীপ্ত, প্রকৃষ্টরূপে দান। এবং প্রকর্ষ, উৎপত্তি, ও সর্ব্বতো ভাবাদির দ্যোতক, যথা, প্রকৃষ্ট, প্রভূত, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি।

২ পরা, ভঙ্গ-বাচক, যথা, পরাজয়—অর্থাৎ রণ-ভঙ্গ। এবং ভঙ্গ, প্রত্যাবৃত্তি, অনাদর ও ন্যগ্‌ভাবের দ্যোতক, যথা পরাভব, প্রত্যাবৃর্ত্ত, পরাস্ত।

৩ অপ, অনাদর; বৈরূপ্য বা ভ্রংশ বাচক, যথা, অপদেবতা; অপযশ, অপমান। এবং অনাদর, ভ্রংশ; ও নঞ্‌ অর্থের দ্যোতক, যথা, অপকৃষ্ট, অপগত; অপচয়।

৪ সং বা সম্, প্রকর্ষ (অর্থাৎ উত্তমতা বা সম্যক ভাব), শ্লেষ অর্থাৎ যোগ; এবং আভিমুখ্য বাচক, যথা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, সন্তুষ্ট, সম্বন্ধ, সম্মুখ। এবংনৈ রন্তর্য্য দ্যোতক, যথা, সন্তত।

৫ নি, নিশ্চয় বাচক, যথা, নি-বারণ, নিমগ্ন। এবং নিষেধ দ্যোতক, যথা, নিষেধ।

৬ অব, অনাদর বাচক, যথা, অব-জ্ঞাত, অবগীত। এবং নিশ্চয় ও সাকল্য দ্যোতক, যথা, অবধারণ, অবসন্ন।

৭ অনু, পশ্চাৎ; সাদৃশ্য ও পুনরর্থ বাচক, যথা, অনুগামী, অনুতাপ; অনুরূপ, অনুশীলন।

৮ নির্, নিষেধ (অর্থাৎ শূন্য বা নঞ্‌ অর্থ); বহিষ্করণ; ও নিশ্চয় বাচক, যথা, নির্ভয়, নির্জন; নির্গত, নিস্সৃত; নির্জিত। এবং নিশ্চয় দ্যোতক, যথা, নির্দ্ধারিত।

৯ দুর্, কষ্ট (অতএব কদাচিৎ পাকতঃ নিষেধ); নিন্দা, ও কুৎসিত বাচক, যথা, দুর্গম্য, (ইশ্বর) দুর্বোধ্য; দুশ্চরিত্র, দুর্নাম।

১০ বি, নঞ্‌ অর্থ; ও বিশেষ বাচক, যথা, বি-যুক্ত, বি-ধবা; বিমোচন। এবং দান, ও গতি দ্যোতক, যথা, বি-তরণ, বি-হার।

১১ অধি, উপরিভাবাদি বাচক, যথা, অধিপতি, অধিষ্ঠাতা।

১২ সু, পূজন অর্থাৎ উত্তমতা বা অনায়াস; এবং অতিশয় বাচক, যথা, সুমানুষ, সুগঠিত; সুগম; সুকঠিন।

১৩ উৎ, ঊর্দ্ধ বাচক, যথা, উত্থিত, এবং উৎকর্ষ ও প্রাকট্য দ্যোতক, যথা, উৎকৃষ্ট, উদ্ভাবন, উৎপত্তি।

১৪ পরি, সর্ব্বতোভাব, ও অতিশয় বাচক, যথা, পরিভূ, পরিতুষ্ট, পরিপূর্ণ, পরিমুগ্ধ। এবং ত্যাগ, ও ভাগ দ্যোতক, যথা, পরিহার, পরিচ্ছেদ।

১৫ প্রতি, প্রত্যর্পণ, ব্যাবৃত্তি, সাদৃশ্য; বিরোধ; ও ভাগ* বাচক, যথা, প্রত্যুপকার, প্রত্যাগমন, প্রতিধ্বনি, প্রতিমূর্ত্তি; প্রতীকার, প্রতিবাদী; প্রতি-দিন। এবং প্রত্যর্পণ, ও প্রাশস্ত্য দ্যোতক, যথা, প্রত্যর্পিত, প্রতিষ্ঠা।

১৬ অভি, সমন্তাৎ আদি বাচক, যথা, অভিবেষ্টিত, অভিমুখ।

১৭ অতি, অতিশয়, ও অতিক্রম বাচক, যথা, অতিতুষ্ট, অতি-মর্ত্ত্য। এবং অতিশয় ও আক্রান্তি দ্যোতক, যথা, অতিশয়, অতিক্রম।

১৮ অপি, সমুচ্চয়ার্থ বাচক, যথা, অপিচ, তত্রাপি, তথাপি।

১৯ উপ, হীন (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নীচ) বাচক, যথা, উপেন্দ্র, উপ-গুরু। এবং অনুকম্পা; ও আধিক্য দ্যোতক, যথা, উপকার, উপরোধ; উপচয়।

২০ আঙ্ বা আ, ঈষদর্থ; সীমা, ও প্রত্যাবৃত্তি বাচক, যথা, আরক্ত; আসমুদ্র, আজন্ম; আগমন। এবং গ্রহণ দ্যোতক, যথা, আদান ॥

কিন্তু এই তাবৎ উপসর্গের ব্যবহার এক পদের সহিত হয় না,—এবং উপসর্গের মধ্যে কেবল কতিপয়এক ক্রিয়াবাচক পদের সহিত ব্যবহৃত হইয়াথাকে, এবং অধিকাংশ এক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ভিন্নং ক্রিয়াবাচক পদের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই উভয় রূপ সংযোগে উপসর্গসকল এমত অসঙ্গত

---

* প্রতি, ভাগার্থে সংস্কৃত ভিন্ন অনেক শব্দের পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হয়, যথা, প্রতিথানায় একং পরওয়ানা পাঠাও। প্রতিঘরে।

প্রতি উক্তার্থে শব্দের পরেও কখন ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, জন প্রতি, ঘরপ্রতি, শেরপ্রতি, হাজারপ্রতি।

আরবী ফী(فی) শব্দ (প্রতি-র পরিবর্ত্তে) উক্তার্থে সংস্কৃত ভিন্ন শব্দের, এবং কতিপয় সংস্কৃত শব্দের পূর্ব্বেও ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, প্রতি বাদ্যকরকে বা ফি বাদ্যকরকে, অথবা বাদ্যকরপ্রতি দুই টাকা করিয়া দেও। ফীঘর, ফীবার।

ও ভিন্ন২ অর্থের দ্যোতক হয়,যে তদ্দারা ঐ সংযুক্ত শব্দসকল এক ক্রিয়াবাচক পদমূলক হইয়াও সুতরাং পৃথক্‌২ শব্দ গণ্য হয়, যথা,—প্র, অপ, সং বি, পরি, প্রতি, উপ, নি, নির্‌, এবং আ এই দশ উপসর্গ হৃঞ্‌ ধাতুতে ঘঞ্‌ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হার শব্দে যুক্ত, ও তদ্রূপ সংযুক্ত শব্দসকল যে২ অর্থ বোধক হয় তাহা নিম্নে প্রকাশ, যথা,—প্র-হার—আঘাত বোধক। অপহার, অন্যায় রূপে গ্রহণ। সংহার হত্যা। বিহার—আমোদে গমন বা কালযাপন। পরি-হার মার্জনাদি। প্রতি-হার—দ্বার। (প্রতি+আ+হার=) প্রত্যাহার—পুনর্গ্রহণ। উপ-হার—উপঢৌকন, ভেট। নি-হার—শিশির। আ-হার—খাদ্য, ভোজন। (সম্‌+আ+হার=) সমাহার—সংগ্রহ ও মিলন। (নির্‌+আ+হার=) নিরাহার,—আহার বিরহ, উপবাস।

এবং প্র, সং, অনু, অপ, উপ, বি, নি, নির, অতি, সু, দুর্‌, অধি, প্রতি, পরি, এবং আ, এই পঞ্চদশ উপসর্গ কৃ ধাতূৎপন্ন করণ, কার, কারক, কারী. কর্ত্তা, কৃতি, ও ক্রিয়া এই কএক পদে যুক্ত হয়, এবং ঐ সংযুক্ত পদ সকল আকারতঃ ও অর্থতঃ যে রূপ বিবিধ তাহা অধঃপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তে প্রকাশ, যথা—প্র-করণ; অনুকরণ; উপ-করণ; নির্‌+আ+করণ=) নিরা-করণ; অধি-করণ। প্র-কার; সংস্কার; অনু-কার; অপ-কার; উপ-কার, (নির্‌+আ+কার=) নিরাকার; বি-কার; অধি-কার; প্রতী-কার; আ-কার। অপ-কারক; উপ-কারক; প্রতী-কারক। অপ-কারী; উপ-কারী; অধি-কারী; অনু-কারী। অপ-কর্ত্তা; উপ-কর্ত্তা। প্র-কৃতি; আ-কৃতি; বি-কৃতি। (নির্‌+কৃতি=) নিষ্কৃতি; (দুর্‌+কৃতি=) দুষ্কৃতি। (নির্‌ +ক্রিয়া=) নিষ্ক্রিয়া। দুর্‌+ক্রিয়া=)দুষ্ক্রিয়া; সু-ক্রিয়া।

অ, নঞ অর্থবাচক, যথা, ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলে তদতিরেকে বিশেষে জ্ঞাতব্য এই যে অ সংস্কৃত শব্দেই যুক্ত হয়, আর২ শব্দ যোগে তাহার ব্যবহার নাই।

কু শব্দ অনেক স্থলে সু-র ন্যায় ব্যবহৃত কিন্তু সর্ব্বত্র তদ্বিপরীতার্থের প্রতিপাদক হয়,যথা,—সু-গঠিত, কু-গঠিত।

শব্দের পূর্ব্বে স্থাপিত হইলে সু ও কু তদ্বিশেষণ হয়, যথা—সু-কর্ম্ম, কু-কর্ম্ম।

কদাচিৎ বিশেষণের পরও সু ও কু স্থাপিত হয়, ও তদ্বিশেষ্য উহা বা

প্রকাশিত থাকে, যথা,—রাম যেমন সু, কৃষ্ণ তেমনি কু, তিনি অতি সু, সে বড় কু লোক।

কখন২ বিশেষ্য বা বিশেষণের পরে ব্যবহৃত সু ও কু এবং আর কতিপয় বিশেষণ স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়,যথা, তোমার গাঁটে২ কু, তাঁহার সকলি সু, বা ভাল, ইত্যাদি।

পুরস্ শব্দে প্রয়োগ উপসর্গের ন্যায়, এবং সন্ধির ১৩, ১৭ ও ২ সূত্রক্রমে প্রায় পুরো রূপে ব্যবহার হয়, যথা—পুরোবর্ত্তি, পুরোহিত।

পুনর্ শব্দ প্রায় সন্ধির ১৩, ১৫, ৪ ও ৫ সূত্রক্রমে পুনঃ, পুনস্, পুনশ্ বা পুনষ্ হইয়া পরবর্ত্তি শব্দ সংযোগে ব্যবহৃত হয়, যথা, পুনর্ভূ, পুনঃপ্রাপ্ত, পুনস্তদ্বৎ, পুনশ্চ।

রথ শব্দ ও স্বরাদি শব্দ সংযোগে সমাসে কু (কত্ বা) কদ্ হয়, যথা—কদ্রথ, কদশ্ব, কদাকার, কদৌষধ। এবং পথ ও পুরুষ শব্দ সংযোগে বিকল্পে, কা হয়, কাপথ, কুপথ, কাপুরুষ, কুপুরুষ।

৬ যে এবং কই শব্দ নিম্নদর্শিতরূপ দৃষ্টান্তে নিম্নে ব্যাখ্যাতরূপ ভাবের আভাস দেয়, যথা, তুমি যে এখানে?—অর্থাৎ তুমি এখানে কেন? কই সে?—অথাৎ সে কোথায়?

কই শব্দ নিম্নদর্শিত রূপ বাক্যে নঞ্ অর্থক হয়, যথা, (তুমি সেখানে যাবে না? উত্তর,) কই যাইতে পারি, বা যাইতে পারি কই—অথাৎ যাইতে পারি না।

কই ও যে অধোলিখিত রূপ উদাহরণে প্রায় কোন অথের বাচক না হইয়া ভাষার রীতি ক্রমেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, তিনি যে অনেক ক্ষণ গিয়াছেন। কই সেখানে সে নাই।

বড়, অব্যয়রূপে ভাষার রীতিক্রমে ব্যবহৃত হইয়াও স্থল বিশেষে কোন বিশেষ ভাবের আভাস দেয়, যথা নিম্নদর্শিত দৃষ্টান্ত কতিপয়ে প্রকাশ,—“চল্লে যে বড়? সে দিন যে বড় গালি দিয়েছিলে এখন কি হয়? আমাকেই বড় মানে, তার তোমাকে মানিবে? বড় ও গাঁ তার আবার মাঝের পাড়া।

৭ সে, সেই, সেই২, সেইতো, বা, ইবা, সিন্, সিনি, মেন, ও মেনে, এই কএক অব্যয় ভাষার রীতিক্রমে নিম্ন দর্শিত রূপ দষ্টান্তে ও ভাবে ব্যবহার করাযায়, যথা,—

তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে সবার হবে সংসার নির্ব্বাহ॥

সেই তাহা করিলে কিন্তু অনেক ক্লেশ দিয়ে করিলে। প্রাচীন প্রজাদের এই এক কুরীতি ছিল যে সেইসেই খাজানা দিত কিন্তু অসম্ভ্রম না হইয়া প্রায় দিত না। সেইতো সেখানে যাইতে হইল তবে কেন প্রথমে এত বড়াই করেছিলে? রাম বা মন্দ কিসে, শ্যাম বা (শ্যামই বা) ভাল কিসে? এলেই বা কেন যাওই বা কেন? তুমি বল্লে তাই সিনি গেলাম, তুমি সিনি এত খানি করলে। সে করলে করতে পারে কিন্তু করলে সিন? তিনি মারিলে সিনি আমি মারিলাম। সে মেনে হবে তাতে ভাবনা নাই, এখন এর কি করি? যাও মেন আর জ্বলিওনা, তুমি মেনে বড় বিগড়েছ। ইত্যাদি।

ভাষার রীতিক্রমে কোন২ স্থলে ইবা-র পর আর ব্যবহৃত হয় কিন্তু প্রায় কোন অর্থের বাচক হয়, না, যথা, আমাকে কিছু দেওইবা আর নাই দেও আমি আসিতে ছাড়িব না।

উভয় পক্ষের কথোপকথন বর্ণনায় বক্তা এক পক্ষের প্রশ্ন বর্ণনার পর এবং পক্ষান্তরের উত্তর বর্ণনার পূর্ব্বে "উত্তর দিল বা দিলেন" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে সামান্যতঃ না বা নাতো ব্যবহারকরে, যথা,—(প্র) পাগলা ভাত খাবি? নাতো (অর্থাৎ উত্তর দিল) হাত ধোব কোথা? তিনি যাহা বলেন সে তাহারি বিপরীত উত্তর করে, যথা,—

"সেখানে যাও,—নাতো যাব না। অমন করিও না,—না করিব ইত্যাদি"।

(৮) অনুকার।

কোন জন্তুর বা যন্ত্রের ধ্বনির অনুরূপে, অথবা কোন কার্য্যজন্য শব্দের অনুরূপে কৃতশব্দ অনুকার বলাযায়, যথা, (শিবের বরযাত্রি ভূতগণ) "হাঁকে হুম্ হাম্, করে দুম্ দাম্, জয় মহাদেব বলে। ঝুপ্ ঝুপ্ ঝাপ, দুপ্ দুপ্ দাপ, লম্প ঝম্প দিয়া চলে॥ করতালি দিয়া, বেড়ায় নাচিয়া, হাসে হিহিহিহি। দন্ত কড় মড়, দৌড়ে দড় বড়, লক লক লক জিহি"॥ মুহুর্মুহু কুহু কুহু কোকিলা কুহরে। গুন গুন গুন গুনভ্র মরা গুঞ্জরে॥ ঝন ঝন কঙ্কন বাজে। ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর গাজে॥ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় নাগরা বাজে। ভোরঙ্গ ভম ভম, দমামা দম দম, ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাজে॥ চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া। কচর মচর চব্য চিবিয়া॥ চুমুকে চক চক পেয় পিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥ লট পট জটা লপটে পায়। ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥ গর গর গর গরজে ফণী। দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥ ধক ধক ধক ভালে অনল। তর তর তর চান্দ্ মণ্ডল॥ তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল। তাতাথেই থেই বলে

বেতাল॥ ববম ববম বাজয়ে গাল। ডিমি২, বাজে ডমরু ভাল॥ ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা। মৃদঙ্গ বাজে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥

দ্বিরুক্ত অনুকার (অন্তে) ইকার যুক্ত হইলে যাহার শব্দের অনুকার তদ্বোধক শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত রূপের পর ক্রিয়াবাচক শব্দরূপে ব্যবহার করা যায়, যথা, "ঠক ঠকি হাড়ির কোড়ায় পট পটি। চর্ম্মউড়ে চর্ম্মপাদুকার চট্ চটি॥ হুড় হুড়ি দুড় দুড়ি মেঘের গড় গড়ি। ঝড় ঝড়ি ঝড়ের বজ্রের কড় কড়ি॥ ঝর ঝরি জলের শিলার চড় বড়ি। চিকি গিকি বিদ্যুতের গাছের মড় মড়ি॥

অনেক দ্বিরুক্ত অনুকার করণধাতু যোগে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, যথা,—এখানে বড় মাছি বন২ বা ভন২ করিতেছে। কাকগুলা কা কা করে কেন?

অধিকাংশ অনুকারের অন্তে করিয়া যুক্ত হইয়া অনেকস্থলে অনুকারের অর্থপূর্ব্বক ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যবহার করাযায়, যথা,—মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কট করিয়া কাটিয়া ফেলিল। ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল। সন্২ করিয়া বাতাস বহিতেছে, সোঁ২ করিয়া বৃষ্টি আসিতেছে।

করিয়াযুক্ত কতকগুলি উক্তরূপ শব্দ অনুকারের অর্থ না বুঝাইয়া কেবল ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, যথা,—ধা করিয়া মারিয়া দিবে। চট্ করিয়া চলিয়া গেল, পট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, ইত্যাদি।

পদ্যেতে কথন২ অনুকারের শেষে ধাতু চিহ্ন যোগ করিয়া তাহা ধাতু রূপে রূপ করাযায়, যথা,—কোকিল কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে। পায়স পয়োধি সপ্সপিয়া। পিষ্টক পর্ব্বত কচ্মচিয়া॥

অনুরূপ শব্দ।

সামান্য কথোপকথনে এবং পদ্যেতে কখন২ এক শব্দ ব্যবহার করিয়া তদনুরূপ এক শব্দ ব্যবহার করা যায়। অনুরূপ শব্দ যে শব্দের অনুরূপে ব্যবহৃত কখন২ তদ্বোধ্য বস্তুর সদৃশ বা তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য কোন বস্তু বুঝায়, যথা,—এক খান ছুরি টুরি আন—অর্থাৎ একখান ছুরি আন অথবা এমত কোন বস্তু আন যদ্দ্বারা ছুরির কার্য্য হয়। কখন বা স্বতন্ত্র কোন অর্থ না বুঝাইয়া আদি শব্দের বহুত্ব বোধক হয়, যথা,—আমার কাপড় চোপড় কাল।

অনুরূপ শব্দের সাধন।

হসাদি শব্দের আদ্যক্ষর ট-কারে পরিবর্ত্ত করিয়া এবং স্বরাদি শব্দের আদিতে ট-যোগ করিয়া তত্তৎ শব্দের অনুরূপ সাধারণরূপে নির্ম্মিত হয়, যথা,—পুঁতি টুতি। উট টুট।

বক্তা বিরক্ত বা সন্তুষ্টাবস্থায় অথবা তুচ্ছবোধক কথন কালে ঐ ট-কার স্থানে ফ বা ম ব্যবহার করে, যথা,—কতক গুল পুতি মুতি পড়ে কি হবে? ইংরাজি পড় যে কায দেখিবে। একটা সরকারি ফরকারি হলেও দিনপাত হতে পারে। কহিছে ভারত, এ নহে ভারত, করিবে কথায় মথায়॥

ট-কার, ফ-কার ও ম-কারাদি ধাত্বনুরূপের প্রয়োগেও এই রূপ বিশেষ, ১৬২—পৃষ্ঠা দেখ।

কতিপয় অনুরূপ শব্দ অন্য বর্ণের আগমে বা আদেশেও নির্ম্মিত যথা,—

কাপড়	চোপড়	বা	টাপড়	ইত্যাদি।
ছেলে	পিলে	,,	টেলে	,,
লড়ন	চড়ন	,,	টড়ন	,,
হাঁটন	হুঁটন	,,	টাঁটন	,,

টা-আদির মধ্যে যে প্রত্যয় আদি শব্দে যুক্ত হয় তদনুরূপ শব্দেও তাহাই যোগ করাগিয়াথাকে, যথা; কাপড়খান চোপড়খান।

আদি শব্দের ও তদনুরূপ শব্দের অথবা অনুরূপের ন্যায় তৎপরে ব্যবহৃত শব্দের রূপ করিতে হইলে ঐ উভয় শব্দকে এক সংযুক্ত শব্দ গণ্য করিয়া শেষ শব্দে বিভক্তি যোগ করিতে হইবে, যথা, কর্ত্তৃকারক—কাপড়-চোপড়, সম্বন্ধ—কাপড়-চোপড়ের। কর্ত্তৃ—গাছ পালা, অধিকরণ—গাছ পালাতে।

টা-আদি প্রত্যয়।

১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে টা, টী; খান, খানা; খেনি বা খানি, টুকি; থান; গাছ, গাছা, গাছি; গুল, গুলা, গুলি, গুলিন; খানেক খানিক; টাইক্; গোটা, গুটি; গণ, বর্গ; তো, এবং ই প্রত্যয় বিভক্তি-হীন সংজ্ঞা, অধিকাংশ সর্ব্বনাম, এবং বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত বিশেষণের অন্তে যুক্ত হয়, এক্ষণে বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য এই যে—

সর্ব্বনামের মধ্যে কে শব্দে কেবল টা যুক্ত হয়, এবং কি শব্দে ও সংস্কৃত বিশেষণ সর্ব্বনামে উক্ত প্রত্যয়সকল (প্রায়) যুক্ত হয় না।

ক্রিয়াবাচক পদের মধ্যে ধাতুরূপে দর্শিত ধাতুর মূলভাগে আ-কার যোগে নিষ্পন্ন ক্রিয়াবাচক শব্দে, ব্যতীহারে, অন ভাগান্ত এবং ঘঞ্, অন, অল ও অনট্ প্রত্যয়ান্ত কতিপয় ক্রিয়াবাচক শব্দে অনেক স্থানে, এবং আর২ রূপ ক্রিয়াবাচক শব্দে অতি অল্প স্থানে ঐসকল প্রত্যয় যুক্ত হয়।

ষষ্ঠ্যন্ত বিভক্তিযুক্ত ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞার ও সর্ব্বনামের পরও কখন২ টা আদির যোগ হয়, কিন্তু সে স্থানেও সম্বন্ধ কারকীয় রূপের পর ঐ প্রত্যয়

ব্যবহৃত হইল এমত বোধকরা হইবেনা পরন্তু তৎপরে উহ্য যে শব্দের সহিত সম্বন্ধ জন্য ঐ শব্দ সম্বন্ধকারকীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে বস্তুতঃ তাহাতে প্রযুক্ত এমত বোধকরিতে হইবে, যথা—(তোমার বাগানখানি ভাল,) আমার খান ভাল নয়—অর্থাৎ আমার বাগান খান ভাল নয়*।

কোন সংজ্ঞার পূর্ব্বে বা পরে সংখ্যাবাচক অথবা পরিমাণবাচক বিশেষণ থাকিলে টা আদি প্রত্যয় ঐ বিশেষণেই প্রায় যুক্ত হয়, যথা—এক খান নৌকা, নৌকা দুই খান। মুটে যতটা চাও ততটা (মুটে) দিতে পারি।

খানেক, টাইক, গোটা, গণ, বর্গ, তো, আর ই ভিন্ন অন্য প্রত্যয় সংজ্ঞার পরে যুক্ত হইলে তদ্বোধ্য বস্তুকে বিশেষ করিয়া বুঝায়, যথা—নৌকা খান ঘাটে রাখ, অর্থাৎ সেই নিশ্চিত নৌকা খান ঘাটে রাখ;—এবং পূর্ব্বে যুক্ত হইলে তদ্বোধ্য বস্তুকে অবিশেষ রূপে প্রকাশ করে, যথা—এক খান নৌকা ঘাটে আন—অর্থাৎ অনিশ্চিত যে কোন এক খান নৌকা ঘাটে আন।

বিশেষ বিবেচনা।

অতএব টা আদি প্রত্যয় যোগে কোন সংজ্ঞাবোধ্য বস্তুকে বিশেষ রূপে জানাইতে হইলে, ঐ সংজ্ঞা প্রকাশিত থাকিলে তাহার পর ঐ প্রত্যয় যুক্ত হইবে, এবং উহ্য থাকিলে তৎসম্বন্ধীয় বিশেষণে লাগিবে। কিন্তু ঐ বিশেষ্য বা বিশেষণ সম্বন্ধীয় (এক ভিন্ন) সংখ্যাবাচক শব্দ অথবা কএক শব্দ যদি তদ্বাক্যে থাকে তবে তাহা পরে ব্যবহৃত হইয়া তাহাতে ঐ প্রত্যয় যোগ করিতে হইবে, যথা—(আমার) নৌকা খান কোথা? আমি সে ভঙ্গা নৌকা খান চাহি না, ভাল খানা চাহি, তাঁহার পুত্র তিনটী বিদ্যাভ্যাস করিতেছে কি না? টাকা কএকটী কি দিবে না? কিন্তু টা আদি যোগে কোন সংজ্ঞাকে অবিশেষ রূপে ব্যক্ত করিতে হইলে—ঐ সংজ্ঞার পূর্ব্বে বা পরে এক, যত, তত, এত, অত, বা কত শব্দ থাকিলে তাহাতে ঐ প্রত্যয় যোগ করিতে হইবে, নতুবা ঐ সংজ্ঞার বা তৎপূর্ব্ব বর্ত্তি বিশেষণের পূর্ব্বে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহাতে ঐ প্রত্যয় যোগে করিতে হইবে, যথা—আমি একটী টাকা চাই, টাকা একটা দেও, নৌকা যত খান চাও তত খান দিতে পারি, আমি একটী ঘড়ি, দুই গাছ ছড়ি আর তিনটা বড় টিন বক্‌স চাই।

---

* শুদ্ধ সর্ব্বনামের প্রথমান্তরূপের পর টা-আদি কখন ব্যবহার করাযায় না, এবং ষষ্ঠ্যন্তরূপেরও কেবল উক্তরূপ স্থলে ভিন্ন ব্যবহার করাযাইতে পারে না।

খান, থান, ও গাছ সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে তৎসংখ্যা বা আনুমানিক তৎসংখ্যার অথবা তন্নিকট বর্ত্তি সংখ্যার অর্থ বুঝায়, যথা, খানবার পুস্তক, থান চৌদ্দ মোহর, গাছ্ পনের ছড়ি।

টা আদির প্রয়োগ।

টা আদির মধ্যে ঈ বা ইকারান্ত প্রত্যয় শব্দে যুক্ত হইলে তদ্বোধ্য বস্তুপ্রতি প্রায় কিঞ্চিৎ আদর প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং আকারান্ত প্রত্যয় যুক্ত হইলে তদ্‌যুক্ত শব্দবোধ্য বস্তুতে অনেক স্থলে অনাদর প্রকাশ হয়, অধিকন্তু ঈ বা ই-কারান্ত প্রত্যয় কখন২ তদ্‌যুক্ত শব্দবোধ্য বস্তুর রম্যতার ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতার আভাস দেয়, এবং আকরান্ত প্রত্যয় কখন২ তদ্‌যুক্ত পদবোধ্য পদার্থের অপেক্ষাকৃত বৃহত্ত্ব ও আশ্চর্য্যত্বাদি প্রকাশ করে।

টা ও টী তাবৎ প্রকার শব্দেই প্রায় যুক্ত হয় ও হইতে পারে। চেট্‌কা বা প্রায় চেট্‌কা পাত্র বা বস্তুবাচক শব্দের পর, এবং আধার বোধক অধিকাংশ শব্দের পর, এবং আর কতিপয় শব্দের পর খান, খানা, বা খানি ব্যবহৃত হয়—যথা, একখানা থাল, নৌকাখান, পুস্তকখানি, তাহার মুখ খান বা টা ভাল নয়। এ সুর খানি বা টী অতিমিষ্ট—

খেনি, ও খানি দ্রব দ্রব্য বোধক শব্দের পর ও যে বস্তু গণিতে নাপারাযায় তাহার পর ব্যবহৃত হয়, যথা,—আমার পাওনা তৈলখেনি দেও, কতখানি ঘৃত? তোমার অর্দ্ধেকখানি ভূমি আমাকে দেও। আজি অনেক খানি সময় বৃথা নষ্টহইয়াছে। পরের জন্যে এতখানি কে করে?

টুকি উক্তরূপ শব্দে যুক্ত হইয়া তাহার অল্পতা বোধক হয়, যথা, তোমার ভূমি টুকি অতি উর্ব্বরা। এখানে জল টুকি দেয় এমত কেহ নাই।

অনেক স্থানে টুকির পূর্ব্বে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার হয়, যথা,—এক টুকি জল, এই তিন টুকি সোনা গলাইয়া এক কর।

থান মোহর শব্দে প্রয়োগ করাযায়, যথা, একথান মোহর, মোহর থান।

গাছ, গাছা, বা গাছি—যষ্টি, রজ্জু, ও তদ্রূপ অত্যল্প প্রশস্ত অথচ দীর্ঘ বস্তু বোধক শব্দে যুক্ত হয়, যথা, একগাছা লাঠি, দড়ি গাছি, তিন গাছ সূতা।—কিন্তু বাঁশ, কলম, ইত্যাদি কতিপয় শব্দের উত্তর গাছ, গাছা, ও গাছি প্রয়োগ করাযাইতে পারে না, যথা, একগাছ বাঁস ও এক গাছি কলম না বলিয়া এক খান বাস ও একটী বা টা কলম বলাযায়।

গুল বা গুলা, গুলি বা গুলিন্ ক্রিয়াবাচক শব্দ বর্জ্জিয়া প্রায় তাবৎ শব্দে যুক্ত ও তদ্বহুত্ব বোধক হয়, যথা, ও বালক গুল বা গুলা অতি মন্দ। এই বালিকা গুলি বা গুলিন্ বড়শিষ্ট। এ গুল ফেলিয়া দেও, কিন্তু ঐ গুলি যত্ন করিয়া রাখ।

টাইক,—মুদ্রা, পরিমাণ, ও পাত্র বোধক শব্দের অন্তে যুক্ত, ও প্রায়-এক ইতি অর্থ বোধক হয়, যথা, টাকা-টাইক, মন-টাইক, কলসি-টাইক—অর্থাৎ প্রায় এক টাকা, প্রায় এক মন, প্রায় এক কলসি।

খানেক, বা খানিক পরিমাণ বোধক শব্দে এবং পরিমাপক বা অন্য পাত্র বোধক শব্দে যুক্ত হইয়া টাইক্ বৎ অর্থ বোধক হয়, যথা, শের-খানেক তৈল, বিশ খানেক ধান, কাটা খানেক চাউল, ঘটি খানিক জল।

গোটা বা গুটি, সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া ঐ শব্দ দ্বারা তৎ সংখ্যা অথবা তন্নিকট কোন সংখ্যা বুঝায়, যথা, আমাকে গোটা পঞ্চাশ টাকা দিতে পার,—অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বা তন্নিকটবর্ত্তি কোন সংখ্যক মুদ্রা দিতে পার? ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

গণ, প্রাণিবাচক সাধারণ সংজ্ঞাতেই প্রায় যুক্ত হয়, যথা, পশুগণ, জীবগণ, মনুষ্যগণ, নারীগণ, ব্রাহ্মণগণ।

বর্গ এক জাতীয় প্রাণিবাচক সংজ্ঞাতেই প্রায় যুক্ত হয়, যথা, প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণবর্গ।

সর্ব্বনামে, ও বিশেষণে টা আদি প্রত্যয় প্রয়োগ করিতে হইলে, যে সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে ঐ সর্ব্বনাম ব্যহহৃত, এবং ঐ বিশেষণের যে বিশেষ্য উহ্য, তাহাতে (উপরের নিয়ম সমূহানুসারে) যে প্রত্যয় প্রযুজ্য তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে।

তো, অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশক অব্যয়ে যুক্ত হয় না, এবং সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়েও প্রায় যুক্ত হয় না, কিন্তু আর তাবৎ প্রকার পদেই প্রায় প্রয়োগ করাযাইতে পারে, যথা, রাম-তো যায় নাই শ্যাম গিয়াছিল। তুমিতো বল্লে কিন্তু করে কে? বাড়ির সকল ভাল-তো? এক বার বলে-তো দেখ। আগেতো এখানে আইস পরে বিবেচনা করাযাইবে। আর-তো এমত হইবে না।

তো কোন২ স্থলে নিশ্চয়ার্থ বোধক হয়, যথা, ধর্ম্মে এখন দুঃখ হইল তো কি হইল পরে তো সুখ হইবে। তো আর২ স্থলে ভাষার রীতি-ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া যদিও কোন ভাবের আভাস প্রকাশ করে না, কিন্তু তথাপি তত্তদ্বাক্য হইতে তো তুলিয়া নিলে তাহার সে সুশ্রাব্যতা ও সে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য থাকে না, যথা, এখন তো চলুক পরে পরমেশ্বর আছেন বলিলে যেমন লাগে, এখন চলুক পরে পরমেশ্বর আছেন বলিলে তেমনটী লাগেনা।

ই প্রত্যয় উপরোক্ত তাবৎ প্রকার কথাতেই প্রযুক্ত হয়। ধাতুতে যুক্ত হইলে ই নিশ্চয় বোধক হয়, যথা, কল্য সেখানে যাইবই অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে অথবা অবশ্য যাইব। এবং শব্দমাত্রে যুক্ত হইলে নিশ্চয় বোধক অথবা অন্যেক্ষ ব্যাবর্ত্তক হয়, যথা, তুমি-ই ইহা করিয়াছ অর্থাৎ তুমি বই অন্যে করে নাই। যে ভাল করে তার ভাল-ই হয় অর্থাৎ তাহার নিশ্চিত ভাল হয় অথবা ভাল বই মন্দ হয় না।

তো, গুল, গুলা, গুলি, গুলিন্ ভিন্ন টা আদির কোন প্রত্যয়যুক্ত কএক শব্দের পর, (১) ও সংখ্যাবাচক বিশেষণ বা কএক শব্দ পূর্ব্বক সংজ্ঞার পর (২) ই ব্যবহৃত হইলে ঐ ই তৎ সংজ্ঞাবোধ্য বস্তুর সমুদায় বোধক হয়, যথা, তাহার কএকটা পুত্রই মূর্খ—অর্থাৎ তাঁহার যে কএকটা পুত্র আছে সকলই মূর্খ (১)। তিনটা ঘটিই ফুটা—অর্থাৎ যে তিনটা ঘটি আছে সব ফুটা। ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

করা, পরিমাণ বাচক শব্দে এবং বিশেষ সংখ্যাবাচক শব্দে যুক্ত হইয়া তদ্রূপ শব্দের অন্তে যুক্ত প্রতি শব্দের অর্থবোধক হয়, যথা, শের-করা, মন-করা, শত-করা।

যে প্রকার শব্দে করা যুক্ত হয়, তদ্রূপ শব্দে কে কিম্বা একে তদর্থেই প্রায় যুক্ত হয়,—তন্মধ্যে কে প্রযুক্ত হয় শত, হাজার, কাহন, লাখ, ও ক্রোর শব্দে, এবং একে যুক্ত হয় তদ্ভিন্ন শব্দে, যথা, শতকে, হাজারকে; মনেকে, পণেকে, বড়িকে*।

দ্বিরুক্ত কোন শব্দের মধ্যে কে স্থাপিত হইলে তৎ শব্দবোধ্য বস্তুর সমুদায় বোধক হয়, যথা, গ্রাম কে গ্রাম—অর্থাৎ সমুদায় গ্রাম।

এক বস্তু ভিন্ন২ গুণ বা স্বভাব বিশিষ্ট হইলে, ঐ প্রত্যেক গুণ বা স্বভাব বোধক শব্দ দ্বিরুক্ত করিয়া তন্মধ্যে কে ব্যবহার করিলে, তদ্দ্বারা উক্ত ভাব প্রকাশ হইয়াথাকে, যথা, তিনি পণ্ডিতকে পণ্ডিত, মুনশীকে মুনশী কতগুলি খেচর আছে যাহারা জলচরকে জলচর, ভূচরকে ভূচর।

উক্ত রূপে ব্যবহৃত কে নিম্নদর্শিত দৃষ্টান্তে ভাবান্তর প্রকাশ করে, যথা, আমার টাকাকে টাকাগেল আরো কত ক্লেশ হইল।

---

* অকার ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের পর একে প্রত্যয়ের এ লুপ্ত হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কারক।

ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় জন্য (বিভক্তি যোগে) শব্দের যে ভিন্ন২ ৰূপ তাহার নাম কারক।

কারক অষ্ট প্রকার, যথা,—১ যে করে সে কর্ত্তা;—২ কর্ত্তা যাহা করে তাহা কর্ম্ম;—৩ কর্ম্ম যাহার করণত্বে বা কর্ত্তৃত্বে কৃত হয় তাহা করণ;—৪ যাহাকে বা যদুদ্দেশে দান করযায় তাহা সম্প্রদান;—৫ যাহা হইতে কোন কিছু স্থানান্তরিত হয় তাহা অপাদান;—৬ যাহার সম্বন্ধীয় কোন বস্তু হয় তাহা সম্বন্ধ;—৭যাহাতে কোন পদার্থ স্থিত হয় তাহা অধিকরণ;—৮যাহাকে আহ্বান করাযায় তাহা সম্বোন্ধন। কর্ত্তা বা কর্ত্তৃবোধক পদ কর্ত্তৃকারক, এবং এই ৰূপ কর্ম্ম আদি বোধক পদ তত্তন্নামপূর্ব্বক কারক বলাযায়,* ৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

কর্ত্তৃকারকের প্রয়োগাদি।

কোন শব্দ ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় বিনা ব্যবহৃত হইলে (১), অথবা কর্ত্তৃবাচ্যে (২) ও ঢঘ বাচ্যে (৩) ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে, কর্ত্তৃকারকীয়ৰূপে ব্যবহৃত হয়;— কর্ত্তৃকারকীয় পদ (প্রকৃত ৰূপে) প্রথমান্ত—যথা, কৃষ্ণ, শ্রী, জ্ঞান (১); রাজা কহিলেন, তুমি কোথা যাইতেছ (২); তাহা মিলিবেনা, তাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (৩)।

কিন্তু প্রাণিবাচক সাধারণ সংজ্ঞা ও অপ্রাণিবাচককতিপয় শব্দ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে অনেক স্থলে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, মানুষে মানুষ খায়না তাহাকে ঘোড়ায় চাইট মারিয়াছে, বেদে বলে, এখনকার বৃষ্টিতে কোন উপকার করেনা।

উভয় বা সকল শব্দ নিত্য, এবং সংখ্যাবাচক শব্দপূর্ব্বক

---

* অর্থাৎ কর্ম্ম-কারক, করণ-কারক, সম্প্রদান-কারক, অপাদান-কারক, সম্বন্ধ-কারক, ও সম্বোধন-কারক।

জন শব্দ বিকল্পে অধিকরণ রূপে অকর্ম্মক ক্রিয়ারও কর্ত্তা হয়, যথা, উভয়ে বা দুই জনেই পীড়িত আছেন, যাহাতে সকলে বা দশজনে সম্মত তাহাই কর্ত্তব্য। অথবা তুই জনই পীড়িত আছেন, যাহাতে দশ জন সম্মত তাহাই কর্ত্তব্য।

কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃবাচ্যবাক্যের কর্ত্তৃপদ করণরূপে এবং কর্ম্ম পদ প্রধান রূপে উক্ত হইয়া কর্ত্তৃপদের ন্যায় প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, (কর্ত্তৃবাচ্যে) শ্যাম রামকে ধরিলেন ;—(কর্ম্মবাচ্যে), শ্যামকর্ত্তৃক রাম ধৃত হইলেন।

বিশেষ বিবেচনা।

যে কর্ম্মবাচ্যবাক্যের (কর্ম্মবাচ্য) ক্রিয়াপদ বাঙ্গলা ক্তান্তপদ ব্যবহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার কর্ম্মপদ কর্ত্তৃপদের ন্যায় প্রথমান্ত রূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কর্ত্তৃবাচ্যে প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল যে ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তা তাহা এরূপ কর্ম্মবাচ্যে (করণ কারকেও) প্রকাশ করার রীতি নাই, এবং প্রকাশ করিলেও আনথা এবং অসুশ্রাব্য বোধ হয়, যথা, "আমি আজি একটা চোর ধরিয়াছি" এই বাক্যের কর্ম্মবাচ্যে "আজি একটা চোর ধরাগিয়াছে বলাযায়" কিন্তু আমাকর্ত্তৃক আজি একটা চোর ধরাগিয়াছে বলার রীতি নাই।

প্রত্যেক ক্রিয়াপদ বচনাদি বিষয়ে তৎকর্ত্তার অধীন হয়,—অর্থাৎ তদনুসারে একবচন, বহুবচন, উত্তম, মধ্যম, বা প্রথম পুরুষীয় হয়, এবং স্বার্থাতিরেকে স্বকীয় কর্ত্তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বোধক বা অবোধক হয়।

যথা,—আমি কল্য যাইব। রাজা আজ্ঞা করিলেন। তুই কি কহিস্? তোমরা কোথা চলিলে? এগাছটা ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা মিলিবে না।

আপনি, মহাশয়াদি উৎকর্ষ বোধক কর্ত্তার ক্রিয়াবোধ্যপদের রূপ প্রথম পুরুষীয় উৎকর্ষ বোধক ক্রিয়াপদের ন্যায়।

অপকর্ষ সূচক দাসাদি শব্দ (৯৩ পৃষ্ঠা দেখ) ও 'সেজন শব্দ ফলতঃ উত্তম পুরুষীয় হইলেও আকারতঃ প্রথম পুরুষীয় হওয়াতে তৎক্রিয়ার আকারও প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষ বোধক পদবৎ।

কর্ম্মবাচ্যবাক্যে কর্ম্মপদ উক্ত হইয়া কর্ত্তার ন্যায় প্রথমান্ত-রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে তৎসক্রান্ত (কর্ম্মবাচ্য) ক্রিয়াপদ এক বচন বহুবচনাদিতে ঐ উক্তপদেরই অনুযায়ি হইবে,* যথা, রাম, শ্যামকর্ত্তৃক ধৃত ও অবরুদ্ধ হইয়াছেন, অদ্য সূর্য্য দৃষ্ট হইলেননা বাদেখাগেলেননা। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, আমরা মারা গেলাম।

অধিকন্তু, সংস্কৃত ক্তান্ত পদ ব্যবহার দ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াপদ উক্তরূপে ব্যবহৃত কর্ম্মপদের সহিত লিঙ্গ বিষয়েও সদৃশ হয়, যথা, সে বালক সুশিক্ষিত হইয়াছে, সে বালিকা সুশিক্ষিতা হইয়াছে, সে পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু উক্তরূপ বাক্যে উক্ত কর্ম্মপদ অপ্রাণিবাচক বা মনুষ্য ভিন্ন প্রাণি-বাচক হইলে তাহা যে কোন লিঙ্গবাচক কেন হউক না, ক্তান্ত পদ সামান্যতঃ পুংলিঙ্গে বা ক্লীব লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যথা, "অদ্য একটী ধেনু অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে" বলাগিয়াথাকে, কিন্তু "অদ্য একটী ধেনু অল্প মূল্যে বিক্রীতা হইয়াছে" এমতটী প্রায় বলাযায় না। এইরূপ সে বৃক্ষের অনেক শাখা ভগ্ন হইয়াছে বই ভগ্না হইয়াছে প্রায় বলাযায় না।

ভিন্ন২ পুরুষীয় কর্ত্তাসমূহ এক ক্রিয়া করিলে ঐ ক্রিয়াপদ উত্তম পুরুষীয় কর্ত্তার অনুরোধে তৎপুরুষীয় হইবে, তদভাবে মধ্যম পুরুষীয় কর্ত্তার অনুসারে তৎপুরুষীয় ও তদুৎকর্ষাদি-বোধক হইবে, এবং তদভাবে সুতরাং প্রথম পরুষীয় হইবে, যথা, তিনি, তুমি, আমি একত্র যাইব, তুমি, আমি, তিনি একত্র যাইব, আমি, তিনি, তুমি একত্র যাইব। তুমি ও তিনি সেখানে যাও, আপনি ও তিনি সেখানে যাউন।

যদি ভিন্ন২ পুরুষীয় কর্ম্মপদ উক্ত হইয়া এক কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হয়, তবে ঐ ক্রিয়াপদও উক্ত নিয়মে ঐ উক্তপদের অনুরোধে উত্তম মধ্যম বা প্রথম পুরুষীয় হয়, যথা, আমি, তুমি ও তিনি একত্রে নিয়োজিত হইয়াছিলাম, তুমি ও তিনি সেখানে গেলে অপমানিত হইবে। আপনি ও তিনি সেখান উপনীত হইবেন।

---

* অর্থাৎ তাহার প্রকৃত কর্ত্তা যাহা করণ-কারকীয় রূপে প্রকাশিত বা উহ্য থাকে তাহার অনুযায়ি হইবে না।

কিন্তু ভিন্ন২ পুরুষীয় বা এক পুরুষীয় উক্ত পদসমূহ ভিন্ন২ লিঙ্গবাচক হইয়া এক কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াতে অন্বিত হইলে ক্তান্ত পদ পুংলিঙ্গবাচকরূপে ব্যবহৃত হইবে, তদভাবে ক্লীবলিঙ্গ,* তদভাবে সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ প্রাপ্ত হইবে,—কিন্তু যে উক্ত পদের সহিত ক্তান্তপদের লিঙ্গ বিষয়ে ঐক্য হয়,সেই পদকে আর২ উক্তপদের পরে ব্যবহার করিলে ভাল হয়, যথা, তাঁহার গৃহ ও স্ত্রীপুত্র নষ্ট হইয়াছে, তাহার স্ত্রী ও গৃহ নষ্ট হইয়াছে, তাহার তিন কন্যা,—তন্মধ্যে এক বিবাহিতা হইয়াছে, ও দুই বাগ্‌দত্তা আছে।

ভাববাচ্য ক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা ভিন্ন২ পুরুষীয় এবং উৎকর্ষাদি বোধক হইলেও ঐ ক্রিয়াপদ কেবল প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষ-বোধকরূপে তৎ কার্য্যের শুদ্ধ সম্পন্নতা বা ভাবটী মাত্র প্রকাশ করে, (১০৯ পৃষ্ঠা দেখ)। অতএব এমত ক্রিয়া ও কর্ত্তার পরস্পর ঐক্য (আকারতঃ) হয় না, যথা, এপথে চলা যায়না, আর দাঁড়ান যাইতে পারে না।

ক্তান্ত পদের উত্তর আছি ধাতুর প্রথম পুরুষীয় রূপ যোগে নিষ্পন্ন যে ভাববাচ্য ক্রিয়াপদ তাহার প্রকৃত কর্ত্তা সম্বন্ধ কায়কীয় রূপে প্রকাশিত বা উহ্য হয়, যথা, রঘুবংশের অধিকাংশ আমার দেখা বা দৃষ্ট আছে—ইহার ভাব এই যে রঘুবংশের অধিকাংশ আমি দেখিয়াছি বা দৃষ্টি করিয়াছি।

১০৯ পৃষ্ঠায় দর্শিত ক্তান্ত পদে হওন ধাতু যোগদ্বারা নিষ্পন্ন যে এক প্রকার ভাববাচ্য ক্রিয়াপদ তাহারও প্রকৃত কর্ত্তা সম্বন্ধ করকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাঁহার নাওয়া হইয়াছে, খাওয়া হইয়াছে এবং কাপড় পরাও হইল। রঘুবংশের অধিকাংশ কৃষ্ণের দৃষ্ট বা দেখা হইয়াছে।

কিন্তু শেষ উদাহরণে অনেকে বিবেচনা করেন যে অধিকাংশ ও কৃষ্ণের এই দুই পদ কর্ত্তৃবাচ্যে ক্রমে কর্ম্ম ও কর্ত্তা ছিল, (অর্থাৎ কৃষ্ণ রঘুবংশের অধিকাংশ দেখিয়াছেন এমত বাক্য ছিল) কর্ম্মবাচ্যে, অধিকাংশ পদ উক্ত হইয়াছে, এবং কৃষ্ণের পদ করণে ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

---

* বাঙ্গলাতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বাচক ক্তান্তপদের একই রূপ।

পরন্তু জ্ঞাতব্য এই যে উক্ত দুই প্রকার ভাববাচ্য ক্রিয়াপদের মূলভাগ সকর্ম্মক হইলে, তাহার প্রকৃত কর্ম্মপদ প্রাণি বাচক সত্ত্বে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তাহাকে আমার জানা আছে। উহাকে বলা আছে, এ ঘোড়াটাকে নিলামে পাঠান হইয়াছিল বা গিয়াছিল কিন্তু বিকাইল না।

বাঙ্গলা ক্তান্ত পদদ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম্মবাচ্য ধাতুর অনেক রূপ ব্যবহার করার রীতি নাই।

প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষ বোধক কর্ম্মবাচ্য (বা ভাববাচ্য) ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় কর্ম্মপদ প্রাণিবোধক হইলে অনেক স্থলে ভাষার রীতিক্রমে উক্তনাহইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্তই থাকে, যথা, আপনাকে বা তাঁহাকে আবশ্যক মতে ডাকাযাইবে। এ ঘোড়া-টাকে নিলামে পাঠান গিয়াছিল কিন্তু বিকাইল না।

উক্তরূপ বাক্যে উক্তরূপ ক্রিয়াপদকে অনেকে এই হেতুবাদে ভাববাচ্য বিবেচনা করেন,যে তাহা কর্ম্মবাচ্য হইলে কর্ম্মপদ উক্ত হইত,এবং ঐ উক্ত-পদের সহিত ক্রিয়াপদের পুরুষাদি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিত। কিন্তু সে যাহা হউক, ভাবার্থ লইতে গেলে উক্তরূপ বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ রূপে কর্ম্মবাচ্য ও প্রথম পুরুষীয় হইলেও প্রকৃতার্থে কর্ত্তৃবাচ্য ও উত্তম পুরুষীয় বোধ হয়, যথা, "আপনাকে ও তাহাকে আবশ্যক মতে ডাকাযাইবে" এই বাক্যে আপনাকে ও তাঁহাকে আবশ্যক মতে ডাকিব এমতটী বই আর কিছু বুঝায় না।

কর্ত্তৃবাচ্যে কৃত ক্তান্তপদে হওন বা আছি ধাতু যোগে নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ রূপে কর্ম্মবাচ্য হইলেও ফলিতার্থে কর্ত্তৃবাচ্য, অতএব তাহার কর্ত্তাকে প্রকৃতরূপে কর্ত্তাই বোধ করিতে হইবে* যথা, সে এখন পাপে রত হইয়াছে, তিনি আমার প্রতি তুষ্ট আছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ব্যতীহার ক্রিয়ার কর্ত্তাও সাধারণ রূপে প্রথমান্ত। কিন্তু কখন২ তদুত্তর পরস্পর বা উভয় বা তদর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়,এবং কখন বা উভয় কর্ত্তাই অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ঐ বালকরা

---

* যেহেতু উক্তরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্য রূপই এই, এবং উক্ত রূপ ক্তান্ত পদ সকর্ম্মক ধাতুমূলক হইলে ঐ কর্ত্তা ভিন্ন অন্য পদার্থ তাহার কর্ম্ম হইয়া তদ্বোধক শব্দ কর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এমত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইলে সুখী হইব।

তাকাতাকি ও বলাবলি করিয়া লিখিতেছে। ঐ বালকরা পরস্পর বলাবলি করিতেছে। তোমরা উভয়ে বা দুয়ে অথবা তোমাতে উহাতে দেখাদেখি করিয়া উত্তর লিখিয়াছ কেন?

এই রূপে উভয়ে কথার প্যাঁচাপেঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি॥

কখন২ ব্যতীহার ক্রিয়ার কর্ত্তাদ্বয়ের মধ্যে এক মুখ্য ভাবে প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং অন্য সহিত বা সহিতার্থক শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার পুত্র তাহার সঙ্গে মারামারি করিয়াছে।

কখন বা ব্যতীহার ক্রিয়ার কর্ত্তা অধিকরণরূপে অথবা সহিতার্থক শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, ও তৎপরবর্ত্তিক্রিয়া হওন ধাতুর কর্ত্তা রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আজি তাতে আমাতে অথবা তার সঙ্গে আমার বড় ঠোকাঠুকি হইয়াছে।

ব্যতীহার রূপবিশিষ্ট ক্রিয়াপদ কখন২ কেবল একের ক্রিয়া বুঝায়, যথা, তুমি এত চেঁচাচেঁচি কর কেন?

সাধারণরূপ ক্রিয়াপদ পরস্পর বা উভয় বা তদর্থক শব্দ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে তৎকার্য্যের ব্যতীহার বুঝায়, যথা, হে ভাইরা পরস্পর প্রেম কর!

সম্বোধন কারকীয় পদ সর্ব্বদা প্রথমান্ত,—তথাপি (সংস্কৃত হইলে) অনেক স্থলে প্রথমান্ত কর্ত্তৃপদের রূপে ও তাহার রূপে কিঞ্চিৎ বিশেষ হয়, যথা ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য।

কর্ম্মকারকের প্রয়োগাদি॥

ক্রিয়ার ব্যাপ্য যাহা তাহা কর্ম্ম।

(সকর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্য) ক্রিয়ার কর্ম্মপদ প্রকৃতরূপে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, রাম শ্যামকে মারিলেন।

পরন্তু ঐ কর্ম্মপদ অপ্রাণিবাচক হইলে বিভক্তি ত্যাগ করে, বৃহৎ পশুবাচক হইলে অনেক স্থলে, এবং ক্ষুদ্র পশু বোধক হইলে কতিপয় স্থল ভিন্ন সর্ব্বত্র বিভক্তি ত্যাগ করে। কিন্তু মহাজীববোধক হইলে ৪২ পৃষ্ঠায় দর্শিত কএক স্থল ভিন্ন প্রায় বিভক্তি ত্যাগ করে না, যথা, তৎপৃষ্ঠা দৃষ্টে স্মরণ পড়িবে।

কখন২ কোন অকর্ম্মক বা সকর্ম্মক ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া ভাষার রীতি-ক্রমে তৎক্রিয়ামূলক শব্দ তৎকর্ম্মরূপে ব্যবহার করাযায়, যথা, আজি

আচ্ছা এক ঘুম ঘুমাইয়াছি। মিছা মিছি রাঁড় কান্না কান্দিলে কি হবে? তাহাকে বড় মারি মারিয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ রূপে দর্শিত ও তদ্বোধক শব্দ টা বা টী যুক্ত হইলে তাহার কর্ম্মকারকীয় বিভক্তি বিকল্পে লুপ্ত হয়, যথা, ঐ কাকটা বা কাকটাকে খেদাও, আমি এই পাখিটী বা পাখিটীকে পুষিব।

কর্ত্তৃবাচ্য কোন ক্রিয়ার প্রাণি বা অপ্রাণিবাচক দুই কর্ম্ম থাকিলে এবং ঐ ক্রিয়া দ্বারা তৎকর্ত্তার ঐ দুই কর্ম্ম পদ বোধ্য বস্তুর একেকে অন্যে অথবা উভয়কেই পরস্পরে পরিবর্ত্ত করা বা করিতে সমর্থ হওয়া বুঝাইলে, উক্ত কর্ম্মদ্বয় যে কোন প্রাণি বা অপ্রাণি বাচক কেন হউক না তাহার প্রথম পদ সর্ব্বদা দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয়, ও দ্বিতীয় সর্ব্বদা বিভক্তি বর্জিত হয়, যথা, তিনি দীনকে অদীন অদীনকে দীন করিতেছেন। মনুষ্যকে ধূলি ও ধূলিকে মনুষ্য করিতেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি করিতে পারেন, রাত্রিকে দিন করিতে পারেন। সে এমনি ভোজবিদ্যা জানে যে যে বস্তুকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখাইতে পারে।

দেখান বা দৃষ্টহওন ধাতুর প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষার্থক রূপ ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হইলে, তদ্ব্যাপ্য পদ মনুষ্য বাচক হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগে, অন্য প্রাণিবাচক হইলে টা বা টী পূর্ব্বক ঐ বিভক্তি যোগে, এবং অপ্রাণি বাচক হইলে কখন২ টা বা টী পূর্ব্বক দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগে ব্যবহৃত হয়, যথা, আজি তোমাকে বিমর্ষ দৃষ্ট হইতেছে কেন?। এ ঘোড়াটাকে আজি পীড়িত দেখাইতেছে। এ গাছটা বা গাছটাকে নিস্তেজঃ দেখাইতেছে কেন?

সকর্ম্মক নামধাতুর কর্ম্মপদ যে কোন প্রাণিবাচক কেন হউক না স্বকীয় বিভক্তি প্রায় ত্যাগ করেনা, যথা, সে তোমাকে অজ্ঞান করিতে পারে, তিনি গরুকে ভক্তি করেন না, পাখিটাকে বিরক্ত করিওনা! কেন অবোলা জন্তুকে এমন করিয়া ঠেঙ্গাও।

সম্প্রদান পদ প্রকৃত রূপে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, রাম শ্যামকে পারিতোষিক দিলেন।

কথোপকথনে ও পদ্যেতে কখন২ কর্ম্মে ও সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তিপ্রয়োগ করিয়া তাহাতে এ-কার যোগ করা যায়, যথা, শ্যামেরে বল, রামেরে দেও। তোমার শাশুড়ি বলে যমে না নয়। আমারে কাহারে বল দয়াময়॥

যাহার প্রতি ধিক বা তদর্থক শব্দ প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তোমাকে (বা তোমারে) ধিক্।

এবং যাহার প্রতি নমস্কার বা তদর্থক শব্দ প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, নমস্য ব্যক্তিকে নমস্কার কর্ত্তব্য।

কথোপনে ও পদ্যে কখন২ বহুবচন কর্ম্মে ও সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যথা, মাঝিদের ডাক, আমাদের দেও!

পদ্যেতে কখন২ অধিকরণীয়বিভক্তি এ বা য় কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকে ব্যবহৃত হয়, দয়াকরে পাপিগণে যদি না তারিবে। পতিত পাবন তোমায় কে আর বা বলিবে॥ কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমায়। মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তুষহ আমায়॥

অপ্রাণিবাচক শব্দের সম্প্রদানে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যথা, অশ্বত্থ বৃক্ষে জল দেও।

যাহার করণত্বে,দ্বারা বা কর্ত্তৃত্বে কোন কার্য্য বা কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা করণকারকে ব্যবহৃত ও(প্রকৃতরূপে) তৃতীয়াবিভক্তি যুক্ত হয়, যথা ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে রজ্জু করণক বন্ধন করিয়া যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্যবাক্য কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তিত হইলে—ঐ কর্ত্তৃবাচ্য বাক্যস্থ ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং তৎকর্ত্তা করণ-রূপে, ও কর্ম্ম (উক্ত হইয়া) প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, (কর্ত্তৃবাচ্যে)—রাম শ্যামকে ধরিলেন। (কর্ম্মবাচ্যে)—রাম কর্ত্তৃক শ্যাম ধৃত হইলেন।

অপ্রাণিবাচক শব্দ কর্ত্তৃ, কর্ম্ম বা ভাব বাচ্য ক্রিয়ার করণ হইলে, সচরাচর সপ্তমী বিভক্তি যোগেও করণকারকরূপে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, তিনি কুড়ালিতে (অর্থাৎ কুড়ালিরদ্বারা) পা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, সে ইহাতেই মারাযাইবে। এ ছুরিতে কাটাযায়না।

কর্ত্তৃক, করণক, দ্বারা ও দিয়া বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন ভিন্ন২ করণকারকীয় রূপের অর্থতঃ যে প্রভেদ ও প্রয়োগের যে বিশেষ তাহা ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধাতুর স্বভাব।—কতক গুলি ধাতু স্বভাবতঃ অকর্ম্মক, (১)—কতক গুলি সকর্ম্মক (২);—কতক গুলি দ্ঘবাচ্য ও সকর্ম্মক (৩);—কতক গুলি একার্থে অকর্ম্মক (৪);—অর্থান্তরে সকর্ম্মক, (৫);—কতক গুলি স্বভাবতঃ দ্বিকর্ম্মক (৬);—যথা, উঠন, বৈসন (১);—করণ, লওন (২);—জড়ান, ভাঙ্গন (৩);—পড়ন অর্থাৎ পতন

(৪);—পড়ন অর্থাৎ অধ্যয়ন-করণ (৫);—বলন, জিজ্ঞাসা-করণ (৬)।—

পরন্তু অকর্ম্মক ধাতুকে ণ্যন্ত করিলে সকর্ম্মক হয়,—এক কর্ম্মক ধাতুকে ণ্যন্ত করিলে দ্বিকর্ম্মক হয়, ও দ্বিকর্ম্মক ধাতু ণ্যন্ত হইলে ত্রিকর্ম্মক হয়। অথবা ণ্যন্তাবস্থায় ধাতুর অণ্যন্তাবস্থা হইতে এক কর্ম্ম অধিক হয়।

ণ্যন্ত ক্রিয়ার অণ্যন্ত কালীয় কর্ত্তা এক প্রকারে কর্ম্ম হইয়া পদান্তর ঐ (ণ্যন্ত) ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় (১); এবং প্রকারান্তরে অণ্যন্ত কালীয় কর্ত্তা কর্ত্তাই থাকিয়া পদান্তর ঐ (ণ্যন্ত) ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় (২), যথা;—

(অণ্যন্ত)—রাম বসিলেন	(ণ্যন্ত) কৃষ্ণ রামকে বসাইলেন (১)।
,, গোপগণ গীত শিখিয়াছিল	,, কৃষ্ণ গোপগণকে গীত শিখাইয়াছিলেন (১)
,, রাম বসিলেন	,, রাম কৃষ্ণকে বসাইলেন (২)
,, কৃষ্ণ গীত শিখিয়াছিলেন	,, কৃষ্ণ গোপগণকে গীত শিখাইয়াছিলেন (২)

কথন. জিজ্ঞাসা, ও দানার্থক ধাতু স্বভাবতঃ (অর্থাৎ অণ্যন্তাবস্থায়) দ্বিকর্ম্মক, অতএব ণ্যন্তাবস্থায় ত্রিকর্ম্মক।—ত্রিকর্ম্মক ধাতু ণ্যন্তব্যতীত নাই।

দ্বিকর্ম্মক অণ্যন্ত বা ণ্যন্ত ক্রিয়ার দুইকর্ম্মের মধ্যে যাহাকে দেওয়া-যায়,* বলাযায়, বা করাণযায় তদ্বোধক পদ সর্ব্বদা বিভক্তিযুক্ত এবং যাহা দেওয়া যায়, বলাযায় বা করাণযায় তদ্বোধক পদ প্রায় বিভক্তি বর্জ্জিত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম শ্যামকে কন্যাদান করিলেন, রাম শ্যামকে এই কথা বলিলেন, রাম শ্যামকে বেদ পড়াইলেন।

এক ক্রিয়ার তিন কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মপদবোধ্য বস্তুকে ঐ ক্রিয়া করাণ যায় তদ্বোধক শব্দ দ্বিতীয়াবিভক্তিপূর্ব্বকদিয়া যোগে ব্যবহার করা-যায়, অন্য দুইকর্ম্ম পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তদ্রূপেই ব্যবহৃত হয়, যথা, তাঁহা-কে-দিয়া তোমারে কিছু দেওয়াইব। আমি এ কথা তাঁহারে আপনি বলিতেপারিব না, কিন্তু রাম-কে-দিয়া (এ কথা তাঁহারে) বলাইব।

---

* যাহাকে দেওয়াযায় তাহাকে সংস্কৃতানুসারে কর্ম্ম না বলিয়া সম্প্রদান বলাযায়।

কতিপয় দ্বিকর্ম্মক ণ্যন্ত ক্রিয়ার কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে যে কর্ম্মপদ বোধ্য বস্তুকে ঐ ক্রিয়ার কার্য্য করাণ যায় তৎপদ ভাষার রীতি ক্রমে দ্বিতীয়া বিভক্তি ও (তৎপরে) দিয়া যোগে, অথবা শুদ্ধ দিয়া যোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা, তোমার ভৃত্যকেদিয়া সে ব্যক্তিকে একবার ডাকাও। জালিয়া-দিয়া পুষ্করিণীর মৎস্য কিছু ধরাও।

দ্বিকর্ম্মক বা ত্রিকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যে রূপান্তরিত হইলে, তাহার মুখ্যকর্ম্ম উক্ত হয় ও গৌণ কর্ম্ম দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্তই থাকে,—অর্থাৎ কর্ত্তৃবাচ্যে যে কর্ম্ম দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত ছিল সে সেই রূপে ব্যবহার করাযায়, অন্য কর্ম্মউক্ত হইয়া প্রথমান্ত হয়, যথা, কর্ত্তৃবাচ্যে—রাম শ্যামকে কন্যা দিয়াছেন; তাঁহাকে সকল বিষয় জানাইলাম; তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়াইব। কর্ম্মবাচ্যে—রামের কন্যা শ্যামকে দত্তা হইয়াছে; তাঁহাকে সকল বিষয় জানান গেল। তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়ান যাইবে।

অপাদানের প্রয়োগাদি।

পাওন, আকর্ষণ, রক্ষা, ও মোচনার্থক, এবং কোন না কোন রূপে কর্ত্তার বা কর্ম্মের পৃথক্ বা স্থানান্তর হওয়া বুঝায় এমত ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকিলে তাহা কর্ম্মরূপেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যাহাহইতে পায়, কৃত, আকর্ষণ, রক্ষা, মোচন, পৃথক্, বা স্থানান্তর করে বা হয়, অথবা আকৃষ্ট, মুক্ত, পৃথক্কৃত বা স্থানান্তরিত হয় তদ্বোধক শব্দ অপাদান কারকে ব্যবহৃত হয়,—অপাদান কারকীয় পদ প্রকৃতরূপে পঞ্চমী বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন, (৩৬, ৪৬, ও ৪৭ পৃষ্ঠা দেখ)। যথা, যাঁহাহইতে এত দয়া পাইয়াছ (বা প্রাপ্ত হইয়াছ), এবং যিনি তোমাকে মায়া শৃঙ্খল-হইতে মুক্ত করিতে পারেন তাঁহাকে মানা তোমার শ্রেয় কর্ম্ম। হিতোপদেশ পঞ্চ তন্ত্রাদি গ্রন্থ হইতে আকৃষ্ট বা সংগৃহীত, যেমন সূর্য্য পৃথিবী হইতে এক গুণ রসাকর্ষণ করিয়া সহস্রগুণ বর্ষণ করেন তদ্রূপ রাজা প্রজা হইতে একগুণ কর গ্রহণ করিয়া বা লইয়া সহস্রগুণ উপকার করিবেন। তাহাকে বাটীহইতে খেদাইয়া তাড়াইয়া দূর বা বাহির করিয়া দিয়াছি। সে সে স্থান হইতে বাহির বা বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই খাটখান এখানহইতে সরাইয়া বা নাড়িয়া ওখানে রাখ। বাজার হইতে এক থান কাপড় আন। যাঁহাহইতে উৎপত্তি, (হইয়াছে) তাঁহাতেই নিবৃত্তি (হইবে)। হে পরমেশ্বর আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষাকর! সে বড় বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে বা রক্ষিত হইয়াছে।

সম্বন্ধ কারকের প্রয়োগাদি।

এক শব্দের সহিত তৎসম্বন্ধীয় অথচ ভিন্ন বস্তুবোধক শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে ঐ আদি শব্দ (ষষ্ঠীবিভক্তি যোগে) সম্বন্ধ কারকীয় রূপে ব্যবহার করাযায়, ও তৎসম্বন্ধীয় শব্দ তদ্বাক্যস্থ ক্রিয়াদির অনুসারে যে কারকে ব্যবহার্য্য সেই রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, রামের পুস্তক, রামের ভৃত্যকে ডাক, তাঁহার পিতার গৃহ বিক্রীত হইয়াছে।

অনেক অব্যয় শব্দ যোগেও (প্রধান) শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত রূপ হয়, যথা, কোঠার উপর, ইহার পর, তোমার প্রতি, তাহার পাকে।

বই, বিনা, ব্যতীত, ব্যতিরিক্ত, ছাড়া, ভিন্ন, সহ,* হইতে, দিয়া, ও অপেক্ষা শব্দ, বিশেষ্য ও বিশেষ্যহীন বিশেষণের প্রথমান্তরূপের পর, ও সর্ব্বনামের বিভক্তি যোগার্থে পরিবর্ত্তিত (৯৪ হইতে ৭০৩ পৃষ্ঠা দেখ) রূপের পর ব্যবহৃত হয়, যথা, একর্ম্ম রাম বিনা (বই, ব্যতীত বা ভিন্ন) আর কেহ করিতে প্যারেনা। যদি বেচি তবে তোমা ছাড়া বেচিব না।

যে শব্দ সম্বন্ধ কারকে ব্যবহার করাযায় তাহা কি বিশেষ্য, বিশেষণ,† সর্ব্বনাম, ও ক্রিয়াবাচক শব্দ ইহার যে কোন প্রকার হইতে পারে, এবং তৎসম্বন্ধীয় শব্দ উক্ত যে কোন প্রকার এবং কোন২ অব্যয়ও হইতে পারে।

৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠায় দর্শিত দশম, একাদশ, ও দ্বাদশ প্রকার সংযুক্তক্রিয়াপদবোধ্য ক্রিয়া করা যাহার আবশ্যক, বা উচিত, অথবা তাহা করিতে বা হইতে যে বাধিত কিম্বা যাহার প্রতি নিষেধ বা বিধি আছে, তদ্বোধক পদ দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমাকে বা তোমার সেখানে এক বার যাওয়া চাই। তোমাকে তাঁহার ধন্যবাদ করিতে হয়, অথবা তাহাকে তোমার ধন্যবাদ করিতে হয়,* সকলকেই বা সকলেরই মরিতে হইবে, তাঁহাকে বা তাঁহার ফৌজদারী আদালতে

---

* সহ শব্দ পদ্যেতে অথচ সমাসে ব্যবহৃত, যথা, উমাসহ মহেশের বিবাহ ঘটাও, দিয়া কখন২ শব্দের কর্ম্মকারকীয় রূপের পর ব্যবহৃত হয়, যথা, ৪৪ পৃষ্ঠার টীকায় প্রকাশ।

† যেখানে বিশেষ্য উহ্য ও তদ্বিশেষণ ও তৎসম্বন্ধীয় শব্দ প্রকাশিত থাকে, সেস্থলে ঐ সম্বন্ধ সূচনার্থ ঐ বিশেষণই সম্বন্ধ কারকীয়রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, জ্ঞানির উপদেশ শুনিও, ভালর সহিত আলাপ করিও—অর্থাৎ জ্ঞানি ব্যক্তির উপদেশ শুনিও, ভাল লোকের সহিত আলাপ করিও, ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

হাজির হইতে হইয়াছিল, খ্রীষ্টান দিগকে বিধবা বিবাহ করিতে আছে, হিন্দুদের নাই।

এতদ্ভিন্ন:—কোন আধারে বা পাত্রে কোন কিছু থাকিলে, কিম্বা তাহা কোন বস্তু রাখিবার নিমিত্তে অথবা বিশেষ কোন ব্যবহারের নিমিত্তে নির্ম্মিত হইলে ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সূচনার্থ ঐ বস্তু বা ব্যবহার বোধক শব্দ সম্বন্ধকারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, দুগ্ধের বাটী, তুলার গুদাম, বিচালির নৌকা, স্নানের চৌকী।

কিন্তু কোন বিশেষ বস্তু রাখিবার নিমিত্তে যদি কোন পাত্র নির্ম্মিত হয়; ও তৎকালে তাহাতে যদি তাহা নাথাকে, তবে ঐ বস্তুবোধক শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত-রূপে ব্যবহার করাযায়, অথবা তাহার বিভক্তিহীন আকারের পর রাখা বা রাখিবার শব্দ যোগ করাযায় ও তৎ পরে ঐ পাত্রের নাম ব্যবহার করাযায়, যথা, ঔষধের শিশি, ঔষধ রাখা শিশি,বা ঔষধ রাখিবার শিশি।

পরন্তু কোন পাত্র বা আধার কোন বস্তুতে পূর্ণ থাকিলে ঐ পাত্র বা আধারবোধক শব্দ তৎসংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বক প্রথমান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এক কলসী ঘৃত, দুই নৌকা চাউল, এক ঘর তুলা।

কোন বক্তির বা বস্তুর গুণ ও বিশেষণ কোন ব্যক্তির বা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ রাখিলে, তাহা যাহার সহিত সম্বন্ধ রাখে তৎসম্বন্ধকারকীয় রূপের পর তাহা ব্যবহৃত হয়, যথা, কৃষ্ণ সকলের মান্য, বা প্রিয়, হেয় বা নিন্দিত। সে পশুর সমান, ব্রাহ্মণেরা শুদ্রের পূজ্য।

তব্য, অনীয়, ও য় প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা তদ্রূপ অর্থ বোধক শব্দ, এবং আবশ্যক, উচিত, ও উপযুক্তাদি শব্দ যাহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ সম্বন্ধকারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এ তোমার কর্ত্তব্য করণীয় বা কার্য্য নয়, তিনি দানের যোগ্য বা উপযুক্ত পাত্র, তাহা করা তোমার আবশ্যক বা উচিত।

এবং উক্ত রূপ বাক্যে যে ক্রিয়া করা আবশ্যক তাহা প্রায় (ধাতুরূপে দর্শিত) দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দদ্বারা প্রকাশ করাযায়, যথা, সেখানে একবার যাওয়া তোমার উচিত বা আবশ্যক বা কর্ত্তব্য।

পদ্যেতে কখনং উচিত বোধক শব্দ যোগে চতুর্থ পদ ব্যবহৃত হয়, যথা, "রায় বলে কি হইবে ভাবিলে এখন। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥ জানিতে, চিনিতে, মানিতে, তোমায় প্রভু। উচিত যেমন তাহা না পারিলাম কভু"॥

ক্রিয়াবাচক শব্দ, ক্তান্ত ও কর্ত্তৃবোধক পদ এবং কতিপয় বিশেষ্যহীন বিশেষণ যৎসম্বন্ধীয় হয় তদ্বোধক শব্দ ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এখানে তাহার আগমন হইয়াছিল। এখানে তাঁহার পদার্পণে ও অবস্থানে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এ কাহার কৃত, এ বিদ্যাসাগরের

রচা বা করা, আজি আমার বেড়ান হইল না। আমি তোমার লিখা দেখিতে ও পড়া শুনিতে চাই। তাহার দেখা পাইলাম না। জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর। তিনি সকলের পালক। আমি কাহারও অনুগামী নই। যে ভাল করে ঈশ্বর তাহার ভাল করিবেন। মন্দের মন্দ অবশ্য হইবে। এ উত্তমের অধম অধমের উত্তম অথবা মন্দর ভাল।

সংস্কৃত ক্তান্ত পদবোধ্য কার্য্য যাহার কৃত তদ্বোধক শব্দ করণ কারকীয় রূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা, রঘুবংশ কালিদাসের বা কালিদাসকর্ত্তৃক রচিত ; কিন্তু ক্তান্তপদের পরে হওন ধাতুমূলক ক্রিয়াপদ প্রকাশিত থাকিলে ঐ শব্দ করণকারকীয় রূপে বই সম্বন্ধ কারকীয় রূপে ব্যবহার করা যায় না, যথা রঘুবংশ কালিদাসকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে বই কালিদাসের রচিত হইয়াছে বলা যায় না।

সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক (বা অন্য) শব্দে করণ ধাতু যোগে নিষ্পন্ন যে সংযুক্ত ক্রিয়াপদ তন্মধ্যে ঐ শব্দকে ইচ্ছাক্রমে ঐ করণ ধাতুর কর্ম্ম করা যাইতে পারে, অথবা ঐ সংযুক্ত ক্রিয়ার কার্য্য যাহার উপর ব্যাপ্য তদ্বোধক পদকে ঐ সমুদয় সংযুক্ত ক্রিয়ার কর্ম্ম করা যাইতে পারে,—অতএব ঐ শব্দ প্রথমাবস্থায় সম্বন্ধ কারকীয় রূপে (১), এবং দ্বিতীয়াবস্থায় কর্ম্মকারকীয় রূপে (২) ব্যবহৃত হয়, যথা, রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন (১); অথবা রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করিয়া অধর্ম্মকে উন্মূলন ও ধর্ম্মকে সংস্থাপন করেন।

উক্ত রূপ শব্দ হওন ধাতু যোগে ব্যবহৃত হইলে তাহা ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপেই প্রায়, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি শব্দ (অসমাসে) সম্বন্ধ কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, এই ঔষধে তোমার রোগের উপশম হইবে। রাজা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এবং অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইতে পারে না।

জ্ঞান বা বোধার্থক শব্দে হওন ধাতুর প্রথম পুরুষীয় অপকর্ষার্থক রূপ যোগে নিষ্পন্ন (সংযুক্ত) ক্রিয়ার কার্য্য যাহাতে ব্যাপ্ত হয় তদ্বোধক শব্দে ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, এ

আমার বা আমাকে বড় মন্দ জ্ঞান হইতেছে। আমাকে বা আমার বোধ হয় যে তিনিই এ কুমন্ত্রণার মূল।

কিন্তু যাহা বোধ বা জ্ঞান হয় তাহা মনুষ্য হইলে তদ্বোধক শব্দ কর্ম্মকারকে, ও যে বোধ করে তদ্বোধক শব্দ সম্বন্ধ কারকে ব্যবহৃত হইবে, যথা, উহাকে আমার ভাল বোধ ছিল।

অধিকরণ কারকের প্রয়োগাদি।

স্থিতি, গতি, হওন (বা জনন), উঠন, ও পতনার্থক ধাতু যোগে তদ্ব্যাপ্য আধার বোধক শব্দ অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়,—অধিকরণ কারক সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত হয়;—যথা, তিনি গৃহে আছেন, এই কথা যেন মনে থাকে, এই কলসিতে ঘৃত রাখ, সে বাড়িতে কত কাঙ্গালী ধরিতে পারে? তুমি কলিকাতায় কবে যাইবে? তার মনে বড় ক্লেশ হইয়াছে। ক্ষেতে শস্য জন্মিল না প্রজা কি করিবে? রাজা সিংহাসনে উঠিলেন বা আরোহণ করিলেন। আমারে কিছু দিলে জলে পড়িবে না।

উক্ত প্রকার নঞ্‌ অর্থক ক্রিয়াপদ যোগেও অধিকরণের প্রয়োগ হয়, যথা, তিনি গৃহে নাই, যত শিখাই কিছুই তাহার মনে থাকে না। সে বাটীতে অধিক লোক ধরিবেনা। আমি এক্ষণে কলিকাতায় যাইব না।

কালবোধক ও আধার বোধক শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, এমাসের দশম দিবসে তাঁহার বাটীতে এক সভা হইবে। ধীরে২ চল, সমীপে আইস॥

ঠেকন, লাগন বা তদর্থক ধাতুর কার্য্য যাহাতে ব্যাপ্ত হয় তদ্বোধক শব্দ অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, নৌকা চড়ায় লাগিল, ঠেকিল বা আটকিল। সকল হইয়া এখন অতি অল্পেতে ঠেকিয়াছে। ঐ কথাটি তাহার মনে লাগিয়াছে বা ধরিয়াছে।

বেদনার্থক লাগন ধাতুর কার্য্য সমগ্র প্রাণিবোধক বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলে তদ্বস্তুবোধক শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তাহাকে বড় লাগিয়াছে।

কিন্তু শরীরের এক দেশ বোধক পদার্থ ক্রিয়ার ব্যাপ্য হইলে অধিকরণ রূপেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহার মাতায় বড় লাগিয়াছে। সে আপন পায় আপনি কুড়ালি মারিয়াছে। আমার গায়ে হাত বুলাও।

আবশ্যক ও উপযুক্তার্থক শব্দ এবং নিপুণ বা বিজ্ঞ ইতি বোধক, বা তত্তদভাববাচক বা নঞ্ অর্থক শব্দ, যে বিষয়ে প্রয়োগ করাযায় তদ্বোধক শব্দ অধিকরণে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহাতে আমার আবশ্যক কি? তিনি একর্ম্মে বড় উপযুক্ত, বা পারগ, তিনি অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অনিপুণ।

প্রকৃতার্থক যে ধাতু যোগে যে কারকের প্রয়োগ হয়, নঞ্ অর্থক সেই ধাতু যোগেও সেই কারকের প্রয়োগ হয়।

বিশেষ২ শব্দ বা ধাতুযোগে বিশেষ২ অব্যয়শব্দের প্রয়োগাদি।

(যে সে রূপ) মিল বা অমিল বোধক শব্দের পূর্ব্বে বা যোগে এবং কদাচিত্ পৃথক্ অর্থক শব্দ যোগেও সহিত বা তদর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং যে দুই বস্তুতে, ব্যক্তিতে, বা পক্ষে মিল বা অমিল হয়, বা থাকে বা করা-যায়, তদ্বোধক শব্দ দ্বয়ের এক পরবর্ত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে তাহা প্রথমান্ত-রূপে এবং অন্য সহিতের যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে (১) নতুবা উভয়ই প্রায় ষষ্ঠ্যন্তরূপে (২) ব্যবহৃত হয়,* যথা,—কেন তুমি আপন ভ্রাতার সহিত বিরোধ কর (১)? তাহার সঙ্গে আমার প্রণয় বা সম্প্রীতি নাই (২)। ভাল আমি তোমার সঙ্গে তাহার মিল করিয়া দিব (২)। সুজনের সঙ্গে প্রেম সুখের সাগর। কুজনের সনে প্রীতি দুঃখের আকর॥ তিনি আপন ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক বা ভিন্ন হইয়াছেন।

যে দুই পক্ষে মিল বা অমিল হয়, থাকে, বা করাযায়, তাহার প্রত্যেক পক্ষ এক মাত্র ব্যক্তি বা বস্তুবোধক হইয়া পরবর্ত্তি ক্রিয়ার কর্ত্তা নাহইলে বিকল্পে অধিকরণ রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে, যথা, তাহাতে উহাতে, অথবা তাহার সহিত উহার আগে যেমন মিল, প্রণয় বা প্রীতি ছিল, এক্ষণে তেমনি অমিল, অপ্রণয় বা অপ্রীতি হইয়াছে।

কিন্তু প্রত্যেক পক্ষই অনেক বোধক হইয়া পরবর্ত্তি ক্রিয়ারকর্ত্তা নাহইলে নিম্ন দর্শিত রূপে মধ্যে শব্দের যোগেও ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, তাহাদের ও উহাদের মধ্যে এখন বিরোধ যাইতেছে, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত উহাদের মিল করিয়া দিব।

দুই পদার্থে বা ব্যক্তিতে ভেদ বা অভেদ, বিশেষ বা অবিশেষ থাকা (বা নাথাকা) প্রকাশ করিতে হইলে তদুভয় বোধক শব্দ অধিকরণ রূপেই

---

* অর্থাৎ প্রথম শব্দ সহিতের যোগে ও দ্বিতীয় শব্দ মিল বা অমিল বোধক শব্দ সম্বন্ধে ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রায় ব্যবহার করাযায়, যথা, হরিতে ও হরেতে* ভেদ নাই। ইহাতে উহাতে বিশেষ কি ?

কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তু উপমেয়, তুল্য বা সদৃশ, বা পরিবর্ত্তিত হইলে, কিম্বা কোন বস্তুকে কোন বস্তুর সহিত উপমা দিলে, তুল্য করিলে, ঐ প্রথম শব্দ তৎসক্রান্ত ক্রিয়ার অনুসারে রূপ প্রাপ্ত হয়, ও পর শব্দ সহিত বা তদর্থক শব্দের যোগে অথবা শুদ্ধ ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত (২) হয়। কিন্তু তদুভয় শব্দের মধ্যে সমুচ্চয়ার্থক শব্দ স্থাপিত হইলে উভয় শব্দই পরবর্ত্তি ক্রিয়ানুসারে একরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, অন্য কবি কালিদাসের সঙ্গে তুল্য হইতে পারেনা, অথবা অন্য কবি কালিদাসের তুল্য বা উপমেয় হইতে পারে না। অন্য কবিকে কালিদাসের সঙ্গে উপমা দেওয়া যাইতে পারে না, কালিদাস ও অন্য কবি সমান হইতে পারে না। কালিদাসকে আর অন্য কবিকে তুল্য বলা যাইতে পারেনা।

অথবা দুই বস্তু পরস্পর সমান বা সদৃশ হইলে অথবাদুই বস্তুতে পরস্পর সাম্য বা সাদৃশ্য হইলে তদ্বোধক শব্দদ্বয় প্রধানতঃ অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ইহাতে উহাতে তুল্য হইতে পারে না, ইহাতে উহাতে সাদৃশ্য নাই।

উপমা, সাদৃশ্য, তুল্যতা বা পরিবর্ত্তন বোধক শব্দ যোগে সহিত বা তদর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়, পরন্তু যাহার সহিত উপমা তুল্যতা সাদৃশ্য বা পরিবর্ত্তন হয় তদ্বোধক শব্দ সহিতাদির যোগে ষষ্ঠীবিভক্তি যুক্ত হয়, যথা, কালিদাসের সহিত অন্য কবির উপমা, তুল্যতা বা সাদৃশ্য, হইতে পারেনা। অন্যের অবস্থার সঙ্গে স্বকীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ইচ্ছা কিম্বা পরিবর্ত্তন করা অসন্তুষ্ট অজ্ঞানের কর্ম্ম।

কখন২ পরিবর্ত্তন বোধক শব্দ বা ধাতুযোগে,—যাহাতে কিছু পরিবর্ত্তিত হয় তদ্বোধক শব্দ অথবা উভয় শব্দই অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ণিন্ প্রত্যয় ঈ-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, তোমার ঘড়িতে আমার ঘড়িতে বদল কর।

যে কোন রূপ তুষ্টি, আনুরক্তি বা অবধান বোধক, অথবা তদ্বিপরীতার্থ বোধক শব্দ (শুদ্ধ) করণ ধাতু ভিন্ন ব্যবহৃত হইলে, উপর, প্রতি, বা তদর্থক শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আমার প্রতি বা উপর তাঁহার বড় স্নেহ, তিনি তোমার প্রতি বা উপর বিরক্ত, বা রাগান্বিত আছেন, অথবা সন্তুষ্ট নন। তোমার প্রতি, পানে, বা দিগে তাহার বড় টান।

---

* এমত স্থলে ব্যবহৃত শব্দদ্বয় সংজ্ঞা হইলে কখন২ সমুচ্চয়ার্থ শব্দ ও প্রথম শব্দের বিভক্তি উহ্য থাকে, যথা, হরি হরে ভেদ নাই।

কিন্তু উক্ত শব্দসকল করণ ধাতু যোগে ব্যবহৃত হইলে তদ্ব্যাপ্য বস্তু বোধক শব্দ কর্ম্মকারকে অথবা প্রতি আদি শব্দ যোগে ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা কর, পিতামাতাকে বা পিতামাতার প্রতি ভক্তি কর, সন্তানের প্রতি বা সন্তানকে স্নেহ কর, দুঃখির উপর বা দুঃখিকে দয়া কর।

উক্তরূপ শব্দযোগে বিকল্পে, ও বিশেষে রুচিবোধক শব্দ যোগে নিত্য, তদ্ব্যাপ্য পদার্থবোধক শব্দসকল অধিকরণরূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহাতে অথবা তাহার উপর আমার ঘৃণা হইয়াছে, উহাতে বা উহার প্রতি আমার বড় স্নেহ। উহাতে বা উহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। তোমার যদি উহাতে রুচি না হয় তবে অমৃতে অরুচি বলিতে হইবে।

নির্ভর, ও অর্পণার্থক শব্দ বা ক্রিয়াযোগে সর্ব্বদা তদ্ব্যাপ্য বিষয় বোধক শব্দ অধিকরণ রূপে অথবা উপর শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাঁহাতে বা তাঁহার উপর নির্ভর করিলেই প্রতুল হইয়াছিল। আমার সকল কর্ম্মের ভার তাঁহাতে (তঁহাকে) বা তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়াছি।

যেং ধাতুযোগে তদ্ব্যাপ্য আধার বোধক শব্দ অধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, (১৯৪ পৃষ্ঠা দেখ), তন্মধ্যে অনেক ধাতু যোগে উক্তরূপ শব্দ উপর শব্দ যোগে ষষ্ঠ্যন্ত রূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা, মাটিতে বা মাটির উপর রাখ। সে পাহাড়ে বা পাহাড়ের উপর কিছু হয় না বা জন্মেনা। রাজা সিংহাসনে বা সিংহাসনের উপর উঠিলেন। আমার এক খান ঘুড়ি তোমাদের ছাতে বা ছাতের উপর পড়িয়াছে।

শব্দ সকলের যেং স্থানে ও কারণে আরং কারকীয়রূপে ব্যবহার দর্শান গিয়াছে তদ্ভিন্ন কারণে ও স্থানে ঐ সকলের ব্যবহার অধিকরণরূপেই প্রায় হইয়া থাকে।

সংস্কৃতে আধারকে চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন—অর্থাৎ, সামীপ্য, একদেশ, বিষয়, ও ব্যাপ্তি।—

সামীপ্যাধার—যথা, তিনি গঙ্গাতে বাস করেন—অর্থাৎ গঙ্গার সমীপে বাস করেন॥

একদেশ-আধার—যথা, এই বনে ব্যাঘ্র আছে—অর্থাৎ এই বনের এক দেশে ব্যাঘ্র আছে॥

বিষয়াধার, যথা,—তিনি ক্রীড়াতে অপটু—অর্থাৎ ক্রীড়াবিষয়ে অপটু॥

ব্যপ্ত্যাধার, যথা,—শরীরেতে আত্মা আছেন—অর্থাৎ শরীর

ব্যাপিয়া আত্মা আছেন। দুগ্ধে ঘৃত আছে—অর্থাৎ দুগ্ধ ব্যাপিয়া ঘৃত আছে॥

অপ্রাণিবাচক শব্দ সাধন, হেতু ও ভেদার্থেও কখন২ অধিকরণয়ী রূপ প্রাপ্ত হয়।

সাধনার্থে—অর্থাৎ করণার্থে, যথা,—তিনি এখন চক্ষুতে দেখিতে পান না, কর্ণেও শুনিতে পান না—অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পান না, ও কর্ণ করণক শুনিতে পান না।

হেত্বর্থে যথা,—পিতৃ পুণ্যে পুত্র ভাগ্যবান্ হয়,—অর্থাৎ পিতৃ পুণ্য হেতু পুত্র ভাগ্যবান্ হয়।

ভেদার্থে, যথা,—অযোধ্যাতে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন,—অর্থাৎ দশরথ নাম ভেদে এক রাজা ছিলেন।

কর্ত্তৃবোধক শব্দসকল সাধারণ শব্দের ন্যায় তৎসঙ্ক্রান্ত শব্দের বা ক্রিয়ার অনুসারে যে কোন কারকে ব্যবহৃত হয় ও হইতে পারে, যথা, জগতের স্রষ্টাকে তাঁহার সৃষ্টিদ্বারা দেখিতে হইবে। উপাসনাকারির বাক্যে ভুলিও না।

কিন্তু ণিন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন কর্ত্তৃবোধক পদ প্রায়, ও আর২ কর্ত্তৃবোধক পদ অনেক স্থলে পূর্ব্বপদের সহিত সমাসে ব্যবহার করাগিয়াথাকে, যথা, (পরমেশ্বর) পাপহারী, জগৎকর্ত্তা, অধমতারক। ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অসমাপক ক্রিয়াপদ॥

যে ধাতুর সমাপক ক্রিয়াপদযোগে যে শব্দ যে কারকে ব্যবহৃত হয়, ধাতুরূপে দর্শিত (কর্ত্তৃবোধক, ও ক্তান্ত পদ ভিন্ন) সেই ধাতুর অসমাপক ক্রিয়াপদযোগেও সে শব্দ বিশেষ সূত্র বিনা সেই কারক প্রাপ্ত হয়।

ধাতুরূপে দর্শিত ণ বা ন-কারান্ত, আকারান্ত, ও ইবা ভাগান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দের আবশ্যকমতে, সাধারণ শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

বিশেষ বিবেচনা।

তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ ধাতুর মূলভাগে আ বা ওয়া মাত্র যোগে নির্ম্মি) তক্রিয়াবাচক শব্দ হওন আছি বা থাকন ধাতুর সহিত অন্বিত হইলে (প্রথমান্ত) কর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আসা যাওয়া না থাকিলে প্রণয় থাকেনা। আশা থাকিলেই আসা হয়, যে খানে আশা নাই

সেখানে কি আসা আছে? তাহাকে তোমার এমত কথাটা বলা ভাল বা উচিত হয় নাই। সেখানে যে যাওয়া সেই আসা, থাকা হইবে না।

উক্ত (দ্বিতীয় প্রকার) ক্রিয়াবাচক শব্দ সকর্ম্মক ক্রিয়ার ব্যাপ্য হইলে তদবস্থায় কর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, আমি তোমার লিখা দেখিতে ও পড়া শুনিতে চাই।

দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ ধাতুর ন বা ণ-কারান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দ, উক্ত দুই স্থলে উক্ত দুই রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং আর২ শ্রেণিস্থ ধাতুর ঐ শব্দও কদাচিৎ এমত রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, আজি মৎস্য ধরাণ হইল না। আমি তাহার পড়ান শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছি।

উক্ত তিন প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ, তত্তৎ সম্বন্ধীয় কোন শব্দ থাকিলে সম্বন্ধকারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, তাহার বলনের ধরণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তোমার যাওয়ার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি, তিনি সেখানে যাইবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছেন।

উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ অধিকরণ হইলে তদ্রূপে, ব্যবহৃত হয়, যথা, সেখানে যাওনে বা যাওয়াতে কোন দোষ নাই।

অধিকরণীয়রূপে ব্যবহৃত উক্ত ক্রিয়াবাচক শব্দত্রয় কখন ভাববিশেষে ভাবে সপ্তমী হয়, এবং ভাবেসপ্তমী হইলে তৎকর্ত্তা প্রথমান্ত বা ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ১৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ।

নতুবা, অর্থাৎ আর সকল অবস্থায়, তৎপ্রকৃত কর্ত্তা ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, উপরি দর্শিত উদাহরণ সমূহে প্রকাশ।

ন-কারান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দ অধিকরণরূপে কখন চতুমের অর্থবোধক হয়, যথা, তিনি তাহা করণে উদ্যত ছিলেন—অর্থাৎ করিতে উদ্যত ছিলেন।

কিন্তু উক্ত ক্রিয়াবাচক শব্দ ত্রয় যে সে রূপে ব্যবহৃত কেন হউক না, তাহা সকর্ম্মক হইলে তাহার কর্ম্ম কর্ম্মরূপেই ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার তাহাকে এমত কথা বলা ভাল হয় নাই।

আর২ প্রকার ক্রিয়াবাচক শব্দ সাধারণ শব্দের ন্যায় তৎসঙ্ক্রান্ত ক্রিয়াদির অনুসারে উপযুক্ত কারকে ব্যবহৃত হইয়াথাকে।

দুই ধাতু একত্র হইলে ভাবানুসারে প্রথম ধাতু চতুম্ বা ক্ত্বাচ রূপে ও দ্বিতীয় ধাতু কর্ত্তার উৎকর্ষাদি ও বক্তারভাবানুসারে যে রূপে ব্যবহার্য্য সেরূপেই ব্যবহৃত হয়, যথা, সে গান শুনিতে গিয়াছে, তাঁহার অনুমতি না লইয়া সেখানে যাইও না। তিনি ভোজন করিতে বসিয়াছেন এখন উঠিয়া আসিতে পারেন না। সে প্রহারিত হইয়া তাড়িত হইয়াছে।

একই বস্তু বোধক সাধারণ ও বিশেষ সংজ্ঞা, এবং একই বস্তু বোধক দুই শব্দ এক (প্রকাশিত বা উহ্য) ক্রিয়াতে অন্বিত হইলে একই কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, গঙ্গা নদী, কবি কালিদাস, আম্র ফল; যিনি বিধি তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন। তিন এক এক তিন তিন ভিন্ননন॥

তুমি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।

উক্ত প্রকার শব্দদ্বয়ের বা ত্রয়ের রূপ করিতে হইলে ঐ সকলকে এক গণ্য করিয়া কেবল শেষ শব্দে (তাহার শেষ বর্ণানুসারে) বিভক্তি যোগ করা যায়, যথা, দায়ভাগ কর্ত্তা জীমূতবাহনের ব্যবস্থা উত্তম। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরে অনেক গুণ ছিল।

এক বস্তু অন্য হইলে অথবা এক বস্তু কোন বিশেষণে বোধ্য যাহা তাহা হইলে তদুভয় বোধক শব্দ এক কারকে ব্যবহৃত হয়, যথা, ঈশ্বরেচ্ছায় অদীন দীন হয় দীন অদীন হয়। তিনি কিছু ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন। লোক তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া জানে। আমি তাঁহাকে ভাল বা নীরোগি করিব।

বিশেষণ।

বিশেষণ স্বকীয় বিশেষ্যের অধীন হওয়াতে, বিশেষ্য যে সংখ্যা ও যে লিঙ্গবাচক ও যে কারকে ব্যবহৃত, তদ্বিশেষণ ও সেই সংখ্যা ও সেই লিঙ্গবাচ্য, ও সেই কারকীয় হয়।

কিন্তু বাঙ্গলা বিশেষণ তদ্বিশেষ্যের সহিত অর্থতঃসমলিঙ্গ, সমবচন, ও সমকারক হইয়াও আকারতঃপ্রথমাবস্থ থাকে, যথা, ভাল বালক, ভাল বালিকা, ভাল দ্রব্য, ভাল বালকরা, ভাল বালিকারা, ভাল দ্রব্য সকল। ভাল বালকের, ভাল বালিকার, ভাল দ্রব্যের। ভাল বালক-দিগকে, ভাল বালিকাদিগকে, ভাল দ্রব্য সকল*।

অবিকল সংস্কৃত বিশেষণের প্রতি বিশেষ বিবেচনা।

স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য এক বা বহুবচনীয় হউক, অথবা যে কোন কারকীয় হউক, তাহার বিশেষণ অবিকল সংস্কৃত হইলে সর্ব্বাবস্থায় এক বচনীয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ ধারণ করে, যথা, উপযুক্তা স্ত্রী, উপযুক্তা স্ত্রীরা,

* অর্থাৎ ভালরা বালকরা বা বালিকারা, ভালসকল দ্রব্যসকল, ভালর বালকের, বালিকার, বা দ্রব্যের; ভালদিগকে বা বালিকাদিগকে বলাযায় না।

উপযুক্তা স্ত্রীকে, উপযুক্তা স্ত্রীদের। রূপবতী নারী, রূপবতী নারীকে, রূপবতী নারীদের।

পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গবাচ্য বিশেষ্যের (অবিকল সংস্কৃত) বিশেষণ অকারান্ত হইলে,উভয় লিঙ্গে ও বচনে ও তাবত্ কারকে (তৎসম্বন্ধীয়) সংস্কৃত বিভক্তি বর্জ্জিত হইয়া কেবল অকারান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—

একবচন।

	সংস্কৃত	বাঙ্গলা।
পুং কর্ত্তৃকারক	সুন্দরঃ পুরুষঃ	সুন্দর পুরুষ।
ক্লীব ঐ	সুন্দরম্ পুষ্পম্	সুন্দর পুষ্প।
পুং, ক্লীব কর্ম্ম	সুন্দরম্ পুরুষম্	সুন্দর পুরুষকে।
ইত্যাদি।		

বহুবচন।

পুং কর্ত্তৃ	সুন্দরাঃ পুরুষাঃ	সুন্দর পুরুষেরা।
ক্লীব ঐ	সুন্দরাণি পুষ্পাণি	সুন্দর পুষ্পসমূহ।
পুং সম্বন্ধ	সুন্দরাণাম্ পুরুষাণাম্	সুন্দর পুরুষদের।
ক্লীব ঐ	সুন্দরাণাম্ পুষ্পাণাম্	সুন্দর পুষ্পসমূহের।

অকার ভিন্ন অন্য বর্ণান্ত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ উভয় বচনে ও সকল কারকে কেবল এক বচনীয় প্রথমান্তরূপে থাকে, যথা-গন্ধবৎ পুষ্প, গন্ধবৎপুষ্পসকলের, উপকারি ফল, উপকারি ফলসমূহ।

যে বিশেষণ পুংলিঙ্গ একবচন কর্ত্তৃকারকে ঈ-কারান্ত হয়, (৫৭, ৫৮ ও ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ) সে ঐ লিঙ্গ ঐবচন ও ঐ কারকীয় বিশেষ্য যোগে সেইরূপই থাকে; কিন্তু একবচনে অন্য কারকীয় ও বহুবচনে যে কোন কারকীয় বিশেষ্যের বিশেষণ হইলে কেবল ঐ ঈ-কার হ্রস্ব হয়, যথা, জ্ঞানীমনুষ্য, জ্ঞানিমনুষ্যকে, জ্ঞানিমনুষ্যেরা, জ্ঞানিমনুষ্যদের।

আদৌ বৎ বা মৎভাগান্ত বিশেষণের (৬২ ও ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ) পুংলিঙ্গ কর্ত্তৃকারকীয় একবচনে বৎ বান্ ও মৎ মান্ হয়, ও বহু-বচনে বন্ত ও মন্ত হয়, ও সম্বন্ধ কারকীয় একবচনে বৎ বন্ ও

মত্ মন্ হয়; এবং উভয়বচনীয় আর২ কারকে বিশেষ২ রূপ প্রাপ্ত হয়; এবং সমাসে বিভক্তি ত্যাগ করিয়া আদি রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাঙ্গলায় অসমাসে পুংলিঙ্গবাচ্য বিশেষ্যের বিশেষণ হইলে (তাহার) উভয় বচনে ও তাবৎকারকে সামান্যতঃ পুংলিঙ্গ একবচন এবং কদাচিৎ বহুবচন প্রথমান্তরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, ভাগ্যবান্ মনুষ্য ভাগ্যবান্ মনুষ্যেরা, অথবা ভাগ্যবন্ত মনুষ্য বা মনুষ্যেরা। শ্রীমান্ বা শ্রীমন্ত পুরুষ, বা পুরুষেরা, শ্রীমান্ বা শ্রীমন্ত পুরুষের বা পুরুষদের। এবং একবচন সম্বন্ধ কারকে কদাচিৎ উক্তরূপে কদাচিৎ প্রকৃত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, হে ধীমন্ বা ধীমান্ পুরুষ; হে ভাগ্যবন্ বা ভাগ্যবান্। এবং সমাসে সংস্কৃতানুরূপে (আদিরূপে) ব্যবহৃত হয়, যথা, রূপবৎ পুরুষ বা পুরুষেরা, বুদ্ধিমৎ ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের।

কিন্তু যেহেতু বাঙ্গলায় অসমাসে উক্ত বৎ ও মৎ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ অশুদ্ধরূপেই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব পুংলিঙ্গে কর্ত্তৃকারকে বচন বিশেষে তৎকারকীয় রূপ বিশেষ ব্যবহার করিয়া, আর২ কারকে এবং উক্ত কারকেও বিশেষ্যের সহিত ঐ বিশেষণের সমাস করিয়া তাহার আদিরূপ ব্যবহার করিলে শুদ্ধ হয়, এবং অসুশ্রাব্যও হয় না।

সংখ্যাবাচকশব্দ বা সংখ্যাবাচকশব্দপূর্ব্বক পরিমাণ বা আধার বাচক শব্দ, (তদ্বিশেষ্য যে কোন বচনীয় ও কারকীয় কেন হউক না) সর্ব্বথা প্রথমান্ত থাকে, যথা, সহস্র মুদ্রা, সহস্র মুদ্রাতে, দুইমন দুগ্ধের পায়স্, এক নৌকা চাউলে আর কত ব্যাপার চাও?

দুই কিম্বা অধিক সংজ্ঞা ও, আর, এবং আদি সমুচ্চয়ার্থ শব্দের দ্বারা যুক্ত হইলে, তত্তৎ পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত সর্ব্বনাম ও তত্তৎ সঙ্ক্রান্ত ক্রিয়া বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণ বারাণসী গমন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের কোন সম্বাদ পাওয়াযায় নাই।

কিন্তু দুই বা অধিক সংজ্ঞা বা, কিম্বা, নতুবা, অথবা আদি শব্দদ্বারা একত্রে গ্রথিত হইয়াও অর্থতঃ বিযুক্ত হইলে, তৎসঙ্ক্রান্ত সর্ব্বনাম বা ক্রিয়া একবচনীয় হইবে, যথা, রাম কিম্বা শ্যাম যিনি আইসেন তাঁহাকে লইয়া আসিবে।

বিশেষণ সর্ব্বনামের প্রয়োগ, লিঙ্গ ও বচন বিষয়ে সাধারণ বিশেষণের ন্যায়। কিন্তু কারক বিষয়ে বিশেষ এইযে বিশেষ্য উহ্য থাকিলে তদ্বিশেষ্যে প্রযুজ্য বিভক্তি যোগে (শুদ্ধ) বিশেষণ যেমন বিশেষ্যের ন্যায় রূপ করাযায়, বিশেষণ সর্ব্বনামের প্রায় তদবস্থা ঘটে না, এবং যদি কদাচিৎ ঘটে তবে, তাহা টা-আদি প্রত্যয় যোগভিন্ন কারকীয় রূপ প্রাপ্ত হয় না। ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ ॥

সর্ব্বনাম, যে লিঙ্গবাচক ও যে বচনীয় সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত, তদনুসারে সেই লিঙ্গবাচক ও সেই বচনীয় রূপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কারক বিষয়ে সংজ্ঞার সহিত তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্বনামের কোন স্থলে ঐক্য হয়; অনেক স্থলে হয় না।

পদবিন্যাস।

অথবা বাক্যরচনায় পদসমূহ স্থাপনের পারিপাট্য।

দুই বা অধিক পদ একত্র ব্যবহারে (বক্তার) অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে ঐ পদসমূহকে বাক্য বলাযায়, যথা, রাম বাটী গিয়াছেন, রাম শ্যামকে ধরিলেন, রাম ধৃত হইয়াছেন।

পরন্তু ঐ অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়া বক্তার ভাবের শেষ ও শ্রোতার সন্তোষ না জন্মিলে ঐ পদসমূহ অসম্পূর্ণ বই সম্পূর্ণ বাক্য বলাযায় না, যথা, রাম লিখেন, শ্যাম গত।—অর্থাৎ রাম কি লিখেন? শ্যাম কোথা বা কিরূপে গত হইলেন ইহা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা থাকিল।

দুই বা অধিক পদ ব্যবহারদ্বারা কোন অভিপ্রায়ের একদেশ প্রকাশ পাইলে তৎপদসমূহকে বাক্যাংশ বলিতে হইবে, যথা, যিনি জীব দিয়াছেন (১), যদি তুমি যাও (২), যখন পলাশির যুদ্ধ হয় (৩), যারজন্যে চুরি করি (৪), তিনিতাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক বা বন্ধন করিয়া (৫)।—অর্থাৎ উক্ত রূপে ব্যবহৃত পদসমূহের পর ক্রমে (১) তিনি আহার দিবেন, (২) তবে আমি যাইব (৩), তখন আমি বালক ছিলাম, (৪) সেই বলে চোর, (৫) অনেক মারিয়াছেন,এই রূপ পদসমূহ প্রকাশিত না হইলে বক্তার ভাবের শেষ ও শ্রোতার সন্তোষ হয় না, অতএব এমত পদ সমূহকে বাক্যাংশ বই সমগ্র বা সম্পূর্ণ বাক্য বলাযাইতে পারে না।

যে বাক্যের একঅংশদ্বারা এক ভাব এবং অংশান্তরের দ্বারা ভাবান্তর ব্যক্ত হয়, অথবা যে বাক্যে অধিক অংশ থাকে, এমত বাক্যকে সংযুক্ত বাক্যবলিয়া বিশেষ করাযাইতে পারে, যথা, নিমন্ত্রণে রাম যাইবেন, এবং আমিও পারিতো যাইব। 'যুবরাজ' আপন পিতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি যে কোন পদ সমুহ যে কোন ক্রমে একত্রে ব্যবহৃত হইলে ও ব্যাকরণশুদ্ধ হইলেই যে বক্তার অভিপ্রায় ব্যক্ত ও বাক্য হয় তাহা নহে, কিন্তু বিশেষ২ পদ, বিশেষে নিয়মে ও ক্রমে ব্যবহৃত হওয়া চাই, যথা, "নবদ্বীপ এক আমি হইতে নূতন আনিয়াছি গ্রন্থ"। এই পদসমূহ একত্রে ব্যবহৃত ও তদ্ব্যবহারে ব্যাকরণ ঘটিত অশুদ্ধ না হইলেও যথা ক্রমে ব্যবহৃত না হওয়াতে অভিপ্রায়ের অপ্রকাশ হেতু বাক্য হইলনা, কিন্তু "আমি নবদ্বীপ হইতে এক নূতন গ্রন্থ আনিয়াছি" এমত পরিপাটি ক্রমে বিন্যাস করিলে বাক্য হয়।

বাক্য বা বাক্যাংশের রচনায় বিশেষ২ পদের যথাক্রমে স্থাপনের নিয়ম।

আদৌ জ্ঞাতব্য এই যে এক কর্ত্তৃপদ ও তাহার সমাপিকা ক্রিয়া বোধক পদ ব্যতীত বাক্য হয় না, অতএব কর্ত্তৃ ও ক্রিয়া-বোধক পদ বাক্যের প্রধান অঙ্গ।

বাঙ্গলায় কর্ত্তৃপদ অগ্রেও ক্রিয়াপদ পরে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম যাইতেছেন।

পরন্তু ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকিলে (অর্থাৎ ঐ ক্রিয়া সকর্ম্মক হইয়া কোন পদার্থে ব্যাপ্ত হইলে) তৎকর্ম্ম পদ কর্ত্তার পরে ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, যথা, রাম শ্যামকে ধরিলেন।

নিম্ন দর্শিত রূপ বাক্যে কখন২ উক্ত ক্রমের ব্যতিক্রমও হইয়াথাকে, যথা, আগে আমাকে তিনি মারিলেন পরে আমি তাহাকে মারিলাম। তিনি শিখান আমাকে আমি শিখাই তাঁহাকে।

কৌতুকে, বা বিরক্ত ভাবে কথোপকথনে কখন২ ক্রিয়া অগ্রে, কর্ত্তা (উহ্য বা প্রকাশিত হউক) তৎপরে, এবং কর্ম্ম (থাকিলে) তদন্তে ব্যবহৃত হয়, যথা, চল্‌লেন্ শর্ম্মা, করে বস্‌লেন এক কীর্ত্তি।

অসমাপিকা ক্রিয়াবোধক যে ক্তান্তপদ তন্মাত্রকে কর্ত্তৃপদের উত্তর ব্যবহার দ্বারাও কখন২ বাক্য রচনা হইয়া থাকে, যথা, তিনি গত, ও হওয়াই।

কিন্তু এরূপ বাক্যে কেহ২ বোধ করেন যে ঐ ক্তান্ত পদের পর এক সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে,—অর্থাৎ তিনি গত (হইয়াছেন), ও হওয়াই (মানি) এমন বিবেচনা করেন, আবার কেহ২ তাহার অনাবশ্যক বোধে ঐ অসমাপক ক্রিয়াপদকেই এক প্রকার সমাপক বোধ করেন।

এক ক্রিয়ার দুই কর্ম্ম থাকিলে (অথবা এক সম্প্রদান ও এক কর্ম্ম থাকিলে) তন্মধ্যে যাহার বিভক্তি লুপ্ত হয়, তাহাই প্রায় পরে ব্যবহৃত হয়, (৩৩ ও ৪২) পৃষ্ঠা দেখ, এবং সম্প্রদান বা বিভক্তিযুক্তকর্ম্মপদ তৎপরে স্থাপিত হয়, যথা, আমি তাহাকে কিছু বলিতে চাই। রাম শ্যামকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

কখন২ বাক্যের প্রথমাংশের শেষে যে শব্দপূর্ব্বক কোন শব্দ বা সর্ব্বনাম কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়া তৎপরেই সেই শব্দ বা সর্ব্বনাম সেই কারকে বা কারকান্তরে ব্যবহৃত হয়, যথা, সকলের মান্য যে তিনি, তিনিও ভৃৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছেন, এত ধার্ম্মিক ছিলেনযে যুধিষ্ঠির সে যুধিষ্ঠিরকেও নরক দেখিতে হইয়াছিল।

বিশেষণ পদ সাধারণ রূপে স্বকীয় বিশেষ্যের পূর্ব্বেই (প্রায়) ব্যবহৃত হয়, অথবা যে পদ যে পদের অধীন বা সংক্রান্ত তাহা তৎপূর্ব্বেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা,কনিষ্ঠ যুবরাজ আপন বৃদ্ধ পিতাকে অত্যন্ত অপমান পূর্ব্বক দৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ ও মহা ঘোর কারাগারে রুদ্ধ করিয়া, বলে রাজ্যাধিকার ও সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন। এক দিবস তাঁহারা দুই বন্ধুতে ভ্রমণার্থ নির্গমন কালীন অনতিদূরস্থ এক কাত্যায়নীর মন্দিরে শ্রবণ মনোহর বীণাশব্দ শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক পরম সুন্দরী কন্যা বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতেছেন।

বিশেষ বিবেচনা।

কাল বা স্থান সম্বন্ধীয় ক্রিয়াবিশেষণ কখন২ তৎক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থাপিত না হইয়া বাক্যের প্রথমে স্থাপিত হয়, যথা, কালক্রমে বালুও পণ্ডিত হইবেন। এই গ্রামের প্রান্তভাগে এক আশ্চর্য্য মন্দির ছিল, তাহাতে এক যোগী তপস্যা করিতেন, এক্ষণে সে মন্দির নষ্ট ও সে যোগী অদৃষ্ট হইয়াছেন।

সংজ্ঞা বা সর্ব্বনাম্নী সংক্রান্ত বিশেষণ, ঐ সংজ্ঞার বা সর্ব্বনামের পরেই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, রাম অতি শিষ্ট, তুমি বড় দুষ্ট, সে নির্লজ্জ।

আছি ও হওন ধাতুর পূর্ব্ব বা পরস্থিত বিশেষণ কখন২ তদ্বিশেষ্যের

পরেও ব্যবহার করা গিয়াথাকে, যথা, রাজা দশরথের চারিপুত্র ছিলেন,—তম্মধ্যে জ্যেষ্ঠ (ছিলেন) রাম, মধ্যম ভরত, তৃতীয় লক্ষ্মণ, কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন—অথবা রাম জ্যেষ্ঠ (ছিলেন,) ভরত মধ্যম, লক্ষ্মণ তৃতীয়, ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ।

বিদ্যা, পদ, বা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অনেক বিশেষণ বিশেষ্যের পরবর্ত্তি হয়, যথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দ যে শব্দের সম্বন্ধে তদ্রূপে ব্যবহৃত, তাহার পূর্ব্বেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, রামের বাড়ি, শ্যামের সহিত, রামের পিতার বাটী।

সম্বোধন পদ প্রায় বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, ও তৎপরে কর্ত্তৃ-কারকীয়পদ প্রকাশিত হয় বা উহ্য থাকে, যথা, রাম, তোমার শিক্ষক আসিয়াছেন। রাম, (তুমি) নাগরি লিখিতে জান?

সংস্কৃতে যদ্ ও তদ্ শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ—অর্থাৎ যে বাক্যে যদ্ শব্দ ব্যবহৃত সেই বাক্যে (ভাবের সম্পূর্ণতা নিমিত্তে) তদ্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদ্ ও তদ্ শব্দমূলক যত প্রকার শব্দ তাহাও প্রকারের বিশেষানুসারে* ক্রমে উক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাঙ্গলাতেও যদ্ বা যদ্ শব্দমূলক যে প্রকার শব্দ যে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, সেই বাক্যে শ্রোতার সন্তোষজনকরূপে ভাবের সম্পূর্ণতা নিমিত্তে তদ্ কিম্বা তদ্ শব্দমূলক প্রায় সেই প্রকার শব্দই* ব্যবহৃত হয়, যথা, নিম্ন দর্শিত দৃষ্টান্ত ও টীকার প্রণিধান করিলে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইবে।

---

* অর্থাৎ যদি যদ্ শব্দমূলক শব্দ সর্ব্বনাম হয়, তবে পরে ব্যবহৃত তদ্ শব্দমূলক শব্দও সর্ব্বনাম হইবে, অপিচ পরস্পরে উৎকর্ষাপকর্ষাদিসূচনা ও লিঙ্গ ও সংখ্যা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবে, কেবল কারক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবেনা,—যেহেতু প্রত্যেকে স্ব২ সক্রান্ত ক্রিয়া বা শব্দানুরোধে বিশেষ কারকীয় রূপ প্রাপ্ত হয়। যদ্ শব্দ সমাসে ব্যবহৃত হইলে তদ্ শব্দও সমাসে ব্যবহৃত হইবে, এবং যদ্ শব্দমূলক শব্দ যেরূপ ক্রিয়া-বিশেষণ হইবে তদ্ শব্দমূলক শব্দও সেইরূপে ব্যবহৃত হইবে নতুবা তাদৃক্ সুশ্রাব্য হইবে না। যথা, "যৎকালীন তুমি গিয়াছিলে তখন বা তৎ-সময়ে বা সে সময়ে আমি বাটী ছিলাম না" বলিলে তাদৃক সুশ্রাব্য হয় না যাদৃক্ "তৎকালীন আমি বাটী ছিলাম না" বলিলে হয়; অতএব যদ্ ও তদ্ মূলক শব্দ সকল উপরি দর্শিত নিয়ম ও দৃষ্টান্তানুসারে ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

পরন্তু বিশেষে জ্ঞাতব্য এই যে যদ্ শব্দমূলক শব্দ বাক্যের প্রথমাংশে ও তদ্ শব্দমূলক শব্দ তৎপরাংশেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন। (অথবা জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি)। যাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত করেন তাঁহারা ধন্য অথবা তাঁহার দিগকে সাধু বলিয়া মানি। যেব্যক্তি এমত কর্ম্ম করিয়াছে সে বা সেব্যক্তি সব করিতে পারে।* যাহা মন্দ তাহা হেয়। যখন তুমি যাইবে, তখন আমিও যাইব। তিনি যবে যাইবেন, তবে আমিও যাইব। যৎকালীন তুমি সেখানে গিয়াছিলে, তৎকালীন আমি সেখানে ছিলাম না। যথা হরি তথা হর। তুমি যে স্থানে থাক, সে স্থানে বা সেখানে মনুষ্য থাকিতে পারে না। যেমত ধর্ম্ম তেমত ফল। রাম যেমন, শ্যাম তেমন নয়। যেমনটী দেখিবে তেমনটী লিখিবে। সে যেমন ভাল, এ তেমনি মন্দ। যতো ধর্ম্ম স্তুতো জয়। যত্র বায়ু তত্র শীত।

কদাচিৎ তদ্ শব্দ মূলক সর্ব্বনাম ও বিশেষণ সর্ব্বনামও কোন২ ক্রিয়া-বিশেষণ বাক্যের প্রথমাংশে, ও যদ্ শব্দ মূলক সেইরূপ শব্দপরাংশে ব্যবহার করাযায়, যথা, সে যাহাহউক, কেন ভুল মনে কর তারে, যে সৃজন পালন করে সংহারে।

কদাচিৎ যদ্ শব্দমূলক শব্দ ঊহ্য থাকে, যথা, সকল প্রাণিকে দেখে আপনার মত, সেইসে পণ্ডিত হয় শাস্ত্রের সম্মত—অর্থাৎ যে সকল প্রাণিকে আপনার মত দেখে। কদাচিৎ তদ্ ঊহ্য থাকে, যথা, তুমি যাহা খাইতে চাও দিব—অর্থাৎ যাহা খাইতে চাও তাহা দিব।

কদাচিৎ তদ্ শব্দের আক্ষেপ বিনা যদ্ ব্যবহৃত হয়, যথা, যা বল কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

যদ্ শব্দ অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হইলে তদ্ শব্দের অপেক্ষা করে না, যথা, তিনি কহিলেন যে কল্য আসিবেন, পরন্তু আবশ্যক মতে তৎপূর্ব্বে তদ্ শব্দের ব্যবহার করাযায়, যথা, সে যে বাড়ি গিয়াছে।

তদ্ শব্দ মূলক শুদ্ধ সর্ব্বনাম যদ্ শব্দের অপেক্ষা করে না, যথা, তিনি অতি সুলোক।

কখন২ ভাষার রীতিক্রমে অর্থবিশেষে যদ্ ও তদ্ শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হয়, যথা, যেখানে সেখানে, যথা তথা, যত্র তত্র, যদা তদা, যেমন তেমন, যে সে, যার তার, ইত্যাদি।

---

* বাক্যের প্রথমভাগে যদ্ শব্দমূলক বিশেষণ সর্ব্বনাম পূর্ব্বক কোন শব্দ ব্যবহৃত হইলে, পরভাগে তদ্ শব্দমূলক শুদ্ধ সর্ব্বনাম অথবা তদ্ শব্দমূলক বিশেষণ সর্ব্বনাম ব্যবহার করিলেও হয়।

এতদ্ভিন্ন—

পরস্পর আপেক্ষিক, যথা,—

যদি	ও	তবে	যদি তুমি যাও তবে আমি যাই।
যদ্যপি যদিস্যাৎ যদিও	ও	তথাপি তথাচ তত্রাপি	যদ্যপি, যদিস্যাৎ, বা যদিও তুমি আমার মন্দ করিয়াছ, তথাপি, তথাচ, বা তত্রাপি আমি তোমার মন্দ বরিব না।
বরং বরঞ্চ	ও	তথাপি তত্রাপি তবু	বরঞ্চ প্রাণ হারাইব তথাপি বা তবু মান হারাইব না। বরং শূন্য গোয়ালি ভাল তবু দুষ্ট গরু ভাল নয়।
হয়	ও	নয়	হয় যাও নয় থাক।
নয়	ও	নয়	নয় ভাল নয় মন্দ।
না	ও	না	সে না হিন্দু না মুসলমান।
অপেক্ষা হইতে চেয়ে	ও	বরং বরঞ্চ	উহা অপেক্ষা বরং বা বরঞ্চ ইহা ভাল। মন্দ পুত্র হওয়ার চেয়ে বরং পুত্র না হওয়া ভাল।

বিশেষ বিবেচনা।

কখন২ তবে শব্দের অব্যবহিত পরে যদি ব্যবহৃত হয়, যথা, "তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়"।

যথা ও তথা শব্দ সমুচ্চয়ার্থক হইলে পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কখন যদি শব্দ, কখন বা তবে শব্দ উহ্য থাকে, এবং কদাচিৎ দুই উহ্য থাকে, যথা, (যদি) তুমি যাও তবে আমি যাই, যদি তুমি মার (তবে আমিও মারিব, (যদি) তুমি মার (তবে) আমি মারিব।

কখন২ তবে শব্দের পরিবর্ত্তে তো বলাযায়, যথা, তুমি যাও তো আমি যাই।

কখন২ বাক্যের যে অংশে বরং থাকে সেই অংশ ব্যবহার করিলেই সমগ্র অভিপ্রায়ের আভাস পাওয়াযায়, যথা, বরং তোমার এখানে থাকা ভাল।

সমুচ্চয়ার্থক শব্দ সমূহ মধ্যে ও, আর, এবং, শব্দদ্বারা যত শব্দ (১) বা বাক্যাংশ (২) অথবা বাক্য (৩) একত্র গ্রথিত হয়, তাহার শেষ ভিন্ন প্রত্যেকের পর এক সমুচ্চয়ার্থক শব্দ (বাঙ্গলা ভাষার রীতিক্রমে) ব্যবহৃত হয়, যথা,—মনু ও অত্রি ও বিষ্ণু ও হারীত ও যাজ্ঞবল্ক্য ও উশনা ও অঙ্গিরা ও যম ও আপস্তম্ব ও সম্বর্ত্ত ও

কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি ও পরাশর ও ব্যাস ও শংখ ও লিখিত ও দক্ষ ও গোতম ও শাতাতপ ও বশিষ্ঠ ও নারদ (ইহারা) ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা। যেজন জানেনা; এবং লজ্জায় শিখেনা, তাহার মূর্খতা কখনো ঘুচেনা। রামকে যাইতে দেও, শ্যামকেও যাইতে দেও, কিন্তু কৃষ্ণকে যাইতে দিওনা।

কখন২ সুশ্রাব্যতা নিমিত্ত সমুচ্চয়ার্থক শব্দ এককালে উহ্য রাখাযায়, যথা, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন চারিভাই। যাউক প্রাণ, থাকুক মান। আমার স্থবিরাবস্থা উপস্থিত হইল—যে অবস্থাতে শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয় জীর্ণ, লোচন গলিত, বাক্যস্খলিত, কেশ পলিত, মাংস লোলিত, দন্ত চলিত হয়।

কেহ২ উক্তরূপে প্রত্যেক শব্দের, বাক্যাংশের, বা বাক্যের পর সমুচ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহার না করিয়া, কেবল শেষ শব্দের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের পূর্ব্বে সমুচ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহার করেন, ও তাহা অসুশ্রাব্য হয় না, যথা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, ও সহদেব এই পাঁচ ভাই পঞ্চ পাণ্ডব। জীব এমনি মুগ্ধ যে, চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, বুদ্ধি থাকিতে অবোধ, ও মন থাকিতে বিস্মৃত।

পদ্যেতে (সুশ্রাব্যতা নিমিত্তে) সমুচ্চয়ার্থক উক্ত শব্দত্রয় প্রায় উহ্য থাকে।

এক কারকীয় দুই বা তদধিক সংজ্ঞা সমুচ্চয়ার্থক শব্দদ্বারা একত্র গ্রথিত হইলে, ইচ্ছাক্রমে কেবল শেষ শব্দের বিভক্তি রাখিয়া আর শব্দের বিভক্তি লোপ করা বা উহ্য রাখা যাইতে পারে, যথা, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে অথবা শাক্তের ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে দ্বেষ সে কেবল গোঁড়ামি জন্য। রাম কিম্বা কৃষ্ণকে এখানে পাঠাইয়া দিও।

বিশেষ্য-হীন বিশেষণও উক্ত রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে (১), কিন্তু সর্ব্বনামের ব্যবহার (কর্ত্তৃকারক ভিন্ন) উক্তরূপে হয় না (২), যথা, জ্ঞানি, গুণি ও মানিকে আদর কর, অথবা জ্ঞানিকে, গুণিকে ও মানিকে আদর কর (১)। তোমাকে ও তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইবে বলাগিয়া থাকে, কিন্তু তোমা ও তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইবে এমত বলাযাইতে পারে না।

কখন২ (উহ্য বা প্রকাশিত) সমুচ্চয়ার্থ শব্দ দ্বারা শব্দসকল প্রথমান্ত রূপে একত্র গ্রথিত হইয়া পরে বহুবচনীয় এক সর্ব্বনাম অথবা ঐ সমুদয় বোধক অন্য কোন শব্দ ঐ সকল সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার অনুসারে যে কারকে ব্যবহার্য্য তদীয় বিভক্তি যোগে ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই চারি ভ্রাতৃরূপে 'নারায়ণ' চারি অংশে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃতে বাক্যের একাংশ (সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক) ক্ত্বাচ্ পদ ব্যবহারদ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে প্রকাশ করিয়া, তৎপরঅংশ ঐ ক্ত্বাচের কর্ত্তাকে করণরূপে ব্যবহারদ্বারা কর্ম্ম বাচ্যে ব্যবহার করা-যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার রীতি ক্রমে এমত রূপ বাক্য রচনা হইতে পারেনা এবং হইলেও তাহা অপরিপাটি ও অসুশ্রাব্য বোধ হয়, যথা, পঙ্কে পতিতং (পথিকং) দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রোঽবদৎ, অহহ! মহাপঙ্কে পতিতোসি, অতস্তামহমুত্থাপয়ামীত্যুক্ত্বা শনৈঃ শনৈ-রুপগম্য তেন ব্যাঘ্রেণ ধৃতঃ স পান্থোঽচিন্তয়ৎ। এই বাক্যের অবিকল অনুবাদ যথা, পঙ্কে পতিত (পথিককে) দেখিয়া ব্যাঘ্র কহিল, হায় হায়! মহাপঙ্কে পতিত হইলে, অতএব আমি তোমাকে উঠাই, ইহা কহিয়া (ঐ ব্যাঘ্র) অল্পে২ নিকটে গিয়া সেই ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধৃত ঐ পথিক চিন্তা করিল। এস্থলে উক্ত্বা ও উপগম্য অর্থাৎ কহিয়া ও গিয়া ক্রিয়াপদ কর্ত্তৃবাচ্য ও ব্যাঘ্র তাহার কর্ত্তা, ও তৎপর ভাগে ব্যবহৃত ধৃত পদ কর্ম্মবাচ্য, ও ব্যাঘ্রেণ পদ তাহার করণ; কিন্তু এমতরূপ রচনা সংস্কৃতে প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গলায় চলিত নাই, এবং চলিত হইলেও ললিত হয় না। অতএব প্রথমে ব্যবহৃত কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার অনুসারে পরবর্ত্তি ক্রিয়াকে কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহার করিলে ভাল হয়, যথা, ইহা কহিয়া (সেই ব্যাঘ্র) অল্পে২ নিকটে গিয়া সেই পথিককে ধরিল।

কিন্তু প্রথমাংশস্থ ক্ত্বাচের কর্ত্তাকে পরাংশস্থ কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার (করণ না করিয়া) উক্তপদ রূপে ব্যবহার করিয়া বাক্যের একাংশকে কর্ত্তৃবাচ্য ও অপরাংশকে কর্ম্মবাচ্যরূপে ব্যবহার করাযায়, যথা, সে চুরিকরিয়া কারাবদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেখানে গিয়া বড় বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন।

এবং কখনং বাক্যের প্রথমাংশ ক্ত্বাচ্পদদ্বারা কর্ম্মবাচ্যে ও পরাংশ কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহার করাযায়, কিন্তু তাহাতেও ঐ প্রথমাংশস্থ কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার (কর্ম্মে) উক্তপদ পরাংশস্থ কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা হইবে, যথা, তিনি অপমানিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আমি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি,*

---

* ক্ত্বাচ্পদের, ও ভাবে সপ্তমী নয়যে চতুম্ তাহার কর্ত্তা বা উক্তপদই প্রায় তদবাক্যস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা বা উক্তপদ হয়।

বিশেষ বিবেচনা।

উক্ত রূপ বাক্যের শেষাংশে স্থিত ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে তাহার কর্ত্তা কখনং ঐ ক্ত্বাচের কর্ত্তা হইতে ভিন্ন পদার্থ হয়, যথা, এখন আর ব্যাকরণ পড়িয়া কি হইবে। এত খাটিয়া শরীর টিকিবে কেন?

কখনং বাক্যের প্রথমাংশে কর্ত্তৃবাচ্য ক্ত্বাচ্ পদকে তৎকর্ত্তার প্রকাশ ব্যতীত ব্যবহার করিয়া শেষাংশে যাওন ধাতুযোগে নিষ্পন্ন কর্ম্মবাচ্য (১) বা ভাব বাচ্য (২) ক্রিয়া ব্যবহার করাযায়, যথা, "প্রশ্নবোধক বাক্যে কখনং আবশ্যক কথাটী মাত্র প্রকাশ করিয়া বক্রী পদ উহ্য রাখা যাইতে পারে"(১)। কালি তাহাকে ধরিয়া আনা যাইবে (২)।

এক ক্রিয়াতে অন্বিত ভিন্নং শব্দ বা বাক্যাংশ সমান রূপে গ্রথিত হইলে পরিপাটি ও সুশ্রাব্য হয়, যথা, রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন; অথবা রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করিয়া, অধর্ম্মকে উন্মূলন ও ধর্ম্মকে সংস্থাপন করেন" এমত রচনা সুশ্রাব্য;—কিন্তু "রাজার কর্ত্তব্য যে দুষ্টের দমন ওশিষ্টকে পালন করিয়া, অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মকে সংস্থাপন করেন" বলিলে যদিও অশুদ্ধ হয় না কিন্তু তথাপি তাদৃক্ সুশ্রাব্য হয় না।

এই রূপ এক সংযুক্ত বাক্যান্তর্গত ভিন্নং বাক্যাংশ সম বা প্রায় সম পরিমিত, ও ক্রিয়াপদ সমূহ সম বা প্রায় সমরূপ হইলে, যেমত সুচারু হয়, তাহা না হইলে তেমত হয় না, যথা, "ধন মধ্যে বিদ্যাধন শ্রেষ্ঠ;—যাহা দানে ক্ষয় পায় না, আদানে পাপ হয় না, রাজদণ্ডে হৃত হয় না, চৌর্য্যে অপহৃত হয়না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে মগ্ন হয় না, জ্ঞাতিকর্ত্তৃক বিভক্ত হয় না, ভৃত্যকর্ত্তৃক ভুক্ত হয় না, গোপনে গুপ্ত হয় না, মরিলেও মৃত হয় না" বলিলে যাদৃক্ সুশ্রাব্য হয়, তাদৃক্ "সর্ব্বধন মধ্যে বিদ্যা ধন অত্যুত্তম; যে বিদ্যাধন প্রদান করিলে বাড়ে, আদান করিলে পাপ হয় না, রাজদণ্ডে হৃত হয় না, চোরে অপহরণ করিতে পারে না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে ডুবেনা, জ্ঞাতিকর্ত্তৃক বিভক্ত হয় না, চাকরেরা খাইয়াফেলিতে পারে না, গোপন করিলে গুপ্ত থাকেনা, বিদ্বান্ মরিলেও বিদ্যা তার নষ্ট হয় না" বলিলে সুশ্রাব্য হয় না।

কোন রচনায় সাধু সংস্কৃত পদসমূহ ব্যবহার করিয়া তন্মধ্যে দুই এক অপর বা বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করিলে সুশ্রাব্য হয় না।

সংস্কৃত পদের সহিত অপর পদ সংযোগ করিলে সেই সংযুক্ত পদেরও ঐ দশা হয়।

বিশেষ সংজ্ঞার ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত সর্ব্বনামের বিশেষণ থাকিলে তাহা তৎপরেই প্রায় ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম সুবুদ্ধি, শ্যাম নির্ব্বোধ। তুমি শিষ্ট, তিনি দুষ্ট।

প্রশ্নবোধক বাক্য রচনা।

অনেক স্থানে সাধারণরূপ বাক্যই বক্তার উচ্চারণের ভাবানুসারে প্রশ্নবোধক হয়, যথা, তুমি যাবে?

কিন্তু স্পষ্টরূপে প্রশ্ন প্রকাশার্থে ক্রিয়ার পূর্ব্বে বা পরে কি শব্দ বা প্রত্যয় ব্যবহার করাযায়, যথা, তুমি কি যাবে? তুমি যাবে কি?

প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রথমেই কখন২ ক্রিয়া ব্যবহার করাযায়, যথা, যাবে তুমি? যাবে কি তুমি?

কিন্তু বাক্যের প্রথমে কি ব্যবহৃত হইলে অনেক স্থলে প্রশ্নবোধক না হইয়া কেবল তদ্‌বাক্যার্থকে দৃঢ়রূপে প্রকাশ করে, যথা, কি, তাহার এত স্পর্দ্ধা যে সে এমন কথা বলে।

যে বিষয়ে প্রশ্ন করাযায় তাহা পূর্ব্বে জানা থাকিলে জিজ্ঞাসক ক্রিয়ার পূর্ব্বে না* কিম্বা নাকি শব্দ ব্যবহার করে, যথা, তুমি না সেখানে গিয়াছিলে? রাজা কৃষ্ণনাথ নাকি গুলি খাইয়া মরিয়াছেন?

কখন২ ক্রিয়ার পরে নাকি ব্যবহার করাযায়, এবং তদবস্থায় নাকি-র উচ্চারণ শীঘ্র না করিলে উপরি উক্ত ভাবে প্রশ্নবোধ হয়, নতুবা শুদ্ধ প্রশ্ন বোধ হয়, যথা, "তুমি সেখানে যাবে না-কি"? এই বাক্যে বক্তার উচ্চারণানুসারে কখন এমত বুঝায় যে অবগতি হইল তুমি সেখানে যাবে, অথবা তুমি কি সেখানে যাবেনা?

বিশেষ পদ উহ্য থাকার বিবরণ।

আছি ধাতুর বর্ত্তমান কালীয় রূপ অনেক স্থলে, এবং হওন ধাতুর ঐ রূপ প্রায় সর্ব্বত্র অসুশ্রাব্যতা দোষে (কথনে এবং লিখনেও) অপ্রকাশিত থাকে, যথা, "তোমার নাম কি আছে" "তিনি উত্তম লোক হয়েন" বলাযায় না, কিন্তু "তোমার নাম কি? তিনি উত্তম লোক" বলাগিয়াথাকে।

আছি ধাতুর ভূতকালীয় রূপও কখন২ উহ্য থাকে, যথা, যখন পলাশির যুদ্ধ হয়, তখন আমি কাশীতে (ছিলাম)।

* এমত স্থলে ব্যবহৃত না নঞ্ অর্থক হয়না।

কখন২ হওন ধাতুর বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতকালীয় রূপ উহ্য থাকে, যথা, তিনি গত, অমার এখন বড় দুঃসময়,—অর্থাৎ তিনি গত হইয়াছেন, আমার এখন বড় দুঃসময় হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর বোধক বাক্যে কখন২ কেবল আবশ্যক কথাটী মাত্র প্রকাশ করিয়া বক্রীপদ সমূহ উহ্য রাখাযায়, যথা,

প্রং	নিবাস?—অর্থাৎ		তোমার নিবাস কোথা (হয়)?
উং	শান্তিপুর	,,	আমার নিবাস শান্তিপুরে।
প্রং	এখানে?	,,	এখানে কি নিমিত্তে আসিয়াছ?
উং	কর্ম্মানুরোধে	,,	এখানে কর্ম্মানুরোধে আসিয়াছি।
প্রং	তোমরা?	,,	তোমরা কোন জাতীয়?
উং	সদ্গোপ	,,	আমরা সদ্গোপ (জাতীয়)

নানা প্রকার অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোধক, এবং সাদৃশ্য সূচক বাক্যের পদ সমূহ নিম্ন দর্শিত ক্রমে বিন্যস্ত হয়, যথা,—রাম অপেক্ষা বা হইতে শ্যাম বিজ্ঞ, শ্যাম অপেক্ষা কৃষ্ণ বিজ্ঞতর। তাহাদের অপেক্ষা (বা চেয়ে) রাম বড়; রাম সকলের বড় বা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। শান্তিপুরের চেয়ে নবদ্বীপ ছোট, নবদ্বীপ শান্তিপুর হইতে বা অপেক্ষা ছোট। ভরত রামের ছোট লক্ষ্মণের বড়। রাম সকল অপেক্ষা বা হইতে বিজ্ঞ বা বিজ্ঞতম, সকল অপেক্ষা, হইতে, বা সকলের চেযে বিজ্ঞ বা বিজ্ঞতম রাম। তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠ রাম, রাম তাহাদের সকল অপেক্ষা বা হইতে (বা সকলের চেয়ে) বিজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠ। দেশের বড় রুসিয়া, দেশের মধ্যে রুসিয়া বড়। রুসিয়া সকল দেশ হইতে বড়। ও যেমন ভাল, এ তেমনি মন্দ। আমাদের কালিদাস যেমন, ইংরাজদের শেক্স্পিয়র তেমন। যেমন আমাদের কালিদাস, তেমনি ইংরাজদের শেক্স্পিয়র। বাল্মীকের তুল্য (মত বা ন্যায় ইত্যাদি) হোমর। হোমর বাল্মীকের তুল্য বা মত, ইত্যাদি।

অনুপ্রাস ও যমক।

সংস্কৃত অলঙ্কার সমূহের মধ্যে অনুপ্রাস ও যমক অধিক চলিত।—যমক পদ্যেতেই প্রায় প্রচলিত। অনুপ্রাস গদ্য পদ্য উভয়েই ব্যবহৃত।

অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ। অথবা, স্বর বৈসাদৃশ্যেঽপি ব্যঞ্জনসাম্যং অনুপ্রাসঃ।

অর্থাৎ দুই বা অধিক শব্দের স্বর বর্ণ সম বা বিষম হউক, ব্যঞ্জন বর্ণ সমান হইলে তদ্রূপ সমতাকে অনুপ্রাস বলাযায়,

যথা, ওহে দীন চির দিন রবেনা এদিন। দীন অদীন অদীন দীন দিন দিন ॥ দুখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণ চিত হয়। হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয় ॥

বিশেষ বিবেচনা।

অনুপ্রাস আবার চ্ছেক, ও বৃত্তি প্রভৃতি কএক প্রকার আছে, কিন্তু বাঙ্গলায় সে তাবৎ বিশেষ করিয়া জানিবার তাদৃক্ আবশ্যক নাই, কেবল এই মাত্র জানিলেই হইবে যে অনুপ্রাসার্থে দুই বা অধিক শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যার সমান হওয়ার আবশ্যক নাই, কিন্তু এক শব্দের (তাবৎ বা) কতিপয় হল বর্ণের সহিত শব্দান্তরের (তাবৎ বা) কতিপয় হল বর্ণের উচ্চারণ সমতা চাই, যথা, জীবন জীবন বিম্ব অম্বু হয় ক্ষণে। বা কমল দল জল চঞ্চল পতনে। ফুল্ল ফুল তুল্য জীব আজিকা প্রফুল্ল। জীর্ণ বিশীর্ণ স্খলিত গলিত কল্য। চিদ্রূপী চিদানন্দ চিন্তামণি যিনি। কাল কাল মহাকাল সর্ব্বকাল তিনি। জয় জয় জয়াবতী জলদ বরণী। জয় দেহ জয়ন্তিগো জগত্ জননী। শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশি শিরোমণি। শুভকর শুভঙ্করী শমন শমনী॥

যে নেপোলিয়ন্ স্বীয় বীর্য্যে, ও ধৈর্য্যে, ঔদার্য্যে, ও গাম্ভীর্য্যে, ভাবের মাধুর্য্যে, ও ব্যবহার চাতুর্য্যে, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, ও বিবেচনার তাৎপর্য্যে তাবৎ লোককে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন, যিনি অনেক রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন, অনেক রাজার দর্পচূর্ণ, অনেককে ব্যস্ত, ত্রস্ত, কম্পিত কলেবর করিয়াছিলেন, তিনি এক দীন হীন ক্ষীণাত্মজ সামান্য সৈন্য ছিলেন।

কিন্তু যদিও অনুপ্রাস বাক্যের অলঙ্কার বটে, তথাপি যে অনুপ্রাসে বাক্যের উচ্চারণকোমলতা ও অর্থের প্রসাদ গুণ নষ্ট হয়, তেমত অনুপ্রাসযুক্ত বাক্য সুললিত গণ্য হয় না।

যমক।

স্বর ব্যঞ্জন সংহতির পৃথগর্থে ক্রমে যে পুনরাবৃত্তি তাহার নাম যমক*।

যমক বাক্যের বা চরণের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে ব্যবহার করাযায়, এবং তদ্রূপ ব্যবহারক্রমে (প্রধানতঃ) আদ্য মধ্য বা অন্ত্য যমক বলাযায়।

---

* অর্থাৎ ভিন্নার্থক সমাকার পদের অথবা এক স্বার্থক পদের ও অন্য নিরর্থক শব্দের বা পদাংশের অবিরল বা বিরল ক্রমে যে পুনঃশ্রুতি তাহা যমক বলাযায়।

আদ্য যমক, যথা,—

ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহারি বর্ণনে।

সাধনা করিয়া প্রেম, সাধ না পূরিল মম, মনোদুখ মনেতে রহিল।
বিধি হইয়া বিবাদী, বিধিমতে নিরবধি, সাধে বাদ সাধিতে লাগিল।

মধ্য যমক, যথা,—

পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা॥

দেখিয়া সকল, মহা কল কল, বিকল কন্দর্প কেতু।
উঠে কত দূর, হিয়া দুর দুর, কাঁপিয়ে ভয়ের হেতু॥
তার চারি ভীত, হেরে হৈল ভীত, কালী কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন, তুলহে বদন, এখন ভয়ে কিকরে॥

অন্ত্য যমক, যথা,—

কাতরে কিঙ্কর ডাকে তার ভব ভব।
হর পাপ হর তাপ কর শিব শিব॥

লেখা করে বুঝ বাছা ভূমে খড়ি পাতি।
পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি পাতি॥
পাছে বল বনপোরে মাসী দেয় খোঁটা।
যটী টাকা দিয়েছিলে সব গুলি খোঁটা॥
শুনি স্মরে কবিরায় ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

উক্ত তিন রূপ যমকের মধ্যে আবার অনেক প্রকারভেদ আছে, তাহা বিশেষ করিয়া জানার তাদৃক্ আবশ্যক (বাঙ্গলাতে) নাই।

পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার।

এক শব্দ ব্যবহার করিয়া তদ্বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে ঐ বিপরীতার্থক শব্দসমূহমধ্যে যে কোন এক শব্দ ব্যবহার করিলে সুশ্রাব্য হয় না, কিন্তু বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিলে সুললিত শুনায়, যথা,

ভাল শব্দ ব্যবহার করিয়া তদ্বিপরীতার্থক মন্দ, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, বদ্ খারাব, ও অধম আদি শব্দ মধ্যে যে কোন শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভাল-র পর মন্দ বলিলে ভাল হয়, এইরূপ উৎকৃষ্ট সঙ্গে অপকৃষ্ট; নেক্ সঙ্গে বদ্, সুখ সঙ্গে দুঃখ; সুলভ সঙ্গে দুর্লভ সুশ্রাব্য জন্য ব্যবহার করা গিয়াথাকে।

"আত্যন্তিক যে আত্মীয়তা সে কেবল সেই পরমাত্মার সঙ্গেই কর্ত্তব্য; যেহেতু সে যে সতের সঙ্গে প্রীতি; সে তো শঠের সঙ্গে নয় যে—ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে রোদন; ক্ষণে বিচ্ছেদ, ক্ষণে মিলন; ক্ষণে অনুরক্তি, ক্ষণে বিরক্তি; ক্ষণে রাগ, ক্ষণে রাগ; ক্ষণে সোহাগ, ক্ষণে বিরাগ; ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুঃখ হইবে"।

যতি ও বিরাম চিহ্ন।

পূর্ব্বে যতি ও বিরামের সূচনানিমিত্তে কেবল দাঁড়ি, অর্থাৎ। এই চিহ্ন ছিল। ইহা গদ্যেতে বাক্যের শেষে, ও পদ্যেতে চরণের অন্তে ব্যবহৃত হয়।

ইদানীন্তন রোমীয় যতিচিহ্ন অর্থাৎ , কামা। ; সিমিকোলেন্। : কোলেন্। ? প্রশ্নবোধক। ! আশ্চর্য্যাদি বোধক। ( ) পারেন্থিসিস্। { } ব্রেস্। " " কোটেষণ। - হাইফেন্। — ড্যাস। * ষ্টার অর্থাৎ তারা ইত্যাদি ইংরাজির অনুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

, এই চিহ্নেরনাম কামা, ইহা বাক্যের ঐ ভাগদ্বয়ের বা সমূহের মধ্যে স্থাপিত হয় যাহার পরস্পরের মধ্যে ভাব ও অন্বয় বিষয়ক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে অথচ ঈষৎ যতি আবশ্যক করে, যথা, যে সংসার চিন্তা করিলে কেবল চিন্তা বাড়ে, সে সংসার চিন্তাকে চিত্তে স্থান না দিয়া, যাঁর চিন্তা করিলে কোন চিন্তা থাকেনা, সে চিন্তামণির চিন্তায় চিত্ত সমর্পণ কর। তথাচ, যেমন আহিরিণী রমণীগণ মস্তকে জীবনাধার ধারণ ও বহন করত, সঙ্গিনীসঙ্গে কত কৌতুকপ্রসঙ্গে যদ্যপি চঞ্চল ভাবে চলে, তথাপি তাহাদের শির স্থির থাকে, ও ঐ কুম্ভ প্রতি মন থাকে, তেমনি সুধাধার ধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করত, সংসার ব্যাপার যেকিছু করিতে হয় কর, কিন্তু সাংসারিক নানা উৎপাতেও যেন মন স্থির থাকে, রতি যেন ধর্ম্মে থাকে, মতি যেন সেই পরাগতি প্রতি থাকে। ভ্রাতঃ, কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি: বলদেখি এখন কোথা বা বেদব্যাস, কোথা বা কালিদাস, কোথাবা আর২ মহোদয় মহাশয় গণ! কিন্তু কোথা বা তাঁহাদের

কীর্ত্তি নাই, কোথা বা তাঁহাদের নাম নাই, অতএব কোথা বা তাঁহারা নাইঃ তদ্রূপ সৎকীর্ত্তি যে করা, সেই মর্ত্যের অমর হওয়া; মৃত্যুকে লজ্জাদেওয়া ও শমনকে দমন করা।

: এই কোলন্ নামক যতিচিহ্ন বাক্যের সেই প্রকার অংশদ্বয়ের বা সমূহের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, যে সকলের পরস্পর সম্বন্ধ সিমি-কোলন্ চিহ্নদ্বারা পৃথক্কৃত বাক্যাংশ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে দূর,—কিন্তু তথাপি এমত অসংসৃষ্ট নহে যে ঐ অংশসকল পৃথক্২ বাক্য রূপে গণ্য হইতে পারে, যথা, হে ভ্রান্ত! চেষ্টা না করিলে কি কিছু আপনি হইয়া থাকেঃ সুপ্ত সিংহের মুখে কি মৃগ স্বয়ং প্রবেশ করে? "জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" এই বাক্যের তাৎপর্য্য ইহা নয়, যে জীব কর্ত্তা আহার আনিয়া তোমার মুখে তুলিয়া দিবেনঃ তিনি তোমার আহারের নিমিত্তে বসুধাকে ফলোৎপাদিনী করিয়াছেন, এবং তোমাকে হস্ত পাদ বুদ্ধ্যাদি দিয়াছেন; এই তাঁর আহার দেওয়াঃ তোমাকে শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা ঐ ফল উপার্জন করিতে হইবে, কোথা দেখিয়াছ জীব চেষ্টা বিনা জীবিকা পাইয়া থাকে?।

কোলন্ প্রকৃতরূপে দুইস্থলে ব্যবহার করাযাইতে পারে—তাহার এক এই যে, বাক্যের এক অংশ স্বয়ং এক সমগ্র অভিপ্রায়ের প্রকাশক হইলেও, যখন তদ্বিষয়ক আরো বা বিশেষ বর্ণনার্থে, অথবা তদ্দৃষ্টান্তার্থে তৎপরে অংশান্তর যোগ করাযায়, তখন ঐ ভাগদ্বয়ের মধ্যে কোলন্ স্থাপিত হয়, যথা, উপরি দর্শিত দৃষ্টান্তে প্রকাশ।—অপর এই যে যখন কোন বিষয় আভাসে উল্লেখ করিয়া তাহার স্পষ্টতঃ বর্ণনা করা-যায়, কিম্বা তাহার দৃষ্টান্ত লিখা যায়, অথবা যখন কাহারো বক্তৃতার বা রচনার উল্লেখ করিয়া ঐ বক্তৃতা বা রচনা অবিকল লিখাযায়, তখন ঐ উল্লেখের পর এবং ঐ দৃষ্টান্তের, কিম্বা বক্তৃতার বা রচনার পূর্ব্বে কোলন্ স্থাপিত করাযায়, যথা, যদিও সংসার বিষ ফলময় বিষবৃক্ষ স্বরূপ, তথাপি তাহাতে দুই সুধাফল আছেঃ এক তার বিদ্যারূপ রসের আস্বাদন; অন্য তার সজ্জনের সঙ্গেতে মিলন। এক যোগী কর্ম্মফলে রাজ্যেশ্বর হইয়া অনুতাপপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ এই কথা কহিতেনঃ আত্ম চিন্তা মাত্র মোর আছিল তখন, সংসারের চিন্তাজ্বরে সংহারে এখন।

; এই সিমিকোলন্ নামক যতিচিহ্ন বাক্যের ঐ অংশদ্বয় বা সমূহকে বিভিন্ন করণার্থে ব্যবহৃত হয়, যদুভয়ের বা সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, কামা চিহ্নে চিহ্নিত বাক্যাংশদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের ন্যায় ঘনিষ্ঠ নয়, অথচ কোলন্ দ্বারা বিভক্ত বাক্যাংশ দ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের ন্যায় অত অসংসৃষ্ট নয়, যথা, তৃণ অর্ণবের উপরে ভাসে; কিন্তু রত্ন তাহার অন্তরে বিরাজ করে। পুত্র নাই; পুত্র হইয়া মরিয়াছে; পুত্র মূর্খ হইয়াছে; এতত্ত্রয়ের মধ্যে

আদ্যদ্বয় ভাল; অন্তিম ভাল নয়; যেহেতু আদ্যদ্বয়ে এক বার দুঃখ হয়; অন্তিম পদেং দুঃখদেয়।

যে বাক্যাংশদ্বয়ের মধ্যে কোলন্ ব্যবহার করা উপযুক্ত, তন্মধ্যে সমুচ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইলে তৎপূর্ব্বে ঐ কোলনের পরিবর্ত্তে সিমি-কোলন্, অন্যথা কোলন্ ব্যবহার করাযায়, যথা, তৃণ অর্ণবের উপরে ভাসে; কিন্তু রত্ন তাহার অন্তরে বিরাজ করে। (অন্যথা) তণ অর্ণবের উপরে ভাসে: রত্ন তাহার অন্তরে বিরাজ করে।

হে ভ্রান্ত ভ্রাতঃ, এই কি আমাদের কর্ত্তব্য, যে—যিনি মন দিলেন তাঁহাকে মনে করিবনা; যিনি চক্ষু দিলেন তাঁহাকে দেখিব না: যিনি কর্ণ দিলেন তাঁহার কথায় কর্ণ দিব না; যিনি বুদ্ধি দিলেন তাঁহার অনভিমত বিষয়ে সে বুদ্ধি চালাইব: না, কখনো আমাদের এমত কর্ত্তব্য নয়: তবে এস আমাদের কর্ত্তব্য যাহা তাহা করি; আমরা যাঁর কৃত, এস তাঁর কৃতজ্ঞ হই: আমরা যাঁর কীর্ত্তি, এস সে কীর্ত্তিকুশলের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করি: আমরা যাঁর সৃষ্টিগৌরব, এস সে সৃষ্টিধরের গৌরব করি।

এক ক্রিয়া বা কথার সহিত ভিন্নং ভাব সূচক বাক্যাংশসমূহের অন্বয় থাকিলে ঐ প্রত্যেক বাক্যাংশের পর সিমিকোলন্ দেওয়া যায়, এবং কখনং ঐ সিমিকোলনের পর—এই পরিমিত এক কসিও দেওয়াযায়, যথা, বাদী আপন আবেদন পত্রে লিখে যে—রাজা ইন্দ্রনারায়ণ রায় আপন স্ত্রী রাণী ইন্দ্রাবতীকে দত্তক গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া মরেন; তদনুসারে রাণী আপন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাহাকে (অর্থাৎ বাদিকে) দত্তক গ্রহণ করেন; পরে সে দত্তক পুত্ররূপে রাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করে; এবং ঐ দত্তক পুত্রত্বস্বত্বে সেই রাণীর সকল বিষয়ের অধিকারী। কিন্তু বিচারকর্ত্তা বাদির ঐ আবেদন এই হেতুতে অগ্রাহ্য করিলেন যে—রাজা ইন্দ্রনারায়ণের দত্তক লইতে অনুমতি দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল না;—এবং পতির অনুমতি বিনা স্ত্রীর দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই;—এতাবতা বাদির দত্তক পুত্রত্ব সত্য হইলেও তাহা উক্ত অনুমতির অপ্রমাণে অসিদ্ধ;—এবং তদবস্থায় বাদী রাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিলেও বিষয়াধিকারী হইতে পারে না: অতএব বাদির আবেদন শ্রোতব্য নয়।

এক বাক্যে কোন বিষয় বা কথা লিখিয়া তাহার বিশেষ বর্ণনা তন্নিম্নে বাক্যান্তরে করিতে হইলে, ঐ বাক্যের শেষে :কোলন্ এবং ড্যাশ (অর্থাৎ—এই পরিমিত এক কসি) দেওয়া গিয়াথাকে, যথা, বিচারকর্ত্তা নিম্ন লিখিত হেতুবাদে বিচার নিষ্পত্তি করিলেন:—

বাদী দত্তক পুত্ররূপে আপন অধিকারিত্ব প্রকাশ করে: প্রতিবাদী বাদির দত্তক পুত্রত্ব মিথ্যা বলিয়া আপনাকে জ্ঞাতিরূপে ধনির উত্তরাধি-

কারি জানায়; কিন্তু যেহেতু বাদির অভিযোগ সপ্রমাণ হইল না; অতএব আজ্ঞা হইল যে বাদির দাওয়া ডিস্‌মিস হয়।

সেই ঋণ-পত্রে তিন নিয়ম করাগিয়াছে;—প্রথম এই যে, ধনী এক বৎসরের মধ্যে ব্যাজশুদ্ধ সকল টাকা পরিশোধ করিবে; দ্বিতীয় এই যে, এক কালে সকল দিতে না পারিলে যখন যত সঙ্গতি হইবে তাহা দিবে; তৃতীয় এই যে, ঐ নিয়মিত সময়ের মধ্যে সকল টাকা দিতে না পারিলে বন্ধকি বিষয়ে তাহার স্বত্ব লোপে উত্তমর্ণের অধিকার হইবে।

. রোমীয় বাক্য সমাপ্তি চিহ্ন . এইরূপ (নিরেট) এক বিন্দু মাত্র। ইহার ব্যবহার বঙ্গভাষায় হয় নাই। বঙ্গীয় বাক্য সমাপ্তির প্রাচীন চিহ্ন যে । দাঁড়ি আছে (ও যাহার উল্লেখ উপরে করাগিয়াছে) তাহাই ব্যবহার করাগিয়াথাকে। পরন্তু জ্ঞাতব্য যে গদ্যে বাক্যের শেষে এক । দাঁড়ি দেওয়াযায়, এবং পদ্যে (বাক্য শেষ হউক বা নাই হউক) প্রথম চরণের শেষে (তাহার প্রথমত্ব অথচ শেষ সূচনার্থে) এক দাঁড়ি, ও দ্বিতীয় চরণের অন্তে (উক্ত হেতুতে) দুই দাঁড়ি দেওয়াযায়।

? এই চিহ্নের নাম প্রশ্ন-চিহ্ন। ইহা প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে (তৎ সূচনার্থে) ব্যবহৃত হয়, যথা, তোমার নাম কি? নিবাস কোথা? কি কর্ম্ম কর? এখানে কি জন্য আসিয়াছ?

! এই চিহ্ন আশ্চর্য্যতাদি সূচক। যে বাক্যে আহ্বান, হঠাৎ উপস্থিত কোন ভাব, বিপত্তি, বিস্ময়, বিলাপ, আক্ষেপ, বা যে কোন রূপ খেদ বা ঘৃণা প্রকাশ করাযায় তাহার শেষে এই চিহ্ন ব্যবহার করাযায়, যথা,—বন্ধো! আমি তোমার ব্যবহারে চমৎকৃত হইলাম! হে পরমেশ্বর! আমাকে রক্ষাকর! মহাভারত! তাহার আর নাম করিওনা! আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই!

যে বাক্যে প্রশ্নরূপে আশ্চর্য্যতাদি প্রকাশ করাযায়, তাহার অন্তে ! এই চিহ্নই প্রায় দেওয়া গিয়াথাকে, যথা, ভ্রাতঃ কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি! বলদেখি এখন কোথা বা বেদব্যাস; কোথা বা কালিদাস; কোথা বা আর২ মহোদয় মহাশয় গণ! কিন্তু কোথা বা তাঁহাদের কীর্ত্তি নাই; কোথা বা তাঁহাদের নাম নাই, অতএব কোথা বা তাঁহারা নাই!

( ) এই দুই চিহ্নের নাম পারেন্থিসিস্। কোন বাক্যের যে অংশ তুলিয়া লইলে ঐ বাক্যের প্রকৃতার্থের হানি হয় না, অথচ তাহা থাকিলে ঐ বাক্যবোধ্য অভিপ্রায়ের প্রকাশ আরোস্পষ্ট ও বিশিষ্টরূপে হয়* সেই অংশ ( ) এই দুই চিহ্নের মধ্যে ব্যবহৃত হয়,—যথা, মনুষ্য জন্ম

---

* অর্থাৎ যেমত পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্প তুলিয়া লইলে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব যায় না, অথচ পুষ্পিত থাকিলে তাহা আরো শোভিত দেখায়, তদ্রূপ।

পাইয়া যে অমনুষ্যত্বরূপে জীবন ধারণ সেই মরণ (ও সে জীবন হইতে বরং মরণ ভাল,) কিন্তু মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব করিয়া যে মরা সেই অচির বিনাশি জীবের চিরজীবী হওয়া। হওন ধাতুর বর্ত্তমান কালীয়রূপ প্রায় সর্ব্বত্র (লিখনে ও কথনেও অসুশ্রাব্যতা দোষে) অপ্রকাশিত থাকে।

“ ” এই চিহ্নের নাম কোটেষন্ অর্থাৎ উদ্ধৃতচিহ্ন। কোন গ্রন্থের বা বক্তৃতার কোন অংশ তুলিয়া লইয়া অবিকল সেই লেখক বা বক্তার উক্তিতে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার প্রথমে “ এইরূপ দুই উলটা কামা, ও শেষে ” এইরূপ দুই সোজা কামা দেওয়া যায়,* যথা, ভট্টাচার্য্য লিখেন “প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে; নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিকৃত হইয়াছে”। কথনং গ্রন্থকর্ত্তা বা বক্তার নাম উল্লেখ বিনা তাঁহার কোন প্রসিদ্ধ কথা গ্রহণ করিয়া উক্ত চিহ্নদ্বয়ের মধ্যে লিখাগিয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহা ঐ লেখকের নিজের কথা না বুঝাইয়া অন্য ব্যক্তির বুঝায়—যথা, ভ্রাতঃ, “কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ”। নল যুধিষ্ঠিরাদি পুণ্যাত্মা চতুষ্টয়ের এক্ষণে যদিও সে শরীর নাই; ও সে বিভব নাই, তথাপি স্বং সংকীর্ত্তিতে এমত স্মরণীয় হইয়া আছেন, যে লোকে প্রভাতে উত্থান কালেই কহে “পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী, পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ”॥

{ এই চিহ্নের নাম ব্রেস্। যখন অনেক কথার সহিত এক সাধারণ পদের অন্বয় করাযায় তখন ঐ সাধারণ পদের বারম্বার ব্যবহার না করিয়া ঐ কথা সমূহের পর { ব্রেস্ দিয়া তাহার পর ঐ সাধারণ পদের ব্যবহার করা যায়, যথা, ২০ ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

- এই হাইফেন্ চিহ্ন সংযুক্তপদের মধ্যে ব্যবহার করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগের অবয়ব পৃথক্ রাখাযায়, যথা, ছত্র-ধারী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, মন-চোরা। করিয়া-ছিলাম।

পাঁতির শেষে এক পদের কিয়দংশ পড়িয়া পর পাঁতির প্রথমে অব-শিষ্টাংশ পড়িলে পাতির শেষস্থ অংশের পর (অংশান্তরের সহিত তাহার সম্বন্ধ সূচনার্থ) হাইফেন্ - চিহ্ন ব্যবহার করাযায়।

যে স্থলে এক বাক্যার্থ সম্পূর্ণ না হইতে হঠাৎ তাহা ভঙ্গ হইয়া অন্য অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়, অথবা যে স্থলে বাক্যের ভাব অনপেক্ষিতরূপে

* কখনং উক্তরূপ বাক্যের প্রথমে ও শেষে উক্তরূপ একং কামাও ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

ফিরিয়া যায়, কিম্বা যে স্থলে বাক্যের প্রথম বা শেষ ভাগের সহিত আর২ ভাগের সম্বন্ধ বা অন্বয় থাকে, সেস্থলে (তৎসূচনার্থে) এই — ড্যাশ্ নামক চিহ্ন ব্যবহার করাযায়।

মূল রচনার নীচে বা পার্শ্বে তাহার টীকা লিখিত হইলে ঐ মূলে ও টীকায় পরস্পর সম্বন্ধ দর্শনার্থ উভয়েতে ক্রমে *, †, ‡, §, ||, ¶, এই চিহ্ন সকল ব্যবহার করাযায়।

* এইরূপ দুই তিন তারা চিহ্ন যে স্থলে ব্যবহৃত হয় সেখানে বোধ করিতে হইবে যে তত্রস্থ কোন পদ কদর্থকতাদি দোষজন্য বর্জিত হইয়াছে, অথবা আদর্শে ছিল না, যথা, ** শম্ভুশিরে ** চন্দ্রকলা। বড় শোভিল ছাড়হ ঠাটছলা॥

কোন২ বর্ণের বা পদ্যে কোন পদের বর্জন সূচনার্থে এলিপ্সিস্ নামক এই পরিমিত —— কসি ব্যবহার করাযায়, যথা, স——র, নাড়ী ধরি স্থানে২ করয়ে ভ্রমণ। আমি কাঁপি——জ্বরে সে বলে উলূণ॥

এক পংক্তিতে কোন কথা লিখিয়া তন্নিম্ন পংক্তিতে ঐ কথার নীচে এই " চিহ্ন অথবা তৎপরিমিত এক কসি দিলে উপরি লিখিত কথা ঐ (চিহ্ন বা কসির) স্থলে উহ্য বুঝায়, যথা, ১৫ ও ২৩২ পৃষ্ঠা দৃষ্টে প্রকাশ হইবে।

সমাস।

অর্থাৎ একাধিক পদের একীকরণ।

১ দুই বা অধিক পদ স্ব২ বিভক্তি লোপপূর্ব্বক, (ও তন্মধ্যবর্ত্তি সমুচ্চয়ার্থক শব্দ থাকিলে তাহা ত্যাগপূর্ব্বক,) সন্ধি পাইলে সন্ধিসূত্রে একত্রে গ্রন্থনদ্বারা এক পদ গণ্য হইয়া শেষে (আবশ্যক মতে) বিভক্ত্যাদি যুক্ত হইয়া থাকে। এমত সংযোগের নাম সমাস।

২ পরন্তু বিশেষে জ্ঞাতব্য এই যে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ সকলের সমাসে সংস্কৃত বিভক্তি লুপ্ত হইলে সংস্কৃতে আদৌ (অর্থাৎ বিভক্তি যোগ বিনা) যদবস্থ ছিল তদবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এবং শেষ পদ সংস্কৃতে সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত হয়, ঐবং বাঙ্গলায় এক-বচনীয় প্রথমান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া তদন্ত্য অনুস্বার বিসর্গাদি ত্যাগ এবং আবশ্যকমতে বাঙ্গলা বিভক্তি যোগ করাযায়।

বাঙ্গলাতে অনেক সংস্কৃত পদের সহিত সংস্কৃত বা বাঙ্গলা পদের সমাস করাগিয়াথাকে, এবং সংস্কৃতানুরূপে বাঙ্গলাপদের সহিত অনেক বাঙ্গলা-

পদের, এবং অন্য ভাষাহইতে গৃহীত বিশেষ২ পদেরও সমাস করাগিয়াথাকে, কিন্তু উভয়তঃ সংস্কৃত পদে সমাস হইলে যাদৃশ সুশ্রাব্য হয় তাদৃশ তদন্যথায় হয় না।

সমাস ছয় প্রকার:—দ্বন্দ্ব, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, ও বহুব্রীহি।

দ্বন্দ্ব সমাস।

মধ্যবর্ত্তি সমুচ্চয়ার্থক শব্দ লোপে সমকারকীয় ভিন্নার্থক (অথচ পরস্পর অন্বয় বিশিষ্ট) একাধিক পদের উক্তরূপে যে ঐক্য তাহা দ্বন্দ্ব সমাস কথিত হয়, যথা, রাম আর লক্ষ্মণ (সমাসে)=রামলক্ষ্মণ। জ্ঞাতি ও কুটুম্বরা (সমাসে)=জ্ঞাতিকুটুম্বরা।

দ্বন্দ্ব সমাস তিন প্রকার—অর্থাৎ, ইতরেতর, সমাহার, ও এক শেষ দ্বন্দ্ব।

বহু পদকে একপদ করিয়া তদন্তে বহুবচনীয় বিভক্তি যোগ করিলে তদ্রূপ সংযোগকে ইতরেতর দ্বন্দ্ব বলাযায়, যথা, আত্মীয় ও বন্ধু=আত্মীয়বন্ধুরা। জ্ঞাতিরা এবং কুটুম্বেরা ইহাদের (সমাসে)=জ্ঞাতিকুটুম্বদের। জ্ঞাতি ও আত্মীয় ও বন্ধু ইহাদিগকে (সমাসে)=জ্ঞাতিআত্মীয়বন্ধুদিগকে (হয়)।

বহুপদের একবচনীয়রূপে এক পদ হওয়ার নাম সমাহার দ্বন্দ্ব, যথা, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব=জ্ঞাতিকুটুম্ব। পীঠ ও ছত্র ও উপানহ =পীঠছত্রোপানহ।

সমস্যমান আর২ পদকে লোপ করিয়া (বা উহ্য রাখিয়া) কেবল প্রধান পদের বহুবচনরূপে প্রকাশ দ্বারা আর২ পদেরও যে প্রকাশ তাহার নাম এক শেষ দ্বন্দ্ব, যথা, আমি ও তুমি এই পদদ্বয় আমরা পদে প্রকাশ করাযায়, দুর্যোধন ও তৎপক্ষজনগণ দুর্যোধনেরা পদে বুঝায়।

কর্ম্মধারয় সমাস

(প্রায় সংখ্যাবাচক ভিন্ন) বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের একীকরণের নাম কর্ম্মধারয় সমাস, যথা, পরম+আত্মা=পরমাত্মা, নীল+

উৎপল=নীলোৎপল। তৎ+রূপ=তদ্রূপ। সত্+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ।

কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, ও তৎপুরুষ সমাসে—সখি (বা সখা) শব্দ সমস্যমান পদসমূহের শেষ পদ হইলে,—এবং রাত্রি শব্দ সর্ব্ব, পুণ্য, বর্ষা, দীর্ঘ, সংখ্যাবাচক ও (কালের) একদেশ বাচক পূর্ব্ব, পর, অপরাদি শব্দ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে,—অন্ত্য স্বরকে অকারে পরিবর্ত্ত করে, যথা, প্রিয়+সখি=প্রিয়সখ; সর্ব্ব+রাত্রি=সর্ব্বরাত্র, এই রূপ পুণ্যরাত্র, দীর্ঘরাত্র, পঞ্চরাত্র, পূর্ব্বরাত্র; ইত্যাদি।

উক্ত সমাস ত্রয়ে অহন্ ও রাজন্* শব্দের ন্ লুপ্ত হয়, যথা, ধর্ম্ম+রাজন্=ধর্ম্মরাজ, পর্ব্ব+অহন্=পর্ব্বাহ।

কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে মহৎ শব্দ মহা হয়, যথা, মহৎ+বিজ্ঞ=মহাবিজ্ঞ। মহৎ+আশয়=মহাশয়।

সর্ব্ব শব্দের পর এবং পূর্ব্ব, পর, অপর, মধ্য ও সায় ইত্যাদি (কালের) এক দেশ বোধক শব্দের পর, এবং সংখ্যাত ও সংখ্যাবাচক শব্দের পর অহন্ শব্দ অহ্ন হয়, যথা, সর্ব্ব+অহন্=সর্ব্বাহ্ন, পূর্ব্ব+অহন্=পূর্ব্বাহ্ন, সায়+অহন্=সায়াহ্ন, সংখ্যাত+অহন্=সংখ্যাতাহ্ন।

একাধিক এই অর্থে এক শব্দ পরবর্ত্তি দশ শব্দের সহিত সমাসে একা হয়, যথা, এক+দশ=একাদশ। দ্বি, ত্রি, ও অষ্ট শব্দ দ্ব্যধিক, ত্র্যধিক, ও অষ্টাধিক ইত্যর্থে দশ, বিংশতি, ও ত্রিংশৎ শব্দের পূর্ব্বে নিত্য, এবং চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, ও নবতি, শব্দের পূর্ব্বে বিকল্পে, দ্বা, ত্রয়স, ও অষ্টা হয়, যথা, দ্বি+দশ=দ্বাদশ, ত্রি+বিংশতি=ত্রয়োবিংশতি, অষ্ট+ত্রিংশৎ=অষ্টাত্রিংশৎ, দ্বি+চত্বারিংশৎ=দ্বাচত্বারিংশৎ বা দ্বিচত্বারিংশৎ। ইত্যাদি।

অশীতি শব্দের পূর্ব্বে দ্বি, ত্রি, ও অষ্ট শব্দের স্থানে দ্বা, ত্রয়স্ ও অষ্টা আদিষ্ট হয় না, যথা, দ্বি+অশীতি=দ্ব্যশীতি।

বিংশতি আদি দশকবোধক শব্দের এক-ঊন ইত্যর্থে শুদ্ধ ঊন শব্দ তত্তৎপূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়, যথা, ঊনবিংশতি, ঊনত্রিংশৎ ইত্যাদি। ৭৪, ৭৫, ৭৬, পৃষ্ঠা দেখ।

যে পদের অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে ক্† থাকে তাহা, ও (সংখ্যার) পূরণী বিশেষণ, আখ্যাবোধক শব্দ, মানিনী বর্জিয়া ঈ-কারান্ত জাতি বা স্বাঙ্গ বাচক‡ পদ, এবং ণ্ ইত্ গিয়াছে এমত তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত পদ, (স্ত্রীলিঙ্গবাচ্য বিশেষ্যের

---

* (অথবা রাজা শব্দের অন্ত্য আ অ হয়)

† অর্থাৎ তদ্ধিত বা অক প্রত্যয়ের ক্। ‡ ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বিশেষণ হইলে) পুম্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গবাচ্য রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, রসিকা+ভার্য্যা=রসিকভার্য্যা, পঞ্চমী+ভার্য্যা=পঞ্চমভার্য্যা, সীতা+স্ত্রী =সীতস্ত্রী,* ব্রাহ্মণী+ভার্য্যা=ব্রাহ্মণভার্য্যা, সুকেশী+ভার্য্যা=সুকেশভার্য্যা।

দ্বিগু সমাস।

পূর্ব্ববর্ত্তি সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত পদান্তরের যে সংযোগ তাহার নাম দিগু সমাস, যথা, ত্রি-ভুবন। তিন+মহনা= তে-মহনা। চারি+রাস্তা=চৌ-রাস্তা†।

তৎপুরুষ সমাস।

পূর্ব্ববর্ত্তি দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদের বিভক্তি লোপে পর পদের সহিত যে সমাস তাহার নাম তৎপুরুষ।‡

পরন্তু বিভক্তি সমূহের মধ্যে যে বিভক্তি লোপদ্বারা তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন হয় সেই বিভক্তির নামপূর্ব্বক তৎপুরুষ সমাস বিশেষ করাযায়, যথা, দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপে নিষ্পন্ন সমাস দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাযায়। এই রূপ তৃতীয়া ও চতুর্থী আদি তৎপুরুষ সমাস।

ভিন্ন২ তৎপুরুষ সমাসীয় পদসাধনের উপদেশ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

কর্ম্মকারকীয় বিশেষ্য পদের বা (কদাচিৎ) তদ্রূপে ব্যবহৃত বিশেষণ পদের সঙ্গে ধাতুরূপে দর্শিত দ্বিতীয় প্রকার (সকর্ম্মক) ক্রিয়াবাচক শব্দের, কিম্বা ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় দর্শিত সংস্কৃত ধাতুসকলের মধ্যে কোন সকর্ম্মক

---

* অর্থাৎ সীতানাম্নী স্ত্রী।

† দ্বিগু ও বহুব্রীহি সমাসে দুই, তিন, ও চারি শব্দের স্থানে ক্রমে দো (বা দু), তে, ও চৌ আদিষ্ট হয়।

‡ তৎপুরুষ সমাসস্থ পদদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পদ প্রায় শব্দ হয়।

ধাতুর, অথবা কোন কর্ত্তবোধক পদের সংযোগকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলাযায়, যথা, ছেলে-কে ধরে এই অর্থে ছেলেধরা হয়।

চুল-কে ছাটে „ চুলছাটা „
ক্ষতি-কে করে „ ক্ষতিকর „
খ্রীষ্টধর্ম্ম-কে অবলম্বন করে } „ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

এই সমাস করণ-কারকীয় পদের সহিত (তদ্বিভক্তি বর্জন পূর্ব্বক) প্রায় ক্তান্তপদ সংযোগে নিষ্পন্ন হয়, যথা, হস্ত-কৃত—অর্থাৎ হস্তকরণক কৃত। শীতার্ত্ত—অর্থাৎ শীত-দ্বারা আর্ত্ত।

চতুর্থী তৎপুরুষ॥

(পূর্ব্ববর্ত্তি) সম্প্রদান-কারকীয় পদের সহিত প্রায় সংস্কৃত পদেরই সংযোগ হইয়া চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলাযায় যথা, বিষ্ণুকে+দত্ত=বিষ্ণুদত্ত; ব্রাহ্মণকে+দাতব্য=ব্রাহ্মণদাতব্য।

পঞ্চমী তৎপুরুষ॥

(পূর্ব্ববর্ত্তি) অপাদান কারকীয় পদের সহিত (যে কোন রূপে হউক, স্থানান্তরীকৃত ইতি অর্থবোধক) সংস্কৃত ক্তান্তপদের যে সংযোগ তাহা পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস, যথা, বিপদ্ হইতে+উত্তীর্ণ=বিপদুত্তীর্ণ (১), পদ হইতে+চ্যুত=পদচ্যুত (২), সাগর হইতে+উত্থিত=সাগরোত্থিত (৩)।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

শব্দ মাত্রেরি প্রায় পূর্ব্ববর্ত্তি ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত সংযোগ করাযায়, এবং এমত সংযোগকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলাযায়, যথা, গুরুর+পুত্র=গুরুপুত্র (৪), রসের+আকর্ষণ=রসাকর্ষণ (৫),

---

সংস্কৃত।—

১ বিপদঃ+উত্তীর্ণঃ=বিপদুত্তীর্ণঃ। ২ পদাৎ+চ্যুতঃ=পদচ্যুতঃ। ৩ সাগরাৎ+উত্থিতঃ=সাগরোত্থিতঃ।
৪ গুরোঃ+পুত্রঃ=গুরুপুত্রঃ। ৫ রসস্য+আকর্ষণং=রসাকর্ষণং।

কামারের+দোকান=কামারদোকান (৬), প্রেমের+বাজার=প্রেমবাজার (৭), মুসলমানের+পাড়া=মুসলমান্‌পাড়া (৮), উমার+সহ=উমাসহ (৯), শিবের+সহিত=শিবসহিত (১০), রাজার+সভা=রাজসভা (১১), দেবগণের+রাজা=দেবরাজ (১২)।

কখনং মধ্য ব্যবহিত (নিমিত্তাদি) পদ লুপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ও পরপদ একীকৃত হয়, যথা, বিয়াপাগলা (১৩)—অর্থাৎ বিয়ার নিমিত্তে পাগল। ঘোড়াবেয়ে—অর্থাৎ ঘোড়ার জন্যে বায়ুগ্রস্ত।

সপ্তমী তৎপুরুষ।

এই সমাসে ক্তান্তপদ বা ক্রিয়াবাচক শব্দ কিম্বা ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় দর্শিত বিশেষরূপ সংস্কৃত ধাতু পূর্ব্ববর্ত্তি সপ্তম্যন্ত পদের সহিত সংযুক্ত হয়, যথা, গৃহে+জাত, (সমাসে)=গৃহজাত, গ্রামে+স্থিত=গ্রামস্থিত, ঘরে+গড়া=ঘরগড়া, গৃহে+আগমন=গৃহাগমন।

এইরূপ ক্ষেত্রে জন্মে এই অর্থে ক্ষেত্রজ, জলেতে চরে এই অর্থে জলচর।

অব্যয়ীভাব সমাস।

অব্যয়ের সহিত শব্দের যে যোগ তাহার নাম অব্যয়ীভাব সমাস, যথা, প্রতি-দিন, অনু-ক্ষণ, যথা-শক্তি, জন-প্রতি। বাঙ্গলাতে অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যবহার অতিঅল্প।

বহুব্রীহি সমাস।

সমস্যমান দুই বা বহু পদ স্বকীয়ার্থ না বুঝাইয়া যখন তত্তৎ পদার্থ বিশিষ্ট যে তাহাকে বুঝায়, তখন তদ্রূপ সংযোগকে বহুব্রীহি সমাস বলাযায়, যথা, বহুব্রীহি শব্দে বহু আছে ব্রীহি

সংস্কৃত।—

৬ কার্ম্মকারস্য+কার্য্যালয়ঃ=কর্ম্মকারকার্য্যালয়ঃ। ৭ প্রেম্ণঃ+আপণঃ=প্রেমাপণঃ। ৮ যবনস্য+পল্লী=যবনপল্লী।

৯ উময়াসহ=উমাসহ। ১০ শিবেন+সহিতঃ=শিবসহিতঃ। সংস্কৃতে সহার্থক শব্দযোগে পূর্ব্বপদ তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় ষষ্ঠ্যন্ত রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, উপরি দৃষ্টান্তে প্রকাশ। ১১ রাজ্ঞঃ+সভা=রাজসভা, ১২ দেবানাং+রাজা=দেবরাজঃ।

১৩ বিবাহায় বা বিবাহার্থং+উন্মত্তঃ=বিবাহোন্মত্তঃ।

যাহাতে এমত ক্ষেত্র বা আধার বুঝায়, পীতাম্বর শব্দে পীত অম্বর বিশিষ্ট যে কৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝায়। নীলোজ্বলবপুঃ শব্দে উজ্বল নীল শরীরবিশিষ্ট কৃষ্ণকে বুঝায়।

বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদ বিস্তর স্থলে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

বহুব্রীহি সমাসে পদস্থাপনের ক্রম।

বহুব্রীহি সমাসস্থ পদদ্বয় বা কতিপয় মধ্যে শেষ পদ বিশেষ্য শব্দ এবং কদাচিৎ বাঙ্গলা ক্তান্তপদও হয়। প্রথম পদ বিশেষ্য শব্দ, বিশেষণ, অব্যয়, সংস্কৃত ক্তান্ত বা ক্রিয়াবাচক শব্দ হয়। এবং ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তি কোন পদ থাকিলে তাহা প্রায় বিশেষণ হয়, যথা. পদ্ম-লোচন, মহামতি, দশানন, দুর্মেধা, হাতকাটা, ছিন্নহস্ত, রূপবৎ যুবভার্য্যা।

কিন্তু উপমেয় ও উপমান পদে সমাস হইলে উপমান বোধক পদ প্রথমে ব্যবহৃত হয়, যথা, চন্দ্রোপম বদন (যাহার) এই সমাসে চন্দ্রবদন হয়, বানর বৎ বা তুল্য মুখ যাহার তদর্থে বানরমুখ।

লিঙ্গ।

বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন (সংযুক্ত) পদ সকল বিশেষণ হওয়াতে তত্তদ্ বিশেষ্য যে লিঙ্গবাচক সেই লিঙ্গবাচ্য রূপ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই রূপ প্রাপ্তিতে ঐ সমাসস্থ শেষ পদমাত্র বিশেষ্যের লিঙ্গানুসারে রূপ প্রাপ্ত হয়,অন্য পদ আদিরূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, শ্যামবর্ণ (পুরুষ), শ্যামবর্ণা (স্ত্রী), শ্যামবর্ণ (বস্ত্র), লব্ধপ্রতিষ্ঠ (পুরুষ), লব্ধ প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী), লব্ধ প্রতিষ্ঠ (কুল), সু-রূপ (পুরুষ), সুরূপা (স্ত্রী), সু-রূপ পুষ্প। যুব ভার্য্য, (অর্থাৎ যুবতী ভার্য্যা বিশিষ্ট পতি)। গুণবৎপুত্রা (অর্থাৎ গুণবান্ পুত্রবিশিষ্টা স্ত্রী)*।

---

* উপরি দর্শিত সমাসস্থ পদ কতিপয় আদৌ বর্ণ, প্রতিষ্ঠা, রূপ. ও ভার্য্যা ও পুত্র ছিল। বর্ণপদ স্বভাবতঃ পুংলিঙ্গ হইয়াও, স্ত্রীপদের বিশেষণে বর্ণা হইল, এবং ক্লীবলিঙ্গ বাচক বস্ত্রপদের বিশেষণে বাঙ্গলায় রূপান্তর না হইয়াও অর্থতঃ ক্লীবলিঙ্গ

বিশেষ বিবেচনা।

বহুব্রীহি সমাস্থ শেষপদ আদৌ স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্য হইলে, ও তৎপূর্ব্বে একাধিক বিশেষণ সংযুক্ত থাকিলে, সাধারণ মতে ঐ তাবৎ বিশেষণ আদি রূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, গুণবতী+যুবতী+ভার্য্যা=গুণবৎ যুব ভার্য্য। এবং মতভেদে কেবল শেষ বিশেষণ আদিরূপ প্রাপ্ত হয়, যথা, গুণবতী যুব ভার্য্য এবং কস্যচিৎ মতে কোন বিশেষণই আদিরূপ হয় না, যথা, গুণবতী যুবতী ভার্য্য। কিন্তু শেষ মত ভাষ্য বিরুদ্ধতাহেতু অতি বিরল।

বিশেষ লক্ষণ।

সক্থি ও অক্ষি শব্দ বহুব্রীহি সমাসস্থ শেষ পদ হইলে স্বাঙ্গার্থে তদুভয়ের ই-কার (পুংলিঙ্গে) অকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, পুণ্ডরীক+অক্ষি=পুণ্ডরীকাক্ষ, দীর্ঘ+সক্থি=দীর্ঘসক্থ অস্বাঙ্গে—যথা, দীর্ঘ সক্থি শকট।

দ্বি ও ত্রি শব্দের পর মূর্দ্ধন্ শব্দের ন্ লুপ্ত হয়, যথা, দ্বিমূর্দ্ধ।

সু, উৎ, সুরভি, ও পূতি শব্দ যোগে গন্ধ শব্দের অন্ত্য অকার ই-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, সুগন্ধি, উদ্গন্ধি, সুরভিগন্ধি, পূতিগন্ধি।

পূর্ব্ববর্ত্তি উপমান বাচক শব্দ যোগে গন্ধ শব্দের অ বিকল্পে ই হয়, যথা, ঘৃতগন্ধি, বা ঘৃতগন্ধ, পদ্মগন্ধি বা পদ্মগন্ধ।

বহুব্রীহি সমাসের শেষ পদ হইলে ধর্ম্ম শব্দের অন্ত্য অ, ও আদৌ মন্ ভাগান্ত শব্দের অন্ ভাগ (স্ত্রী ও পুংলিঙ্গে) প্রায় আকার হয়, যথা, বিধর্ম্মা (স্ত্রী), অ+কর্ম্মন্=অকর্ম্মা (পুরুষঃ), ও ক্লীব লিঙ্গে ঐ আ হ্রস্ব হয়, যথা, নির্+কর্ম্মন্=নিষ্কর্ম্ম (ব্রহ্ম)।

বাচ্য হইল। প্রতিষ্ঠা আদৌ স্ত্রীলিঙ্গ বাচ্য হইয়াও পুংলিঙ্গ বাচক পুরুষ-ও ক্লীবলিঙ্গ বাচক কুলপদের অনুরোধে (তত্তৎলিঙ্গ সূচনার্থে) প্রতিষ্ঠ হইল। রূপ শব্দ স্বভাবতঃ ক্লীবলিঙ্গ বাচক, কিন্তু স্ত্রী শব্দের বিশেষণে তল্লিঙ্গ বাচক আকার প্রাপ্ত হইল, ক্লীব লিঙ্গবাচক পুষ্প শব্দের বিশেষণে পূর্ব্বাবস্থই থাকিল, এবং পুরুষ পদের বিশেষণে পূর্ব্বরূপ থাকিয়াও ফলতঃ পুংলিঙ্গ বাচক হইল। ভার্য্যা স্বতঃ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হইয়াও পুরুষ পদের অনুরোধে পুংলিঙ্গ বাচ্য রূপ ভার্য্য হইল। পুত্র-পদ স্বতঃ পুংলিঙ্গ হইয়াও স্ত্রীলিঙ্গপদের বিশেষণে তদ্বোধক রূপে পুত্রা হইল। এবং শ্যাম, লব্ধ, ও যুবতী পদ স্বং আদিরূপ প্রাপ্ত হইল।

দুর্, ও সু, এবং নঞ্ অর্থক অ পূর্ব্বক প্রজ্ঞা, এবং ঐ সকল, ও মন্দ ও অল্প শব্দ পূর্ব্বক মেধা শব্দের আ সংস্কৃতে পুং ও স্ত্রী লিঙ্গে অস্ হইয়া ঐ অস্ আঃ হয়, এবং ক্লীব লিঙ্গে অঃ হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় (পরপদের সহিত সন্ধি বা সমাস না হইলে) তদ্বিসর্গ লুপ্ত যথা,—

(সংস্কৃত) সু-মেধাঃ (বাঙ্গলা) সু-মেধা।
,, অ-প্রজাঃ ,, অ-প্রজা।

আর২ অস্‌ভাগান্ত শব্দেরও সামান্যতঃ ঐ রূপ হইবে, যথা, নির্+তেজস্=নিস্তেজাঃ (পুরুষঃ)। নির্+তেজস্=নিস্তেজঃ (ঔষধং)।

কোন পদ ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ হইলে তাহার অন্ত্য দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়।

বহুব্রীহি সমাসস্থ শেষ পদ ঋ-কারান্ত, অথবা স্ত্রীলিঙ্গসূচক ঈ বা ঊ-কারান্ত হইলে তদন্তে ককারকের আগম হয়, যথা, অ-মাতৃক, সস্ত্রীক।

উরস্, বয়স্, সর্পিস্, করণ, কর্ম্মন্,—ন্, আত্মন্—ন্, পূর্ব্ব, মূল, পুত্র, অন্ অথবা স পূর্ব্বক অর্থ, এবং আর কতিপয় শব্দের পর প্রায়, এবং মনস্ ও নির্ পূর্ব্বক অর্থ ও যশস্, ও আর কতিপয় শব্দের পর বিকল্পে স্বার্থে ক হয়, যথা, ব্যূঢ়+উরস্=ব্যূঢ়োরস্ক, অধিক+বয়স্=অধিকবয়স্ক, প্রিয়+সর্পিস্=প্রিয়সর্পিষ্ক, কুঠারকরণক, অ+কর্ম্ম অকর্ম্মক, তদাত্মক, জ্ঞানপূর্ব্বক, ধাতু+মূলক, অ+পুত্র=অপুত্রক, অন্+অর্থ=অনর্থক, স+অর্থ=সার্থক, অন্য+মনস্=অন্যমনস্ক, বা অন্যমনাঃ হমৎ+যশস্=মহাযশাঃ বা মহাযশস্ক॥

স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্যের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াও (সমাসে) পুম্বদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গ বাচ্য রূপ প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ বিধি—ঊপ্ প্রত্যয় যোগে ঊকারান্ত শব্দের, (তদ্ধিত বা অক প্রত্যয় যোগে) যে শব্দের অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে ক থাকে তাহার, পূরণী বিশেষণ, ও আখ্যাবোধক শব্দের, ও মানিনী

ভিন্ন জাতি বা স্বাঙ্গবাচক ঈ-কারান্ত শব্দের, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে পুম্বদ্ভাব হয়না, যথা, বামোরু ভার্য্যা, রসিকা ভার্য্যা, পাচিকা-ভার্য্যা, পঞ্চমী-ভার্য্যা, সীতা-ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী-ভার্য্যা,সুকেশী-ভার্য্যা, ব্রাহ্মণ মানিনী।

বাম, লক্ষ্মণ, সহিত, সংহিত, ও উপমান বাচক শব্দ পূর্ব্বক উরু শব্দের উ স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ হইয়া তাহার আর পুম্বদ্ভাব হয় না যথা, বাম+ ঊরু+ভার্য্যা=বামোরুভার্য্যা।

সংস্কৃতে আপ্, ঈপ্ ও ঊপ্ যোগে নিষ্পন্ন আ, ঈ, আর ঊ-কারান্ত শব্দের আ, ঈ এবং ঊ, আর সমাসপদে অন্তস্থিত গো শব্দের ও, অপ্রধানত্বে হ্রস্ব হয়, যথা, কালী+তনূ=কালতনুঃ (পুরুষঃ বা স্ত্রী)। ত্যক্তা+মায়া=ত্যক্তমায়ঃ (পুরুষঃ)। ত্যক্ত-মায়া (স্ত্রী)। শুভ্র+গৌঃ=শুভ্রগুঃ।

কিন্তু ইয়স্ প্রত্যয় পূর্ব্বক ঈ-কারের হ্রস্ব হয় না, যথা, বহু প্রেয়সী (পুরুষ)।

সংস্কৃত বা অবিকল সংস্কৃত নয় এমত হলন্ত, কিম্বা অ, ই বা ঈ, উ বা ঊ-কারান্ত পদ বহুব্রীহি সমাসের শেষ পদ হইলে তাহার সেই অ, ই বা ঈ এ-কারে, এবং উ বা ঊ ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, গঙ্গা+জল= গঙ্গাজলে, খাট+চুল=খাটচুলে, বা খাটচুলো। কাণ+তুলসী=কাণ-তুলসে। কটা+চক্ষু*=কটাচখো।

বহুব্রীহি সমাসস্থ শেষ পদের প্রথম ভাগ আকারান্ত হইলে ঐ আকার একারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, ঠেঙ্গা+হাত=ঠেঙ্গাহেতে, চিরুণ+দাঁত= চিরুণদেঁতে।

বহুব্রীহি সমাসে পা, মুখ, দুই, তিন, ও চার শব্দ ক্রমে পেয়ে, মুখো, দো, তে ও চৌ হয়, যথা, দোপেয়ে, তেমুখো, চৌমাতা।

বিশেষ বিবেচনা।

বহু ব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদবোধ্য বস্তু বা গুণ বিশিষ্ট যে তদ্বোধক পদের ব্যপদেশ স্থলবিশেষে ১ করণ, ২ অপাদান, ৩ সম্বন্ধ, বা ৪ অধিকরণ কারকীয় রূপে হয়, যথা, ১ লোহা পিটানযায় যে হাতুড়ির দ্বারা এমত পদ সমূহের সমাসে লোহা পিটান হাতুড়ি হয়, ২ মাখন তোলা গিয়াছে যে দুগ্ধ হইতে এই কএক পদ সমাসে মাখনতোলা দুগ্ধ; ৩ বাঁকা গাল যাহার এই কএক পদ সমাসে গালবাঁকা, চন্দ্রের ন্যায় বদন যে কন্যার সে চন্দ্রবদনা কন্যা। ৪ ঔষধ মাড়াযায় যে খলে এই কএক পদের সমাসে ঔষধমাড়াখল হয়।

---

* চক্ষু শব্দ বাঙ্গলায় সামান্যতঃ চখ্ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু উক্তরূপ সমাসে বিশেষ্য পদের যে কোন কারকে ব্যপদেশ কেন হউক না, তাহা আবার তৎসঙ্ক্রান্ত ক্রিয়ানুসারে যে কারকে ব্যবহার্য্য সেই কারকীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা, একটা লোহাপিটানহাতুড়ি আন। মাখনভোলাদুগ্ধের স্বাদ নাই। ঐ গালবাঁকা ছোঁড়াকে ডাকতো। আমার ঔষধমাড়া খলখান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর একখান ঔষধমাড়া খলের আবশ্যক হইয়াছে।

ষট্ সমাস।

পরিমাণ বোধক শব্দ শুদ্ধ পরিমাণমাত্রের বোধক হইলে কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হয় না, যথা, দশ-শের ঘৃত, দুইশত মুদ্রা, বিশ হাত কাপড়। কিন্তু, মন, শের, ছটাক, হাত, গজ, বুরুল, ও আঙ্গুল শব্দ যোগে নিষ্পন্ন সমাসীয় পদ কোন পাত্রের বা পরিমাপক কোন দ্রব্যের বিশেষণ হইলে ক্রমে মনি বা মুনি, শেরা, ছটাকে, হাতি, গজা, বুরুলে ও আঙ্গুলে হয়, যথা, দুইমনি (বাটখারা), হাজার মনি (নৌকা) পাঁচশেরা (ভাড়), পাঁচ ছটাকে (বাটী), আটহাতি (নল), বিশগজা (থান), আটারবুরুলে (হাত)।

মন, শের, পোয়া, ছটাক, ও হাত শব্দ এক শব্দের সহিত সমাস প্রাপ্ত হইলে এক শব্দ বিকল্পে লুপ্ত হয়, ও তদর্থসূচনার্থে মন শব্দ মুনকে হয়, শের—শিরকে হয়, পোয়া—পোয়াকে, ছটাক—ছটাকে, ও হাত—হাতকে হয়, যথা, মুনকে বাটখারা;—অর্থাৎ একমনি বাটখারা, ইত্যাদি।

(তৎপুরুষ সমাসে) অক্ষি শব্দ চক্ষু না বুঝাইলে অক্ষ হয় (১), নতুবা পূর্ব্বাবস্থই থাকে (২), যথা, গো+অক্ষি=গবাক্ষ (১), বিপ্র+অক্ষি=বিপ্রাক্ষি (২)।

(কর্ম্ম ধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে) কু শব্দ রথ, ও স্বরাদি শব্দের পূর্ব্বে কত্ (বা কদ্) হয় (১), উষ্ণ, ও অগ্নি শব্দের পূর্ব্বে (ঈষদর্থে) কব বা কা হয় (২), এবং পথ ও পুরুষ শব্দের পূর্ব্বে কা হয় (৩), যথা, কু+রথ=কদ্রথ, কু+আকার=কদাকার (১), কু+উষ্ণ=কবোষ্ণ, কু+অগ্নি=কাগ্নি (২), কু+পুরুষ=কাপুরুষ।

(প্রধানতঃ কর্ম্মধারায় ও বহুব্রীহি সমাসে) নাভি, পিণ্ড, পত্নী, পক্ষ, বন্ধু, গন্ধ প্রভৃতি* শব্দের পূর্ব্বে, সমান শব্দ নিত্য স হয়, এবং রূপ, নাম, গোত্র, স্থান, বর্ণ বয়স্, বচন, ধর্ম্ম, জাতীয়, উদর্য্য, শব্দের পূর্ব্বে বিকল্পে স হয়, যথা, সমান+নাভি=সনাভি, সমান+পিণ্ড=সপিণ্ড। সমান+পত্নী=সপত্নী। সমান+পক্ষ=সপক্ষ। সমান+বর্ণ=সমানবর্ণ বা সবর্ণ। সমান+গোত্র=সমানগোত্র বা সগোত্র।

---

* অর্থাৎ, জ্যোতিঃ, জনপদ, রাত্রি, লোহিত, কুক্ষি, বেণী, ব্রহ্মচারী, তীর্থ।

সংস্কৃতে সমাসের প্রথম ভাগ হইলে, তদ্ শব্দ তিন লিঙ্গে এবং উভয় বচনেই (বিভক্তি ত্যাগান্তে) তৎ হয়; যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দ বিভক্তি লোপান্তে বহুবচনে তদবস্থই থাকে, এক বচনে ত্বৎ ও মৎ হয়, এবং আর২ সংস্কৃত পদ বিভক্তি ত্যাগে প্রকৃতিরূপ প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গলাতে এইরূপ সমাসনিষ্পন্ন পদসকল এক বচনীয় প্রথমান্তরূপে গ্রহণ করিয়া তদন্তে অনুস্বার ও বিসর্গ থাকিলে তাহা ত্যাগ এবং (আবশ্যকমতে) বাঙ্গলা বিভক্তি যোগ করিয়া ব্যবহার করা গিয়াথাকে, যথা,—

সমস্যমান পদ।		সমাসনিষ্পন্ন পদ। সংস্কৃত	বাঙ্গলা।	
সঃ	+ বিষয়ঃ	= তদ্বিষয়ঃ	তদ্বিষয়*	অর্থাৎ সে বিষয়।
সা	+ ভূমিঃ	= তদ্ভূমিঃ	তদ্ভূমি	— সে ভূমি।
তদ্	+ পুষ্পং	= তৎপুষ্পং	তৎপুষ্প	— সে পুষ্প।
তেন বা তয়া	+ দত্তং	= তদ্দত্তং	তদ্দত্ত	— তৎকর্ত্তৃক দত্ত।
তৈঃ বা তাভিঃ	+ নির্ম্মিতং	= তন্নির্ম্মিতং	তন্নির্ম্মিত	— তাঁহদেরকর্ত্তৃক ইত্যাদি নির্ম্মিত।
তস্মাৎ	+ উৎপন্নং	= তদুৎপন্নং	তদুৎপন্ন	— তাহাহইতে উৎপন্ন।
তস্য বা তস্যাঃ	+ ভ্রাতরঃ	= তদ্ভ্রাতরঃ	তদ্ভ্রাতারা	— ভাহার ভ্রাতারা।
তেষাং বা তাসাং	+ বস্ত্র	= তদ্বস্ত্র	তদ্বস্ত্র	— তাহাদের বস্ত্র।
তেভ্যঃ বা তাভ্যঃ	+ গৃহীতং	= তদ্গৃহীতং	তদ্গৃহীত	— তাঁহাদেরহইতে গৃহীত।
ত্বয়া	+ দত্তং	= ত্বদ্দত্তং	ত্বদ্দত্ত	— তোমাকর্ত্তৃক দত্ত।
ময়া	+ উক্তং	= মদুক্তং	মদুক্ত	— আমাকর্ত্তৃক উক্ত।
যুষ্মাভিঃ	+ ক্রীতং	= যুষ্মদ্ক্রীতং	যুষ্মদ্ক্রীত	— তোমাদেরকর্ত্তৃকক্রীত।

—*—অনন্তর এই নিষ্পন্নপদসকল (আবশ্যক মতে) বাঙ্গলা বিভক্তিযোগে রূপ করাগিয়াথাকে, যথা, তদ্বিষয়ের ইত্যাদি।

সমস্যমান পদ			সমাসনিষ্পন্ন পদ।		
			সংস্কৃত	বাঙ্গলা	
অস্মাভিঃ	+কৃতং	=	অস্মদ্কৃতং	অস্মদ্কৃত অর্থাৎ	অস্মদাদিকর্তৃক কৃত।
তব	+পুত্রং	=	ত্বৎপুত্রং	ত্বৎপুত্রকে —	তোমার পুত্রকে।
মম	+পত্নী	=	মৎপত্নী	মৎপত্নী —	আমার পত্নী।
যুষ্মাকং	+ভূমিঃ	=	যুষ্মদ্ভূমিঃ	যুষ্মদ্ভূমি —	যুষ্মদাদির ভূমি।
অস্মাকং	+দেশে	=	অস্মদ্দেশে	অস্মদ্দেশে —	আমাদের দেশে।
পিতুঃ*	+গৃহং	=	পিতৃগৃহং	পিতৃগৃহ —	পিতার গৃহ।
ভ্রাত্রা*	+দত্তং	=	ভ্রাতৃদত্তং	ভ্রাতৃদত্ত —	ভ্রাতৃকর্তৃক দত্ত।

কিন্তু উক্তরূপ নিষ্পন্ন পদসকল সিদ্ধ হইয়াছে যেং রূপ পদের সমাসে সমস্যমান তদ্রূপ পদের ব্যবহার বাঙ্গলায় হয় না, অর্থাৎ সমাসার্থে স+বিষয়ঃ, সা+ভূমিঃ তেন বা ত্বয়া+দত্তং তৈঃ+ধৃত ইত্যাদি রূপ পদের ব্যবহার বাঙ্গলায় নাই।

আরং ভাষাতেও সমাস হইয়া থাকে, কিন্তু এমত সুনিয়মে হয় না, এবং তাহাতে সমাস রচনার সংস্কৃতবৎ সুনিয়মও অদ্যাপি হয় নাই। তন্মধ্যে পারসী, আরবী, ইংরাজী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার সমাসনিষ্পন্ন অনেক পদ বাঙ্গলাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা,—

পাং খোশ্‌চেহরা, খানা-জঙ্গী।
আং আলী-মেজাজ্, মাশ্-তদারক্।
পাং আং খুব্-সুরত্,
ইং গবর্ণমেন্ট-হৌস্, রাইটিং-বাক্স।
হিং মুক্ত-দান, সুখ-দান, জগ-মাতা জগ-মাতা।

আবার ভিন্নং বিজাতীয় ভাষার পদদ্বয়ে সমাস হইয়া বাঙ্গলায় চলিতেছে, যথা, ডাক্তর-খানা, গাড়ি-খানা, ডিক্রী-জারী, বাজার-ভাও, কুলি-বাজার, বিল-সরকার, ঘোড়-সোয়ার, ইত্যাদি।

* পিতুঃ ও ভ্রাত্রা পদ পিতৃ ও ভ্রাতৃ শব্দের সম্বন্ধ ও করণ কারকীয় রূপ, এস্থলে বিভক্তি লোপে ঐ আদিরূপ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ ও ভ্রাতৃ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পদ্য।

পরিমিত বর্ণে গ্রথিত এবং বিশেষ ছন্দে বিন্যস্ত যে বাক্যাংশ বা বাক্য তাহা চরণ বা পাদ। সংস্কৃতে উক্তরূপ চারি চরণে এক শ্লোক হওয়াতে পদ্য চতুষ্পদী বলাগিয়াথাকে। বাঙ্গলাতেও সংস্কৃত শ্লোকানুসারে চারি চরণের ন্যূন প্রায়* ব্যবহৃত না হওয়াতে বাঙ্গলা পদ্যও চতুষ্পদী বলিলে বলা-যাইতে পারে।

(সংস্কৃত) পদ্য বৃত্ত ও জাতি এই দুই প্রকারে দ্বিধা।—অক্ষর সংখ্যাত যে পদ্য সে বৃত্ত, মাত্রানুসারে রচিত যে পদ্য তাহা জাতি। বৃত্ত আবার সম, অর্দ্ধসম, ও বিষম এই তিন নাম ভেদে তিন প্রকার। যে শ্লোকের চারি পদ সমান তাহা সম বৃত্ত।

যে শ্লোকের তৃতীয় চরণ আদি চরণের সমান, ও চতুর্থ চরণ দ্বিতীয় চরণের সমান তাহা অর্দ্ধসমবৃত্ত, যথা,

তারা সব সখী গণ।
প্রবেশ করিল কামিনীর নিকেতন॥
এথা কহিছে মদন।
শুক মুখে শুনে সারী মুদিয়ে নয়ন॥

---

* দৃষ্টান্ত বা কথান্ত কথাদিতে কখন এক চরণ কখন বা দুই চরণ ব্যবহার করাগিয়া থাকে, যথা, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"।
কিন্তু তিন বা অন্য বিযুক্ত সংখ্যক চরণের ব্যবহার প্রায় নাই॥

যে শ্লোকের চারি চরণই পরস্পর অসমান; তাহা বিষম বৃত্ত, যথা,

অলস অবশ দুহ অঙ্গ অচেতন ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজীল হাস বাস পরি সম্ভ্রম রসবতী বাহিরে যায়ে।।
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি লাজ কর কোন কাযে।।

বাঙ্গলাতে সমবৃত্ত বই অর্দ্ধসম ও বিষমবৃত্ত পাদের রচনা প্রায় নাই।

সংস্কৃতে অনেক ছন্দ বর্ণের গুরুত্ব ও লঘুত্বের সংখ্যা অথচ অক্ষরের সংখ্যানুসারি, এবং অবশিষ্ট শুদ্ধ মাত্রানুসারি*।

বাঙ্গলায় উক্ত দুই প্রকারে কতিপয় সংস্কৃত ছন্দোঽনুসারেই কেবল কিছু পদ্যরচনা হইয়াছে; কিন্তু (অক্ষরের গুরুত্ব ও লঘুত্ব ভেদ, ও মাত্রার গণনা বিনা) শুদ্ধ অক্ষরের সংখ্যানুসারে অনেক ছন্দে অনেক পদ্যরচনা হইয়াছে॥

লঘু-গুরু-ভেদ॥

দীর্ঘস্বর স্বভাবতঃ গুরু ও হ্রস্ব স্বর স্বতঃ† লঘু হওয়াতে হল বর্ণসঙ্গে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত উভয় অবস্থাতেই ক্রমে গুরু ও লঘু গণিত হয়। পরন্তু লঘুবর্ণ অনুস্বার বা বিসর্গ যুক্ত হইলে, অথবা সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তি হইলে গুরু হয়, এবং পাদের অর্থাৎ চরণের অন্ত্য বর্ণ বিকল্পে লঘু ও গুরু হয়‡। —অর্থাৎ স্বভাবতঃ লঘু হইলে ছন্দোঽনুসারে ইচ্ছামতে লঘু বা গুরু রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং স্বতঃ গুরু হইলেও ইচ্ছামতে গুরু বা লঘু কল্পনা করাযাইতে পারে॥

এক লঘু বর্ণ উচ্চারণের দ্বিগুণ সময়ে এক গুরু বর্ণ উচ্চারিত হয়।

---

* এক হ্রস্ব বা লঘু বর্ণে এক মাত্রা গণ্য। এক দীর্ঘ বা গুরু বর্ণে দুই মাত্রা গণ্য। এবং এক প্লুত বর্ণে তিন মাত্রা গণ্য॥

† ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ, বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগপূর্ব্বশ্চ, তথা পাদান্তগোঽপি বা।

ঋ বা ৠ, ঌ বা ৡ যুক্ত (হল) বর্ণ কখন২ সংযুক্ত বর্ণ কল্পিত হওয়াতে তৎপূর্ব্ববর্ণ স্থল বিশেষে গুরু গণ্য হয়।

মিত্রাক্ষরাদি॥

মোহমুদ্গারাদি কতিপয় শ্লোক ভিন্ন, সংস্কৃত পদ্যে এক চরণের সহিত চরণান্তরের মিত্রাক্ষরে মিল নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রত্যেক দুই চরণের পরস্পরে কেবল অক্ষরের সংখ্যা ও কদাচিৎ গুরুত্ব লঘুত্ব বিষয়ে ঐক্য থাকে এমত নহে, কিন্তু প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের বা পদের শেষ বর্ণ পরস্পর একজাতীয় বা এক রূপে মিলে,* এবং তদ্রূপ মিলবিশিষ্ট শেষ বর্ণকে মিত্রাক্ষর বলাযায়।

মিত্রাক্ষরহীন পদ্য অদ্যাপি বাঙ্গলায় রচিত হয় নাই, হইলেও সুশ্রাব্য হয় না।

কতকগুলি ছন্দের এক চরণে দুই কিম্বা অধিক ভাগ থাকে; ঐ সকল ভাগের নাম পদ, এক চরণের শেষ ভিন্ন আর২ পদ পরস্পর অক্ষরের সংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে (প্রায়) মিলে, এবং শেষ পদ তদ্‌যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত ঐরূপে মিলে। উক্ত রূপ তিন পদ বিশিষ্ট চরণ ত্রিপদীচ্ছন্দ বলাযায়, চারি পদ বিশিষ্ট চতুষ্পদী বা চৌপদী, এবং তদধিক পদ বিশিষ্ট হইলে পদের সংখ্যা উল্লেখপূর্ব্বক পদী বলাযায়।

অধিকন্তু, কোন ত্রিপদী চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয়২ বা তন্ন্যূন অক্ষর থাকিলে তাহা বিশেষে লঘু ত্রিপদী বলাযায়, অষ্টাক্ষরের অন্যূন থাকিলে দীর্ঘ ত্রিপদী বলাযায়; এবং চৌপদী আদি চরণও এইরূপে বর্ণসংখ্যার ন্যূনাধিক্যানুসারে লঘু ও দীর্ঘ কথিত হয়, ইহার সবিশেষ বর্ণনা যথাস্থলে হইবে॥

বিশেষ বিবেচনা।

মিত্রাক্ষর সংযুক্ত বা অসংযুক্ত হউক সর্ব্বাংশে একরূপ বা পরস্পর সমান হইলে শ্রেষ্ঠ হয়, যথা,—

শরণ্য যে জন তাঁর লওরে স্মরণ।
বরেণ্য যে ধন তাঁর কররে বরণ॥

---

* সমস্যাদিতে চারিচরণেই প্রায় সমমিত্রাক্ষর থাকে; এবং কখন২ এক নাচাড়ীর সকল চরণে সমান মিত্রাক্ষর থাকে।

অসৎ হইয়া যদি হইতে চাও সৎ।
দ্বিধাভাবে এক ভাবে ভাব সেই সৎ॥

বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত, কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়, এই ফল বিরহিণীর শাপে॥

হর গুণ বর গুণ হইল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইল জামাই॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চ প্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ॥
বর দেখি হিমালয় হইল হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥

কিন্তু কবিরা অনেক স্থলে শ, ষ, ও স-কারকে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করেন, এবং জ-কার ও য-কারকে উভয়তঃ, ণ-কার ও ন-কারকে পরস্পর, এবং অ, আ ভিন্ন এক জাতীয় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরকে অন্যোন্য মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা,—

দেখি পুরি বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিগে চান, ধন্য২ গৌড় এদেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর, ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥
কৈলাস শেখর, অতি মনোহর, কোটি শশি পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সর গণের বাস॥

এখন এতেক সখীর মাজ।
বড় লাজ বঁধু ছাড় এ কায॥
নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ।
কি জানি প্রাণ বিহঙ্গ পলাবে কখন॥
নিরুপম সে রূপ কি রূপে কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী॥

কতিপয় কবি (অক্ষমতাবশতঃ বা অযত্নপূর্ব্বক) এমত সংযুক্তঅক্ষর-দ্বয়কে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করিয়াছেন যদুভয়ের সকল ভাগ পরস্পর এক বা সমান নয়, কেবল সামান্যতঃ এক বা প্রায় এক রূপে উচ্চারিত হয়। এবং এক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণে পরস্পর, ণ বা ন-কারে ও ম-কারে, ড় ও র-কারে, এবং একস্থলে সংযুক্ত অন্যস্থলে অসংযুক্তাবস্থ এক অক্ষরকে, এবং আর কতিপয় হলকে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

ফুল্ল ফুল তুল্য জীব আজ্ঞিকা প্রফুল্ল।
জীর্ণ বিশীর্ণ স্খলিত গলিত কল্য॥

শুন ওহে শুন বিধি, তাহার বিরহে যদি, পঞ্চত্ব হইল তনু শুন তবে কথাটী।

জ্ঞানী হও গুণী হও হইবেক মান।
কীর্ত্তি কর স্মরণীয় হইবেক নাম॥

আছে নানামত, যে বন্ধন যত, সকলি হয় স্খলন।
কিন্তু প্রেমডোরে, যেই বান্ধাপড়ে, নাহিক তার মোচন॥

চামর ঢুলায় তারে ভরত শত্রুঘ্ন।
যোড় হাতে স্তব করে পবননন্দন॥

ঘর বড় এতবড় আইবড় ঝি।
বিবাহ না হলে পরে লোকে কবে কি॥

লাজব্রতী যতি কল্প হতেছে নির্লজ্জ।
অবলা সে জ্বালা কিসে করিবেক সহ্য॥

এক চরণের অন্তে বস্তুতঃ হসন্ত এবং অন্য চরণের অন্তে অনুচ্চারিত অকারান্ত হল বর্ণ পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করা গিয়াথাকে, যথা,

সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত্ কিঞ্চিত্।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥

এক চরণের বা পদের অন্তে উচ্চারিত অকারান্ত ব্যঞ্জন, এবং তদ্ যুগ্ম চরণের বা পদের অন্তে (৯ ও ১০ পৃষ্ঠায় দর্শিত নিয়মানুসারে) অনুচ্চারিত অকারান্ত ব্যঞ্জন ব্যবহার করিয়া, এবং ঐ উচ্চারিত অকারের অনুরোধে ঐ অনুচ্চারিত অকারের উচ্চারণ করিয়া ঐ (স্বর ব্যঞ্জন যুক্ত) বর্ণদ্বয়কে পরস্পর মিত্রাক্ষর রূপে ব্যবহার করাগিয়া থাকে (১)। এবং উভয় চরণের বা পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনদ্বয় উভয়েই অনুচ্চারিত অকারান্ত হইলেও যদি পূর্ব্ববর্ত্তি স্বরের অসমত্ব নিমিত্ত পরস্পরের সুমিল না হয়, তবে ঐ অনুচ্চারিত অকারদ্বয়ের উচ্চারণ করিয়া তাদৃশ মিত্রাক্ষরদ্বয়ের মিল করাগিয়াথাকে (২); যথা,—

তাই বলি জীব শুন, হও সদা এক মন,(১) দ্বিমনেতে নহে সিদ্ধ কর্ম্ম।
দ্বিমন হইলে জীব, বিফল হইবে সব, (২) বৃথা হবে এ দুর্লভ জন্ম॥*

---

* প্রথম চরণে প্রথম পদের **শুন** শব্দে নকারের পর অ-কার উচ্চারিত; কিন্তু দ্বিতীয় পদে **মন** শব্দের নকারের পর অ-কার সচরাচর অনুচ্চারিত হইয়াও **শুন** শব্দের সহিত মিলের নিমিত্তে উচ্চারিত হইল। দ্বিতীয় চরণে প্রথম পদে জীব শব্দের অকার ও দ্বিতীয় পদে সব শব্দের অন্ত্য অকার উভয়েই অনুচ্চারিত ছিল কিন্তু এস্থলে মিলের নিমিত্তে উচ্চারিত হইল।

দুই পদের বা চরণের অন্তস্থ একজাতীয় স্বরদ্বয় অসংযুক্ত রূপে ব্যবহৃত হইলে শুদ্ধ তন্মাত্রে মিত্রাক্ষর হয়, কিন্তু সংযুক্ত হইলে যে ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত তাহা উভয় চরণে বা পদে সমান হইলে তবে প্রকৃত রূপে মিত্রাক্ষর হয়, যথা,—

সর্ব্বশাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে।
করুণা সাগর বিনা কেবা কৃপা করে॥

কিন্তু নিম্ন চরণদ্বয়ের শেষাক্ষর যদিও সমান, তথাপি ঐ বর্ণ যাহাতে যুক্ত তাহা অসমান অর্থাৎ য় আর ব হওয়াতে ঐ আকারদ্বয় মিত্রাক্ষর রূপে গণ্য হইলনা, ও তদ্দ্বারা চরণেরও মিল হইল না, যথা,—

ধাতুময়ী মোরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া।
ভক্তি ভাবে গৃহে রাখি প্রত্যহ পূজিবা॥

কিন্তু কোন২ কবি কখন২ অসমান হল বর্ণে সমান স্বর যোগে মিত্রাক্ষর করিয়া চরণ বা পদ মিলাইয়া দেন, যথা,—

ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝি।
বিবাহ না হলে পরে লোকে কবে কি॥

মিত্রাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ।

এক মিত্রাক্ষরের পূর্ব্ব স্বর অন্য মিত্রাক্ষরের পূর্ব্ব স্বরের সহিত সমান না হইলে তদ্রূপ বর্ণযুক্ত চরণ দ্বয়ের সুমিলন হয় না, যথা অধঃপ্রদর্শিত ষট্ চরণে প্রকাশ:—

দেব দৈত্য শঙ্খ দৈল গদা অনুপম।
যত শুভ্র দৈল তার কত কব নাম॥
শ্বেত রক্ত নীল পদ্ম নলিনী কুমুদ।
জল মধ্যে স্থানে স্থানে শোভে কোকনদ॥
যত কহে হাত ধরিয়া ধনী।
চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

অতএব নিম্ন লিখিত কএক চরণ সুমিলিতরূপে গণ্য, যথা,—

শরণ্য যে জন তাঁর, লওরে শরণ।
বরেণ্য যে ধন তার, কররে বরণ॥
ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশী বাসি লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে।
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে॥

মিলিত চরণ বা পদদ্বয়ের মধ্যে এক চরণ বা পদের শেষাক্ষর নঞ্ অর্থক না, অথবা সম্বোধন সূচক কোন চিহ্ন হইলে (৪৭ পৃষ্ঠা দেখ) তদযুগ্ম চরণের শেষেও ঐ না, বা সম্বোধন চিহ্ন ব্যবহৃত, এবং তৎ পূর্ব্ববর্ত্তি বর্ণ উভয় চরণে মিত্রাক্ষর রূপে মিলিত হইলে এমত মিলকে সুমিল বলাযায়, যথা,—

শুন সুবদনি ওহে, ঝটিতি প্রবিশ গৃহে, বাহিরে ক্ষণেক আর থেকো না লো থেকো না।
গ্রহণের কাল পেয়ে, রাহু আসিতেছে ধেয়ে, উহা পানে আর চেয়ে দেখো না লো দেখো না॥
ও তো নিজে মূর্খ রাহু, পসারি আসিছে বাহু, কায কি উহার ভয়, রেখো না লো রেখো না।
হেরি তব মুখ শশি, পাছে কি গ্রাসিবে আসি, অনর্থ পরের দায়ে, ঠেকো না লো ঠেকো না॥

শিব গেহিনি, শিব দেহিনি, শিব মোহিনি, শিব সোহিনি, গো।
গিরি বাসিনি, দুখ নাশিনি, মৃদু হাসিনি, মধু ভাষিণি, গো॥

পদ্যে বর্ণ গণনার নিয়ম।

সংস্কৃতে স্বরের সংখ্যানুসারে পদ্যরচনা হওয়াতে, স্বরহীন ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া ধর্ত্তব্য হয় না।

ছন্দ বিশেষে এক গুরু বর্ণ দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হয়।

বাঙ্গলাতে অবিকল সংস্কৃতছন্দের বর্ণ গণনা স্বরের সংখ্যানুসারে হয়, কিন্তু বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত যেহ ছন্দ তাহাতে এক

অসংযুক্ত স্বর বা হল, স্বরযুক্তহল, অথবা দুই বা অধিক হলে সংযুক্ত বর্ণ এক বর্ণ গণিত হওয়াতে, এক হসন্তবর্ণও এক বর্ণ গণিত হয়, যথা,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
অ স ৎ হ ই য়া য দি হৈ তে চা ও স ৎ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
এ ক চি ত্তে এ ক ভা বে ভা ব সে ই স ৎ॥
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
দেখি পুরি বর্দ্ধমান্, সুন্দর চৌদিগে চান্, ধন্য ধন্য
২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬
গ উ ড় এ দে শ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
ডা ক্ ডা ক্ হাঁ ক্ হাঁ ক্ মা ল্ সা ট্ সা র।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার॥

উক্ত কএক চরণের মধ্যে প্রথম চরণে তৃতীয় ও চতুর্দশ, ও দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশ বর্ণ বস্তুতঃ স্বরহীন, এই রূপ তৃতীয় চরণের অষ্টম ও ষোড়শ বর্ণ, ও চতুর্থ চরণের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ বর্ণ স্বর হীন হওয়াতে সংস্কৃত পদ্যে বর্ণ বলিয়া গণ্য নয়, কিন্তু বাঙ্গলায় অন্য যে কোন বর্ণের সঙ্গে সমান রূপে এক বর্ণ গণিত হইয়া ছন্দ মিলিত হয়, যথা উক্ত দৃষ্টান্তে হইল।

অতএব হসন্ত বর্ণ সংস্কৃতে ছন্দের নিয়মিত সংখ্যক অক্ষরের অপেক্ষা বাড়তি রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাতে ছন্দঃপতন হয় না, কিন্তু বাঙ্গলায় বাড়তি বর্ণের ব্যবহারে প্রায়ই ছন্দঃ পতন হয়। তবে যেখানে সে দোষ না ঘটে এমত বোধ হয়, সেখানে ব্যবহারো করা যাইতে পারে, যথা,—

রজনী বাসর, মাস সংবৎসর, দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাই ভেদ, সুখ দুঃখ একাকার॥

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সংস্কৃতচ্ছন্দের প্রকার ভেদ।

তোটক

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে দ্বাদশ স্বর থাকে, তন্মধ্যে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ গুরু, অবশিষ্ট লঘু, যথা,—

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

এই ছন্দও দ্বাদশ স্বরবিশিষ্ট, কিন্তু বিশেষ এই যে তন্মধ্যে, প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম লঘু, বক্রী গুরু, যথা,—

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

দ্রুতগতি বা ত্বরিতগতিচ্ছন্দঃ।

দ্রুতগতিচ্ছন্দে দশ স্বর—তন্মধ্যে পঞ্চম ও দশম্ গুরু, অবশিষ্ট লঘু, যথা,—

কনক ছটাজিনি বরণা। চমরছটা কচরচনা॥
ভণতি যথা গতি মতি না। কবি মদনে দ্রুত গতি না॥

গজগতি ছন্দঃ।

গজগতিতে আট স্বরথাকে;—তাহার চতুর্থ ও অষ্টম গুরু, যথা,—

তুমি ধনী গুণবতী। ইহজনে কর মতি॥
মদন মোহন কৃতী। ভণতিহে গজগতি॥

পজ্ঝটিকাচ্ছন্দঃ।

এই জাতিচ্ছন্দে ষোড়শ লঘুস্বর থাকা চাই;—তত্সমুদায় স্বভাবতঃ লঘু হউক অথবা এক লঘুতে এক, ও এক গুরুতে দুই লঘু গণিত হইয়া ষোড়শ লঘুস্বর পূর্ণ হউক, যথা,—

১ ২ ৩-৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯-১০ ১১ ১২ ১৩-১৪ ১৫-১৬
শ শি শে খ র শিব শ ম্ভু শি বে শ।

১ ২ ৩-৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯-১০ ১১ ১২ ১৩-১৪ ১৫-১৬
ক ম লা ক র ক ম লা হি ত বে শ॥

মদনঃ প্রবদতি সকরুণ বাণীঃ।
কতি কতিশঃ প্রণমতি পটুপাণীঃ॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং॥
হে হরি হর হর হুঙ্কৃতি ভারং॥

অনুষ্টপচ্ছন্দঃ।

এইছন্দের প্রত্যেক চরণে অষ্টস্বর থাকে,—তন্মধ্যে পঞ্চম সকল চরণে, এবং সপ্তম দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে প্রায় লঘু হয় ও ষষ্ঠ বর্ণ প্রায় সকল চরণে গুরু, যথা,—

আইল নৃপবালিকা। মন্মথশিখিজ্বালিকা॥
কামবিশিখপালিকা। মদনহৃদয়লালিকা॥

গাম্ভীর্য্যে রতনাকর। স্থৈর্য্যে হিমধরাধর।
ক্রোধে যেমন কালাগ্নি। ক্ষমাতে সদৃশ ক্ষৌণী॥

বাঙ্গলায় যেমন পয়ার, সংস্কৃতে তেমনি অনুষ্টুপচ্ছন্দ অতিসহজ ও সচরাচর প্রচলিত।

সংস্কৃতে একাক্ষর হইতে ষড়্‌বিংশত্যক্ষর পর্য্যন্ত (নানাপ্রকার) ছন্দ আছে, তন্মধ্যে কেবল উপরি দর্শিত কএক ছন্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট অনেক ছন্দ ব্যবহার করিলে করাযাইতে পারে। পরন্তু যদি বর্ণের গুরুত্ব লঘুত্ব বা মাত্রার পরিমাণে ছন্দ রচনা করিলে সংস্কৃতচ্ছন্দোনুরূপ সুললিত না শুনায়, তবে শুদ্ধ তদ্‌বর্ণসংখ্যানুসারে ছন্দ করাযাইতে পারে, এবং তদ্রূপ ছন্দের সংস্কৃত নাম ব্যবহার্য্য না হইলেও কেবল অক্ষর সংখ্যানুসারে বৃত্তি বা ছন্দ বলাযাইতে পারে, যথা,—

দিগক্ষরাবৃত্তি।

হৃষ্ট চিত্তে শিষ্ট দুই জন। পূজার করিল আয়োজন॥
কাঞ্চীরে কলিরে দিয়ে বলি। মদনে কহিছে স্তবাবলি॥

শম্ভু শুভঙ্কর শঙ্কর হে। পাদতলাশ্রিত কিঙ্কর হে॥
ভীম ভবাম্বুধি ভাবন হে। দীন সুদুঃখ বিদারণ হে॥

ত্রয়োদশ অক্ষরাবৃত্তি।

কিঙ্করে করুণা কুরু খরকর হে।
মদনে সম্পদ দেহি দিবাকর হে॥

বাঙ্গলা ছন্দের প্রকার ভেদ।

পয়ার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ বর্ণ থাকে;—তন্মধ্যে অষ্টম ও নবমের মধ্যে (উচ্চারণ সুগমতা জন্য) প্রায় এক যতি থাকে, যথা,—

চন্দ্র সবে ষোল কলা, হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ, চৌষট্টি কলায়॥

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি, চন্দ্রকে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥

শসাঙ্ক সশঙ্ক হেরি, সে মুখ সুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ, অন্তরে কালিমা॥

ভঙ্গ পয়ার।

এই ছন্দের (প্রত্যেক) প্রথম চরণ অষ্ট বর্ণ বিশিষ্ট এক পদের দ্বিরুক্তিতে দুই পদে ষোড়শ বর্ণবিশিষ্ট হয়, ও দ্বিতীয় চরণ সাধারণ পয়ারের ন্যায় চতুর্দ্দশ অক্ষরবিশিষ্ট, যথা—

চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া, চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক, শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

একাবলীচ্ছন্দঃ।

একাবলী একদশঅক্ষরা। এই ছন্দে প্রত্যেক চরণের ষষ্ঠ ও সপ্তম অক্ষরের মধ্যে (উচ্চারণ সুগমতা জন্য) প্রায় যতি থাকে, যথা,—

সেই বিশ্বনাথ, বিশ্বের সার।
ভব নাম ভব, করিতে পার॥
শুনিয়া ব্যাসের, হইল রোষ।
ভারত কহিছে, এ বড় দোষ॥

দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দঃ*।

দীর্ঘ ত্রিপদী চরণস্থ তিন পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রেত্যেকে অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিলিত, তৃতীয় পদ দশবর্ণযুক্ত এবং যুগ্ম চরণের তৃতীয় পদের সহিত অক্ষরে ও মিত্রাক্ষরে মিলিত হয়, যথা,—

পতি শোকে রতি কাঁদে (১), বনাইয়া নানা ছাঁদে (২), ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে (৩)।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির পড়য়ে ধারে, কামঅঙ্গভস্ম লেপি অঙ্গে॥
বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত, কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়, এই ফল বিরহিণীর শাপে॥

দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী।

এই ছন্দের প্রত্যেক প্রথম চরণে দুই পদ থাকে. তৎ প্রত্যেক পদ দশ বর্ণ বিশিষ্ট ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিলিত, এবং দ্বিতীয় চরণ সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীর মত ষড়্‌বিংশতি বর্ণবিশিষ্ট, তিনপদে বিভক্ত, ও শেষ পদ প্রথম চরণের শেষ পদের সঙ্গে মিত্রাক্ষরে মিলিত, যথা,—

চোর লয়ে কোতোয়াল যায় (১), দেখিতে সকল লোক ধায় (২)।
বালক যুবক জরা (১), কাণা খোঁড়া করে ত্বরা (২), গবাক্ষেতে কুল বধূ চায় (৩)।
কেহ বলে এ চোর কেমন, এখনি চুরি করিল মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে, ভারত কহিছে ছলে, পতি নিন্দ আপন আপন॥

লঘুত্রিপদীচ্ছন্দঃ।

যে চরণের প্রথম দুই পদে ছয়২ এবং শেষ পদে আট অক্ষর থাকে তাহাই সচরাচার লঘু ত্রিপদী ছন্দ বলাগিয়া থাকে, যথা,—

কৈলাস ভূধর (১), অতি মনোহর (২), কোটি শশি পরকাশ (৩)।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সর গণের বাস॥
তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি, ফুলে ফলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, বিবিধ পশু শোভিত॥

---

* ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সার অসার সংসারে॥

তরল ত্রিপদী।

তরল ত্রিপদী চরণ লঘু ত্রিপদীর ন্যায়, কেবল তাহার শেষ পদে তদপেক্ষা এক অক্ষর অধিক এই মাত্র বিশেষ, যথা,—

শুনি সবিশেষ, করিলা প্রবেশ, হাতে স্বর্গ পায় প্রায় রে।
কহিছে মদনে, নৃপের সদনে, দেখিবে চল তথায় রে॥

কেচিৎ কবি প্রথম ও দ্বিতীয় পদে পাঁচ২ ও তৃতীয় পদে সাত বর্ণ ব্যবহার করিয়া তদ্রূপ চরণকেও লঘু ত্রিপদী কহিয়াছেন, যথা,—

চঞ্চল চল, মণিকুণ্ডল, কিঙ্কিণি কল নাদং।
রাজিত রজঃ, পদ নীরজ, মদন ব্রজ পাদং॥

লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী।

ইহার প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ ক্রমে দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদীর ন্যায়, কেবল দীর্ঘ হইতে লঘুতে প্রত্যেক পদে দুই অক্ষর ন্যূন মাত্র, যথা,—

ওরে বাছা ধূমকেতু (১), মাবাপের পুণ্য হেতু (২)।
কেটে ফেল চোরে (১) ছেড়ে দেহ মোরে (২), ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু (৩)॥
কোটাল কহে এ নয়, দোহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে, যাহার যে ঘটে, ভারত উচিত কয়॥

ললিতচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক ললিত চরণে চারিপদ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরস্পর অক্ষরের সংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে মিলে। এবং চতুর্থ পদ তদ্যুগ্ম চরণের ঐ পদের সঙ্গে উক্ত রূপে মিলে; পরন্তু তৃতীয় পদ পূর্ব্বপদদ্বয়ের সহিত অক্ষরের সংখ্যাবিষয়ে মিলে কিন্তু মিত্রাক্ষর বিষয়ে কখন মিলে কখন মিলে না। ললিত চ্ছন্দও লঘু দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার, যথা নিম্ন দর্শিত দৃষ্টান্ত দৃষ্টে বিশেষে বিদিত হইবে,—

দীর্ঘ ললিতচ্ছন্দঃ ।

জয় মৃত্যুঞ্জয় জায়া (১), মহেশমোহিনি মায়া (২), হয়ে গোদাবরি, গয়া (৩) অবনিতে এসেছ (৪) ।
ওগো শিব প্রেম পাত্রি (১), জীবের কৈবল্য দাত্রি (২), মদনের মুক্তি কর্ত্রী (৩), হয়ে মাগো বসেছ (৪) ॥

বিধু তো কলঙ্কী বলে (১), কলঙ্ক ধরেছে গলে (২), আমি মলে তার আর (৩), কি অধিক পুষিবে (৪) ।
ভুজঙ্গের সঙ্গে থাকা (১), অঙ্গে তার বিষ মাখা (২), সে চন্দনে দৈলে দেহ (৩), কেবা তারে রুষিবে (৪) ॥
নিজে কাম দগ্ধকায় (১), আমারে দহিতে চায় (২), এ সহজ দোষে তায় (৩), কেবা তারে দুষিবে (৪) ।
জগৎ প্রাণ নাম ধরে (১), প্রাণ যদি যায় মোরে (২), তব এ কলঙ্ক বায়ু (৩), কেবা নাহি ঘুষিবে (৪) ॥

লঘু ললিতচ্ছন্দঃ ।

নয়ন কেবল (১), নীল উতপল (২), মুখ শতদল (৩), দিয়া গঠিল (৪) ।
কুন্দে দন্ত পাঁতি (১), রাখিয়াছে গাঁথি (২), অধরে নবীন (৩), পল্লব দিল (৪) ।
শরীর সকল (১), চম্পকের দল (২), দিয়া অবিকল (৩), বিধি রচিল (৪) ।
তাই ভাবি মনে (১), তবে কিকারণে (২), পাষাণেতে তব (৩), মন গঠিল (৪) ॥

চতুষ্পদী বা চৌপদী ।

চৌপদী চরণ দীর্ঘ হউক বা লঘু হউক, তাহার প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পদ অক্ষরসংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে পরস্পর মিলে, এবং চতুর্থ পদ তদ্ যুগ্ম চরণের চতুর্থ পদের সঙ্গে অক্ষরের সংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে মিলে। কিন্তু পূর্ব্বপদত্রয় হইতে চতুর্থ পদের অক্ষরসংখ্যা ন্যূন হয়, যথা নিম্নদর্শিত দৃষ্টান্ত কতিপয়ে প্রকাশ ।

দীর্ঘচতুষ্পদীচ্ছন্দ অক্ষরের সংখ্যানুসারে কএক প্রকার, যথা,—

হরগৌরী রূপ ।

দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভাদিল বড় মিলিয়া বসি, আধ
জটা জূট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা, আধগলে
শোভে গরল কালা, আধই সুধামাধুরি রে ॥
এক হাতে শোভে ফণি ভূষণ, এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ, আধ মুখে
ভাঙ্গ ধুতূরা ভক্ষণ, আধই তাম্বুল পূরি রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়, হর গৌরী বিয়া
হইল সায়, সবে বল হরি হরি রে ॥

প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই, উঠ চল যাই সই, কি
হইবে থাকিলে।
তবেতো হইবে সুখ, হেরিব তাহার মুখ, সহিব এতেক দুখ, প্রাণে
সখি বাঁচিলে ॥

কুলের মাথায় বাজ, তেয়াগিয়া লোকলাজ, ভজিব সে ব্রজরাজ,
লয়ে চল চল।
দেখিব সে শ্যাম রায়, বিকাইব রাঙ্গাপায়, ভারত ভাবিয়া তায়,
ভাবে ঢল ঢল ॥
মিছা দারা সুতলয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে, যে রহে আপনা কয়ে,
সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের, ভারত পেয়েছে টের,
গুরুর প্রসাদে ॥

লঘুচতুষ্পদীও কএক প্রকার, যথা,।—

আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে।
যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া, সাগর পারে ॥

(জয়) ত্রিলোক তারক, ত্রিলোক পালক, ত্রিলোক নাশক, মহেশ্বর।
(জয়) সরোরুহাশ্রিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত, পুরন্দরার্চিত, পুরন্দর ॥

হে বহু ভাষিণি, দৈত্য বিনাশিনি, যুদ্ধ বিলাসিনি, ত্রাহি শিবে।
হে মৃদু হাসিনি, ঘোর নিনাদিনি, তারয় তারিণি, মাংহি ভবে ॥
(জয়) কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব, ঘাতন।
(জয়) পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন, রঞ্জন ॥

কুসুমের ভার, রাখে চারিধার, কি কহিবতার, শোভা।
যুবক যুবতী, পুলক মূরতি, রতি পতি মতি, লোভা ॥

মালঝাঁপ ছন্দ॥

মালঝাঁপ চরণও চৌপদী।—ইহার প্রথম দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পদে চারি অক্ষর করিয়া থাকে, এবং চতুর্থ পদে ছন্দ লঘু হইলে দুই, দীর্ঘ হইলে তিন অক্ষর থাকে, যথা,—

লঘু মালঝাঁপ।

কোতয়াল, যেনকাল, খাঁড়া ঢাল, ঝাঁকে।
ধরিবাণ, খরশাণ, হান হান, হাঁকে॥
ভারতের, গোবিন্দের, চরণের, আশ।
পরিণাম, হরিনাম, আর কাম, পাশ॥

স্তনভারে, একে নারে, চলিবারে, ললনা।
তাহে অতি, সে যুবতী, মৃদুগতি, চলনা॥
নিশিযোগে, সুখভোগে, সে কি যোগে, যাইত।
মনোরথ, যদি রথ, সে মন্মথ, না দিত॥

তূণকচ্ছন্দঃ।

তূণক চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে চারি২ অক্ষর ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিল থাকে, ও শেষ পদে সাত অক্ষর তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষরের মধ্যে এক যতি থাকে, যথা,—

মৈল দক্ষ (১), ভূত যক্ষ (২), সিংহনাদ, ছাড়িছে।
ভারতের (১), তূণকের (২), ছন্দবন্দ, বাড়িছে।

মালতীচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক মালতী চরণ পঞ্চদশ বর্ণ বিশিষ্ট, এবং তাহার শেষ বর্ণ প্রায় সম্বোধন চিহ্ন বা নঞ অর্থক অক্ষরই হইয়া থাকে, যথা,—

ওলো ধনি পুন আর একটিবার চাও লো।
বাঁচি কি না বাঁচি তাতে দেখে যাই তাও লো॥
কেননা শুনেছি পুরাতন লোকে কয় লো।
জলেতে কাটয়ে জল বিষে বিষ ক্ষয় লো॥

রমণী জনম যেন আর কেহ লয় না।
যদি লয় তবু যেন কুলবধূ হয় না॥

যদি কুলবধূ হয় প্রেম যেন করে না।
যদি করে যেন পরাধীনা হয়ে মরে না॥

চামরচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক চামর চরণও পঞ্চদশ অক্ষর বিশিষ্ট, যথা--

ভূপ মৈঁ তেহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর যায় কে।
ভূপকে সমাজ মাঝ রাজপুত্ত্রি পায় কে॥
রাজপুত্ত্রী-কী কথা বিশেষ মৈঁ সুনায় কে।
একমেঁ হাজার লাখ্ মৈঁ বোলা বনায় কে॥

কুসুমমালিকাচ্ছন্দঃ।

প্রত্যেক কুসুমমালিকা চরণ ষোড়শ বর্ণসম্পন্ন, যথা,—

যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে॥
হৈল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
দৃষ্টিকরে সে অপূর্ব্ব পুরি তুষ্ট অতিশয়॥

পঞ্চপদী পদ্য নাচাড়ীতে প্রায় নাই, ধুয়াতে কখনং রচিত হয়, যথা,—

শিবগেহিনি, শিবদেহিনি, শিবরোহিণি, শিবমোহিনি,
শিবসোহিনি গো।
মৃদুহাসিনি, মধুভাষিণি, খলনাশিনি, গিরিবাসিনি,
ভারতাশিনি গো॥

বন্দনা, স্তব, বা নামাবলি আদি কোন বিশেষ ছন্দে রচণা করিয়া কখনং জয় শব্দ চরণের প্রথমে অথবা সম্বোধন বোধক কোন চিহ্ন প্রথমে বা শেষে অতিরিক্ত (কিম্বা কদাচিৎ অনতিরিক্ত) রূপে ব্যবহার করাযায়, যথা,—

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব, কুবেরবান্ধব, ভবাজ ভৈরব, পরাৎপর॥
জয় পিনাক পণ্ডিত, পিশাচমণ্ডিত, বিভূতিভূষিত, কলেবর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত, উমেশপর্ব্বত, সুতাবর॥

ভীম ভবাম্বুধি ভাবন হে। ভক্ত ভবাগতিভঞ্জন হে।
মদনাশ্রিত পাদসুপঙ্কজ হে। ক্ষুব্ধমনোগকরধ্বজ হে॥

হে—হরসুত, বহু গুণযুত, হর দুষ্কৃতি ভারং।
হে—গণপতি, কুরুসম্প্রতি, দুর্গতি অবহারং॥

দেহি সুবিধি, হে গুণনিধি, ভববারিধিনাবং।
হে গজমুখ, ভবসম্মুখ, ত্যজ বৈমুখ ভাবং॥

কখন২ ত্রিপদীচ্ছন্দে প্রথম চরণের কেবল শেষ পদটী রচিত হয়, যথা,—

হর হর মমদুখ হর।
হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ, হিমকরশেখর শঙ্কর॥

উর লক্ষ্মি কর দয়া।
ব্রহ্মার জননী, বিষ্ণুর ঘরণী, কমলা কমলালয়া॥

ত্রিপদী, চৌপদী, ও পঞ্চপদী ধুয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ কখন সুরের বিশেষানুসারে অন্যরূপে অর্থাৎ গীতানুরূপে রচিত হয়, যথা।—

জয়, দেবি জগন্ময়ি, দীন দয়াময়ি।
শৈলসুতে, করুণানিকরে।
জয়, চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি।
দুর্গবিঘাতিনি, মুখ্যতরে।

গীতও এক প্রকার পদ্য বটে, কিন্তু তাহার সকল চরণে অক্ষরের সংখ্যা কদাচিৎ সমান হয়, কিন্তু সুরের বিশেষানুসারে কোন চরণ খর্ব্ব কোন চরণ দীর্ঘ হয়, এবং কোন চরণ একপদী কোন বা ত্রিপদী বা অধিকপদী হয়। গীতের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ পরস্পর মিত্রাক্ষরে মিলিত, এবং আর২ বিষয়েও প্রায় সমান হইয়া থাকে; শেষ চরণ ধুয়ার সঙ্গে মিত্রাক্ষরে মিলে, মধ্যে এক চরণ থাকিলে তাহা ধুয়ার সঙ্গে মিত্রাক্ষরে মিলে, দুই থাকিলে পরস্পর অথবা ধুয়ার সঙ্গে মিলে, এবং অধিক থাকিলে দুই২ করিয়া অথবা ধুয়ার সঙ্গে মিলে।

বৈঠকী গীত মাত্রেরি প্রায় প্রথম চরণ ধুয়া হইয়া থাকে।

বাঙ্গলাতে সংস্কৃতানুসারে এক পদ্যগ্রন্থ অনেকচ্ছন্দে রচিত

হয়। কিন্তু তথাপি (বিশেষ এই যে) এক নচাড়ীতে* যত চরণ থাকে, তাহা একছন্দে রচিত হয়, ও তাহার শেষে প্রায় গ্রন্থকর্ত্তার নামে ভণিতা থাকে।

অধিকাংশ পদ্যগ্রন্থ এরূপে রচিত, যে শুদ্ধ পাঠকরা যাইতে পারে অথচ বিশেষ স্বরে গাওয়া যাইতে পারে।

যে পদ্যগ্রন্থ গাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেক নাচাড়ীর উপরেই প্রায় গীতরূপে রচিত এক কবিতা থাকে,—তাহার নাম ধুয়া; ঐ ধুয়া অগ্রে গীত হয়, এবং পরেও নাচাড়ীর প্রত্যেক বা বিশেষ২ চরণের পরে গীত হয়।

পদ্যস্বতন্ত্রতা।

পদ্যে মাত্র ব্যবহার্য্য পদের নির্দ্দেশ।

কতক গুলি পদ আছে যাহা পদ্যেই কেবল ব্যবহার করা যায়, যথা:—

হেরণ, ভণন, পয়ান, হেন, হেরো, হিয়া, যেবা, কোনক্ষণে, নট, ভায়, উচ, মো-সবার, তোমা-ধন, ভালি, কিয়া, বিমরিষ ইত্যাদি।

অনট প্রত্যয়ান্ত (সংস্কৃত) শব্দ সমূহের মধ্যে যে সকল গদ্যেতে ধাতু-রূপে চলিত নাই তাহার অধিকাংশ পদ্যে ধাতুগণ্য এবং (১২৮ পৃষ্ঠায় দর্শিত) ধাতুরূপে ব্যবহৃত অনট প্রত্যয়ান্ত পদের ন্যায়রূপ করা যায়, যথা, দলন—দলিলে; মর্দ্দন—মর্দ্দিয়া;—বিতরণ—বিতরিয়া ইত্যাদি।

না ভাগান্ত ক্রিয়া বাচক শব্দের না ভাগ ত্যাগপূর্ব্বক অবশিষ্ট ভাগকে এবং অ-কারান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দকে এবং কদাচিৎ অন্যশব্দকেও ধাতু করিয়া (প্রথম শ্রেণিস্থ ধাতুর) বিভক্তি যোগে রূপ করা যায়, যথা—

বিবেচনা	হইতে	বিবেচিয়',	বর্ণনা	হইতে	বর্ণিতে,
ভর্ৎসনা	,,	ভৎর্সিব,	বন্দনা	,,	বন্দিলাম
কল্পনা	,,	কল্পিয়া;	লাঞ্ছনা	,,	লাঞ্ছিয়া
বঞ্চনা	,,	বঞ্চিল;	প্রকাশ	,,	প্রকাশিতে
প্রবোধ	,,	প্রবোধিয়া';	প্রণাম	,,	প্রণামিয়া
কুলুপ	,,	কুলুপিল;	বিস্তার	,,	বিস্তারিয়া

পদ রূপকরাগেল, এবং আর অনেক রূপ সিদ্ধ হয়।

সামান্য কথোপকথনে অনেক কথা যেরূপ সঙ্ক্ষেপ করিয়া বলাযায় সেরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত পদও পদ্যেতে ছন্দের নিমিত্তে

---

* পদ্য গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদের নাম নাচাড়ী।

আবশ্যক মতে ব্যবহার করাযায়। উক্তরূপ সঙ্ক্ষেপের নিয়ম, যথা।—

১ ক্রিয়াপদের মধ্যস্থ ই (ব্যঞ্জনের পর ও স-কারের পূর্ব্ববর্ত্তি না হইলে) লুপ্ত হয়, যথা,—

বলিব—বল্‌ব, ধরাইব—ধরাব, করিলাম—কর্‌লাম।

২ হি ক্রিয়াপদের মধ্যে থাকিলে লুপ্ত হয়, এবং অন্তে থাকিলে তাহার শুদ্ধ হ্‌ লুপ্ত হয়, যথা, কহিব—কব,* সহি—সই।

পদমাত্রের মধ্যস্থিত ইও বা উয়া ভাগ ও-কারে, এবং ইয়া ভাগ একারে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, যথা, বলিও—বলো, পটুয়া—পটো; ধরিয়া—ধরে, মুটিয়া—মুটে।

ইয়া-বিশিষ্ট পদে অন্যস্বর না থাকিলে ঐ ইয়া সামান্যতঃ ইয়ে বলা যায়, যথা, গিয়া—গিয়ে, নিয়া—নিয়ে।

ইয়া, ইও, বা উয়া ভাগান্ত পদে আ-কার থাকিলে ঐ আকার একারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা, মারিয়া—মেরে, যাইও—যেও, মাঠুয়া—মেঠো।

প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণিস্থ ক্রিয়াপদের আদি স্থিত আই এ হয়, যথা, পাইলাম—পেলাম।

ক্রিয়া পদস্থ আইয়া বা ওয়াইয়া ভাগ ইয়ে হয়, যথা, বেড়াইয়া—বেড়িয়ে, ধরাইয়া—ধরিয়ে, খাওয়াইয়া—খাইয়ে, শোওয়াইয়া—শুইয়ে, দেওয়াইয়া—দিয়ে† ।

সংযুক্তরূপ বর্ত্তমান আর অপূর্ণ ভূত কালীয় (ক্রিয়া) পদস্থ চতুমের ইতে ভাগ হলপূর্ব্বক হইলে লুপ্ত হয়, এবং স্বরপূর্ব্বক হইলে চ্‌ হয়, অথবা ইতে ভাগের শুদ্ধ ই লুপ্ত হয় যথা, করিতেছে—কর্‌ছে, কর্‌তেছে; বলিতেছিলাম—বল্‌ছিলাম বল্‌তেছিলাম; হইতেছে—হচ্ছে, হতেছে; যাইতেছি—যাচ্ছি, যেতেছি।

ক্রিয়াপদের অন্তেস্থিত হে, য়্‌ হয়, যথা,—কহে—কয়্‌

হেন্‌	ন্‌	,,	রহেন—রন
হিস্‌	ইস্‌	,,	কহিস্‌—কইস্‌
	স্‌		রহিস—রস্‌
হা	ওয়া,	,,	সহা—সওয়া

---

* কলিকাতার ও তদন্তঃপাতি লোক ক্রিয়াপদের মধ্যস্থ হি ভাগের কেবল হ্‌ মাত্র লোপ করে, যথা, রহিলাম—রইলাম, কহিব—কইব।

† ওয়াইয়া ভাগের পূর্ব্ববর্ত্তি ও উ হয়, এবং এ ই হয়।

ইহা, উহা, ও তাহা শব্দ ক্রমে এ, ও, তা হয়, যথা, ইহাকে—একে, উহার—ওর, তাহাতে—তাতে।

প্রথম পুরুষ বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াপদের অন্তেস্থিত না সামান্যরূপে নে হয়, যথা, পারিনা—পারিনে।

পদান্তরে সংযোগবিনা ব্যবহৃত নাই সামান্যতঃ নে হয়, যথা, তিনি সেখানে নাই বা নেই। নত্তুবা নি হয়, যথা, যাইনাই—যাইনি।

সামান্য কথোপকথনে কখনং দুই তিন পদ একত্রে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, যথা,—খা আসিয়া—খেসে, পড়িয়াদেখগিয়া—পড়েদেখগে।

এতদ্ভিন্ন, ছন্দ আদির অনুরোধে অনেক পদকে বিশেষ রূপে সঙ্ক্ষেপ করাযায়, এবং সে বিশেষ রূপ গদ্যেতে প্রায় ব্যবহৃত হয় না, উক্তরূপ সঙ্ক্ষেপের নিয়ম যথা,—

সংযুক্ত রূপ বর্ত্তমান কালীয় পদস্থ চতুমের তে ভাগ লুপ্ত হয়, যথা,—করিতেছে—করিছে, বলিতেছে—বলিছে।

প্রথম শ্রেণিস্থ ধাতুর ক্ত্বাচ্ পদের ইয়া ভাগ কখন লুপ্ত কখন বা ইয়ে ভাগে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—করিয়া—করি, বা করিয়ে।

ইলাম বিভক্তি ইনু হয়, যথা, করিলাম—করিনু।

পদের মধ্যস্থিত অকারপূর্ব্বক ই আর উ ক্রমে ঐ-কারে আর ঔ-কারে সঙ্ক্ষিপ্ত হয় যথা, হইল—হৈল, লইতে—লৈতে; (সহিতে)সইতে—সৈতে হউক—হৌক,।

কতকগুলি পদ অনিয়মিত রূপে সঙ্ক্ষিপ্ত হয়, যথা, নাপারিব—নারিব বা নার্‌ব, করিল—কৈল, মরিল—মৈল, না-হইবেক—নহিবেক, ইত্যাদি।

ছন্দোনুরোধে কতকগুলি পদে বর্ণবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ,—

ত্ন, গ্ন, ন্ম, ক্ত ও রেফাদি যুক্ত অনেক বর্ণের মধ্যে অ-কারের আগম হয়, যথা, রত্ন—রতন, মগ্ন—মগন, জন্ম—জনম, ভক্তি—ভকতি, উৎপল—উতপল, প্রাণ—পরাণ, মর্ম্ম—মরম, ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ বর্ত্তমান কালীয় অসংযুক্তরূপ ক্রিয়াপদের অন্ত্য এ-কারের পূর্ব্বে অয় ভাগের আগম হয়, যথা,—করে—করয়ে, কাটে—কাটয়ে।

দ্বার শব্দ—দুয়ার হয়, এত—এতেক, অত—অতেক, তত—ততেক, যত—যতেক, এবং কত—কতেক হয়, ইত্যাদি।

বিভক্তিযুক্ত সংস্কৃত পদ বাঙ্গলা গদ্যেতে প্রায় চলিত নাই,

কিন্তু তাহার অধিকাংশ পদ্যেতে মধ্যে২ ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে, যথা,—১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন২ পণ্ডিত কবি বাঙ্গলাছন্দে সংস্কৃত পদ গ্রন্থনদ্বারা স্তব বন্দনাদির রচনা এরূপে করিয়াছেন যে তাহা একপ্রকার সংস্কৃত বলাযাইতে পারে, যথা,—মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড ভানু ভাস্কর হে।

কাতরে বিতর কৃপা দিবাকর হে॥
কালিয় দমন, কংস নিসূদন, কেশি মথন, কংসারে।
নূতন নীরদ, নীল কলেবর, নন্দ নন্দন, নরকারে॥

জয়, ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর।
জয়, সুরারিনাশনী, বৃষেশবাহন, ভুজঙ্গভূষণ, জটাধর॥

কখন২ বাঙ্গলাছন্দে এমত অবিকল সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন যে তাহা সংস্কৃত বই বলাযাইতে পারে না, যথা,—

গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি নলিনীজালং।
ঙ্গমুদ কলাপে, বিহিত বিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং॥
শ্রীকবি মদনো, ধৃতহরিচরণো, রচয়তি রহিত বিষাদং।
বিহিত সুসজ্জাং, পরিহর শয্যাং, নৃপসুত স্মর হরিপাদং॥

জয় চামুণ্ডে২, জয় চামুণ্ডে২।
কর কলিতাসি বরাভয় মুণ্ডে॥

লট পট কেশে, সুবিকট বেশে, হুতদনুজাহুতি মুখশিখি কুণ্ডে।
কলিমলমথনং, হরিগুণকথনং, বিরচয় ভারত কবিবরতুণ্ডে॥

কোন২ কবি রচনা কৌশল বা বৈচিত্র্য প্রকাশমানসে বাঙ্গলাছন্দে বাঙ্গলা পদমধ্যে হিন্দী মিসাইয়াছেন, অথবা শুদ্ধ হিন্দী গাঁথিয়াছেন, যথা,—দুহভুজ পাশ-হি দুহজন বন্ধন। চিরদিন ভুক পিয়াসা। ঘনং ভুরু কামান টানে। ব্যাঘ্রগুলা কত কোক বিদারে। মাভৈরিতি যুবরাজ ফুকারে॥ ঢুঁড়ত ঘুরত পল্বল নারে। রোয়ত শূকর মেঘ গভীরে॥

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায়॥

ঢাল দিয়া তলবার দিয়া, জয় পোষকিয়া, সব কাব্য পঢ়ায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া, কবিতাই ভটাই মেঁ দাগ চঢ়ায়া॥

কবিরা যে সকল পদ হিন্দী বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ শুদ্ধ হিন্দী নয়, যথা—

হোশিয়ার পদকে হুঁসার করিয়াছেন, ভয়া বা ভৈলা পদকে ভেল লিখিয়াছেন, পিয়াস শব্দ স্থলে পিয়াসা বলিয়াছেন।

মহাকবিপ্রয়োগ।

কোন২ বড় কবি (স্থল বিশেষে) কোন২ পদ এরূপে ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহা ব্যাকরণসিদ্ধ নয় এবং সচরাচর ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও নয়, যথা।—

দেয়	পদস্থলে	দেই	নিভাইল	পদস্থলে	নিভায়ল
নেয়	,,	নেই	আমি বা মুই	,,	মুহি
খেলে	,,	খেলই	তুমি বা তুই	,,	তুহি
দংশে	,,	দংশই	দুই	,,	দুহ
না কহিও	,,	না কহ	কাপুরুষতা	,,	কাপুরুষতাই
বারয়ে	,,	বারই	ইত্যাদি।—		

আর২ দুই এক কবিও মহাকবিপ্রয়োগ প্রমাণে তদনুরূপে উক্তরূপ পদ গাঁথিয়াছেন ও গাথিয়া থাকেন।

পদ্যে পদবিন্যাস।

পদবিন্যাসের যে নিয়ম ও ক্রম বর্ণনা করাগিয়াছে তাহা বিশেষে গদ্যের নয় কিন্তু গদ্য-পদ্য-সাধারণ। তথাচ বিশেষে জ্ঞাতব্য এই যে উক্ত নিয়মক্রমে বিন্যস্ত কোন বাক্যে বা বাক্যাংশে যদি ছন্দ হয় এবং পদ্য শুনায় (অর্থাৎ তাহতে যদি সেই অনির্ব্বচনীয় পদ্য ভাবটী পাওয়া যায়) তবেই তাহা পদ্য নত্তবা সংখ্যাত বর্ণে পদ্যের নিয়মক্রমে গ্রথিত গদ্য মাত্র। অতএব শ্রবণে পদ্য শুনাইলে পদবিন্যাসের সাধারণ নিয়মক্রমে চরণ গাঁথা যাইতে পারে, নত্তবা পদসমূহ যে রূপে সাজাইলে ছন্দ হয় ওপদ্য শুনায় সেই রূপে গাঁথাযায় ও যাইতে পারে।

পয়ারদি সহজ ছন্দে পদসকল অধিক উলটা পুলটা হয় না, কিন্তু ত্রিপদী আদি যেসকল ছন্দে একচরণে অনেক পদ ও মিত্রাক্ষর থাকে, এবং তোতটকাদি যে সকল ছন্দে গুরুত্ব লঘুত্ব ভেদ অথচ মিত্রাক্ষরের অবশ্যকতা তাহাতে ঐ সকল অনুরোধ হেতু পদবিন্যাসের নিয়ম প্রায় রক্ষা হয় না।

যথা,—কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্রধরণীমাঝ, কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহুমুখে, শশীঝাঁপ দেয় দুখে, যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥

এই পদ সমূহ যথাক্রমে বিন্যাসে "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ধরণী মাঝে সুরেন্দ্র, (তাঁহার) রাজধানী কৃষ্ণনগরেতে। যাঁর যশে অভিমানী হয়ে অগ্নি সিন্ধুমুখে, (ও) শশী রাহুমুখে ঝাঁপ দেয়" এই বাক্য হয়; কিন্তু ত্রিপদী ছন্দের অনুরোধে উক্ত চরণদ্বয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে গ্রথিত হইয়াছে। আর২ ছন্দেও এইরূপ জ্ঞেয়।

অন্ত্য যমকের একপ্রকার অনুরূপে কখন২ প্রকৃতার্থক বা নঞ্‌ অর্থক পদের দ্বিরুক্তি করাযায়, এবং ঐ দ্বিরুক্তির মধ্যে কদাচিৎ সম্বোধন-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

অতএব এমনি দিন যাবেনা যাবেনা।
গেলে দিন ফিরে দিন পাবেনা পাবেনা॥
চপলা চঞ্চলা শ্রী সে অচলা হবেনা।
প্রাণ পণ করিলেও রবেনা রবেনা॥

বায়ুর দাক্ষিণ্য যত, হইয়াছি অবগত, সুধাকরে সুধাকত, জেনেছি হে জেনেছি।
মদনের ফুলবাণ, তাও জেনেছি হে প্রাণ, পিকরব মধু যত শুনেছি হে শুনেছি॥
তোমার বিরহে সখা, কার না পেয়েছি দেখা, যেজন যেমন সবে, চিনেছি হে চিনেছি।
সহিয়া এ সবদুখ, ফাটে নাই এই বুক, তাই এবে মিথ্যাবাদি, হতেছি হে হতেছি॥

দশম পরিচ্ছেদ।

চিহ্ন-বিবরণ।

---

৭ এই চিহ্ন এক প্রকার শুণ্ড সদৃশ হওয়াতে গণেশের শুণ্ড সূচক হয়। পূর্ব্বকালে পত্রাদির উপরে ঈশ্বরের নামের পূর্ব্বে গণেশের উদ্দেশে ৭ এই চিহ্ন লিখার রীতি ও নীতি ছিল এই আশাতে যে সিদ্ধিদাতা গণেশ লেখকের এতাদৃশ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তাহার লিখিত বিষয় সুসিদ্ধ করিবেন। এক্ষণেও অনেকে ঐ চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঁ এই চিহ্ন (অর্দ্ধ ইন্দু ও বিন্দুর আকার ধারণ নিমিত্ত) চন্দ্রবিন্দু নামিত হইয়াছে। ইহা অসংযুক্ত স্বর বা স্বরযুক্ত হলের উপর স্থাপিত হইয়া ঐ সমগ্র অক্ষরের উচ্চারণকে সানুনাসিক করে, যথা, আঁড়া, বাঁশ।

৺ এই চিহ্নের নাম ঈশ্বর। ইহা বিশেষণ রূপে দেবতা (১) পুণ্য তীর্থ বা স্থান (২) এবং মৃত ব্যক্তিসকলের (৩) নামের পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, যথা, ৺ জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের (৩) ৺ বারাণসীধামে (২) ৺ গঙ্গালাভ (১) হইয়াছে।

৩ চিহ্নে চিহ্নিত দৃষ্টান্তে বোধ হয় যে সত্য যুগে মনুষ্যসকল নিষ্পাপি হওয়াতে জীবনান্তে ঈশ্বরে লীন হইয়াছে এই কল্পনায় তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের নামের পূর্ব্বে ৺ ঈশ্বর চিহ্ন পরমপদ প্রাপ্তি সূচকরূপে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে এই ৺ চিহ্নে তাবৎ মৃত ব্যক্তির নামই চিহ্নিত হওয়াতে ইহা কেবল তাহাদের মৃত হওয়া বই ভাবান্তরের বোধক হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে কোন মৃত ব্যক্তির নাম ঐ পরমপদ প্রাপ্তি সূচনারূপ মর্য্যাদা পূর্ব্বক উল্লেখ করিতে হইলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে **স্বর্গীয়, বৈকুণ্ঠবাসী** বা তৎসদৃশ কোন বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিতে হয়, যথা, স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বৈকুণ্ঠ বাসিনী রাণী ভবানী।

লেখক পত্রাদিতে এবং কোন ব্যক্তি নিজ পরিচয়ে আপন নামের পূর্ব্বে শ্রী, এবং উল্লেখিত জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে শ্রী বা শ্রীযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তিকে পত্র লিখে তাহার নামের পূর্ব্বে প্রায় শ্রীযুক্ত, শ্রীমৎ (বা শ্রীমান্) ব্যবহার করে।

শ্রী*—যখন কোন ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় তখন তাহা বিশেষণ রূপে গণ্য ও তাহার অর্থ শ্রীমান, ভাগ্যবান্, বা লক্ষ্মীবান্। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কি লক্ষ্মীবন্ত কি লক্ষ্মীছাড়া সকল লোকেই আপন নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করাতে, শ্রী এক্ষণে সর্ব্বত্র শ্রীমান্ ইত্যাদি না বুঝাইয়া, যে ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত তাহার জীবিতাবস্থামাত্র সূচক চিহ্ন রূপে গণ্য।

যে ব্যক্তিকে পত্রাদি লিখাযায় তিনি অতি মান্য হইলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে শ্রীলশ্রী অথবা শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে শ্রী, শ্রীমত্ ও শ্রীমান্ স্থলে শ্রীমতী, শ্রীযুক্ত স্থলে শ্রীযুক্তা ব্যবহৃত হয়। এবং ঐ স্ত্রীলোকের নাম ষষ্ঠ্যন্তরূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহার পূর্ব্বে শ্রীমতী শব্দের ষষ্ঠ্যন্তরূপ শ্রীমত্যাঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

* শ্রী সামান্যতঃ ও অজ্ঞানতঃ ষ্বী বা ৶ী রূপেও লিখিত হইয়া থাকে।

যে পত্রে মৃত্যুসংবাদ নাই তাহার পৃষ্ঠে এই ৺ — শ্রীমুখ নামক চিহ্ন দেওয়া গিয়া থাকে, এবং ইহার নীচে স্থল বিশেষে এক হইতে পাঁচ কসি ব্যবহার করাগিয়া থাকে। কসি ব্যবহারের মূল ও বিশেষ বিবরণ এই যে পূর্ব্বকালে যে ব্যক্তিকে পত্র লিখা যাইত তাহার নামের পূর্ব্বে বররুচির পত্রকৌমুদীতে লিখিত এই শ্লোকানুসারে এক হইতে ছয় শ্রী পর্য্যন্ত লিখা যাইত, যথা,—"ষড়্ গুরোঃ স্বামিনঃ পঞ্চ, দ্বেভৃত্যে চতুরো রিপৌ। শ্রীশব্দানাং এয়ং মিত্রে; হ্যেকৈকং পুত্রভার্য্যয়োঃ"। অর্থাৎ গুরুর নামের পূর্ব্বে ছয় শ্রী, স্বামির নামের পূর্ব্বে পাঁচ শ্রী, ভৃত্যের নামের পূর্ব্বে দুই, রিপুর নামের পূর্ব্বে চারি, মিত্রের নামের পূর্ব্বে তিন, এবং পুত্র বা ভার্য্যার নামের পূর্ব্বে এক শ্রী ব্যবহার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান কালে শিরোনামে এক মাত্র শ্রী লিখিয়া বক্রী যে কএক শ্রী লিখা রীতি ছিল তাহার পরিবর্ত্তে তৎসংখ্যক কসি পত্রের পৃষ্ঠে শ্রীমুখের নীচে দেওয়া রীতি হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভিন্ন ভাষাহইতে গৃহীত শব্দের ব্যবহারোপদেশ।

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত পদ সমূহের অধিকাংশ সংস্কৃত হইতে নীত,* কিয়দংশ প্রাকৃত, হিন্দী, পারসী, আরবী, ইংরাজি ইত্যাদি ভাষা হইতে চলিত হইয়াছে,† এবং অবশিষ্ট সুতরাং বাঙ্গলা।

ভিন্ন ভাষাহইতে যে সকল কথা বাঙ্গলায় ব্যবহৃত তাহা প্রায় বিশেষ্য শব্দ, বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দ, এবং প্রথমে এক-বচন কর্ত্তৃকারকীয় অর্থে ও অধিকাংশ অবিকল সেই রূপে গৃহীত,

---

* ণ, ঋ, ঋৃ, ৯, ৠ, ং, ব ঃ যুক্ত পদ সকলই প্রায় সংস্কৃত মূলক।

† এবং অদ্যাপি অনেক নীত ও চলিত হইতে পারে।

অনন্তর প্রয়োজন মতে শেষবর্ণানুসারে বাঙ্গলা বিভক্ত্যাদি যোগে বাঙ্গলারূপে রূপান্তরিত (শব্দরূপ দেখ), যথা,—

সংস্কৃত	পিতা	বাঙ্গলা	পিতা,
,,	ব্রহ্মা	,,	ব্রহ্মা,
,,	উপকারী	,,	উপকারী,
,,	কামিনী	,,	কামিনী,
,,	গুণবান্	,,	গুণবান্,
,,	রূপবতী	,,	রূপবতী,
,,	বুদ্ধিমান্	,,	বুদ্ধিমান্,
আরবী قلم	কলম্	,,	কলম্,
,, حاكم	হাকিম্	,,	হাকিম্,
পারসী دوات	দোয়াৎ	,,	দোয়াৎ,
,,	শিকার্	,,	শিকার্,
ইংরাজি Rail	রেল্	,,	রেল্,
,, Pencil	পেন্সিল্	,,	পেন্সিল্,
হিন্দী मिठाईवाला	মিঠাইওয়ালা	,,	মিঠাইওয়ালা,
,, पहिला	পহেলা	,,	পহেলা,
প্রাকৃত	ঘর	,,	ঘর, ইত্যাদি।

এবং কতকগুলি পদ আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিকৃত ভাবে নীত হইয়াছে, । তন্মধ্যে আবার কতিপয় নিয়মে কতিপয় অনিয়মে বিকৃত হইয়াছে, যথা,

সংস্কৃত	বালকঃ*	বাঙ্গলা	বালক
,,	পুষ্পং	,,	পুষ্প

অনুস্বার বা বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদ অনুস্বার বা বিসর্গ বর্জিত হয়, এবং । আকিম্বাঃ অর্থাৎ (অ বা আ পূর্ব্বক) হ্ বর্ণান্ত পারসী ও আরবী পদের, ঐ বর্ণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তি চিহ্ন বা বর্ণ সহিত আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যথা,—

পারসী چشمه	চশ্মহ্	বাঙ্গলা	চশ্মা
,, خواه مخواه	খ্বাহ্মখ্বাহ্	,,	খামখা
,, پناه دار	পানাহ্দার	,,	পানাদার
আরবী هالكه	হালেকহ্	,,	হালেকা
,, محكمة	মহ্কমহ্	,,	মহ্কমা

* কিন্তু সমাস ও সন্ধিতে শব্দ মাত্রেরই আদিরূপ গ্রহণ করাযায়, যথা, মনস্+কাম=মনস্কাম, বালক+আহার=বালকাহার।

অনিয়মে বিকৃত, যথা,—

ইংরাজি	Ruler	রূলর্	,,	রুল্
বা	Roller	রোলর্	,,	,,
,,	Chariot	চ্যারিঅট্	,,	চ্রেট্
পারসী	حقه	হোক্কা	,,	হুঁকা
,,	میرده	মীরদেহ্	,,	মির্দ্দা বা মির্দ্দে

যে সংস্কৃত শব্দের অন্তে স্বভাবতঃ স্ থাকে তাহার ঐ স্ সংস্কৃতে প্রথমার একবচনে বিসর্গ হয়, ঐ বিসর্গও বাঙ্গলায় (পরবর্ত্তি সংস্কৃত শব্দের সহিত সমাস ও সন্ধি বিনা ২) প্রায় লুপ্ত হয় (১), যথা,—

	সংস্কৃত প্রথমা	বাঙ্গলা
আদি মনস্	মনঃ	মন (১)
	মনঃপীড়া	মনঃপীড়া (২)
	মনোদুঃখ	মনোদুঃখ *
	মনস্কামনা	মনস্কামনা

অনেক সংস্কৃত শব্দ উক্তরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তদতিরেকেও আবার বিকার প্রাপ্ত হইয়াব্যব হৃত হয়, যথা,—

(সং) সুবর্ণ,স্বর্ণ,(বাং) সুবর্ণ, স্বর্ণ বা সোনা। (সং) রৌপ্য, (বাং) রৌপ্য বা রুপা; (সং) কাংস্য, (বাং) কাংস্য বা কাঁসা।

টা আদি প্রত্যয় যে নিয়মে বাঙ্গলা শব্দে যুক্ত হয় সেই নিয়মে ভিন্ন ভাষামূলক শব্দেও যোগ করাগিয়া থাকে। এবং টা আদি যুক্ত এরূপ শব্দেরো রূপ ৪০ পৃষ্ঠায় দর্শিত নিয়মে হয়।

স্ত্রী ও পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত পারসী বহুবচনীয় চিহ্ন ان। আন্, ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার্য্য পারসীর বহুবচনীয় চিহ্ন ها হা, আরবী চিহ্ন جات জাত্ বা ات। আত্ উক্তরূপ শব্দের বহুবচনে বিকল্পে ব্যবহৃত হয়, যথা,—

একবচন	বহুবচন
সাহেব	সাহেবরা বা সাহেবান্
পরওয়ানা;	পরওয়ানাসকল বা পরওয়ানজাত্।
তালুক	তালুকাত্ বা তালুকহা

* সন্ধির ১৩ ও ১৭ সূত্র দেখ।

অন্য ভাষাধ্ব ক্রিয়াবাচক শব্দের ও ক্তান্তপদের পর (প্রধানতঃ) হওন ও করণাদি ধাতু যোগ ও রূপ দ্বারা বিশেষং ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, যথা, প্রতিপালন-করণ, প্রতিপালন-করিল। ক্ষয়-পাওন, ক্ষয়-পাইয়াছে। হাসিল-হওন, হাসিল-হইবে। দস্তখত-করণ, দস্তখত-করিল। তদারক-করণ, তদারক-করিবে। ক্লোজ্-হওন, ক্লোজ্-হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশ বাক্য।

অসভ্যতাসূচক ব্যবহার করিও না, কারণ সভ্যতার অভাবে বিজ্ঞতার অভাব প্রকাশ হয়।

দীর্ঘ কাল জীবন ধারণাপেক্ষা ধর্ম্মাচরণে জীবন ধারণ করিতে অধিক আশা ও চেষ্টা করিও।

যদি নিরাপদ হইতে চাও তবে কাহারো মন্দ করিও না।

অন্যের দোষানুসন্ধান করিও না, কিন্তু আপনি যে কত দোষ করিয়াছ তাহা ভাবিও।

কুসংসর্গে থাকা অপেক্ষা একাকী থাকা ভাল।

ভাল কহিতে পার তো কহিও, নতুবা মৌনাবলম্বন করিও।

লোকাচার ও দেশাচার জ্ঞানির ক্লেশকর, কিন্তু মূর্খের পূজ্য।

যদি বৃদ্ধাবস্থায় ব্যয় করিতে চাও তবে যুবাবস্থায় সঞ্চয় করিও।

যে সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট সেই সুখী।

আশাকে সংযমন করাই সুখী হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

জ্ঞানির যদি ক্রোধ হয় তবে তাহা চকিতের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া যায়, কিন্তু মূর্খের হৃদয়ে বাস করে।

বিজ্ঞলোক অন্যের দোষ দৃষ্টে আপন দোষ শুধরায়।

পড়সির দোষ দেখিলে আমরা মুক্তকণ্ঠে নিন্দা করি, কিন্তু আমরা যে তেমনি করি তাহা আমাদের ধর্ত্তব্য হয় না।

অন্যের দোষ দেখিবার সময় আমাদের চক্ষু সতেজঃ, কিন্তু আপন দোষ দেখিবার সময় অন্ধ।

আগে আত্মদোষ স্মরণ, দর্শন, ও শোধন কর্ত্তব্য, পরে অন্যের।

যে দুষ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাহাকে লোকে তৎস্বভাবী লোক ভাবে।

যাঁহার কৃপাতে চিরকাল সুখ পাইয়াছি ও পাইতে পারি, অল্পকাল দুঃখ পাইলে কি তাহাতে অধৈর্য্য ও ভরসাহীন হইয়া তাঁহার নিন্দা করা আমাদের উচিত হয়?

অন্যের অন্তর্যামী তো নও, তবে কেন হিংসা কর? হিংসা মনে উদিত হইতে হইতেই এই বিবেচনা করিও যে যাহা সহস্র সহস্রে পায় না তাহা আমি ভোগ করিতেছি, তবে শান্তি হইবে।

যে জানেনা ও লজ্জায় শিখেনা, কিন্তু জানায় যে জানি, তাহার মূর্খতা কখনো ঘুচেনা।

পিতা পর বালককে শিখাইতে যেমন আপন প্রিয় পুত্রকে আপাতত শাসন করেন তদ্রূপ পরমেশ্বর ধার্ম্মিককে ঐহিক ক্লেশ দেন।

সুবাক্যে পর আত্মীয় হয়, দুর্ব্বাক্যে আত্মীয় পর হয়।

সম্পদে অনেক স্বার্থসাধন নিমিত্ত বন্ধু হয়, কিন্তু বিপদে টিকে না, অতএব এমত স্বার্থপরকে শত্রু বই মিত্র বলি না।

কে শত্রু কে মিত্র তাহা সৌভাগ্যে চিনা যায় না, দুর্ভাগ্যেও গুপ্ত থাকে না।

স্বর্ণের পরীক্ষা অগ্নিতে, বন্ধুর পরীক্ষা বিপদে।

যে শত্রুর দোষানুসন্ধান ও নিন্দা ভয়ে আমরা আর দোষ করিতে সঙ্কুচিত ও ক্ষান্ত হই, সে আমাদের শত্রুরূপ মিত্র, আর যে মিত্র আমাদের দোষকে ধর্ত্তব্য করে না, এবং যাহার প্রশংসায় আমরা কৃত দোষকে দোষ জ্ঞান না করিয়া দোষ করিতে থাকি, সে আমাদের মিত্ররূপ শত্রু।

মূর্খের অন্তঃকরণ মুখে, জ্ঞানির মুখ অন্তরে।

প্রশংসাকারির প্রশংসায় আদর করণের পূর্ব্বে আমাদের উচিত যে সে কেমন লোক ও তাহার প্রশংসা করণের তাৎপর্য্য কি তাহা বিবেচনা করি।

দ্রাক্ষালতার তিন প্রকার ফল—প্রথম সন্তোষের; দ্বিতীয় মত্ততার, তৃতীয় পশ্চাত্তাপের।

পণ্ডিত লোক ধার্ম্মিকের প্রশংসা করেন, অবশিষ্ট লোক ধনির ও পরাক্রান্তের প্রশংসা করে।

অপকারের প্রতীকারে উপকার করিলে অপকারক যেমত উত্তম রূপে পরাস্ত হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না।

মনুষ্যের জীবন নদীবৎ, যাহাতে সুখ দুঃখ রূপ জোয়ার ভাটা ক্রমিক গমনাগমন করে।

যে কখনো দুঃখে পড়ে নাই সে সুখের স্বাদ জানে না।

দুঃখ যে সহিতে না পারে সেই অত্যন্ত দুঃখী।

যে মিথ্যা কহে সে আগে জানিতে পারে না যে কেমন কঠিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেননা এক মিথ্যা রক্ষা করিতে তাহাকে অনেক মিথ্যা কহিতে হয় তথাপি শেষ রক্ষা পায় না।

অপরিমিত ব্যয়ী আপন উত্তরাধিকারিকে ফাকি দেয়, কিন্তু কৃপণ আপনাকে বঞ্চিত করে।

যে কেবল শাস্ত্র পড়ে সে পণ্ডিত নয়, কিন্তু যে পড়ে অথচ পণ্ডিতের কর্ম্ম করে সেই পণ্ডিত।

সজ্জনের হৃদয় নবনীত হইতেও কোমল, কেননা নবনীত আপনি উত্তাপ না পাইলে দ্রব হয় না, সজ্জনের মন অন্যের তাপ দেখিয়া দ্রব হয়।

গুপ্ত রাখা আবশ্যক যে বিষয় তাহা বন্ধুকেও ব্যক্ত করিও না, কেননা বন্ধুরও বন্ধু থাকিতে পারে, অতএব সে বন্ধুর বন্ধু হইতে আশঙ্কা কর।

পণ্ডিতের শস্ত্র শাস্ত্র, মূর্খের শস্ত্র অস্ত্র।

আজি যাহা করিতে পার তাহা কালি করিব বলিয়া স্থগিত রাখিও না, কেননা কালি কাল না পাইয়া কাল প্রাপ্ত হইতেও তো পার।

ধন উপার্জ্জন কঠিন নয়, কিন্তু তাহার সদ্ব্যয় করা কঠিন, এবং যে উপার্জ্জন করে সে মহান্ নয়, কিন্তু যে সদ্ব্যয় করে সেই মহাত্মা।

যখন কোন ব্যক্তিকে এমত দণ্ড করিতে হয় যে তাহার আর প্রতীকার নাই, তখন তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক করিও, যেহেতু গলা কাটিলে যোড়া লাগিবে না

যে কর্ম্ম একবার করিলে আর ফিরিবে না, তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক করিও।

ভেবে করিও যেন করিয়া ভাবিও না।

কি করিলাম এ ভাবনা হইতে কি করিব এ ভাবনা ভাল।

মন যার সন্তুষ্ট, বাঞ্ছা যার সঙ্গত, রিপু যার বশ, চরিত্র যার উদার, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য গুণে সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে যার সমান ভাব, সেই সুখী।

আশ্চর্য্য এই যে লোকে ধনক্ষয়ে দাসকে ক্রয় করে, তথাপি মিষ্ট বাক্যে স্বাধীনকে কিনিয়া রাখে না।

নিজদোষে অধম হইয়াও যে মহাকুলে জন্ম জন্য গৌরবসূচনা সে যেমন তাঁবার চাট্‌কিতে মোহরের ছাপা।

গুণে গরিষ্ঠ হইলেও নীচকুলে জন্ম জন্য যে অগৌরব সে যেমন স্বর্ণখণ্ডের উপর পয়সার ছাপা।

আমাদের লোভ রিপু সন্তুষ্ট ও নিবৃত্ত হয় না, নতুবা যত পাইয়াছি এতও আবশ্যক নাই।

আহারের নিমিত্তে জীবনধারণ নয়, কিন্তু জীবনধারণের নিমিত্তে আহার।

যার জন্যে করিবে চুরি সেও বলিবে চোর।

যারে ভাব তুমি তাহার দাস।

কোন জ্ঞানী চারি শত উপদেশ কথার মধ্যে চারিটী কথা মনোনীত করিয়া কহিলেন; ইহার মধ্যে দুই কথা স্মরণ রাখিলে ও দুই বি হইলে মনুষ্যে সুখী হইবে, যথা:—

ঈশ্বরের কৃপা আর নিজ আদি অন্ত।
এ দুই বিষয় জীব সর্ব্বকর্ম্মে চিন্ত॥
অপরের দোষ আর গুণ আপনার।
এ দুই বিষয় জীব স্মরিও না আর॥

কোন ইন্দ্রিয়জিত সম্রাটের প্রিতি এক জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানির উক্তি:—

আমার সমান তুমি কোন্ গুণে হবে।
দাস অনুদাস মম যে হেতু সম্ভবে॥
ইন্দ্রিয় ও রিপু মোর দুই দাস আছে।
দাস হয়ে তুমি তাদের্ ফির পাছে২॥
প্রথমে প্রভুত্ব কর আপনার পর।
তার পর করো ইচ্ছা অন্যের উপর॥
সে কেমনে হবে প্রভু যার ছয় প্রভু।
ষড়-দাসে দাস বই কে বলিবে প্রভু॥
রূপেতে সোনার কীট গুণেতে কাঁটার।
অনিদ্রা আপদ ভয় উদ্বেগ আধার॥
সুবর্ণ কোমলাসনময় সিংহাসন।
ভাবিতে২ হয় কণ্টক আসন॥
লোভ ত্যজ তবে সত্য করিবে রাজত্ব।
যে হেতু আলোভিশির সর্ব্বদা উন্নত॥
মাটি হতে দেহ তব মাটি হতে হবে।
কিসে অহঙ্কার কিসে অগ্নিশর্ম্মা তবে॥
মাটি হতে হবেই হবে যদি সত্য জ্ঞান।
মাটি হওয়ার আগে তবে মাটি নহ কেন?॥
মাটী হতে হইয়াছে মনুষ্যের ভাব।
সেই তো মনুষ্য যার মাটির স্বভাব॥
মৃত্তিকাত্ব হীন নর মনুষ্য কি হয়?।
গন্ধহীন চন্দন ইন্ধন বই নয়॥

ক্ষ

সংসার বিষের বৃক্ষ বিষ ফলময়।
তথাপি ফলেছে তাতে সুধা ফল দ্বয়॥
এক তার বিদ্যা রূপ রসের আস্বাদন।
অন্য তার সজ্জনের সঙ্গেতে মিলন॥

নরের সহজ দোষ করা নর কর্ম্ম।
স্বীকারেতে ক্ষমা বাঞ্ছা ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম॥
আত্ম ভেবে ক্ষমা করা মহাত্মার কর্ম্ম।
ক্ষমান্তে না করা তাহা সুবোধের ধর্ম্ম।

পর মুখে কটু ভাষা সহিতে না পার।
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর॥

পুঁতিলে ধনেতে ফল যদি গাছ হতো।
রাখিলে ধনেতে সুখ যদি দুঃখ যেতো॥
সুবর্ণ কি শোভা দেয় রাখিলে গোপনে॥
ছাড়াও বিস্তার তারে সুযোগ্য ভাজনে।
দানের উচিত পাত্র দরিদ্র দুর্ব্বল।
ধনিকে করিলে দান নাহি কিছু ফল॥
রোগির ঔষধ পথ্য অরোগির নয়।
বুনা ক্ষেত্রে বুনা বীজ করা অপচয়॥

অতি উষ্ণ হয়োনাক স্নিগ্ধ হতে হবে।
অত্যুন্নত হয়োনাক নত হতে হবে॥
উত্তাপে উন্নত বাস্প আক্রমে গগণ।
জল করে ফেলে তারে অধোতে তপন॥

মম নিন্দা করে যদি কেহ হয় তুষ্ট।
আমিও তাহাতে তুষ্ট নহি কভু রুষ্ট॥
শ্রম ব্যয় করে লোক তুষ্টি জন্যে কত।
অমনি হইবে তুষ্ট আরো ভাল এতো॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, পাপ অন্যার পীড়ন।
অপরাধীনতা মুক্তি, স্বর্গবাঞ্ছার পূরণ॥

অপরাধি ব্যক্তি প্রতি যদি ক্রোধ হয়।
ক্রোধের উপরে ক্রোধ কেন তবে নয়?॥
ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ চতুর্বর্গ ফল।
সে ফল বঞ্চিয়া ক্রোধ দেয় মন্দ ফল॥

লোকের স্বভাব জেনো মার্জিত দর্পণ।
যেমন দেখাবে তারে দেখাবে তেমন ॥
অন্যহতে চাহ তুমি যেই ব্যবহার।
করিও তাহার প্রতি সেই ব্যবহার ॥

যেজন করয়ে ভাল, করে আপনার।
যেজন করয়ে মন্দ, করে আপনার ॥
দোষ দৃষ্ট তবু সৎ রাখেন গোপনে।
অদৃষ্ট তথাপি দুষ্ট রটায় যতনে ॥

করোনাক অপকার কর উপকার।
এই ধর্ম্ম এই কর্ম্ম সংসারের সার ॥

উপদেশক উপাখ্যান।

১. কোন রাজা এক জ্ঞানিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,আমি আপনাকে এই নগরের বিচার-কর্ত্তা করিতে চাই, জ্ঞানী উত্তর করিলেন আমি এ কর্ম্মের যোগ্য নই, রাজা কহিলেন যদি মহাশয় যোগ্য নহেন তবে যোগ্য কে, জ্ঞানী বলিলেন আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় তবে অযোগ্যকে বিচারপতি করা শ্রেয় নয়, আর যদি মিথ্যা হয় তবে মিথ্যা-বাদিকে ধর্ম্মাধিকারি করা উচিত নয়।

২. দুই স্ত্রী এক বালককে আমার২ বলিয়া বিরোধপূর্ব্বক ধর্ম্মাধিকারির নিকট বিচার প্রার্থনা করিল। বিচারকর্ত্তা ঐ বালকে কাহার স্বত্ব তাহার প্রমাণ না পাইয়া দণ্ডনায়ককে কহিলেন "এই শিশুকে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি কাটিয়া বাদিনী ও প্রতিবাদিনীকে দেও। এই কথা শুনিয়া এক জন মৌনবলম্বন করিল, কিন্তু জনেতর শ্রুতি মাত্রে উচ্চৈঃসরে কান্দিয়া কহিল দোহাই পরমেশ্বরের! আমার প্রাণাধিককে প্রাণে মারিও না!" যদি এমনি বিচার হয়, আমি উহাকে চাহিনা, ও পরের হউক কিন্তু বাঁচিয়া থাকুক আমি দেখি। তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিলেন এ সন্তান যে তোমার গর্ভজাত ইহার তুমি যে প্রমাণ দিলা ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইতে পারে না। তখন তাহাকে ঐ শিশু সমর্পণ করিয়া তৎ প্রতিবাদিনীকে সমুচিত শাস্তি দিলেন।

৩. এক ব্যক্তি এক উদাসীনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে তিন প্রশ্ন করিল —প্রথম এই যে, লোকে পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপি কহে; কিন্তু আমি কোন স্থানেই তাঁহাকে দেখিতে পাই না, অতএব তিনি কোথায় তাহা আমাকে দেখাও। দ্বিতীয়—মনুষ্য অপরাধের জন্যে কেন দণ্ড প্রাপ্ত হয়, কেননা মনুষ্য যে কর্ম্ম করে, তাহা পরমেশ্বরের নিয়োগেতেই করে,

মনুষ্যের স্বতন্ত্র ইচ্ছা কিছু নাই, পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু করিতে পারে না। যদি মনুষ্য আপনি কোন কর্ম্ম করিতে পারিত তবে আপনার নিমিত্তে সকল কর্ম্মই ভাল করিত। তৃতীয়—কি প্রকারে পরমেশ্বর শয়তানকে নরকাগ্নিতে যন্ত্রণা দেন, কেননা সে আপনি অগ্নিময়, অগ্নি কি প্রকারে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে? ইহাতে উদাসীন ঐ ব্যক্তির মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। সে তাহাতে রোদন করিতে২ বিচারকর্ত্তার নিকটে গিয়া কহিল, আমি অমুক উদাসীনের নিকট গিয়া তিন প্রশ্ন করিলাম কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়া আমার মস্তকে এমত চপেটাঘাত করিয়াছেন যে তাহাতে আমার মস্তক অত্যন্ত বেদনা করিতেছে। বিচারকর্ত্তা উদাসীনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া উহার মস্তকে আঘাত করিয়াছ কেন? উদাসীন উত্তর করিলেন, ঐ চপেটাঘাতের দ্বারা উহার প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে, অর্থাৎ ও কহিতেছে আমার মস্তকে বেদনা হইয়াছে, ও যদি আপন বেদনা দেখাইতে পারে, তবে আমিও সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরকে দেখাইব। আর এই আঘাতে ও কেন আদ্দাস করিয়াছে? আমি যাহা করি তাহাই যদি পরমেশ্বরের নিয়োগে করি, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে উহাকে আঘাত করি নাই। অপিচ দেহ অস্থিমাংসাদিময় তবে কেমন করিয়া অস্থিমাংসাদিময় হস্তদ্বারা অস্থিমাংসাদিময় মস্তক বেদনা পাইতে পারে? এই উত্তরে বাদী লজ্জিত হইল এবং বিচারকর্ত্তা উদাসীনের কৌশলে আশ্চর্য্য হইলেন।

৪. এক ব্যক্তি কোন জ্ঞানিকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমাদের কি রূপ সংসারি হওয়া কর্ত্তব্য। জ্ঞানী এক মধুপূর্ণ পাত্র সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন প্রত্যক্ষে দেখ। কিঞ্চিৎকাল পরে মক্ষিকাসমূহ আসিয়া তাহাতে পরিপূর্ণ হইলে জ্ঞানী তালপত্র ব্যজন করিলেন, তাহাতে যে সকল মক্ষিকা পার্শ্ব হইতে বা উপর২ কিঞ্চিৎ২ মধু পান করিতে ছিল ঐসকল উড়িয়া গেল, কিন্তু যেসকল মধু লোভে বিহ্বল হইয়া ভাবি ভাবনা ভুলিয়া মধুতে পরিলিপ্ত ও পানে প্রমত্ত হইয়াছিল তাহারা সেই মধুতে নষ্ট হইল। অনন্তর জ্ঞানী কহিলেন সাংসারিকের দশাও এইরূপ। অতএব সাংসারিক ভোগকে আপাততঃ সুখ পরে ক্লেশ-কর জ্ঞানে কেবল জীবনধারণ নিমিত্ত যে কিছু আবশ্যক তাহারি আহরণ ও তাহাতে জীবনধারণ করিয়া যে জন্যে জন্ম গ্রহণ তৎকার্য্যেই কাল যাপন ও তন্নিমিত্তেই জীবনধারণ কর্ত্তব্য। যে ভ্রান্ত আপাততঃ কিছু সুখ পাইয়া শেষ না ভাবিয়া সংসারে ভোগে মুগ্ধ হয় সে মধুলিপ্ত মক্ষিকাবৎ নষ্ট হয়।

সংসারে এসেছ থাক সংসার অন্তরে।
রেখোনা২ কিন্তু সংসারে অন্তরে॥

পদের সাঙ্কেতিক লিপি।

সত্বরতানিমিত্তে কতকগুলি পদের প্রথম স্বরপর্য্যন্ত লইয়া তাহাতে অনুস্বার দিয়া সঙ্কেতে বা সঙ্ক্ষিপ্তরূপে ঐ সকল পদ লিখাযায়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পড়া যায়, যথা—

ইস্তক্	পদের	সঙ্ক্ষেপ—	ইং
উত্তর	”	”	উং
কিস্মত্	”	”	কিং
গুজরৎ	”	”	গুং
জিম্মা	”	”	জিং
চালান	”	”	চাং
তারীখ্	”	”	তাং
দরুণ	”	”	দং
পরগণা	”	”	পং
মারফৎ	”	”	মাং
পুংলিঙ্গ	”	”	পুং
স্ত্রীলিঙ্গ	”	”	স্ত্রীং
ক্লীবলিঙ্গ	”	”	ক্লীং
প্রশ্ন	”	”	প্রং
মোকাম	”	”	মোং
সাকিন্	”	”	সাং
পারসী	”	”	পাং
আবরী	”	”	আং
হিন্দী	”	”	হিং
ইংরাজী	”	”	ইং
সংস্কৃত	”	”	সং
বাঙ্গলা	”	”	বাং

সমাপ্ত।